

পদিনী-উপাখ্যান।

(রাজস্থানীর ইতিহাস-বিশেষ)

৩২৯লা । বন্দোপাখ্যায় ।

কর্তৃক

বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত ।

কলিকাতা,

হিতবাদীর ইনেষ্ট্রিক বন্দ্রে,

শ্রীঅন্নদাচরণ দাস ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত ।

সন ১৩১২ ।

মঙ্গলাচরণ ।

পূজ্যপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ-ঘোষাল

বাহাদুর মহাশয়

শ্রীচরণাম্বুজেষু ।

প্রণতি পূর্বক নিবেদনমিদং

মহাশয় আমার প্রতি

বাল্যকালাবধি

অকৃত্রিম

স্নেহসহকারে যে উৎসাহ

প্রদান করিয়া থাকেন,

সেই উৎসাহ-তরু-সমাপ্তিত

প্রদানতা জাত

সামান্য উপহার স্বরূপ

এই

কাব্যকুসুম

ভবদীয় শ্রীচরণকমলান্তরালে

সমর্পিত করিলাম ।

— * —

অমৃগুহীত ভৃত্য

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভূমিকা ।

এই অভিনব কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকটন
সম্বন্ধে আমার কিছুকিছু কথা আছে । ১২৫০
বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একটা বীটন সমাজের
নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা
কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন । কোন
মহাশয় সাহস পূর্বক একুপ ও বলিয়াছিলেন যে,
“বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে
বদ্ধ থাকতে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি
কেই জন্মগ্রহণ করেন নাই ।” প্রত্যুত, স্বাধী-
নতা-স্বাধীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিমুক্ত
হয়, স্রুতবাৎ পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে
যে কবি কেমনরূপেই কেহ হইতে পারে না ।
আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিয়ম
নির্মিত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা
পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইলে
অনেক অনুগ্রাহক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ
সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ লেখকদিগের
পরমবৃদ্ধ বয়সের অন্তঃপাতী কুণীর এসিক্কা
ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী
উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন,
তদ্বাখ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন
যথা :—

“আধুনিক বুজবনে, স্বদেশীয় কবিগণে,

স্বণা করে নাহি সহে প্রাণে ।

বাঙ্গালীর মনঃ-পদ্ম, কবিতা স্রবীর সম,

এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে ॥”

কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবত পত্ন-
গ্রহ প্রণয়নে আমার প্রতি সর্বদাই সোৎসাহ
বাক্য লিখিয়া পাঠাইতেন । পরন্তু কিয়দর্শীভীত
হইল, মনঃপ্রাণকবর স্বদেশহিততৎপর সুনির্মল
চরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ বোমাল বাহাদুর
এতদেশীয় অবিকাংশ ভাষা-কাব্যনিচয়ের অসী-
লতা ও অপবিত্রতা সঙ্গে তত্তাবৎ পাঠে এত-
দেশীয় বালক বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার
অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আনুগত্য দর্শনে
পরিবেশিত হইয়া আমার প্রতি বিগত প্রাণ-
লীতে কোন কাব্য রচনা কদুর্গার্থ ভূয়োভূয়ঃ
অনুরোধ করেন । আমি উক্তোক্ত মহাশয়ের
অনুরোধে কর্ণেল টড্ বিবচিত রাজস্থান প্রদে-
শের বিবরণ-পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি
নির্মীচিত করিয়া রচনারস্ত করিয়াছিলাম । তৎ-
নস্তর উক্ত উভয় মহাশয় অকালে পরলোক-
প্রাপ্ত বিধায় শোকাভিভূত মনে তৎসঙ্কল্প পরি-
হার করি । কিন্তু কাল-সহকারে ইহ অগতঃ
সকল বিষয়েরই ভ্রাস ও পরিবর্তন আছে, অত-
এব প্রবোধচন্দ্রের নির্মল প্রতিভায় সস্তা-
তিমিয় কথঞ্চিৎ বিগত হইলে কিয়দাঙ্গাভীত
হইল পুনর্বার পত্র-রচনার প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত
কাব্য সমাপ্ত করিলাম । সমাপ্তির পূর্বে শ্রীযুক্ত
বেবরুণ ডবল্যু ওব্রাএনগ্রিথ তথা শ্রীযুক্ত বাবু
রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কতিপয় মার্জিত-বুদ্ধি
বন্ধু নিকট ইহা প্রেরণ করি—তাঁহাতে
তাঁহারা এবং উক্ত স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের

অমূল্য ত্রিযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর
তথা বর্ণাকালের গিটরেচর সোসাইটি নামক
শ্রেষ্ঠ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থ বিশেষ
উৎসাহ প্রদান পূর্বক অমুরোধ করাতে আমি
সেই কাব্য প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু যে মহ-
নভিপ্রায়ে এই নূতন প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায়
কাব্য রচনার প্রথমোক্তোপ পদবীতে আমি
পদার্পণ করিলাম, তৎসিদ্ধি পক্ষে কতদূর পর্য্যন্ত
কৃতকার্য হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতের গর্তস্থ।
বিশেষতঃ এবশ্রকার বিষয়ের দোষ গুণ প্রভৃ-
তির পর্য্যবেশন হ্রতাবুক পাঠকদিগের বিচার-
ধীন,—তথাহি :—

“কবিতাসমাদ্যুয্যং কবিরেত্তি ন তৎকবিঃ।

জ্ঞানীকৃতীভ্যো ভবো বেত্তি ন ত্ধরঃ॥”

এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি
এতদেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন
উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রোতিহাস
হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম ইহার কারণ কি ?
—এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে
বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল
লোকেয় কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ এই সকল
উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা
থাকাতে অধুনাতন কৃতবিত্ত যুবকদিগের তত্তা-
বৎ শ্রদ্ধা নহে এবং এতদেশীয় জনসমাজে
বিত্তা-বুদ্ধির বান্ধব মহাত্মত্বদিগের মতে ওজ্রপ
অদ্বুত রসান্বিত কাব্য-প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবক-
দিগের অন্তর্য্যস্ত চিত্তক্ষেত্র প্রাণিত হয় কণ্ঠব্য
নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্ত-
র্দান কালাবধি বর্তমান সময় পর্য্যন্তেরই ধার্য-
বাহিক প্রকৃত প্রাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট
কালমধ্যে এদেশের পৃষ্ঠতন উচ্চতম প্রতিভা
ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজ-
পুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব
প্রভৃতি নানা সদগুণলক্ষ্যে রাজপুতেরা যেরূপ

বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগুণও সেই-
রূপ সতীত্ব, বিদ্বষীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে
শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের
গরিমা-প্রতিপাত্ত পদ্ধতিতে লোকের আন্ত-চিহ্না-
করণ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অমূল্যগুণে প্রবৃত্তি প্রদান
হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজ-
পুত্রোতিহাস অবলম্বন পূর্বক মনকর্তৃক রচিত
হইল।

অপিচ, কিশোর কালাবধি কাব্যমোদে
আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা ভাবার
কবিতা-কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক
সময় সংবরণ করিয়া থাকি। আমি সর্বাপেক্ষা
ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্য্যালোচনা করি-
য়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয়
কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অন্ত্যাস।
বাঙ্গালা সমাচার পুত্রপুঞ্জ-আমি চতুর্দশ বা
পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পত্র প্রবর্তন
করিতে আরম্ভ করি। তদ্ব্যতিরিক্ত যদিও অনেক
লোক সমাদৃত হইত, কিন্তু সেই আদর
তাঁহাদিগের মহত্ব ব্যতীত আমার ক্ষমতা পরি-
চায়ক নহে। আমার এস্থলে একথা লিখিবার
তাৎপর্য্য এই যে, উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে
অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ
আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যমোদি-
গণ আমাকে ভাবহারী জ্ঞান না করেন,
আমি ইচ্ছা পূর্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয়
ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু
তাহা করণের হই ফল। আদৌ, ইংলণ্ডীয়
ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদেশীয় মহাশয়
এরূপ জ্ঞান করেন, তদ্ব্যবায় উত্তম কবিতা
নাই; সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষ আবশ্যক
হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণা-
লীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই
ব্রীড়াশ্রম কদম্ব কবিতাকলাপ অন্তর্দান করিতে

থাকিবে এবং তত্ত্ববত্তের প্রেমিকদেরও সম্মান
 ভাঙ্গা হইয়া আসিবে। পরন্তু এই উপলক্ষে
 ইহাও নিবেদ্য, আমি সকল স্বপ্নেই যে ইংলণ্ডীয়
 মহাকবিদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছি এমন
 নহে; অনেক ভাব স্বতই আসিয়া অনেকের
 মনে এ-বিধের সমুদিত হইয়া থাকে, স্তবরাং
 তাহাদিগের অগ্রাংশে প্রকাশমতে কাব্য-
 কার্যের প্রতি চৌর্য্যভিক্ষণ প্রয়োগ করা
 কর্তব্য নহে। কোন ইংলণ্ডীয় কবি কহেন,
 —“আমাদিগের মধ্যে একদল বিদ্বৎ আছেন,
 তাঁহারা সম্ভাবিত সকল ভাবকেই পুরাতন জ্ঞান
 করিয়া থাকেন। তাহাদিগের ক্রমত জ্ঞান নাই
 যে, পৃথিবীতে ক্ষুদ্র গুণ স্বাভাবিক উৎসসমূহ
 আছে। তাহারা কোন প্রবাহ দৃষ্টম ত্রে বোধ
 করেন, তাহা অমূলক মনুষ্যের পদ্ধিগণী হইতে
 প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।”

এইক্ষেণে, কার্য কি?—এবং তদালা-
 চনার কল কি?—এই দুই সুকঠিন প্রশ্নের
 সমাধা-করে, কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে,
 যেহেতু তত্ত্ববত্ত বিষয়ে একদেশীয় অনেক
 লোকের ভ্রম আছে। মিত্রাকরে এবং
 মিত্রাকরে রচিত, যতি-সংবিত, অমুপ্রাসাদি
 বলকারে ভূষিত পদবিভাস করিতেই তাহা
 কাব্য হয় না। সুবিখ্যাত সাহিত্যদর্পণ
 গ্রন্থে ইহার যথার্থ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে,
 কথা “কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্।” এই স্বল্প-
 বাক্যে কবিতাকলাব জ্ঞান ব্যাখ্যাত ও বৃহদ্রহ
 বিশেষবর্ণনায় ব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যুত, কাব্য
 মানসিক ধর্ম্মের রূপ পুষ্পাটিকাঙ্ক অশেষ-
 ধর্ম্মভাবকুসুমের সৌরভসমি, সেই সুগন্ধের
 এবং গন্ধে কবিদিগের মনোনির্লবণ রচনা-
 প্রতিই পটুতর। কবিতার অসাধারণ শক্তি,
 মনুষ্যের মনে সর্বপ্রকার রসাদীপনে ইহার
 বীথিদী ক্ষমতা, শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেক

বসোৎপত্তি এক একটা নিদান নির্দেশ
 করিয়াছেন, কিন্তু কবিতাকে সকল রসের
 নিদান কহা যাইতে পারে, মোহের প্রত্যক্ষ
 কারণ কিছুই নাই; অথচ কবিতা পাঠ বা
 শ্রবণ করত মনুষ্যের অশ্রুপাত হইতেছে,—
 হৃদয়ের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ
 কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করত জনসমাজে
 হস্তার্ণব তরঙ্গিত হইতেছে,—বীভৎসের
 প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কাব্য-
 পাঠক বা শ্রোতার মনোভঙ্গীতে তাহা প্রকট
 রূপে লক্ষিত হয়।

কবিতার আর এক গুণ এই, তাহা স্বপ্ন-
 প্রায় মানসিকবৃত্তিগণকে সহসা আগ্রহিত
 এবং উত্তেজিত করিতে পারে। প্রাচীন
 জাতিদিগের মধ্যে এই এক রীতি ছিল,
 তাহারা বিগ্রহ-বাসনাদি সমুদায় উৎসাহকর
 ব্যাপারে কবিদিগের সাহচর্য্য রাখিতেন।
 কবিগণ উক্ত জাতিদিগের শৌর্য্য বীর্য্য গুণ-
 সম্পন্ন পূর্বপুরুষদিগের গুণাহ্বাদ গান করি-
 তেন। তাহাতে শ্রোতৃবর্গের মানসে বীর,
 শান্তি, যোদ্ধা প্রভৃতি ভাব সকলের সমুদ্ভাব
 বিশেষোপকার হইত। প্রকৃত কবিদিগের
 অন্তঃকরণ সহস্রধারা নামক বিচিত্র উৎস-
 স্বরূপ, তাহাতে যেসকল সামান্যরূপ শব্দ
 করিলেই ধারা নির্গত হয়, কবিদিগের অন্তঃ-
 করণ হইতে সেইরূপ সামান্য ঘটনাতে
 ভাবধারা নিঃসৃত হইতে থাকে।

কবিতা আর এক শক্তি, তাহা
 আমাদিগের স্বাভাবিক ক্রিা হৃদয়ের ভাব-
 সমূহকে সচেতন করিতে পারে। তদ্বারা
 দীর্ঘা, করুণা, মমতা, প্রণয় প্রভৃতি মানসিক

* একদেশীয় লোকের শ্রীবর্দ্ধনেচ্ছা কোন প্রসিদ্ধ
 ইউরোপীয় মহাপুত্রের উক্তি অনুসারে এই পরিচ্ছেদের

ধর্ম সকল বুদ্ধিযুক্ত হয় ও চিন্তা প্রভৃতি পরিকল্পনার বিহীনতা জন্মে। প্রকৃত কবি ব্যক্তি কোন ইতর বা গহিত কার্যকরণে অগত্যা বাধিত হইলে তাঁহার আর মর্ম-পীড়ার সীমা থাকে না। কবিতার অপর এক গুণ এই, তাহা সাংসারিক সামান্য চিন্তা-জাল ও ইঞ্জিয়ভোগাসক্তি হইতে মনুষ্যের মনকে সর্বদা বিমুক্ত রাখিতে পারে এবং অন্তঃকরণে এমন সুদৃঢ় বিশ্বাসের সংস্থান করে, যে, জাগতীয় সামান্য প্রকার ক্ষণিক সুখ ব্যতীত এক সুনির্মল নিত্যসুখ সন্তো-গের সম্ভাবনা আছে। কবিতা এক প্রকার ধর্মবিশেষ। কবিতা নিসর্গরূপে ধর্মের গৃহোদ্ভূত। তাঁহারা জগতীশ্বররূপ কার্যের ক্রম-প্রদর্শন পূর্বক তৎকর্তার সত্তা সংস্থাপন করেন। তাঁহারা মনুষ্যের নিকট ঐশিক-ক্রিয়া প্রণালীর বর্ষাধ নিরূপণ করিয়া দেন। কবিতা নীরস অহিসার তৎশাস্ত্রের শরীবে আত্মার সঞ্চার করত তাহাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শোভিত করেন। তাঁহারিগের উপদেশে আত্মা অচেতন পদার্থ সকলকে লেচেন স্বরূপ প্রত্যক্ষ কবি, তথাপি :—

“তরু চতিকাধ ঘেন বচন নিসেরে।
বেগবতী নদীয়ে গ্রন্থ-ভাব ধরে ॥
উপদেশ দান করে পাষণ্ড লবল।
সকলি প্রীতিতে হয় সুন্দর নিদুল ॥”

অপিচ যনোজ্ঞ ভাষান্তরণে মনুষ্য মনো-ভূষণকারিণী ও হৃদয়-পদ্মে ঔদার্য্যাবি লঙ্ঘ-গুণরূপ মনু-সংসারিণী এই চমৎকারিণী বিজ্ঞা মনুষ্যকে ইতর এবং স্ব-ধর্মের চিন্তাচক্রে হইতে বেরূপ দূরান্তরিত রাখে, এমত আর কিছুতেই রাখিতে পারে না। কোন জ্ঞানপ্রবর

কহেন,—“কবিদিগে: মর্যাদাকল্পে বক্তব্য এই যে, আমি তাঁহাদিগকে, কতদিন কালে অতিশয় লালসাপরবশ বা জঘন্যত্ব কাপন্য দোষাশ্রিত দেখি নাই। অত্যাশ্রিত শ্রেণীর লোকোপেক্ষা তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ এমত সুপ্রশস্ত যে, তাহার সহিত পরমেশ্বর এবং দিব্যালোকের বিশেষ সম্পর্ক আছে, এমত বলা যাইতে পারে।”

বর্তমান সময়ে যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞান সুশিক্ষিত নহে, তাহারা মানসিক শক্তিসমূহের পরিচালনাভিনিত সুখসন্তো-গে বঞ্চিত বিধায় তুচ্ছতর ইতর আঘোদে অব-কাশকাল অতিপাত করিয়া থাকে।

“ইন্দ্রিয়ের ভোগে যবে অকুচি উদয়।
দুর্লভ নাজীর গতি মন্দ মন্দ বয় ॥
যেই চাক্র সুখে পুনঃ পূর্ণ তাগী হয়।
সেই মনোহর সুগ অবগত নয় ॥”

অপিচ কেবলমাত্র বিজ্ঞানবিজ্ঞার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করণের শিক্ষা প্রণালীকে সম্পূর্ণ বা সংতুষ্টি রীতি বলা যাইতে পারে না। বিজ্ঞানবিজ্ঞা বস্তাবল: কঠিন এবং ঔৎসুক্যবিহীন, অতএব চিন্তাকরণ করণক-ভাবকুসুম প্রকল্পকারী পরমগৌরবভাজন কলাকলাপের সাহায্য ব্যতীত তাহা গ্রহণ কর-হয় না। বুদ্ধির প্রাথমিক সম্পাদনার্থ বেরূপ-বিজ্ঞানবিজ্ঞার প্রয়োজন, অন্তঃকরণের উৎ-কর্ষ সম্পাদনার্থে সেইরূপ কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি কলাকলাপের আবশ্যিকতা। প্রত্যুত, উভয় বিধ পদার্থেই শ্রীবুদ্ধি সম্পাদন অতি কর্তব্য বিজ্ঞান দ্বারা আকাশবিহারী ধ্যোতিগণের বেরূপ পরিধি পরিমাণ ও সংখ্যানি নিরূপণ যাইতে পারে, কবিতা দ্বারা সেইরূপ

ভাষাদিগের অনির্বচনীয় শোভা সৌন্দর্যাদি
 কল্পনায় করা যায়। যিনি এই দৃশ্যমান
 বিশ্বকে কল্পনায় শোভা সৌন্দর্যে আবৃত
 করিয়াছেন, তিনি আমাদের তত্ত্বাত্তের
 পরিমাণ ও সংখ্যা নিরূপণ করিতে নান্দেপ
 করিয়া সেই অপূর্ণ প্রতিভাপূজের বস
 হইতে যে নিবেদন করিয়াছেন, এমন কথা
 কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব
 - অগদ্যের বিরূপ নিয়মে ইচ্ছাশক্তি সৌন্দর্য
 রসে প্রাতিষ্ঠ করিয়াছেন, তাহা এতদেশীয়
 লোকেরা ইংল্যান্ডীয় এবং সংস্কৃত মহাকবি-
 দিগের গ্রন্থাধ্যয়ন পূর্বক অনুভব করুন।
 বাহারা তদ্রূপ অধ্যয়ন দ্বারা কৃতার্থ হইয়াছেন,
 ভাষাদিগের অসংখ্য সুখের পরিসীমা
 নাই। এমন সকল ব্যক্তি সংসারের ইতর
 চিন্তা ও ব্যতিব্যস্ত জনমণ্ডলীর সহবাস

পরিত্যাগ করিয়া নৈসর্গিক সামান্য শোভা
 লোকনে অত্যর্থ পূজিত হন;—

“সামান্য কুসুম কুলি বন্দরে কলিত।
 সামান্য বিহঙ্গমান পবনে চপিত ॥
 সাধারণ সূর্য আর সমীর, আকাশ।
 তাঁহার নিকটে যেন অর্গের প্রকাশ ॥”

এইরূপ কবি এবং কবিতার প্রশংসা বিশেষ-
 মতে করিলে তাহা গ্রন্থ প্রমাণ হইয়া উঠে,
 অতএব আর বাস্তবোক্তি না করিয়া এখানে
 এতাবশ্যক বলিয়া শেষ করি যে, হে এদেশীয়
 মহাশয়বর্গ, আপনারা যুগিত উল্লঙ্গ আদি
 রসের কবিতার প্রেম পরিহার পূর্বক বিমলা-
 নন্দনাথিনী কবিতার প্রীতিরসে প্রবৃত্ত
 হউন। ইতি।

পাদিনী-উপাখ্যান ।

সূচনা ।

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ-কারণ ।
ভারতের নানা-দেশে করি পর্যটন ॥
অবশেষে উপনীত রাজপুতনায় ।
বহুদা গুপ্তভাষার কীর্তি-মেখলায় ॥
দেখিলেন অজমীর-পুরী আজমীর ।
বহুদার বোধপুর আর বিকানীর ॥
কোটা বুদ্ধিশূন্যাবতী নীমচ সারয়ে ।
উদয় উদয়পুরে প্রাকুল-হৃদয়ে ॥
জয়সিংহ পুরী জয়পুর চ রুদেশ ।
তার শোভা মনোহর, বৈকুণ্ঠবিশেষ ॥
মুখি বহু রাজপুরী মানন্দ-অন্তরে ।
প্রবেশেন একদিন চিতোর নগরে ॥
দেগেন অচল এক অতি উচ্চতর ।
তার নিম্ন শোভাকর সুন্দর নগর ॥
স্মরি পুরে শোভে গুরু, প্রাণীরে বেষ্টিত ।
রাষ্ট্রকর্ত্তী হিন্দু-স্বর্ঘ্য * প্রতিষ্ঠিত ॥
ধর্মধর-অঙ্গে শোভে নানা তরবার ।
নয়নের প্রীতিকর ওষধি-বিস্তার ॥

কোন স্থলে মুহূর্ত্ত করি নিরন্তর ।
উগরে নিরন্তর মুকুতা-নিকর ॥
তরুণ অরুণ ভাতি অঙ্গে কোন স্থলে ।
প্রবালের রূপি ঘন হয়েছে অচলে ॥
কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে ।
শেখরের ক্রাম অঙ্গে চারু শোভা করে ।
যেন বদুপতি-হৃদে হীরকের হার ।
কলিঙ্গ ভাতি করে অনিবার ॥
বিবিধ বিহঙ্গ নানা স্বরে গান করে ।
সন্তাপীর তাপ দূর, মন প্রাণ হবে ॥
আহ! এতকপ শোভা অতি অপরূপ !
উৎকল ভাবকের বিভাবনা-কূপ ।
সরসী সর্পিৎ সিন্ধু শেখ সুন্দর
গহন গহ্বর বন নিরন্তর নিকর ॥
দিনকর নিশিকর নক্ষত্রমণ্ডল ।
মেঘমালায় ভিত্তির চমক উজ্জ্বল ॥
ইহ খলু নিসর্গের শোভা অমূল্য ।
যাহে জন্মে ভাবকের বিলাসবিভ্রম ॥
সে স্থখের তুলা স্থখ, আর কিবা হয় ?
মৈব-অমূল্য ভিন্ন অমূল্য নয় ॥
দেখ দেখি ভবভূতি আর কালিদাস ।
কাব্যে সেই রস কিবা করিলা প্রকাশ ॥

* উদয়পুরের রাণাধিপের আদি পুরুষ বাঙ্গা রাও
উপাধি মধ্যে এই গৌরবাক্ষর উপাধি ধারণ
করেন ।

মহামহীপালগণ সভার ভিতর ।
 মহাবরুক্ষেণ খাত দেশ-দেশান্তর ॥
 কিন্তু তাঁরা সেই সব সভার বিষয় ।
 না বর্ণিয়া কিছুমাত্র ভাব রসময় ॥
 প্রকৃতি রূপের ছটা করি দর্শন ।
 করেছেন কাব্য-স্থধা-সার বরণ ॥
 পাঠি মাত্রে লোমাক্ষিত হয় কলেবর ।
 ধন্য ধন্য কাব্য-শক্তি রসের সাগর ॥
 আয় মন ! চল বাই সেই সব দেশে ।
 যথায় প্রকৃতি নাঞ্জে মনোহর বেশে ॥
 দেখিবেন নিচিহ্ন শোভা শৈল আর জলে ।
 শ্রবণ জুড়াবে ওটিনীর কলকলে ॥
 কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ ।
 শরীর জুড়াবে, যাবে সমুদায় ক্লেশ ॥

এইরূপ নানা শোভা দেখিতে দেখিতে ।
 পথিক উঠেন হুর্গে পুলকিত চিতে ॥
 বিশেষ হুর্গম পথ পাষাণে রচিত ।
 ভুজঙ্গের গতি সম, ক্রোশপরিমিত ॥
 ক্রমে ক্রমে পরিহার্য করি ছয় দ্বার ।
 উপনীত যথা শিংহদ্বার স্থবিত্তার ॥
 অতিশয় পুরাতন কীর্ত্তির প্রকাশ ।
 হইয়াছে কত তরু সত্য নিবাস ॥
 খচিত বিবিধ কার্য দ্বার-দেহময় ।
 মূর্ত্তিমান কত শত দেব দেবীচয় ॥
 ববনের কার্য তাহে নহে দৃশ্যমান ।
 দ্বার খেন স্তম্ভাস্তের কাটক সমান ॥
 তদন্তে শোভিত দেবালয় দুই ভিতে ।
 পণ্যবীথি পূর্ণ সারি সারি পশ্যাবিতে ॥
 বৃহত্তর মনোহর প্রাসাদ প্রচুর ।
 কাল-দণ্ডে প্রতিক্ষণ হইতেছে চুর ॥
 মগবাধিষ্ঠাত্রী কর্ত্তী হর্ত্রী মহাদেবী ।
 চিত্তোত্তর সর্কনাশ দ্বার পদ-সেবি ॥
 রয়েছে তাঁহার মঠ পর্কিত-প্রমাণ ।
 অষ্টভুজা, করি-অরি পরে অধিষ্ঠান ॥

মহাকাল এক-লিঙ্গ * শিব অকুণ্ঠম ।
 মন্দিরসমীপে কত দণ্ডীর আশ্রম ॥
 এ সকল নিরখিয়ে পথিকের চিত্ত ।
 মলিনতা-মেঘজালে হইল অন্ধিত ॥
 মানসে করেন চিন্তা কোথায় সৈ দিন ।
 যে দিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন ॥
 অসংখ্য বীরের বিনি জন্ম-প্রদায়িনী ।
 কত শত দেশে রাজ-বিধি-বিধায়িনী ॥
 এখন হুর্ভাগো পরভোক্ত্যো পরাধীনী ।
 যাতনায় দিন যায় হুয়ে অনাখিনী ॥
 কোথা সে বীরর আর বিক্রম বিখ্যাত ?
 সকলি করেছে প্রাস সর্বকুক কাল ॥
 এই যে ভীষণ হুর্গ মা জানি কাহারে ?
 কত বীর করেছেন ইহাতে বিহার ॥
 এখন হরির্জ-দশা দৃষ্ট সর্ব স্থানে ।
 মলিনতা-প্রবলতা যেখানে সেখানে ॥
 কোথায় উৎসাহ রঙ্গ হস্ত মহোৎসব ।
 তেজোহীন জনগণ, যেন সব শব ॥
 এইরূপ ব্যাকুলিত হুয়ে চিন্তা-কূটে
 আইলেন শেষে এক সর্বোবরকূলে ॥
 চল চল করে জল বিমল-উজ্জল ।
 সমুদ্রে বিহারে তাহে রাজহংস-দল ॥
 চারি দ্বার বাধা তার বিমল উপলে ।
 অত্যাধি পতিত নহে কালের কবলে ॥
 তার মাঝে চারু দীপ রচিত পাষাণে ।
 হেন মনোভোভা শোভা নাহি কোন স্থানে ॥
 তাহে রমা হস্তা এক অতি পুরাতন ।
 হস্তাশনে ধন-প্রায় হয় দর্শন ॥
 দেখিয়ে পথিক মনে ভাবেন তখন ।
 কি হেতু হইল ইথে ধর্মের বরণ ?

* বঙ্গ! রাজর ইষ্টদেবতা এই শিবলিঙ্গের প্রকৃত
 মন্দির নাগীন্দ্রমায়ক স্থানে আছে, এ নাগীন্দ্র-উদয়পুর
 হইতে পঞ্চ কোশ অন্তরে স্থিত । এক-লিঙ্গের পূজকেরা
 হারীত স্বির বংশধর ।

এমন সময়ে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ ।
 জানাশরৎ জলশয্যে দিলেন দর্শন ।
 করপুটে জিজ্ঞাসেন পথিক তাঁহারে ।
 “কহ বিদ্বৎ এই পুরী-সুভাস্ত আচারে ।”
 বিপ্র কন, “শুন শুভ পথিক সজ্জন ।
 করুণা-রসের-সিক্ত স্থান বিবরণ ॥
 শ্রবণেতে জব হয় পাষণ্ড কথ্য ।
 অভাবক-দগ্ধে হৃদ ভাবের উদয় ॥
 রাজ পুত্র-ইতিহাস সমুদ্রসমন ।
 এই সে চিতোর-পুরী তার আশ্রয় স্থান ॥
 তেঁতার ছিলেন স্বর্ধাবংশ দণ্ডধর ।
 দ্বান্দ্বরেতে চল্লিশ ধরার জগর ॥
 করিল প্রারম্ভে পুনঃ ভারুকুল ভূপ ।
 যাহাদের বীরত্বের নাহি অমরূপ ॥
 দেব-বংশ শিলাদিভ্য বিখ্যাত ধরায় ।
 যার বংশজাত বাগ্না রাণ্ড মহাকায় ॥
 এক লিঙ্গ শিব পুঞ্জি বীরত্ব ধরিল ।
 মোরী বংশ মাতুলের সাম্রাজ্য হরিল ॥
 করিল অশেষ কীর্তি কি কব বিশেষ ।
 হরিল একমবলে যবনের দেশ ॥
 একচ্ছত্র অবনীরে করে মহাবীর ।
 হরন্ত হৃদ্যন্ত স্নেহ ভয়েতে অস্থির ॥
 ইরাণ তুরাগ আবি কত শত স্থান ।
 কাবুল কান্দীয় কাজহার কাফ্রিস্তান ।
 ইত্যাদি অনেক দেশে হইলে বিজয় ।
 করিলেন কত রাজকর্তা পল্লিধর ।
 অশ্লিল অসংখ্য যশঃ হিন্দু মুসলমান ।
 হিন্দু স্বর্ধাবংশী খ্যাত, যবন পাঠান ॥
 শত বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তে সেই মহাশয় ।
 স্বর্ধাবীরে বর্গগত কবিল্প (১) কর ॥

(১) ইনি পৃথ্বীরাজের সময়ে রাজপুত্রদিগের প্রধান কলকবি ছিলেন ।

স্বধামনে প্রাণ পরিহরে নৃপবর ।
 চাক চীন বসনেতে বৃত্ত কণেবর ॥
 চাঞ্চিয়ারে অমাত্য আশ্রয়গণ বসি ।
 নক্ষত্রমণ্ডলে যেন মেঘাচ্ছন্ন শশী ॥
 আবরণ বিমোচন করি তারপর ।
 অজুত-নিরুপি সবে বিস্মিত অন্তর ॥
 না দেশে পর্য্যটকে মহীপতি-মৃত-কার ।
 কেবল প্রাক্তন পদ্ম-জাল (১) শোভা পায় ॥
 স্নেহে লোকেদের প্রায় সুরক্তি বহিল ॥
 নন্দন কানন স্তবে সকলে মোহিল ॥
 ধন্ত ধন্ত বাগ্না রাণ্ড কীর্তিকলাধর !
 ধন্ত বীর্য্যবিক্রমণ । ধন্ত বীরবর !
 সেই সংশ্ল কত শত নৃপতি প্রভূত ।
 চিতোরের অধীশ্বর নানা গুণযুত ॥
 তের শত একত্রিশ সন্ত বৎসরে ।
 বরিত লক্ষণ সিংহ সিংহাসনোপরে ॥
 কপার লক্ষণ নহে প্রাপ্ত-ব্যবহার ।
 রাজ্য করে ভীমসিংহ পিতৃব্য তাঁহার ॥
 যার প্রিয়তমা সে পদ্মিনী মনোরমা ।
 রূপে, গুণে, জ্ঞানে, অবনীতে অতুলমা ॥
 যাহার রূপের কথা শুনি দিল্লীপতি ।
 চিতোরের ঘেরিল আসি হয়ে ক্ষিপ্তমতি ॥
 রাজ্য লোপ, বংশ লোপ, প্রাপ্ত হয় তার ।
 ব্যান-মাতা (২) রাফসীর কুখার আলায় ॥
 তথাপি পদ্মিনী সতী সত্য-বতন ।
 না দিলেন যবনেবে, করি প্রাণপণ ॥
 অতুলিত রূপ, গুণ, সত্য সহিত ।
 অর্পিলেন অগ্নিগাসে রাখিতে সহিত ॥

(১) সেই পদ্মপুংগবমুহু সন্মোহন মধ্যে রোপিত হইলে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল । এই রূপে উপভাস নৌশেরা ভূপতির মুহু বিষয়ে কথিত হয় ।

(২) ইনি রাজপুত্রনার শ্রেয়নী কুলদেবতা । বাগ্না ইহাকে বীর বণ্ডারায় বন্দরদীপ হইতে আনয়ন পূর্বক চিতোরের প্রতিষ্ঠিত করেন ।

হের চে পথিক ঘোর গভীর (১) গহ্বর ।
 এই স্থানে নৃপ পদ্মিনীর কলকবর ॥
 দেবস্বরূপে গণ্য করে যত নর ।
 রক্ষক স্বরূপ আছে কাল বিষধর ॥”
 স্থগিত চকিত নেত্রে পথিক তখন ।
 কৃতাজ্ঞা করে করিলেন নিবেদন ॥
 “কহ বিজয়ম প্রীতি হয়ে কুপাবান ।
 বিবরিয়া পদ্মিনীর চাকু উপাখ্যান ॥”

পদ্মিনী-বর্ণন ।

দ্বিজ কন, “হে জুজন, কর মন সমর্পণ,
 পদ্মিনীর বিচিত্র কথাষ ।
 চোহান কুলের দীপ, সিংহল-দ্বীপের নৃপ
 বিখ্যাত হামিরশঙ্করায় ॥
 তাঁর কন্যা মনোরমা, তিলোত্তমা কিবা রমা,
 পদ্মিনী সৌন্দর্য সার-ভাগ ।
 ভীমসিংহে হৃদিতায়, দিলেন হামির রায়,
 সহ স্বধাযোগ্য অহুরাগ ॥
 যেমন পদ্মিনী সখী, মিলিল ভেয়তি পতি,
 রাজকুল চক্রবর্তী ভীম ।
 ধর্ম্যে ধর্মপুত্র সম, রূপে সহদেবোপদ,
 বীর্যো পার্শ্ব, বিজয়মতে ভীম ॥
 যোগ্য পাঞ্জে মিলে যোগ্য, সুধা সুধগণ ভোধ্য
 অহুরের পুত্রশ্রম সার ।
 বিকশিত ভায়ুরলে, অগ্নি আসি উড়ে বসে,
 তেজ ভাণ্ডো কেবল চীৎকার ॥

(২) রাজপুত্রনার কোন কবি কহেন, ঐ গহ্বরের
 উকাছে ।

সাদবী মাকল-কাষ, প্রকাশিত প্রতিভা,
 বল তাহে কি শোভা অতুল ।
 আকন্দের দেহোপনয়, বতপি বিবাজ কঙ্ক
 দেহিলে নয়নে বিধে শূল ॥
 সর্ব-দ্রলক্ষণবতী, ধরাধামে রে যুবতী,
 লোকে বলে পদ্মিনী তাহায়ে ।
 সেই নাম নাম বার, সেরূপ প্রকৃতি তার,
 কত গুণ কে কহিতে পারে ?
 পতিব্রতা পতিব্রতা, এবিরত সুশীলতা,
 আবির্ভূতা হৃদ পদ্মাসনে ।
 কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
 মৃত-প্রায় পর-পরশনে ॥
 থাকুক সে পরশন, পরমুখ দর্শনে,
 সহনীয় না হয় সতীর ।
 দৃষ্টি মাত্র দেই রূপে, পরমের হৃদাসনে,
 দৃঢ় হয় কোমল শরীর ॥
 পদ্মিনীর পদ্ম-নেত্র, বিনোদ বিহায়-ক্ষেত্র,
 ত্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে ॥
 পলকেতে প্রতিপলে, বঙ্কিম কটাক্ষ ছলে,
 চারি দিকে অমৃত সঞ্চারে ॥
 সতীর শুভদা দৃষ্টি, করে নানা সুখ সৃষ্টি,
 অনলের বৃষ্টি পাণি-জনে ।
 সখীবে হৃদিতে আশ, ঘে করে তাহার নাশ,
 ভাব কি হৃদিশা দশাননে ॥
 পদ্মিনী রূপের নিধি, বিবলে গড়িল বিবি,
 নীর-নিধি-বন্দিনী সমান ।
 কি ছার পদ্মিনীচর, সহ বিস কিসলয়,
 পুঙ্করে প্রকাশে অভিমান ॥
 অতুলনা রাজকন্যা, ভুবনে ভাবিনী ধন্য,
 অগ্রগণ্য রূপসী সমাজে ।
 কি রূপ তাহার রূপ, কি বর্ণিব অপরূপ,
 বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে ॥
 বোন্ মৃত চিত্রকরে, পদ্ম-দেহ চিত্র করে,
 করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?

কিংবা সেই কোকনদে, মাথাইলে যুগমদে,
অতি সুখ লভে মধুলোভা ?
কথিত, কাঞ্চন কায়, কিবা কার্য্য সোহাগার,
কিবা কার্য্য রসাতল-র ছটা ?
হেন মূর্থ ঝাছে কে হে, দিব ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপরঙ্গবটা ?
জ্বলিয়ে যুতের বাতি, প্রেথর, ভাঙ্কর-ভাতি,
বুদ্ধি করা ছরাশা কেবল ।
কি কাজ সিন্দূরে মাজি, গজযুক্তকলরাজি,
মাজিলে কি হয় সমুজ্জল ?
সেই রূপ ছুপজায়, রূপ গুণ চমৎকার,
বর্ণনায় বার্থ আকুঞ্জন ।
যুগপতি যুগপতি, বিজপতি গজমতি,
জিলফুল কোকিল বজ্রন ॥
এই সব উপমার, প্রয়োজন নাহি আর,
মব কবি-জনের বাঞ্ছিত ॥
কহিলাম যত শুনা, পান্নিনী রূপের তুলা,
কেহ নহে সকলি লাঞ্ছিত ॥
এ প্রক্তি পূর্ণাপর, যুবতীর মনোহর,
রূপ চেষ্টে যুগ্ম মনি নবের ।
কহ কোন নৃপ-মুনি, রূপের ব্যাখ্যান শুনি,
মজিয়াছে পঞ্চশর-শরে ?
পান্নিনী-রূপের বশ, পরিপূর্ণ দিক্ দশ,
শ্রুত নাত্র হুমন্ত ধবন ।
না শুনিল কার মানা, সিংহপুরে দিল ধানা,
সঙ্গে লয়ে সেনা অগণন ॥”

চিতোর আক্রমণ ।

—*—

সাজিল সঘন, সেনা অগণন,
করিবারে রণ চঙ্গিল ।
শিঙাপরে তাজ, যত তীরন্দাজ
সাজ সাজ সাজ, বলিল ॥
ধূলায় গগন, পুষ্প বরণ,
অহুত তপন, হইল ।
কুলবতীচয়, মনে পেয়ে ডর,
নিহুতে আশ্রয়, লইল ॥
বিষম বিশাল, মদে মাতোয়াল,
বরিষ্ণ কাল, ছুটিল ।
পিঠেতে আমরি, শোভে সারি সারি,
তাতে ধনুর্দারী, উঠিল ॥
মণি মুক্তা কাজ, বুলেতে ঘিরাজ,
রবি-ছবি লাজ, পাইল ।
কোমল কমল, সম মথমল,
শোভা নিরমল, ছাইল ॥
অগণিত বাজী, কিবা তাজি রাজী,
আসোয়ার সাজি, ধাইল ।
করে করবাল, পিঠে বাধি ঢাল,
যত সেনাপাল, যাইল ॥
হলো হুলহুল, করে করি শূল,
কত সেনাকুল, সাজিল ।
শূক্ৰ রাজপুত্রী, বিগত বাধুদী,
ভোঁ ভোঁ হবে তুধী বাজিল ॥
চলে সেনাদল, ভূপহীন স্থল,
জলাশয়-জল, শুকাল ।
হেরিতে করাল, চলে পাল পাল,
নাহিক সকাল, বিকাল ॥
উঠে ডাক হাঁক, বাজে জঘট্যক,
কত শত শাঁক, দুঁকিল ।

তুখীকজ মতে, স্ববন যাবতে,
 হিন্দু-বধ-ব্রত, ঝাঁকিল ॥
 দিল্লীর সম্রাট, সহ সেনা ঠাট,
 তাজি রাজ্যপাট, মাতিল ।
 স্থির নহে মন, তাহাতে মদন,
 নিশ্চ সিংহাসন, পাতিল ॥
 পদ্মিনী-স্বরণ, পদ্মিনী-মনন,
 পদ্মিনী জীবন, দখিল ।
 পদ্মিনী দর্শন, পদ্মিনী অবণ,
 সেই ভাবে মন, ঘোহিল ॥
 পদ্মিনী শয়নে, পদ্মিনী স্বপনে,
 পদ্মিনী বচনে, রাখিল ।
 সেই রূপ ধ্যান, করি রহে প্রাণ,
 সেই রূপে জ্ঞান, ঢাকিল ॥
 পদ্মিনী উদ্দেশে, স্নরের বেশে,

রাজপুত দেশে আইল ।
 হয়ে কুতূহল, যত কবিদল
 ভূপতি-মঙ্গল, গাইল ॥
 বাজে নওং, সুধাবৃষ্টিং,
 সেনানি তাবং, টলিল ।
 এমতি বাজনা, মন্ত ভাক জনা,
 সমরায়িকণ, জলিল ।
 রাজপুতনাথ, কেবা কারে চায়,
 প্রণয়ের প্রায়, করিল ।
 যে বাহায়ে পায়, লুটে গয়ে যায়,
 কত লোক তায়, মরিল ॥
 আসি অবশেষ, চিতোরের দেশ,
 সংগ্রামের বেশ, যুড়িল ।
 নভঃস্থল ঢাকা, সংগ্র পতাকা,
 যেমন বলাকা, উড়িল ॥
 বিষম কাণ্ডযাজ, গোলায় আঁড়যাজ,
 যত গোলন্দাজ, দাগিল ।
 মনে পেয়ে ভয়, নব নাদীচয়,
 তাজিয়ে আলয়, ডাকিল ॥

স্ববনে উল্লাস, থলথল হাস,
 দুর্গ চারি পাশ, ঘেরিল ।
 ভীমসিংহ রায়, অশোভাঙ্গে চায়,
 পাঠান সেনায়, হেঙ্গিল ॥
 ক্ষত্রিয়নিবর, কোথো পরগর,
 প্রাচীর উপর, চড়িল ।
 মারে মালসাই, বতসেনা ঠাট,
 দুর্গের কবাট, পড়িল ॥

বিগ্রহ ও সন্ধির মন্ত্রণা ।

—*—

প্রাণের ধারা সম ধারা অনিবার ।
 বৃক্ষ হইতে পড়ে গোলা * একধার ॥
 যেন ঘোরতর শিলাবৃষ্টি পতনে ।
 ফল দল দলে দলে দলিত লখনে ॥
 অথবা কর্তনীরূখে শস্যের ছেদন ।
 অথবা হেমন্তশেষে পাতার বরণ ॥
 সেই রূপ দলে দলে পড়ে * ক্র ঠাট ।
 শুধু এই শব্দ, মার, মার, কাট, কাট ॥
 পলয় পাঠান সেনা স্বাসগত প্রাণ ।
 দলভর চতুর্দিক হারাইল জ্ঞান ॥
 থাকে থাকে বিয়েছিল দুর্গের প্রাচীর ।
 বাহ ছেড়ে ভাগে যত দেড়ে খেড়ে বীর ॥
 শত্রুর প্রস্থান দেখি রাজপুত্রগণ ।
 সিংহনাদে জয়নাদে পূরিল গগন ।

* যদিও মোগল সম্রাট বাবরের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে
 তোপ ব্যবহার প্রচলিত হয়, কিন্তু স্থানীয় কবি চক্রের
 গ্রন্থে "নল গোলা" প্রকৃতি অগ্ন্যস্ত্রের উল্লেখ আছে ;
 অতরাং বোধ হইতেছে, ভারতবর্ষে কতি পুরুষকালে

বুক্জে বুক্জে ফেরে পদাতি সকল ।
 মাঝে মাঝে তোপ শব্দে কম্পিত অচল ॥
 পুনর্বীর পাঠানের সেনাপতি চয় ।
 বিপক্ষে দেখিয়া শ্রান্ত রক্তনী সময় ॥
 দলে দলে আসি করে নগর বেঁধেন ।
 পাতিল তোপের শ্রেণী তুড়িতে তোষণ ॥
 গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ বাজের আশ্রয়াজ ।
 জনি সচতন হয়ে ভীম মহাপ্রাজ ॥

“সাজ সাজ” বালি আঁজা দিলেন তখন ।
 পুনঃ প্রাচীরেতে উঠে যত সেনাগণ ॥
 হুই গন্ধে ঘোরতর অস্ত্রের চালনা ।
 মরিল অনেক সেনা কে করে গণনা ।
 কালানল সম অগ্নি জ্বলে ধূ ধূ ধূ ।
 যবনের হুকনাদ আঁজা হু আঁজা হু (১) ॥
 রুদ্ধির-প্রবাহ বহে বন্য (১) প্রবাহে ।
 ভয়ানক ভাব আনির্ভাব হয় তাহে ।
 ধূমেতে ধূসরবর্ণ বরিল আকাশ ।
 স্থানে স্থানে তৌগম্বে বিকলী প্রকাশ ॥
 নীচে থেকে উঠে গোলা শৃঙ্খল গিয়া ফুটে ।
 চিতোরের কত শত ঘর দ্বার টুটে ।
 বাজারে লাগিল অগ্নি দগ্ধ দব্যরাশি ।
 আহি ! আহি ! শব্দ কমে যত হর্গবাসী ॥
 কাটক-সমীপে কোন যোদ্ধা যুক করে ।
 পুত্র পরিবার তার গৃহে পড়ে মরে ॥
 হাহাকার রবপূর্ণ চিতোর নগর ।
 বালক বনিতা বুক অস্থির অন্তর ॥
 বিক্রমে কেশরী প্রায় রাজপুত্রগণ ।
 পরম সাহসে সবে করে ঘোর রণ ॥
 পরাক্রমে নুন নহে ছরন্ত পাঠান ।
 হিন্দুর বিনাশে পুণ্য, মনে দৃঢ় জ্ঞান ।

শজার প্রায় শত্রু সর্বক্ষেপে শোভিত ।
 বক্ মক্ চক্ মক্ পজা চারি ভিত ॥
 উড়িছে নিশান নীল অর্ধচন্দ্র তলে ।
 প্রকট বিকট মৃতি দৃষ্ট সর্বস্থলে ॥
 হেন কালে এক দিগে উঠে হাহাকার ।
 সমরে পড়িল এক আলার কুমার ॥
 শ্রুত মাত্র বাদশার নিহরিণ দেহ ।
 এমনি আশ্চর্য্য শক্তি ধরে পুত্রমেহ !
 কঠোর কুলিশ সম বাহার হৃদয় ।
 বালক বনিতা দুঃখে কাতর যে নয় ॥
 আহবে ঘাতিলে নাহি থাকে কিছু বোধ ।
 সমুদয় নাশে, মানেনাকো উপদ্রোধ ॥
 এমন হৃদয় বার নিপট নিদয় ।

পুত্রের বিয়োগ শুনি সেই দ্রব হয় ।
 কিন্তু শাহ নিরুৎসাহ না হইল কায় ।
 মার মার শব্দ বুপে যথা তথা ধায় ॥
 প্রভাত হইল নিশা উদিত তপন ।
 হুই দলে শ্রান্ত হেতু কান্ত তাহে রণ ॥
 সে সময় স্বভাবের কি ভাব উদয় ।

চারিদিকে আলোহিত আভা দৃষ্ট হয় ॥
 প্রাচীতে পাটল প্রভ অরুণ প্রকাশে ।
 পশ্চিমে দ্বিজেশ ঘান রোহিণী পাশে ।
 সীরা নিশা গেল তাঁর তারার সভায় ।
 তাই বৃষ্টি বিপাকুর শরমের দায় ॥
 অথবা অগ্নি-মুখ নিরখি অথরে ।
 লজ্জা ভয়ে শশধর পাণ্ডুরাগ ধরে ॥
 উদয়ে উদিত খরতর বিনকর ।
 মানিনীর মুখ-প্রায় ক্রোধে গর গর ॥
 আজি কেন দিনকর প্রণব এমন ।
 কবি কহে অহুমানি ইহার কারণ ॥
 ভানু-বংশ-অবতলে রাজপুত্রগণ ।
 সেই কুলে কালী দিতে উগ্রত যখন ।
 এই হেতু উগ্র ছবি রবি মহাশয় ।
 অলক্ত আরক্ত প্রভা প্রভাত সময় ।

(১) লর্ড ব্যরন কহেন, মুদলমানেরা এই হুকনাদ-
 কালে হু শব্দটা একপভাবে উচ্চারণ করে যে,
 তাহাতে এক প্রকার ভয়ানক ভাবোদয় হয় ।

(২) রাজপুতনা পদেশে প্রবাহিত নদী ।

আকাশে-শোণিত ছটা শোণিত
 শোণিত তটিনী-সীরে শোণিত অংগে ॥
 ভয়ানক ভাবের হটল আবির্ভাব ।
 বোদ্ধ রস সহযোগে প্রবল প্রভাব ॥
 এইরূপে কত দিন হইল সময় ।
 দিনা দিভাবরী রণে নাহি অবসর ॥
 তথাপিও যবনের না হইল জয় ।
 অশেষ দুর্গম দুর্গ কার সাধ্য লয় ?
 অমন হইল গত সময়ে সময়ে ।
 সন্ধি স্থাপনের সন্ধি কেহ নাহি করে ॥
 হুলস্থল দুর্গের মধ্যে ভক্ষ্য পেয় চয় ।
 ক্রমে ক্রমে শেষ হয় দ্রব্য সমুদয় ॥
 অনাহারে প্রাণ তাজে কত নর নারী ।
 ঘোড়াশালে ঘোটক মিলে সারি সারি ॥
 মস্তক মরিল কত আহার অভাবে ।
 জমিল মারক তার দুর্গক-প্রভাবে ॥
 কিলি বিলি করে কাটি যেখানে সেখানে ।
 অস্থি চর্খ সার সেন পতিত শ্রমানে ॥
 পুতিগন্ধে মহানন্দে ফেরান ফিরে ।
 অগণন গুণগণ রহে শব ঘিরে
 পাখার সাপট মারি শকুনিরা যায় ।
 কুকুরে তাড়ায়ে দিয়ে মদ মাংস খায় ॥
 হইল নরের খাণ্ড ভূগ পত্র মূল
 শ্মশান হইল সব সরোবরকূল ॥
 ভীমসিংহ মহাপতি হেরি এ সকল ।
 প্রজার দুঃখেতে মন হইল বিকল ॥
 সন্ধির উদ্দেশে কত করেন কল্পনা
 সহিত সচিবদল বিবিধ মন্ত্রণা ॥
 এলিকে যবন সৈন্তে হৈল মহামারী ।
 কেহ নহে কারো বশ সব স্বেচ্ছাচারী ॥
 পঙ্গপাল মত সৈন্ত পালে পালে গিয়ে ।
 শতক্ষেত্রে গ্রাঘি আবি এসে বিনাশিয়ে ॥
 যাহা পায় তাহা পায়, লুটে সব লয় ।
 পলায় সকল লোক তাজিয়ে আলয় ॥

য মা সাবধি কৃষিকার্য্য নাহি হয় ।
 মরুভূমি পায় হৈল যত ক্ষেত্রচয় ॥
 জঙ্গলে পুরিল ঘাট বাট একেবারে ।
 না মিলে তপুল-কণা হাটে কি বাজারে ॥
 যথা তথ্য মরে সেনা হাজার হাজার ।
 শ্রিগি-অস্থি চিত্ত যবন রাজ্যর ॥
 মনে ভাবে দূর হোক মিছে করি বণ ।
 বিপদ ঘটিল এক নারীর কারণ ॥
 মজিলাম কামকূপে রূপ শুনে যার ।
 একবার দেখা চাই সে রূপ তাহার ॥
 আসার আশার ফল লাভ হলে বাঁচি ।
 ইহার অধিক মিছে মনে মনে আঁচি ॥
 নাহি চাহি বর ভার, চিতোরের দেশ ।
 দেখিব সে মোহিনীরে, এই দ্বার্য্য শেষ ॥
 এত ভাবি পত্র লিখি দূত পাঠাইল ।
 সন্ধি পতাকা শুভ, শুলে উঠাইল ॥
 দূত-আগমনে দ্বারী রাজ্যে জানায় ।
 পত্র লয়ে বিদায় দিলেন তাই রায ॥
 পত্র-পাঠে ক্ষত্রপতি দিগুণ জলিত ।
 ঘন বহে দীর্ঘশ্বাস চতু চপলিত ॥
 ভাবে হয় মম প্রাণ থাকিতে শরীরে ।
 যবনে কি দেখিবেক পদ্মিনী সতীরে ?
 দিক্ মম বাহরলে ! দিক্ এ জীবনে !
 দিক্ ক্ষত্রকূলে জন্ম ! দিক্ রাজ্য ধনে !
 অনাহারে দুর্গ-মধ্যে যায় যাক্ প্রাণ ।
 মরুক সকল সৈন্ত ক্ষত্রিয়-সংগন ॥
 এত অপমান সহ না হবে কখন ।
 না দেখাব পদ্মিনীকে থাকিতে জীবন ॥
 সাধ্বী সতী পতিব্রতা অতি গুণবতী ।
 একথা তাহারে কবে কোন্ মূঢ়মতি ॥
 এত ভাবি ম্লান মুখে সজল নয়নে ।
 ধীরে ধীরে যায় রায পদ্মিনী-সদনে ॥
 একবার অগ্রসর, পুনঃ যায় ফিরে ।
 করাত কাঁতরেতে করে কড় শিরে ॥

হেন কালে পদ্মিনীর প্রিয় সহচরী ।
চিহ্নবোধ নাম তার শ্রেয়সী কিস্করী ॥
দূরে থেকে নৃপতির করি নিরাক্ষণ ।
কহিলেক মহিষীরে সেই বিবরণ ॥
তনি সতী চালিলেন চঞ্চল চরণে ।
কুমলিনী ধায় যথা কুব্জ দর্শনে ॥

রাজদম্পতীর কথোপকথন ।

আদি ধীরে ধীরে, নিরখি পতিরে,
নেত্রমীর পদ্মিনীর ।
কবে বিনু বিনু, স্বপ্নানিত ইন্দু,
হইল মুগ্ধ কঁচির ।
গদ গদ স্বরে, কন নৃপবরে,
“আজ কেন প্রাণেশ্বর ।
হেরি হেন ভাব, স্বভাব অভাব,
অশ্রুপাত দর দর ?
অথব মধুর, করণ সিন্দুর,
আজ হে পাণ্ডব কেন ?
সুধার সলন, সুধাংশু বদন,
বাহু : প্রাসেতে যেন ॥
কেন হে উদাসী, আমি তব দাসী,
কও হে মনের কথা ?
আমার কারণ, বুঝি হে রাজন !
পেয়েছ প্রাণেতে বাধা ?
অ’মারি কারণ, হয় এই রণ,
দেশে এত অমঙ্গল ।
আমি অজাগিনী, তব সোহাগিনী,
তাই হে খ প্রবল ॥

যদি ওহে প্রিয়, সামান্ত কবির-
ঘরণী হতো এ দাসী ।
তবে হেন রণ, হুয়ায়া ববন,
কায়ত কি হেথা আসি ?
পরিপূর্ণ খনি, কত শত মনি,
কে তার সন্ধান লয় ?
খনি কণ্ঠহাতে, নিরখি তাহারে,
চোবের লাগসা হয় ॥
কি কব অধিক, দিক্ প্রাণে দিক,
শুন ওহে প্রাণাধিক ।
দিক্ এ জীবনে, দিক্ সে যৌবনে,
রূপে শুণে দিক্ দিক্ !
দিক্ বিধাতার, কেন বা আমায়,
করিল লাভণ্যবতী ?
দরিদ্রের দারা, কুরুপা বাহারা,
আমা চেয়ে সুখী অতি ॥
এই রূপে রাণী, খেদে কন বাণী,
গল্পগাণি হানি শিরে ।
তনি নৃপগণ, অধৈর্য্য অমনি,
অভিষিক্ত অশ্রুণীরে ॥
বাহু প্রদায়া, আলিঙ্গন দিয়া,
রাণীরে লইয়া কোলে ।
অথব দরিয়া, আদর করিয়া,
কহেন মধুর বোঝে ॥
“কেন হে শ্রেয়সি, রূপসি-শ্রেয়সি,
অপনায় অনুরোধগ ।
কিবা দোষ তব ? কথা অসম্ভব,
মম ভাগ্যে কর্মভোগ ॥
পাইলে রতন, করিয়ে বতন,
কেহ অগ্রে কালে হরে ।
কেহ পদে পদে, মজিয়ে বিপদে,
দস্তা-করে প্রাণে মরে ॥
তুমি হে আমার, প্রাণের আধার,
প্রাণ দিব তব লাগি ।

বাক্ শাজা ধন, নাহি প্রয়োজন,
 হই হব হৃৎখণ্ডগী ॥
 সব দিব ডালি, তব কুলে কালি,
 প্রাণ-সংঘে না হইবে ।
 হাজার মাআর, রাজ্য কোন্ ছার,
 তব মূল্য কেবা দিবে ?
 কি কব বচন, ক্রোধ হত্যাশন,
 কহিতে জলিত হয় ।
 তাই হে আমার, আজ এ প্রকার,
 হইয়াছে ভাবোন্ময় ॥
 শত্রু হুদাশয়, সন্ধির আশয়,
 ফেঁদেছে এ লিপি কাদ ।
 তবে কিবে যায়, দেখিবারে পায়,
 যদি তব মুখ-চাঁদ ॥
 রাজ্য নাহি চার, ধন পিপাসায়,
 না করে এ ঘোর রণ ।
 শুধু স্বলোচনে, তব চন্দ্রাননে,
 নিরখিতে আবিস্কন ॥
 এ গণ তাহার, কেমন স্বীকার,
 করিব থাকিতে প্রাণ ।
 পরল ভবিব, জলনে পশিব,
 না সহিব অপমান ।
 উত্তর উত্তরে, রাণী নরেশ্বরে,
 কহিছেন বৃদ্ধস্বরে ।
 "কেন হে উগাস, একুশ নৈরাশ,
 সর্বনাশ যোর তরে ॥
 দুর্জয় হলন, স্বজন পালন,
 এই তো রাজার নীতি ।
 হই নিহনন, না হলে সাধন,
 সাধুর পালন রীতি ॥
 বচপি যবনে, পরাভূত রণে,
 করিবারে না পারিলে ।
 প্রথর প্রেল, সময় অনল,
 নিবাও সন্ধি-সলিলে ॥

গাল প্রজাকুল, হয়েছে আকুল,
 অনাহারে নষ্ট হয় ।
 একের কারণ, মবে অগণন,
 এ হৃৎখ কি প্রাণে সয় ?
 নিরখি আমার, শত্রু যদি যায়,
 সব দিক্ রক্ষা পায় ।
 তবে হে আমারে, দেখাও তাহারে,
 নিরুপায়ে সহুপায় ॥
 সাক্ষাৎ আমার, যদি দেখে যায়,
 হবে তবে কুলে কালি ।
 দেখুক হর্পণে, ছায়া-দংশনে,
 বংশেতে না রবে গালি ॥
 এ কথা সত্যের, শুনি ভূপতির,
 আনন্দের নাহি পার ।
 অতি কুতূহলী, ধন্য বন্য বলি,
 প্রশংসা করেন তাঁর ॥
 "তুমি বুজিমছা, অতি সাধবী সতী,
 রমণীর শিখোমণি ।
 তোমার স্বয়ম্ভি, সুমধুর উক্তি,
 শ্রবণে সৌভাগ্য গুণি ॥
 শিক্ মজ্জিল, কি করে কোশল ?
 অসার গণনা করি ;
 তুমি দেবী-অংশ, ধন্য কত্র-বংশ,
 বাহে তব অবতরী ॥
 কিন্তু স্বদানে, এই ভয় মনে,
 হইতেছে হে আমার ।
 বুকুরে আকৃতি, হেরিতে স্বীকৃতি,
 পাবে কি সে ছরাচার ?
 কহেন মহিষী, "ভাবনা ঈদৃশী,
 করা হে উচিত নয় ।
 পরাস্ত যে জন, সন্ধিসংস্থাপন,
 তাহারি বাসনা হয় ॥
 রাবণ-শোষব, দিল্লীর ভীষণ,
 যদিও পরাস্ত নহে ।

ভায় সেনাকুল, হৃদয়ে আকুল,
তাহারি লিপিতে কহে ॥
অতএব তায়, দর্পণে আয়ায়,
হেসিতে সন্মত হবে ।
শত্রু-হতে শেষ, মুক্ত হবে দেশ,
হুবব না হবে ভবে ॥”
তনিবে ভূপতি, অসুখি ভারতী,
মানস প্রকুল অতি ।
পত্র লিখি রায়, পাঠান যথায়,
পাঠান চকল মতি ॥

পদ্মিনী-প্রদর্শন ।

দিল্লীপতি যবন ভূপাল,
আজ তার প্রসন্ন কপাল ।
সুপ্রভাত শুভকণে, সহিত অমাত্যগণে,
পত্রপাঠে আনন্দ বিশাল ॥
মোহিবारे মোহিনীর মন,
কত মত সজ্জা অশোভন ॥
কহিতেছে নানা অঙ্গে, কত রূপ রাগ রঙ্গে,
ভাব ভঙ্গে রমণীমোহন ॥
চারু সেবপেচ শিরোপর,
উর্দ্ধে তার হুলিতেছে পর ।
নানারূপ বহু তায়, নিরমল প্রতিভা য,
কল মল করে নিঃস্বর ॥
গজযুক্তাকলে কোন হলে,
হৃদয়াক্ত মণিশ্রেণী জলে ।
কোথায় বৈদূর্য্য ভাতি, কোথা হীরকের পাতি,
ভানু-প্রভা হবে প্রভা ছলে ॥
কবিত কাকনে অরচিত,
নানা রত্নরাজী বিখচিত ॥

কবচ শরীরে আঁটা, কটিবন্ধ হীরণ কাটা,
কটিতে কিবা বিখচিত ॥
অশ্রু নগ্ন বাঁহাঙ্গে,
মণির ছটায় যায় কুলে ॥
পদ্মিনী হুণীলা সত্য, পতিভ্রাতা গৃণ্যবতী,
অকলঙ্ক শরী ক্ষতকুলে ॥
অতি ধন মনে মনে গণি,
পতিরূপ ধনে ধনী পনী ।
অন্ত ধনে তুচ্ছ ভাব, পতিরূপ আবির্ভাব,
হৃদয় গগনে দিনমণি ॥
জানহীন যবন-কুমার,
এমন অবোধ কোথা আর ?
দেখাইয়ে ব্রাহ্মণী, পদ্মিনীর মন টালি,
হরিবারে বাঁসনা সঞ্চার ॥
হেথা ভায়সিংহ মহারাজ,
বার দ্বিমে অমাত্য সমাজ ।
মন্ত্রণা এরূপ ভাবে, কি রূপে বস্ত্রণা যাবে,
কি রূপেতে রক্ষা পাবে লাজ ॥
কোন স্থানে গিয়া কি প্রকারে,
শত্রুর শিবিরে কি আগারে ।
সহ সব সঙ্কটে, দেখাবেন দিল্লীশ্বরে,
সঙ্গে লয়ে নিজ বনিভারে ॥
অবশেষে এই স্থির হয়,
প্রকাশে দেখান যোধ্যা নয় ।
বিহিত নিভৃত স্থল, না থাকিবে সৈন্যদল,
হবে মাত্র মরপতিদ্বয় ॥
নয়নেতে না হইবে লক্ষ্য,
উভয় দলের সেনাপক্ষ ।
আয়ুধ বিহীন হবে, না লজ্জিবে সীমা সবে,
পদাতিক কিবা সেনাধ্যক্ষ ॥
চিতোর গড়ের চর দ্বার,
মধ্যে মধ্যে পরিণা নিস্তার ।
তার মধ্যে মধ্য গড়ে, বজ্রের কাণ্ডার পড়ে,
কি বর্ণিবে তাহার বাহার ॥

স্থানে স্থানে হীরক ঝলকে,
 ডালুকরে পলকে পলকে।
 মণিময় চক্রাতপ, জলে রত্ন দপদপ
 বেন মেবে দামিনী ঝলকে ॥
 চারি ধারে গজমুকুতার,
 ঝালরেতে শোভা চমৎকার।
 ভিতরেতে ছই খণ্ড, সুবর্ণ-মণ্ডিত দণ্ড,
 স্থানে স্থানে সুশোভিত তার ॥
 বেধানে পদ্মিনী পৌর্ণমাসী,
 প্রকাশিতা হইবেন আঁসি।
 সেই স্থান এই রূপ, রচনা করেন ভূপ,
 বিহিত গোপন অভিলাষী ॥
 গুপ্তরবে কামিনীর কায়া,
 দৃষ্ট মাত্র হবে তাঁর ছায়া।
 সহচরী-ভারা-মাজে, অকলঙ্ক শশী সাজে,
 উদ্ভিতা হবেন নৃপজায়া ॥
 সমাগত হইলে সময়,
 দিল্লীপতি হইল উদয়।
 অগ্রসর হয়ে রায়, আলিঙ্গিয়ে বাদশায়;
 লয়ে যান কথিয়া বিনয় ॥
 অনন্তর যবন ঈশ্বর,
 প্রবেশিয়ে কাণ্ডার ভিতর।
 করিলেক নিরীক্ষণ, তিন দিগে আচ্ছাদন,
 এক দিকে সুকূর শুন্দর ॥
 দর্পণের চারু আবরণ,
 ভীমসিংহ করেন মোচন।
 হইল বাহেজ্ঞক্ষণ, অস্তির শাহার মন,
 সচকিত হইল লোচন ॥
 করিতেছে ছায়া দরশন,
 যেন সব যাগার রচন।
 কাচেতে কাঞ্চন কান্তি, চিররূপে হয় ভ্রান্তি,
 মোহিনী মূৰ্তি বিমোহন ॥
 কতু ভাবে এমন কি হয়,
 চিত্র-চক্ষে পলক উদয় ॥

নয়নে চাঞ্চলা আছে, কমলে খঞ্জন নাচে,
 দ্বিধাধর অশন আশয় ॥
 সরোবরে হেঁলে খঞ্জন,
 অধিপতি হয় সেই জন!
 নৃপ হয়ে দেখে বেই, কি লাভ করিবে সেই,
 ভাব দেখি হে ভাবুকগণ ॥
 কটুতর কটাক্ষের জোর,
 গরিয়া-মাদক রসে ভোর।
 যেন আভূতির গাত্র, পরশ পাইবা মাত্র,
 অমল অলিয়ে উঠে ঘোর ॥
 পরক্ষণে বেন জ্ঞান হয়,
 যেন চক্ষে বর্ণার উদয়।
 বিষম অধর-ভঙ্গে, যেন যবনের অঙ্গে,
 কাকসর্প বিস হবিষয় ॥
 করি হেন রূপ দরশন,
 যবন হইল অচেতন।
 ছায়াতে হিলি জ্ঞান, উড়ু উড়ু করে প্রাণ,
 শ্বেদ-বিন্দু ঝরে ঘন ঘন ॥
 একেবারে চকিত স্থগিত,
 মহীপতি হইল মোহিত।
 নিপতিত হইবে, হালী যান গৃহান্তরে,
 সমস্তীর্ণের পতি ॥
 বলিতারি মৃদনে বণ,
 কোণ হেন অব্যর্থ সন্ধান ?
 যোগেশের যোগ-ভঙ্গ, দ্বিজরাজ ক্ষত অঙ্গ,
 ভূগতলা হয় বলবান ॥
 দেখি কি আশ্চর্য্য পঞ্চশর,
 ত্রিলোক-বিজয়ী লক্ষ্যধর।
 এই শুরে জ্ঞানহীন, বীর-দর্প সব ক্ষীণ,
 না রহিল বংশে বংশধর ॥
 আত্মদেহ দেয় পুন্দর,
 অঙ্গ বীর বজ্র ভয়ঙ্কর।
 সে বাসব বজ্রধরে, অতুলর ফুলশরে,
 করেছিল পশুর সোঁসর ॥

এই যে দিল্লীর অধিপতি,
বিক্রম-কেশরী মহামতি ।
হেরি রূপ-প্রতিকূপ, মোহিত হইল ভূপ,
ধন্য ধন্য ধন্য রত্নপতি !
না জানি কি হইত তাহার,
নিরখিলে সন্তত আঁকড় ।
মুক্ত হয়ে রূপ-রসে, পক্ষপাত, পরবশে,
করিত ক্ষীণ পরিহার ॥
ভীমসিংহ ছই বরে ধরি,
শাহেরে দেখালেন দ্বীয় করি ।
জান-লাভে লাগিয়া, পুনরায় দৃষ্টিপাত,
করিতেছে মুক্ত উপরি ॥
শূত্র হেরি মোহন মুকুল,
উদ্যমে পুরিল চিত্তপথ ।
বলে হায় কোথা গেলে ? বিহ্বল অমল জেলে,
দহিলে হে মানস বিধুর ॥
এই রূপে উজ্জ্বল-পতি,
বিহ্বল অতঃ পরে অতি ।
ভীমসিংহে লয়ে সঙ্গে, শিবিরেতে মোহ-ভঙ্গে,
ধীরে ধীরে করিলেক গতি ॥
সবল সুশীল মতি রাখ,
অবিস্বাস নাহি মাত্র ত্যাগ ।
হৃদয়েতে নাহি ভীতি, ভয় হেতু রাজনীতি,
চলিলেন শত্রুর সভায় ॥

ভীমসিংহের বন্ধনদশা :

দারুণ হুমীতি হুটু হরায় দহুজ ।
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ ।
অধাশ্মিক বিশ্বাসঘাতক ।
সকল জাতির প্রতি দোহ অহঙ্কার ॥

কপট লম্পট শঠ পাতকে প্লবক ।
তায়াতায় বোধহীন বিষয় বঞ্চক ॥
সবল সুধীর হিন্দু নৃপচূড়ামণ ।
শাস্তি-হেতু দেখালেন আপন রংগী ॥
রাখিবারে রাজনীতি আইলেন সঙ্গে ।
সন্ধি-অভিলাষে ভাসে অহ্লাদ-তরঙ্গে ॥
হৃদয় পার্শ্বমপতি পেয়ে উত্তরে বরে ।
সেই ক্ষণে কাণপারে লয়ে বন্ধ করে ॥
বাস ছলে ঢলে ঢলে কহিছে বচন ।
“এখনো পদ্মিনী আনি দাও তে রাজন ॥
যদি তারে নাহি পাঠি করিলাম পণ ।
সকলের আগে তব বধিব জীবন ॥
পরে বিনাশিব সব কাল বেশ ধরি ।
চিতোর করিব চূর্ণ গোলাবৃষ্টি করি ॥
ভৃগুদান কন্যে বধা ক্ষয়-নিশন ।
রাজপুত্র-কুলে না রাখিব এক জন ॥
পশ্চাতে পদ্মিনী হস্তি করিব পস্থান ।
দেখিব তখন কেটা কণিক জাগ ?
ছাড়াইব তিলুয়ানী ব্রত পূজা বাগ ।
ইমানে আনিয়া তার বাড়াবে সোহাগ ॥
তার ছাচা হরিয়াছে মম প্রাণ মন ।
প্রণয়-শৃঙ্খলে তার বঁধিব চরণ ॥
হৃদয়-মাঝারে যারে সন্তত খেয়াই ।
হৃদয় উপরে তায়ে বসাইতে চাই ॥
কে আছে আমার সম ভুবন ভিতর ?
জামি তার প্রজ্ঞা হয়ে যোগাইব কর ॥
দিবানিশি পূজিব প্রণয়-পুষ্পহারে ।
দেখি কে আমার এই প্রতিজ্ঞা নিবাহে ?
অতএব বৃথা কেন বাড়াইবে গোল ।
পদ্মিনীয়ে এনে দাও রাখ মম বোল ॥
সব দিক্ রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল ।
একেবারে নিবে যাবে সমর-অনল ॥
তোমার সহায় আমি রব চিরকাল ।
ক্ষত্র-মাঝে তব ভেজ বাড়াবে বিশাল ॥

যদি তব প্রতিমায়ে কোন রাজপুত্র ।
আমি তারে তখন গরিব জ্ঞাতিচ্যুত ॥
যদি তব ভ্রাতৃত্ব ভাবে হৈ তোমায়ে ।
একেবারে দ্বারে খারে দিব আমি তারে ॥”

যবনের বাক্য শুনি ভীমসিংহ রাব ।
ক্রোধে, ভয়ে, লাজে, বেদে, অতঃপর কাষ ॥
অভিমাণে অশ্রু আমি প্রকাশিতে চায় ।
লজ্জা আর ক্রোধ গিয়ে রুদ্ধ করে তায় ॥
রাগের লোহিত দাগ স্ফুটিত নয়নে ।
অনল-প্রভারে জল থাকিবে কেমনে ?
অশ্রুপথ অবরুদ্ধ, স্বেদধারা বয় ।
অশ্রু ঘেন স্বেদরূপে হইল উত্তর ॥
শীতলতর প্রায় ঘন কঁপে কণেশ্বর ।
নয়নেতে জলে কিন্তু কণালু পথর ।
বধা উচ্চ গিরিবরে শোভা মনোহর ।
নীচে হয় হিমবৃষ্টি উর্দ্ধে ভাস্কর ॥
অথবা আগ্নেয় গিরি স্বরূপ লক্ষণ ।
উপরে পাবক নিম্নে হিম বরিষণ ॥
ক্রমে ক্রমে সে অনল হইলো প্রবল ।
সবনে চঞ্চল কন্ডে অচল অচল ॥
উগরয় অবশেষে অগ্নি রাশি রাশি ।
একেবারে সমুদায় যায় তায় লাশি ॥
সেক্ষেপে নৃপতি বসে বাক্য হতাশন ।
তুচ্ছ-প্রায় হইল সভাস্থ সর্বজন ॥
কজ্রিয়ের ক্রোধানল স্ততি থরভর ।
বলে “যিক ওরে ছুই যবন পামর ॥
এই কি বোজায় ধর্ম রে রে হুরাচার ?
এই কি রে রাজনীতি, ভদ্র ব্যবহার ?
এই কি শৌর্য্য তোব পুরুষ হইয়া ?
বাদশাহী অধর্মের আশ্রয় গইয়া ?
এই কি কোরাণে তোব লিখিছে স্মরণ ?
নিপট লম্পট রাতি কুশীতি-আকর ॥
যায় যাক্ ছায় প্রাণ, নাহি তাহে ভয় ।
দেখি কোন্ সাক্ষাৎ প্রাণ পদ্মিনীরে লয় ?

যায় যাক্ রাজ্য ধন, যায় যাক্ দেশ ।
যায় যাক্ বংশ, ক্ষয়কূহ হোক শেষ ॥
কোন মতে পদ্মিনীকে না পারিবি নিতে ।
কায় সাধ্য অকলঙ্ক কুলে কালী দিতে ?
আর কি কহিব তোরে ওরে দুষ্টমতি ।
তোব চেয়ে ক্ষত্রনারী হয় বীর্ষ্যবতী ॥
আমি যদি মরি তবে দেখিসু তখন ।
জাল শিক্ষা দিবে তারা করি ঘোর যশ ॥
সমরে ত্যজিয়ে প্রাণ যাবে স্বর্গপুর ।
তাহাতে হইবে তোব ঘোর দর্প চুর ॥
কুকুর হইয়া কর বজ্ররথে আশা ?
অম্বর-কুলেতে জনি সুপার পিপাসা ?
থতোও উত্তত হয়ে তানু-প্রভা ধরে ?
গোপাল আপ্পদ বহু রে রক্তাকরে ?
দৈত্যদল দলনার্থ বেবীর ছলরা ।
দিক্যাচলে হইলেন নবীনা ললনা ॥
দূতযুগে তনি তাঁর রূপের ব্যাখ্যান ।
হরিবারে দৈত্যনাথ হইল অজান ॥
মল্লি সংশে শেষে চামুণ্ডার করে ।
সেইরূপ রে হুরাছা বাবি যম-ঘরে ॥
দেবী অংশে অবতীর্ণ পদ্মিনী আমার ।
যবন দানবদল করিতে সংহার ॥”

এইরূপে ভীমসিংহ করিলে উত্তর ।
একেবারে ফুলে উঠে দিল্লীর সিংহর ॥
সহস্র ভুজঙ্গ যেন শরীরে দংশিল ।
কিংবা কোটী করবাল ছদে প্রবেশিল ॥
দাবানল প্রজ্জ্বলিত নয়ন-কাননে ।
ভয়ানক ভাবোদয় হইল আননে ॥
বদনেনা ক্ষুরে বাক্য গুণ্ঠাধর কাঁপে ।
রসনা অনল-শিখা ক্রোধানল তাঁপে ॥
নীরস হইল কণ্ঠ স্বর নাহি সরে ।
কটমট বিকট দশনে শব্দ করে ।
কণপরে কহে ঘোর গর্জিত বচনে ।
“ওরে রাজপুত্র হুত বাসনা মরণে ।

ভোর কটুভরে মোর নাহি কিছু কতি ।
 কিন্তু ভোর কোনরূপে নাহি অগ্ন্যহতি ॥
 ভাল কঁহিলাম ছুই বুঝিলি বিরূপ ।
 ভায় কল হাতে হাতে কলিবে স্বরূপ ॥
 আম'য়ে কুহিলি নিন্দা তাহে নাহি খেদ ।
 কোরাণের নিন্দা ভনি হয় বকোভেদ ॥
 শয়তানী বেদময় বিনাশিব চূর্ণ ।
 ভোর এক-লিঙ্গ শিবে করিব র চূর্ণ ॥
 ভড়া করি ছড়াইখ মসজীদের দ্বারে ।
 বেপৈব শয়তান বাছা কি করিতে পারে ?
 এই কপে মম বাক্য শুন সর্ব জন ।
 এখন চাইতে লয়ে ক হ বন্ধন ॥
 পদ্মিনী ন আসে যদি সপ্তাহ ভিতরে ।
 নিশ্চয় ইহার প্রাণ লব-ভার পরে ॥
 সত্য সত্য কোরাণ পরশি দিব্য করি ।
 ভূমিলাং করে যাব চিত্তোর নগরী ॥
 হিন্দু দেব দেবী আর হিন্দু নারীগণ ।
 ভ্রষ্ট করিবেক মম ক্রোধ-ছতশন ॥
 আজা মাজ প্রহরী পবন-বেগে ধায় ।
 লৌহ নিগড়েতে বন্ধ করিল রাজার ॥
 বেধে লয়ে কারাগারে করিল আটক ।
 শূকর-শালায় যথা পতিত হাটক ॥
 দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডধর করে দণ্ডাঘাত ।
 বহিরা কোমল তরু হয় বক্রপাত ॥
 ধূলার ধূসর দেহ করিবারু ভায় ।
 তস্মৈ আচ্ছাদিত অগ্নি সম শোভা পায় ।
 মণ্ডে মণ্ডে তস্মৈ ভেদি প্রকাশিত ছটা ।
 তস্মৈ কি ঢাকিতে পারে অনলের ঘটা ॥
 এখানে সংবাদ যায় চিত্তোরের গড়ে ।
 তনি কথা স্বর্ণলতা আছাড়িয়া পড়ে ॥

ব্রাণীর আভিনাদ ।

“কোথা হে প্রাণের গতি, রহিলে এখন ?
 কি হবে আমার গতি, কে করে রক্ষণ ?
 কি হেতু বিপক্ষপূরে করিলে গমন ?
 দেখালে মুকুরে কেন দাসীর বদন ?
 তোমার কি দোষ নাথ, ছিল না মনন ।
 আমা হতে এ উৎপাত, হইল ঘটন ॥
 কেন কহিল'ম হায় ! এমন বচন ?
 দর্পণে আমার রায়, দেখু'ক দুর্জয়ন ॥
 ধর্মভয়হীন হেন, পাণিষ্ঠ ঘন ।
 তাহারে বিশ্বাস কেন, করিলে রাজন ?
 ভাল গেলে করিবারে শিষ্ট আলাপন ।
 বন্ধ হলে কারাগারে গুহে প্রাণধন ॥
 মনে হয় চিত্তানলে, তাজিতে জীবন ।
 নিবাহিতে চিত্তানলে, পারে কি দহন ?
 প্রাণ তাজিয়াছে দাসী, করিলে শ্রবণ ।
 তখনি হয়ে উদাসী, তাজিবে জীবন ॥
 তোমার এ ভ্রমে দাসী, গির নহে মন ।
 যরণে অজিহা ভাসী, কারয়ে স্মরণ ॥
 কি করিব কোথা যাব, চিন্তা অক্ষুণ্ণ ।
 কেমনে বিতারি'ক না দেপি লক্ষণ ॥
 তোমা কি প্রভুমান, নিতমি ভুবন ।
 তমঃপূর্ণ সমুদর, হুঁসি হে তপন ॥
 এস নাথ অন্ধকার, ধর তে মোচন ।
 দীপ্তিহীন হে আঁধার, হয়েছে লোচন ॥
 এইরূপে রাজদাসী, করেন গোচন ।
 অবিরত অশ্রুধারা, বরিষে নয়ন ॥
 দীর্ঘবস সমীহণ, ঘন প্রবহণ ।
 শিবে করাঘাত শুন, বজ্র নির্দোষণ ॥
 ললাটেতে বার বার প্রহারে কখন ।
 রণংকার শ্রবণি তার, শব্দ বন বন ॥

তাহে কৃষিরেব ধার, হতেছে পতন ।
 যেন বিজলীর হার, দেখ দরশন ॥
 আলুয়িত চাক বেণী, কবরী বন্ধন ।
 কিবা ঘন ঘনশ্রেণী, ছাইল সগন ॥
 কতু যেন পাগালনী, বরেন ভ্রমণ ।
 যথা ভ্রমে কুণ্ডলিণী, দাবদক্ষ বন ॥
 ধূল্য ধূল্য তম্বু, নিন্দিয়া কাকন ।
 শ্রুত কালেব ভানু, মেঘে আচ্ছাদন ॥
 পরিপূর্ণ শোকস্বরে, নৃপ-নিকেতন ।
 চারি দিকে বেদ করে, সহচরীগণ ॥

ধৈর্য্য ধারণ ।

গীরা ধর্ম্মবতী য়ে, তাহার লক্ষণ এই,
 ধৈর্য্য ধরে বিপদ সময় ।
 পদ্মিনী সুধীরা সতী, নিরুপমা গুণবতী,
 হইলেন স্থির হৃদয় ॥
 রাজার বিপদ শুনি, অন্তরে প্রমাদ গণি,
 কিছুকাল শোকাচ্ছন্নমনা ।
 নীরদ বিগতে রবি, যেরূপ প্রথর ছবি,
 সেই রূপ নৃপতি-সজনা ॥
 বিবাদ-বারিদরাশি, হৃদয় ঘেরিল আসি,
 বনাচ্ছন্ন মানস ওপন ।
 মন্ত্রপথে হলে বৃষ্টি, হৃদয় সাহস-সৃষ্টি,
 আর ভানু থাকে কি গোপন ?
 ক্রিয়-কুলজা বাণা, মান মদে মাতোয়ালী,
 উগ্রতর মনোবৃত্তিচয় ॥
 আরেক ভাবেন মনে, "সঙ্গে লয়ে সেনা-গণে,
 রণ-ক্ষেত্রে হইব উদয় ॥

করি শত্রু ভীষনাস্ত, উদ্ধারিব প্রাণকাত্ত,
 ক্ষত্র-কুলে রাখিব হিমা ।
 যথা রঘুপতিপ্রিয়া, শতক্কে বিনাশিয়া,
 প্রকাশিলা অসীম গরিমা ॥
 আবার ভাবেন রাণী, "কিবা হয় নাহি জানি,
 কপালেতে কি আছে লিখন ?
 যবনে বিশ্ব ম নাথ, যাহা ভাবি ঘটে তাই,
 পাছে ভূপ প্রাণন জীবন ॥
 পরহরি কুল-লজ্জা, ধীরব সর্ম্ম-সজ্জা,
 ইহা শুনি শত্রু হুতাশয় ।
 ক্রোধ-ভরে মত্ত হয়ে, যদি প্রাণনাথে লয়ে,
 বধে প্রাণ নিদয় হৃদয় ॥
 সে সংবাদে হয়ে সুখ, আমি হব শক্তিশূন্য,
 ভয়ে পলাইবো সো কুল ॥
 পড়িব যবন-হাতে, উই কুল যাবে তাতে,
 কুবব-রৌদ্রেবে হবে কুল ॥
 অতএব ছলক্রমে, উদ্ধারিয়ে প্রিয়তমে,
 পরে বৈরি-বিনাশ-মরণা ॥
 যেমন দেখিছে হস্ত, হয় শত্রু ছত্র-ভঙ্গ,
 তবে ঘুচে মনের যরণা ॥
 একপে প্রবোধি ধীর, বাণ দিয়ে কুশোদরী,
 বাসিলেন বাহর দেওয়ানে ।
 উদ্দেশিয়া দিল্লীশ্বরে, লিপিকরে লিপি করে,
 মহিগণ আদেশ প্রমাণে ॥
 "পদি বন্য হীন গতি, শ্রীযতী পদ্মিনী সতী,
 হইল না অজ্ঞাধীন তব ।
 যাবেন কোমর কাছে, এক মাত্র গণ আছে,
 যেন তাঁর থাকে হে গৌরব ॥
 ক্ষত্র-মারি শ্রেষ্ঠ কুল, সম্মানেতে নাহি তুল,
 হিন্দু রাজ্যক্রবর্তী পতি ।
 রূপসীর অগ্রগণ্য, তাঁর সম নাহি অত,
 সবে কহে নিরপমা সতী ॥
 অতএব হে তাঁহার, মান ভিন্ন ভিক্ষা আর,
 নাহি দিছু কোমর দিকটে ।

বাইবেন তব ঘরে, যথাযোগ্য আড়ম্বরে,
হীন বলি কলঙ্ক না রটে ॥
তাঁহার সহস্র দাসী, সঙ্গে যেতে অভিলাষী,
যাবে সবে শিবিকারোহণে ।
আগে যথা নরপতি, তথা ক্রুদ্রিবেন গতি,
প্রীতি করিতে শ্রীচরণে ॥
একেবারে ত্যজি পতি, বিদায় লবেন সতী,
দেখা শুনো জনমের মত ॥
এই মাত্র নিবেদন, রাখ যদি হে রাজন,
হইবেন তব অনুগত ॥”

শিবিরে গমন ।

পদ্মিনীর পত্র পড়ি দিল্লীর দৈবর ।
মহাস্বৰ্ণ নানি মনে অস্থির অন্তর ॥
ভাবে “নাকি”হেন দিন হইবে আমাক ;
অতুলনা ললনার হব প্রেমাধার ?
মম প্রেম-সরোবরের পদ্মিনী ভাসিবে ।
নয়ন-তপন করে হান্ত প্রকম্পিবে ।
জীবন সার্থক হয় হেরিলে যাহারে ।
রাজ-পাটে পাট-বাণী করিব তাহারে ॥
দর্পণে হেরিয়ে যারে অস্থির হৃদয় ।
প্রত্যক্ষ করিব তারে একি ভাগ্যোদয় ?
ভীম সিংহে বাড়াইব ভারত ভিতর ।
প্রধান-হইবে সেই সবার উপর ॥”
এত ভাবি চলে শাহ হেরিতে রাজারে ।
যথা ভীম বন্দি প্রায় বন্ধ কারাগারে ॥
শাহ বলে “ওহে রায় বুঝা ভাব আর ।
কমা কর, পরিহারি মনোজ্ঞে তার ॥

যে পদ্মিনী হেতু আমি ত্যজি দিল্লীপুর ।
আপনি সংগ্রামে রত আসি এত দূর ॥
যে পদ্মিনী হেতু কত শত জীব হত ।
যে পদ্মিনী হেতু তুমি দুঃখ পাও কত ॥
যে পদ্মিনী রূপে গুণে ধজা মহীতলে ।
যে পদ্মিনী পতিব্রতা সতী সবে বলে ॥
সেই সে পদ্মিনী দেখ লিখেছে আমার
ভজিবে আমার রায়, ত্যজিবে তোমায় ॥
অতএব কেন সহ্য যাতনা কঠোর ?
যার জন্তে চুরি কর সেই বলে চোর ॥
অবলা তরল তৃণ তরঙ্গের প্রায় ।
যে দিকে বাতাস বহে সেই দিকে ধার ॥
এই দেখ পদ্মিনীর স্বাক্ষর সুন্দর ।
এই দেখ পত্র-পুষ্ঠে রঞ্জিত মোহর ॥”

প্রথমতঃ হেঁট মুখে ছিলেন ভূপতি ।
উপহাস ভাবি মুখে না ছিল ভারতী ॥
কিন্তু শেব শুনি শব্দ স্বাক্ষর মোহর ।
পত্র-প্রতি কটাক্ষ করেন নৃপবর ॥
দেখা মাত্র স্বাক্ষর হলেন জ্ঞানহত ।
নয়নে বিঁধিল যেন শূল শত শত ॥
ধরাপতি ধরাশায়ী ছুট ছুট প্রাণ ।
হাস্তমুখে বাদশাহ করিল প্রস্থান ॥
যথা মায়া জায়া হত্যা দেখি রণুবর ।
মায়ামুগ্ধ হয়ে পড়িলেন ধরাপার ॥
নিরস্ত্রিয়া নিশাচরে আনন্দ অপার ।
আনন্দ মঙ্গল বাজ করে বার বার ॥
সেইরূপ আলাদীন আল্লাদে অস্থির ।
লগিতাক্ষী লাভ-ভাবে লোমাক্ষ শরীর ।
নিজ হস্তে পদ্মিনী লিখে পত্রোত্তর ।
“ধরণী-দৈবরী-পদে-প্রণাম বিস্তর ॥
দয়া-দানে দাস প্রীতি দিয়াছ যে আশা ।
তাঁহে রাজ মম প্রাণ বিহঙ্গের বাসা ॥
আমি তব আজ্ঞাধীন জান হে নিশ্চয় ।
কি সাধ্য করিব তব আজ্ঞা বিপর্যয় ?

এ দীন নেবক তব তুমি হে সৈধ্যী ।
 তব মান বাড়াইব কি সাধ্য সুন্দরী ॥
 এই রূপে পত্র লিখি পাঠাইল শাহ ।
 পাঠ করি পদ্মিনীর বাড়িল স্তব্ধসাহ ॥
 প্রাণনাথে উদ্ধারিব বিপদের হাতে ।
 আর না বিচ্ছেদ হবে এবার সাক্ষাতে ॥
 এত ভাবি পুনর্বার রায় দিয়ে রাণী ।
 ডাক দিয়ে আনিগেন প্রধান সেনানী ॥
 গোপনেতে পরামর্শ করিলেন স্থির ।
 দাসী রূপে সাজিবেক যত সববীর ॥
 শিবিকারোগে যাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া ।
 পরাভিকগণে যাবে শিবিকা লইয়া ॥
 প্রতি যানে অস্ত্র শস্ত্র থাকিবে প্রচুর ।
 সময়েতে শুব্দ দেখাবে যত শুর ॥

ভায় সিংহের পরিব্রাজ ।

- * -

হেথা ভায়সিংহ রায় দেখিয়া থাকর ।
 কিছু কাল মূর্ছিত ছিলেন মহাপর ॥
 মোহ-ভঙ্গে পুনর্বার বাড়িল যাতন ।
 চক্ষু অগ্র সহ শোভে ক্রোধ-অগ্নিকণা ॥
 একি বিপদীত ভাব জলে অগ্নি জলে ।
 কবি কহে বিজলী চমকে মেঘদলে ॥
 মোহ-মেঘে ক্রোধ-সৌদামিনী দেয় দেখা ।
 সেই হেতু জলে অগ্নে প্লবের রেখা ॥
 ভাবে রায় "হায় হায় কি করি উপায় !
 পদ্মিনী অসতী হয়ে বঞ্চিল আমার ॥
 এত দিনে শাস্ত মিথ্যা হইল নিশ্চয় ।
 অবলা সরলা আতি হোন মৃত কয় ॥

প্রভাবিতে আমারে তাহার ছিল মনে ।
 সেই হেতু বলেছিল দেখাতে দর্পণে ॥
 ধিক্ ধিক্ পদ্মিনী ধরিলি মিছে নাম ।
 কামচরী নিশাচরী সম তোর কাম ॥
 কঠিন স্বপ্ন তোর কঠোর পাষণ ।
 তোর মায়া, বান্ধসীর মায়ার সমান ॥
 তোর চেয়ে নিশাচরী রাখে ধর্মভয় ।
 হিড়িম্বার পতি-তক্তি কথা সুধাময় ॥
 তুই লো নিদয়া অতি স্পৃহণা সমা ।
 মায়ায় মোহিয়ে মন ছিলে মনোয়মা ॥
 পুনর্বার ভাবে মনে "এমন কি হয় ।
 আমারে বঞ্চিয়া যাবে যবন-নিগয় ॥
 কোন্ দোষে দোষী আমি তাহার নিকটে ?
 কতু নহি অপরাধী প্রকৃত কপটে ॥
 লিখেছে প্রথমে আস দেখিবে আমার ।
 জনমের মত তাহে লইবে বিদায় ॥
 এ কথার ভাব কিছু বুঝিতে না পারি ।
 কেন বা আসিবে আর, যদি হবে তারি ?
 বুঝি সম মনোবাথা বাড়াইয়ে তার ।
 একেবারে জ্ঞানশূন্য করিবারে চার ॥
 আমারে করিয়া ক্ষিপ্ত গিষ্ঠ হবে অশ্রু ।
 ক্ষণমাত্র সন্তাপিত না হইবে হৃৎ ॥
 এমন কি হবে কতু তার অভিপ্রায় ?
 তবে কেনে লিখিয়াছে লইবে বিদায় ॥
 বিশেষতঃ লিখিয়াছে কবি আশঙ্কায় ।
 সন্দেহে সহস্র দাসী আসিবে তাহার ॥
 অনেক কি সাধু নাই তাহার তিতর ?
 একেবারে ধর্ম কি হয়েছে দেশান্তর ?
 অবশ্য ইহার আছে গূঢ় অভিপ্রায় ।
 মম জ্ঞান হেতু কোন করেছে উপায় ॥
 যে হোক বৃহিল জ্ঞান এই প্রতিজ্ঞায় ।
 পদ্মিনী আসিবে যবে লইতে বিদায় ॥
 ধরিয়ে রাখিব দিয়ে হৃদ আলিঙ্গন ।
 কোন গতে ছাড়িব না থাকিতে জীবন ॥

তাহেব প্রাণ " বাব কবা হুঃখ তায় ?
 জীবন তাজিব নিজ রমণীর দায় ?
 করিব আপন ধর্ম যথাধর্ম নীতি।
 যে ভুলিবে যোগ্য ফল যাব যে প্রকৃতি ॥"
 এখানে পদ্মিনী সতী অন্তরে বিচারি।
 ধরিলেন সামারিক বেশ মনোহারী ॥
 হুই স্বর্কে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন।
 কটিতে খর করবাল অশোভন ॥
 করে ধরিলেন শূল অতি ধরশাণ।
 পৃষ্ঠে বাধা অসি চর্ম, বর্ম পশ্মিনান ॥
 ধরণীচুম্বিত-চাকর বেণী চিকণিয়া।
 বিচিত্র কিরীটে বদ্ধ করে বিনাইয়া ॥
 হইল অপূর্ব শোভা কি রূপ বিশেষ।
 যেমন জগদ্ধাত্রী দেবী সময়ে প্রবেশ ॥
 ধন্ত রাজপুত্র-দেশ বীরহ-আশ্রম।
 ধন্ত ধন্ত রাজপুত্র বংশ-পরাক্রম।
 ঘেই বংশে অবতীর্ণ বীর-শ্রেষ্ঠ সবে ॥
 ধর্ম-অহুগ্রে মাত্রে সময় আশ্রমে ॥
 দূরে ফেলি বেশভূষা গন্ধ-বিলেপন।
 দূরে ফেলি বীণার কানন-বিনোদন।
 লজ্জ ভয় পরিহরি ধরি প্রহরণ।
 আরোহি তুংগোপরি করে ঘোর রণ ॥
 বীণার বাদন চেয়ে তাদের নিকটে।
 রণবাত্ত সে সময় আনন্দ প্রকটে ॥
 স্তম্ভাঘতঃ সাহায্যে সদা ভীত মন।
 জীহ্ন কুরঙ্গের তুল্য যুগল নয়ন ॥
 কুতুম-চয়নে বার্য প্রাক্তিমতী হয়।
 কোমলা অংগা বলি সাহায্যের কয় ॥
 হেন সুকুমারী নারী রণ-রঙ্গে ধার।
 অক্ষয় বংশের ধর্ম, কিছুতে কি ধার ?
 ধন্ত রাজপুত্র-দারা সাহস সুলার।
 কত পুরাবৃত্তে তার ব্যাখ্যা মনোহর ॥
 দেখে যদি সেনাপতি স্বীয় প্রাণেশ্বর।
 সময়ে শত্রুর করে তাজে কলেবর ॥

সে সময়ে অশ্রুজল না করে মোক্ষণ ॥
 পতি-পদ ধরি করে সেনার রক্ষণ ॥
 যদি কেহ পলায় নিস্তার নাহি তার।
 দলে দলে গিয়ে করে শত্রুর সংহার ॥
 পতি-ঋণ পরিশোধ করণ তৎপর।
 রাজপুত্রনীর তুল্য কে আছে অপার ?
 এই রূপ পদ্মিনী আদেশ পরিব্রাজে ॥
 চলিলেন শত্রুর শিবির-সন্নিধান ॥
 আজ্ঞা পেয়ে নারীবেশ করে সেনাগণ।
 পুষ্প কোলে লুকাইল বরটা যেমন ॥
 ভিতরে কবচ আঁটা উপরে ঘাঘরা।
 উড়ানিতে ঢাকে মুগ বীর-চিহ্ন ভরা ॥
 রমণী পুরুষ সাজে, পুরুষ রমণী।
 সাহার কোশল, ধন্ত ধন্ত সেই ধনী ॥
 শুভরূপে করে রাণী শিবিকারোহণ।
 চারি বিকে ছয়বেশ যত সেনাগণ ॥
 পদ্মিনীর আগমন-সংবাদ পাইয়া।
 অতি সুখী দিল্লীপতি, তরু তরু হিয়া,
 শিবেরে দিতেছে ঢেঁড়ি, যত সৈন্যদলে ॥
 "আজি সবে রত হয় আনন্দ মঙ্গলে ॥
 পাঠাও নিশান ডকা পদ্মিনী-সম্মুখে ॥
 ক্রটিমাত্র যেন নাহি হয় কোন ক্রমে ॥
 রচহ বিবিধ ফুলে ফাটক সন্মুখে ॥
 ছিটাও সকল পথে গোলাব আতর ॥
 করহ আতল-রাজী অশেষ প্রকার ॥
 নৃত্য গীত বাজ ভাঙ যা ইচ্ছা সাহার ॥
 একপে-পদ্মিনী-মন মোহিবারে শাহ ॥
 সেনার সাগরে তোলে আনন্দ প্রবাহ ॥
 হেন কালে রাজদারা আসি সম্মুখিত ॥
 শিবিকাগহাষ চারি ধার সন্মুখিত।
 প্রহরি সকলে গেল নূপে পরিহরি ॥
 পতি কারাগারে ধীরে প্রবেশে সুলারী ॥
 দেখি ভীম, ভীমবেশে ভাবিনী রমণী ॥
 দ্বিমুখেতে অভিজ্ঞত হইলা অমনি ॥

ভাবিছেন "কি ভাব প্রভাব পদ্মিনীর ।
 বীরবেশে ঢাকি কেন কোমল শরীর ?
 নিশ্চয় এসেছে যম উদ্ধার কারণ ।
 আমি তারে বুঝা নিম্নিলাম এক কণ ॥"
 এই রূপ নব ভাব মানসে উন্নয় ।
 পূৰ্ব্ব প্রতিকূল ভাব পাইল বিলয় ॥
 প্রণত পদ্মিনী সঠী পতির চরণে ।
 গলিত সহস্র ধারা রাজার নয়নে ॥
 রাণীয়ে লইয়ে কোলে যদু বচনে ।
 লীভল করেন বায় অমিয় সিঞ্চে ॥
 রাণী কন "হে রাজন্ নাই হে সময় ।
 এখানে তিলেক আর বিলম্ব না সয় ॥
 অমরাগ এ লোহাগ কালে ভাল লাগে ।
 চল নাথ শত্রু-হন্তে মুক্ত করি আগে ॥"

এত বাল চাক্রনেত্রা পতিকবে ধার ।
 বেগে ধান শত্রুর শিবির পরিহারি ॥
 অদূরেতে সুসজ্জিত ছিল দুই হয় ।
 দম্পতী উঠেন তায় অভয় স্বয় ॥
 ধরতর তুরঙ্গ ছুটিল তৌর-প্রায় ।
 পবনের উপহাস করি কিবা ধায় ॥
 যেই অশ্ব আরোহিলা ভূপ গুণধায় ।
 বিখ্যাত কেশর-কেলী সে অশ্বের নাম ॥
 পলকেতে পরশ্বিনী-পায়ে যেতে পারে ।
 কলিত কেশর চাক্র চামর আকারে ॥
 পদ্মিনীর প্রিয় হয় শ্রীপঙ্ক-কল্যাণ * ।
 রাজার সমাজে সেই প্রধান শ্রীমান ॥
 অসিত বরণ যেন দলিত অঙ্গন ।
 কিবা অপরূপ গতি নয়ন-বঙ্গন ॥
 চলিল যুগল অশ্ব, দম্পতী লইয়া ।
 প্রভু-পরিভ্রাণ-হেতু প্রফুল্ল হইয়া ॥

* যে অশ্বের পাদ চতুষ্টয় এবং নাসিকোর্ধ্বভাগ
 যেতবর্ণ হয়, তাহার নাম পঙ্ক-কল্যাণ ; সেই অশ্ব এক-
 দেশীর তুরঙ্গ-পরাক্রমিণের মতে অতি হৃৎকণাক্রান্ত ।

মধ্য দিয়া যায় ঘোড়া, দুই পাশে যান ।
 শত্রুর শিবিতে কেহ না পায় সন্ধান ॥
 চপলার প্রায় তেজ্জে প্রবেশে নৃগরা'
 পতি-সহ পুরী-প্রাপ্ত পদ্মিনী সুন্দরী ॥
 রাজগৃহে হয় নানা মঙ্গলাচরণ ।
 প্রেরিত প্রমথনাথে পূজা আরোহন ॥
 "হয় হয় হয়" শব্দে পূরিণ গগন ।
 গোধন কাঞ্চন দান লভে বিজগণ ॥
 সজ্জিত সকল সৈন্ত কত মুক্ত সাজে ।
 ত্রিগোলিয়া ঘোরোষি নব্বত বাজে ॥

হেথা পাঠানের পতি কাল-গৌণ পরে ।
 সন্দেহ-উন্নয়ে হয়ে অস্থির অন্তরে ॥
 চঞ্চল চরণে চলে রাজা ছিল যথা ।
 দেখে শূন্তময় গেহ, কেহ নাই তথ্য ॥
 একেবারে উন্মত্ত হইল নরবর ।
 ফেন লালারূপ মুখ, চক্ষে বৈদ্যনর ॥
 যথা অহি-বিবরে করিলে দণ্ডাঘাত ।
 গরজিয়ে বিষধর-উঠে তৎক্ষণাৎ ॥
 অথবা যুগেজ, যুগ, করিয়া নিপাত ।
 আহারের কালে যদি হারায় দৈবাৎ ॥
 সেই রূপ ক্রুদ্ধচিত্ত দিল্লীর ঈশ্বর ।
 ধর ধর কাঁপিতে লাগিল কলেবর ॥
 ঘোর নাদে কহিতেছে "শুন সৈন্তগণ ।
 আসিয়াছে পদ্মিনীর দাসী যত জন ॥
 সকলের জাতি যার যথা স্বেচ্ছাচার ।
 পিছে সমুচিত ফল লইব ইহার ॥"
 আজ্ঞাযাজ সেনাকুলে আনন্দ বিপুল ।
 সজ্জিনী-কুলের কুল বাইতে আকুল ॥
 কবি কহে এত নহে নাথীকেলী কুল ।
 কুলের পাতায় ঢাকা কটকের কুল ॥
 যেমন যবন খুলে শিবিকায় ঘায় ।
 অমনি গরজি উঠে কজির হাঙ্গাম ॥

* রাজপুতদিগের বৃন্দাদ ।

সুখ-মধু-আশে কেহ শিবিকায় ঢুকে ।
 হৃদয়েশী দাসী ত্যজ গুলি মারে বৃকে ॥
 কেহ আলিঙ্গন অথ অঘেষণ করে ।
 খব তরবার-চোটে নিমিষেক মরে ॥
 কেহ বা ঘোমটা খুলে নিরখিতে মুগ ।
 কেমন কিরিয়া যায় হইয়া বিমুগ ॥
 অমনি পড়িল গাঁথা বল্লমের ফলে ।
 বাধিল কিম্ব যুদ্ধ ভূই শত্রুদলে ॥

স্বৈরতর যুদ্ধ ।

বগুন্মে মহাধূমে উড়িল পাতাকা ।
 লোহিত ফলকে তার ভক্ত-মুষ্টি অঁকা ॥
 শিবির প্রিযতর রাজত্বের ঠাই ।
 প্রাণপণে সযতনে রক্ষা করে তাই ॥
 অকাতরে শত্রু-করে দিবে প্রাণহান ।
 ভাণি না ছাড়ে কছু বংশের নিশান ॥
 ঘোর ভায় দাঁড়াইল যত বীরবর ।
 কল্লভক বেড়ি যথা অমর-নিকর ॥
 দাড়িয়া কুহুম-নিভ, অতি স্তম্ভুরা ।
 এক পাশে, পাশেতেই ফিরিতেছে সুরা ॥
 পানমাত্র কুলগাত্র নব ভাবে টলে ।
 এমনি আশ্চর্য কল অধাস্বাদে ফলে ॥
 যানিলে বিদ্রায় সবে রণ ক্ষেত্রে মরি ।
 পাইবে আনন্দধাম অমর-নগরী ॥
 সুরনারী-বিজ্ঞাধরী, অপরা-নিকর ।
 বর্গদ্বারে প্রতীক্ষা ॥
 প্রভঙ্গীপুঞ্জের প্রেম প্রাণপণ-কারণ ।
 পুরিতেছে চকু অঙ্গে নানা আভরণ ॥

এদিকে সমর-সজ্জা হয় মহীতলে ।
 ও দিকে বাসকসজ্জা অমরীমণ্ডলে ॥

একাবগী ।

মুকুট মুড়িছে ধনুক-ধারীনা ।
 বেণী বিনাশিছে স্বরকুমারী ॥
 বাজে বীণঘণ্টা কিরীট-মূলে ।
 করবী কলিত কার্ণি-ফুলে ॥
 লৌহময় ফালে মুকুট টেড়া ।
 মুকুটাব চারে কুম্বল বেড়া ॥
 তরবার শাণে ক্ষত্রিয়গণ ।
 অমরী নয়নে পূর্ণ অঙ্গন ॥
 গরল বিরাট শর-ফলকে ।
 তিলক কাশ্মীরী-ভালে বলকে ॥
 সাঁজুকাটা শোভিছে যতক শূরে ।
 কঁচলী-করণ অশ্রুপূরে ॥
 তেথা রাজপুং বাঁশিছে ঢাল ।
 চোখায় উন্নত কুচ বিশাল ॥
 হেথা বাঘ নখে অঙ্গুলী সাজে ।
 হোথা মনিষয় কঙ্কণ বাজে ॥
 বীণগণ করে বল্লম ভাঁজে ।
 বঁদমালা দেবী-কবে বিবাজে ॥
 রাজত্বের গলে রুদ্রাক্ষমালা ।
 বস্ত্রচর পুরে অমর-রালা ॥
 ক্ষত্রিয় বড়িছে ধনুকে গুণ ।
 সামিনী কটাক্ষ-শরে নিপুণ ॥
 তুবক সাজায় ক্ষত্রিয়গণ ।
 অঙ্গুরা করিছে বথ-শোভন ॥
 আসিবে তাহাতে শূরেন্দ্রদল ।
 হুহুস্ত্র-ভবন হবে উজ্জল ।
 এই রূপ ধ্যান করি মানসে ।
 সমরে সকলে যায় সাহসে ॥
 বহু রে ধরমে রতি অপার ।
 তা হির এ ভবে আছে কি আর ॥

ভূজঙ্গ প্রয়াত ।

মহাঘোর বৃক্ষে মুসলমান মাতে ।
 দিবারাত্র ভেদে কমা নাহি তাতে ॥
 সহস্রেক যোদ্ধা চিত্তোন্মেষ-পক্ষে ।
 বিপক্ষের পক্ষে বৃক্ষে লক্ষ লক্ষে ॥
 বহু রক্ত-ধারা বুঁদেলা-শরীরে ।
 হয় মাত সেনা ঘন শ্বেদনীয়ে ॥
 গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম মহাশব্দ জোপে ।
 পাড়ে সৈন্ত ঠাটে তরোবার-কোপে ॥
 গুলী পূর্ণ বন্দুক সঙ্গীন জাঁকে ।
 ছড়ু ছড়ু ছড়ু ছড়ু শব্দ হাঁকে ॥
 করে বাস্ত নানা শিলা ঢোল ঢাকে ।
 রণক্ষেত্র ধূলা রবেলোক ঢাকে ॥
 শনন্ শন শন শন গুলীপুঞ্জ ছোটে ।
 সিপাহীর বক্ষে শিলাবৃষ্টি ফোটে ॥
 মহা চতু গোলা সদা ধার বেগে ।
 গ্রহাঘের চোটে সব যাই ভেগে ॥
 ছুটে মাতোরালা করীয়ুথ বেগে ।
 চলে তার উড়ে বৃহত্তোপ বেগে ॥
 তুরঙ্গে তুরঙ্গী করে ঘোর যুদ্ধ ।
 মহাশামি-ধূমে হলো দৃষ্টি রুদ্ধ ॥
 ধরা তরু শবে মরে জীব তাহে ।
 নদী-বেগ বর্জিত রক্ত-গ্রবাহে ॥
 শবতুণ-পার্শ্বে শবাহাতি-সজ্জ ।
 মহানন্দ লাভে করে রক্তভঙ্গ ॥
 কূতঃ কেরুণালে পিয়ে রক্তধারা ।
 অপঘ্যাণ্ড জোজ্যে মনমুগ্ধ তারা ॥
 চিত্তোন্মেষ সেনা বৃক্ষে বিক্রমেতে ।
 জনাশব কেহু প্রভীত ক্রমেতে ॥

বাদসাহের সমর-বিজয় ।

— * —

বল বল বলে ধরাভঙ্গে,
 লোকবল বল মাত্র কঙ্গে ।
 সেই বলে যেই বলী, বলবান্ তারে বলি,
 যদি বল একাক্ষে কোশলে ॥
 ধৈর্য্য বীৰ্য্য সাহস সবল,
 কি করিবে শুদ্ধ এ সকল ?
 কতক্ষণ থাকে ধৈর্য্য, কতক্ষণ বীৰ্য্য সৈর্য্য,
 কতক্ষণ শরীরের বল ?
 বলধান প্রধান মাতঙ্গ,
 তৃণদল বাধে তার অঙ্গ ।
 সুরাসুর একমতে, মন্দরে সাগর মখে,
 রঞ্জু বাহে বাহুকি ভূজঙ্গ ॥
 একতার হিন্দু রাজগণ,
 হুখেতে ছিলেন অতৃক্ষণ ।
 সে তার থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী,
 আসিতে কি পারিত যবন ?
 ঐখানেতে দিল্লীর সম্রাট,
 সঙ্গে অগণিত সৈন্তঠাট ।
 যেন পদপালদল, ছাইল সকল হব,
 কিবা মাঠ কিবা ঘাট বাট ॥
 রাজপুং সেনানী হাজার,
 পদাতিক চারি গুণ তার ।
 শত্রুসংখ্যা অগণন, তাহাতে সমুখ-গ,
 কতক্ষণ করিবেক আর ?
 অক্ষয়-উদয়ে তারাগণ,
 একে একে অদৃষ্ট যেমন ।
 সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে, যুদ্ধ করি প্রাণপণে,
 ক্রমে ক্রমে পাইল পতন ॥

।বক্রমেতে এক এক বীর,
কত শত কাটি শত্রুর ।
শরাঘাতে জব জব, শক্তি-শূন্য কলেবর,
পরিশেষে ত্যজিল শরীর ॥
চিতোরের সেনানী-প্রধান,
গোরা নামে খ্যাত মতিমান ।
বিনাশি সহস্র অরি, ধর শব-শয্যা করি,
ভীষ-প্রায় ত্যজিলেন প্রাণ ॥
তীর ভাতিপুত্র গুণধর,
দ্বাদশ বর্ষীয় বীরবর ।
বাদল তাহার নাম, বীরদ্ব দীরদ্ব ধাম,
পূজ করে, অতি ঘোরতর ॥
চপলার প্রায় যথা তথা,
অতি বেগে ধায় মহারথ ।
যেন প্রলয়ের ঝড়ে, অসংগা যবন পড়ে,
বিক্রমের কি কহিব কথা ?
সঙ্গে মাত্র নাহি সহচর,
সমর করিল একেশ্বর ।
নাহি স্থান-নিরূপণ, সরিষয়ে প্রহরণ,
ধ্বংস-ধ্বংসে বন-নিকর ॥
নব অ-গের অনল,
প্রজলিত মানস কমল ।
ভূরঙ্গে স্বরিত ছোটো, খর শর অঙ্গ ফোটো
নহে মাত্র তাহাতে বিকল ॥
হেরি দিল্লীপতি ক্রোধে জলে,
উপনীত হয়ে রণস্থলে ।
মুখে বল "মার মার," বাদলের চারি ধার,
ঘেরিল অগণ্য সৈন্যদলে ॥
যথা বাহু রচি সস্তরথী,
অভিমুখে বক্র করে তথি ।
সেই রূপ বাদলে, ঘেরিলেক কত ফেরে,
রাজপুত্রসেনা-সিন্ধু-মণি ॥
বাদলের বারিধারা-প্রায়,
পড়ে অঙ্গ বাদলের গায় ।

। বর্ষে চন্দ্রে ঠেকে বাণ, হয়ে শত শত ধান,
অবিরত পড়িছে ধরায় ॥
হেন কালে নিশা-আগমন,
অস্ত্রচলে চলিল তপন ।
তিমিরে পুহিল বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য,
অস্থির হইল সেনাগণ ॥
একে শরাঘাতে হত-বল,
তাহে ক্ষুধা তৃষ্ণায় চঞ্চল ।
সর্বাঙ্গে রুধির ঝরে, লগাটেতে শ্বেদ ক্ষরে,
বিকল হইল সৈন্যদল ॥
বীরশিশু সাহসে যুঝিয়া,
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ।
জীবনাশা পরিহরি, একদিক্ লক্ষ্য করি,
অক্রমণ করিল গর্জিয়া ॥
বাহুভেদ করি শিশু ধায়,
তিমিরে অলক্ষ্য তার কায় ।
অতিশয় ক্লান্ত দেহে, যেমন প্রবেশে গেহে,
মূর্ছাগত অমনি ধরায় ॥
হেরি পূর্ববাসিনী সকলে,
"হায় কি হইল" সবে বলে ।
বাদলের মাতা আদি, নয়নের জলে ভাসি,
ধূলায় লুটায় সেই স্থলে
কত ক্ষণ গতে এ প্রকারে,
নোহ-ত্যাগ করায় তাহারে
প্রকাশি নয়নাশ্রুজ, প্রসারিল জুই ভুজ,
জননীর কোলে যাইবারে ।
জননী অমনি তায়, মণিপ্রাপ্ত ফণি-প্রায়,
কোলে লয় চুম্বিয়ে বদনে ।
বলে "ওরে বাছাধন, হেরিব ও চক্ষ্যানন,
এমন ছিল না আর মনে ॥
হঁরে এমি অসম্ভব, কাল-প্রায় শত্রু সব,
তুই অতি বয়সে শৈশব ।
কেমনে করিল রণ ? হ্রস্ত যবনগণ
কালানলপ্রায় সে আহব ॥

কারি প্রায় তারা বলী, তুই রে কমলকলি
 স্নেহমল নদীর পুতলী ।
 ভাবিয়াছি এত ক্ষণ, বসি ওরে বাছাধন,
 ফাঁকি দিয়ে গিয়াছ রে চলি ।
 শর-বিদ্ধ দেহময়, ইহা কিবে প্রাণে সয় ?
 রুধির বহিছে ধীরে ধীরে ।
 বিধি কি পাষণ দিয়ে, গঠিল যবন-কিয়ে ?
 দিক্ দিক্ দিক্ যত শীরে ॥”
 প্রবেশিয়ে জননীয়ে, কহিছে বালক ধীরে,
 “তব গর্ভে জন্মেছি যখন ।
 বিধাতা আমার ভাল, লিখিয়াছে সেই কালে,
 আমার ব্যবসা হবে রণ ।
 ধরাধামে ক্ষত্রবংশ, শৌর্য্য বীর্য্য অবতংস,
 তাই প্রিয় জ্ঞান করি তাবো ।
 শত্রুহস্তে মুক্ত দেশ, যশোলাভ হয় শেষ,
 কত গুণ কে কহিতে পারে ?
 রণে যেই ত্যাজে প্রাণ, ধন্য সেই পুণ্যবান,
 কেবল কৈবল্য তার স্থান ।
 জীবনে মরণে যশ, পি-পূর্ণ দিগ্ দশ,
 কত তার নাহি অবসান ॥”
 এই রূপ আলাপনে, প্রহৃতি পুত্রের সনে,
 স্নেহে কাল করেন হরণ ।
 হেন ত-গতি, গোরার প্রেমসী সতী,
 তথা আসি দিল দরশন ॥
 শ্রাবণের ধরা, নয়নে বহিছে ধারা,
 পতির সংবাদ জানিবারে ।
 বাদলে লইয়ে কোলে, কহিছে মধুর বোলে,
 বিশ্বাসের চুষ্টি বাবে বাবে ॥
 “কহ ওরে বাছা ধন, কেমন হইল রণ,
 কোথা তোর পিতৃব্য এখন ?
 একত্রে ছাঙ্কন গেলি, একা ঘরে কিরে এলি,
 তিনি কিরে হলেন নিধন ?”
 বাদল কহেন মাতা, “আজ নিদারুণ ধাতা,
 চিত্তোত্তরের সর্বনাশ হেতু

হবিল সকল সর্ব, অসংকুল হলো বর্ষ,
 ভাঙ্গিয়াছে বীরত্বের সেতু ॥
 কিন্তু খুল্লতাত মোর, ধেরূপ সংগ্রাম বোর,
 করিলেন কহিতে ভয়াল ।
 সেরূপ বীরত্ব আর, ধরাধামে হওয়া ভার,
 খ্যাতি তাঁর হবে চিরকাল ॥
 আমি শিশু ক্ষুদ্রমতি, রণ-রীতে অস্ত্র অতি,
 কিছু কাল ছিলাম দোসর ।
 আমার বিপদ দেখি, সৃষ্টিলেন একাদী,
 প্রবেশিয়ে শত্রুর ভিতর ॥
 সংগ্রাম হইল ভারী, অসংখ্য বপক্ষ মারি,
 সহস্র আঘাতে জর জর ।
 শত্রু-শবে শির রাখি, শস্রজালে অস্ত্র ঢাকি,
 কাল নিদ্রাগত বীরবর ॥”
 পতির নিধন বাক্যে, অশ্রুধারা সরোজাক্ষে,
 হুগিত হইল সেই ক্ষণ ।
 কাতরা না হয়ে সতী, হৃদয় প্রফুল্ল অডি,
 বাদলেণ্ডে কহিছে বচন ॥
 “কি হেতু বিলম্ব আর ? রাখ ধর্ম্ম-ব্যবহার,
 গুন ওরে প্রাণের নন্দন ।
 আত্মা বিলম্বে পতি, হবেন চক্ষুগমতি,
 কর শীঘ্র চিতা-আয়োজন ॥
 কিরূপে রে ষা-হুমাণি ! সেই বীর-চূড়ামণি,
 শত্রু-সহ করিলেন রণ ।
 এই কথা শুনিবারে, এত ক্ষণ দেহাধারে,
 ওরে বাছা রেখেছি জীবন ॥”
 এত বলি গৃহে গিয়া, চিতা-সজ্জা সাজাইয়া,
 দিবাকরে করিয়ে প্রণতি ।
 প্রহসিণি করি চিতা, অনলে যেমন সীতা,
 সাহসে প্রবেশে পুণ্যবতী ॥

পুনরুদ্ধ ও দৈববাণী ।

মুগ্ধ যুদ্ধে বহু তর, গতপ্রাণ বীরবর,
অগণিত সেনার নিধন ।
ক্ষীণবল দিল্লীপতি, স্বস্থানে করিয়া গতি,
করে পূর্বমত আয়োজন ॥
পরিগতে সংবৎসর, করি পূর্ব আড়ম্বর,
পুনঃ প্রবেশিল রাজ-স্থানে ।
রাজপুত্র সীর যত, সমধিক ভাগ হত,
বুদ্ধ করি বিহিত বিধান ॥
সেকতি না হতে পূর্ণ, পুনরায় আসি তূর্ণ,
শত্রু ঘোর ঘিরিল প্রাচীর ।
হের হে পথিকবর ! দক্ষিণ শেখরোপত,
যথায় পরিখা স্নগতীর ॥
তথায় বুরুজ ভাঙ্গি, যবন উঠায়ে চাকী, *
নগবেতে করিল প্রবেশ ।
ভূমি ভীমসিংহ রায়, দাবদন্ধ মৃগ-প্রায়,
নিরাশায় পূর্ণ বক্ষোদেশ ॥
শত্রু-সেনা-সিদ্ধ মণি, হত বত মহারথী,
মরিল সাহসী সেনাগণ ।
অস্থির হলেন নৃপ, অন্তরেতে শোক-দীপ,
খরতর জলে অহুক্ষণ ॥
অবিরত চিন্তানলে, হৃদয়-কানন জলে,
দধু তাহে মানস-কুরঙ্গ ।
দিবানিশি সমভাব, প্রসন্নতা তিরোভাব,
দিন দিন বিমগ্নিন অঙ্গ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শান্তি, গত লব কত ভ্রান্তি,
হৃদয়ে উদয়-প্রতিজ্ঞা ।
বসিয়ে বিজ্ঞ হুগে, সিক্ত হৃদয়ে অশ্রুজলে,
হেঁট মুখে করেন রোদন ॥

* স্বর্ণনির্মিত চক্রাকার রাজসজ্জাবিশেষ ।

একদা ক্ষণদা-গতে, আগন্তু নয়ন-পথে,
করিলে পলক-দ্বারদোষ ।
দেখিলেন কালীমূর্তি, শুভ্র হতে পেয়ে ক্ষুণ্ণি,
কহিতেছে বচন সজ্জোষ ॥
“শুন ভীম বাক্য মোর, মঙ্গল হইবে তোর,
যদি ক্ষুধা নিবার আমার ।
ক্ষুধায় জ্বলিয়া মরি, দেবে খাণ্ড স্বরা করি,
নর-মেদ রক্ত-উপহার ॥”
রাজা বন “হে চামুণ্ডে ! অগণিত সৈন্তসমূহে,
ক্ষুধাশান্তি না হলো তোমার ।
আর কি খাইবে কালি ? সকলি দিয়াছি ডালি,
রক্ষ রাজ্য হই ছারখার ॥”
দেবী কন “মহামাশ, আছে পুত্র একাদশ,
মম গ্রাসে কর সমর্পণ ।
পদিতৃপ্ত হব তায়, তোমার সূচিবৈ দায়,
যদি রান আমার বচন ॥
তিন দিন পুত্রপণে, বসাইয়া সিংহাসনে,
রাজ্যাস্পদ করিবে বরণ ।
ক্রমে একাদশজন, প্রাণপণে করি রণ,
মম-গ্রাসে হইবে পতন ॥”
এত বলি অহুতি, হইলা অপরাজিতা,
মোহ যায় ভীমসিংহ রায় ।
মূচ্ছা-ভঞ্জে ভাবে ভূপ, “একি ভয়ঙ্কর রূপ,
এখনো শঙ্কায় কাঁপে কাঁপ ॥
একি মম কণ্ঠ-ভোগ, জাগ্রতে স্বপন-যোগ,
নয়নেতে নাহি নিদ্রালেশ ।
মম চূর্ণ-অবিষ্ঠাত্রী, সকল মঙ্গলদাত্রী,
দেখা দিল ধরি ভীমবেশ ॥
করেছি কি অপরাধ ? পদে পদে কি প্রমাদ,
হায় হায় কি করি উপায় ?
দেবী নিশাচরী প্রাণ, পুত্রপণে যেতে চায়,
হায় হুঃখ কহিব কাহার !
যেই নন্দনে লাগি, সংসারেতে অমুরাগী,
হয়ে লোক চাহে ধন জন ।

এমন নন্দনগণে, কালীগ্রাসে সমর্পণে,
 রাজ্যে মোর কিবা প্রয়োজন ?
 চিন্তা করি এইরূপ, বাহির দেওয়ানে ভূপ
 বাব দিয়ে বসিলেন গিয়া ।
 পাক-মিষ্ট-সন্নিধান, কহিলেন মাতিমান,
 কালিকার বাক্য বিবরিয়া ॥
 শুনিয়া অমাত্যগণ, করিতেছে নিবেদন,
 মনে মনে মানিয়া বিস্ময় ।
 “হয় হেন অহুভাব, চণ্ডিকার আবির্ভাব,
 প্রকৃত ঘটনা কত নয় ॥
 বিষম বিপদ কালে, চিত্তারূপ মেঘজালে,
 জড়িত বিজ্ঞান-বিভাকর ।
 অনাহারে অনিদ্রায়, শরীরের বল যায়,
 অচেতন ইন্দ্রিয় নিকর ॥
 জাগ্রতে স্বপ্নের ভোগ, চক্ষু মিথ্যা দৃষ্টি-যোগ,
 প্রতিপথে মিথ্যা স্বর বাদে ।
 মিথ্যা ভয়ে চিত্তাকুল, বাতুলের সমতুল,
 হয়ে লোক কত হাসে কান্দে ॥
 এই হেতু বোধ লয়, বিভীষিকা সত্য নয়,
 কালী কেন হইয়া নিদ্রায় ।
 কহিবেন হেন বাণী ? যেই বরাভয়পাণি,
 তব রাজ্য-পদ্মে পদ্মালয়া ॥
 তবে সে বিশ্বাস হয়, সভাজন সমুদয়,
 সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ যদি হন ।
 থাকিব সকলে সাক্ষা, কহিলে দারুণ বাক্য,
 তবে যথা কর্তব্য-সাধন ॥”

পুত্রদিগের সহিত পরামর্শ ।

অমাত্যগণের এই বাক্য পরিশেষে ।
 দৈববাণী অমনি হইল শ্রুতদেশে ॥

“ওরে রে পাষাণবণ কর অবিশ্বাস ।
 এই পাপে চিত্তোদ্ভেদ হবে সর্বনাশ ॥”
 শুনিয়া হইল সবে স্তম্ভিতের প্রায় ।
 চিত্রপুত্তলিকামত অচেতনকায় ॥
 চকিত-হৃদিত নেত্রে উজ্জ্বল চক্ষু চায় ।
 সিনা মেঘে ঘোর শূন্য শুনিবারে পায় ॥
 দিবস তিমিরে পূর্ণ, রক্ত ছটা রবি ।
 ঘন ঘন দেখা দেয় বিজলীর ছবি ॥
 ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, চঞ্চল সঙ্কল ।
 যেন ধরা চূর্ণ হয়ে যাবে রসাতল ॥
 হইল শোণিতবৃষ্টি কান্দে শিবাগণ ।
 ভাঙ্গিল বিষম কড়ে বন উপবন ॥
 ভয়ে ভীমসিংহ ভূপ ভাবিয়ে ভাবনী ।
 কাতরে কুমারগণে কহিছেন বাণী ॥
 “আর কেন বলহ, সকলে অস্ত্র ধর ?
 এ নব বয়সে সব মায়া পরিহার ॥
 ধন জন জীবন যৌবন পরিবার ।
 সকলের আশা-স্বপ্ন কর পরিহার ॥
 চল সবে সমর করিব প্রাণপণে ।
 রাখিব জাতীয় ধর্ম রক্ষার তর্পণে ॥
 কুলধর্ম রাখিতে জীবন যদি যায় ।
 জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায় ?
 কুলের কলঙ্ক কে দেখিবে ক্ষত্র হয়ে ?
 রাজপুত্র-সুতা যাবে যবন-আলয়ে ?
 বিশেষে পদ্মিনী সতী প্রেমসী আমার ।
 যদিও তোমরা নহ গর্ভস্থ গুণহার ॥
 তথাপি সবার প্রতি মাতৃ-ভাব ধরি ।
 সদাকাল সময়েহে পালিল সুরক্ষারী
 প্রহতি সমান ভক্তি করিয়াছ সবে ।
 এখন করিলে রক্ষা যত বলি তবে ॥”
 শুনিয়া পিতার বাক্য নির্ভয়হৃদয় ।
 ধরিল সমরসজ্জা রাজপুত্রচয় ॥
 হায় এক পরিভাপ ? এক মনঃক্লেশ ?
 মৃত্যু-মুখে পুঞ্জ যেতে পিতার আদেশ ॥

মৌবন, সাহস, বীৰ্য্য, রূপ, গুণ ধর ।
 এক নহে যেন একাদশ দিনকর ॥
 এ হেন কুমার চয় মরিবে অকালে ।
 • হায় হায় কি দুর্ভাগ্য তাঁদের কপালে !
 ছুটের অনিষ্ট চেষ্টা পূরণ কারণ ।
 হেন বীর রত্ন-চয় পাবে কি নিধন ?
 • পরম পৌরুষ ধর্ম দেশ-হিতৈষিতা ।
 ক্ষত্রিয়ের বীর-বৃত্তি চির প্রশংসিতা ॥
 এ সকল সাধু ধর্ম ব্যর্থ যদি হবে ।
 বিধাতার বিধানেন্তে ছায় কোথা তবে ?
 ছুট যবনেক পক্ষে অধর্ম কেবল ।
 মহাপাপ-মেঘমালা মানসে প্রবল ॥
 কি কদাচিৎ চিত্তোরেতে আইল পামর ?
 হত যাহেঁ সহস্র সহস্র নারী নর ॥
 স্মরিলে সহসা হয় এই প্রশ্নোদয় ।
 এমন ছরাজ্ঞা লঙ্ঘ হবে কি বিজয় ?
 তবে সেই শাস্ত্রবাক্য রহিবে কোথায় ?
 “যতো ধর্মন্ততো জয়ঃ” গীতার গাথায় ॥

অরিসিংহের যুদ্ধ ।

• জর্গের দ্বিগুণ দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার ।
 বসিল ঘেরিয়া তাঁরে তারাকারে এগার কুমার ॥
 সেই দিন রাজা তথা পরিহরি ছত্রসিংহাসনে ।
 রাজ্য-পাটে যথাবিধি বসিলেন প্রথম নন্দনে ॥
 অরিসিংহ নাম তাঁর, অরিপক্ষে সিংহের সমান ।
 তিন দিন পরে শূর সসৈন্তেতে ব্রাহ্মণে যান ॥
 ঘোরতর বাপ-নাগ-গরলে অন্তর জর জর ।
 অদ্ভুত বীরত্ব বীর দেখালেন শত্রুর ভিতর ॥
 কোটি কোটি তারা-মাঝে যুগাকের প্রভাব যেমন
 অস্থির শত্রুর দল চারি দিকে করে পলায়ন ॥

কিন্তু সে পাঠানসেনা সীমাহীন সিংহের সমান ।
 সহস্র সোয়ার মাত্র কুমারের সহিত যোগান ॥
 যেন কোটি ক্রৌঞ্চ সহ সহস্র মরাল যুদ্ধ করে ।
 বিশেষে যবন শৈল্য উত্তীরাছে গড়ের উপরে ॥
 যথা শেকালিকা ফুল বিতরিয়া গন্ধ মনোহর ।
 প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে রাগি পড়ে ধরণী উপর ॥
 সেইরূপ অরিসিংহ যুদ্ধে যুদ্ধে হয়ে বল-হত ।
 অজ্ঞাঘাতে রক্তপাতে অবশেষে জীবন-বিগত ॥

শেষ সমরে ভীমসিংহের প্রবেশ ।

সমরে মরিল জ্যেষ্ঠ কুমার স্বন্দর ।
 শুনি নৃপমণি হন অত্যন্ত কাতর ॥
 কিন্তু বজ্রঘাত-প্রায় ক্ষণিক সে শোক ।
 স্থলয়ে উদয় ধৈর্য্য সুখোর আলোক ॥
 একে ইসলামের প্রতি ঘেঘ ঘোরতর ।
 তাহাতে স্বদেশ-প্রীতি-পূর্ণিত অ
 তাহে কুল-লজ্জা-রক্ষা রাজকুল-ব্রত ।
 কোন ক্রমে সে কলক না হয় সঙ্গত ॥
 তাহে ক্ষত্রিয়ের এই ধর্ম চিরন্তন ।
 সাক্ষাৎ কৈবল্যদাতা সমরে মরণ ।
 বিশেষে আশ্বাস-বারি ত্যক্ত মনোমীন ।
 একেবারে জীবনের প্রতি মায়াহীন ॥
 ঘেরুপ দীপের আলো ম্লান দিবাভাগে ।
 সেই রূপ শোক তাপ মনে নাহি লাগে ॥
 পরদিন পুনঃ রাজা বিহিত আচারে ।
 রাজ্য-পাটে বসিলেন দ্বিতীয় কুমারে ॥
 তিন দিন অবসানে পাঠালেন রণে ।
 মরিল কুমার যুদ্ধ করি প্রাণপণে ॥

এইরূপে একে এক দশ পুত্র হত ।
 ঘোরতর বিগ্রহেতে মাসাধিক গুণ ॥
 শ্রীহীন চিত্তেত্রপুণে দিনে অন্ধকার ।
 কেবল বিশ্রুত রমণী হাহাকার ॥
 যে ছিল পুঙ্খ মাত্র রাঙ্ক-নন্দান ।
 চিত্তের হইল নারী-রাজ্যের সমান ॥
 একদা বসিয়া ভীমসিংহ দরবারে ।
 কহিছেন সঘোষিয়া বত সবদারে ॥
 “মরিল সকল পুত্র বাকী মাত্র এক ।
 করিব তাহারে অগ্র রাজ্যে অভিষেক ॥
 তারে রাখি রাজ্য-পাটে আমি যাব রণে ।
 লভিব অক্ষয় স্বর্গ জীবন-অর্পণে ॥
 শত্রু-হন্তে পরিভ্রম হেতু নারীগণ ।
 প্রাণত্যাগ করিবেক প্রবেশি দহন ॥
 শুনিয়ে অজয়সিংহ পিতার বচন ।
 করপুটে ভূপতিরে করে নিবেদন ।
 “অনুচিত কথা কেন কন মহারাজ ?
 এবার সমর-সজ্জা সেবকের কাজ ॥
 এই তো কাণীর বাণী আপনার প্রীতি ।
 না দিলে এগার পুত্র নাহি অব্যাহতি ॥
 আপনি যাবেন যদি সাজিয়ে সমরে ।
 কহ তাঁত মঙ্গল হইবে কার তরে ?
 কি ছার আমার এই অসার জীবন ?
 তব-নাশে রাজ্য-আশে করিব বঞ্চন ?
 অমুমতি দেহ পিতা রণে যাই আমি ।
 তব কার্যে প্রাণ ত্যজি, হই স্বর্গগামী ॥”
 শুনিখে পুত্রের কথা সজল নয়নে ।
 কহিলেন ভীমসিংহ অমিয় বচনে ॥
 “কেন বাপ অযুক্ত কথার আহা রাখ ।
 প্রবোধ-চন্দনে স্থায় মন-পুষ্প মাখ ॥
 দেখ দেখি বিচারিয়ে মনের ভিতর ।
 কি আছে মঙ্গল মম ইহার অন্তর ?
 মরিল সকল লোক জ্ঞাতি বন্ধুগণ ।
 পুত্র হত, পত্নী হত, চ্যুত সিংহাসন ॥

প্রবল বিজয়ী বৈরী ঘোর অত্যাচারী ।
 সর্বস্বান্ত হয়ে তার, কি কহিতে পারি ?
 অতএব আমার মঙ্গল কোথা আর ?
 মরণ মঙ্গল মম এই জান সার ॥”
 এইরূপে িতা পুত্রে বাদ অনুবাদ ।
 উভয়ের মনে প্রাণ প্রতি অবসাদ ॥
 শেষেতে রাজার বাক্য হইল প্রবল ।
 “সাজ সাজ” শব্দে পূর্ণ আকাশ-মণ্ডল ॥

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ-বাক্য ।

“স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
 কে বাঁচিতে চায় ?
 দাসক-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
 কে পরিবে পায় ?
 কোটিকল্প দাস থাকা-নরকের প্রায় হে,
 নরকের প্রায় ।
 দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-স্থখ তায় হে,
 স্বর্গ স্থখ তায় ।
 এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
 মানসে উদয় ।
 পাঠানের দাগ হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
 ক্ষত্রিয়-তনয় ॥
 তখনি জলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
 - হৃদয়-নিলয় ।
 নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
 বিলম্ব কি সয় ?
 অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আঙুযাজ হে,
 ভেরীর আঙুযাজ ।

সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে,

সাজ সাজ সাজ ॥

চল চল চল সবে সমর-সমাজ হে,

সমর-সমাজ ।

রাখই পৈত্রিক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,

ক্ষত্রিয়ের কাজ ॥

আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনায়ে হে,

রাজপুতনায়ে ।

সকল শরীরে ছুটে কৃষকের ধার হে,

কৃষকের ধার ॥

সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,

বাহু-বল তার ।

আত্মনাশে ঘেঁই করে দেশের উদ্ধার হে,

দেশের উদ্ধার ॥

কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,

আমাদের স্থান ।

এসো তার মুখে সবে হইব শয়ান হে;

হইব শয়ান ॥

কে বলে শয়ন-সভা ভয়ের নিধান হে,

ভয়ের নিধান ?

ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম *, বেদের নিধান হে,

বেদের নিধান ॥

স্বরূপ ইক্ষাকু-বংশে কত বীরগণ হে,

কত বীরগণ ।

পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,

ত্যজিল জীবন ॥

স্বরূপ তাঁদের সব কীর্তি-বিবরণ হে,

কীর্তি-বিবরণ ।

বীর-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে,

ক্ষত্রিয়-নন্দন ?

অতএব রণভূমে চল দ্বারা যাই হে,

চল দ্বারা যাই ।

* যম স্বর্গের পুত্র, এবং ক্ষত্রিয়দিগের আদি
স্বর্গপুত্র ।

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,

তুল্য তার নাই ॥

যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,

চিতোর না পাই ।

স্বর্গস্থে স্থখী হব, এস সব ভাই হে,

এস সব ভাই ॥

ভূনিজে সাজিল লোক কিবা যুবা শিশু

যে ছিল নিপুণ চাপে ঘড়িবারে ইন্দু ॥

“মার মার” শব্দ করি সকলে চলিল ।

প্রলয়ের কালে যেন দিকু উথলিল ॥

পাবকে পতঙ্গ যথা পড়ে বেগভরে ।

ছুটিল তুরঙ্গী-সেনা করবাল করে ॥

যেন উল্লসিত বক ছিল শেখর-গহবরে ।

পর্বতের বক্ষঃ ভেদি ধাইল সদরে ॥

উড়ে পর-শত্রুর টোপির উপর ।

শ্রোত-মুখে ফেনরাশি যেন অগ্রসর ॥

কভু উল্টে কভু নীচে হয়-চয় ধায় ।

তরল তরঙ্গ-বঙ্গ শোভা হৈল তার ॥

কোষমুগ্ধ অসি-পুঞ্জ ধক্ ধক্ জলে ।

দিনকর-কর যেন জাহ্নবীর জলে ॥

ওদিকে যবন উঠে একেবারে বেগে ।

ধাইল বিপক্ষ প্রতি ঘোরতর বেগে ॥

যেন ছই প্রাবিত শয়োধি অঙ্গ ঢালে ।

মিলিল ভয়াল শব্দে প্রলয়ের কালে ॥

পদ্মিনী-স্থানে রাজার বিদায়

গ্রহণ ।

হেথা ভীমসিংহ রায়,

কদম্ব-কুম্ভম প্রায়,

লোমাঞ্চ-শরীর বীরবর ।

বেশি অস্তঃপুৰে, নহন নীরব বুৰে,
 নীরস হইল বিদ্যাবধি ॥
 উপনীত হন তথা, পদ্মিনী রূপশী যথা,
 সখী-সহ করেন বোদন ।
 বিমুক্ত কুন্তল-জাল, অশ্রু-ধারা মুকুটমাল,
 সুশোভিত পূর্ণেন্দু বদন ॥
 নিরাখিয়ে নৃপতিবে, উঠে রাণী ধীরে ধীরে,
 বসাইয়ে বিচিত্র আসনে ।
 জিজ্ঞাসেন মুহু ভাবে, বসিয়ে রাজার পাশে,
 “আজি হে উদয় কি কারণে ?
 দশ নন্দনের মায়া, কেমনে সহিল কায়া,
 ছায়া-প্রায় ছিল হে তোমার ।
 বর্ণশায়ী পুত্রগণ, আছে মাত্র এক জন,
 প্রিয় শিশু অজয়-কুমার ॥
 আর কেন হে রাজন, বলি দিবে সেই ধন,
 ব্যান-মাতা রাক্ষসীর গায় ?
 পানীয় পিণ্ডের স্থল, কে আর রহিল বল,
 বাপ্পা-রাণ্ড বংশ লোপ-প্রায় ॥
 ক্ষমা দেখ নরপতি, সময়ে করহ গতি,
 আর পাঠায় না সে সম্মানে ।
 তুমি যাও বণহলে, আমি স্বীয় দলে বলে,
 অনলে প্রবেশি ত্যজি প্রাণে ॥”
 রাণীর বচনে রায়, চিত্রপুত্তলিকা-প্রায়,
 মৌনী হয়ে ক্ষণেক থাকিয়া ।
 কহিছেন মুহু স্বরে, বিকচ কমলোপরে,
 মলয়জ অনিল জিনিয়া ॥
 “শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে, জুড়াল তাপিত হিয়ে,
 সুধাসিক্ত তোমার কথায় ।
 যা কহিলে ক্রোধোদরি, সেই কথা স্থির করি,
 আসিয়াছি লইতে বিদায় ॥
 এ বিদায় জন্ম-শোণ, প্রণয়-পঙ্কজ-বোণ,
 ইহলোকে তোমার আমার ।
 যদি পূরে মনস্কাম, প্রাপ্ত হয়ে যোগ্য ধাম,
 মিলন হইবে পুনর্বার ॥

হের আই প্রাণপ্রিয়ে ! দিনকরে আবরিষে,
 প্রকাশিছে যথা জলধর ।
 সেই রূপ মম সঙ্গ, তোমার ললিত অঙ্গ,
 মলিন করিল নিরন্তর ॥
 প্রথম মিলন কালে, প্রেম-দ-প্রহন মালে,
 বিভষিত ছিল তব মন ।
 সে ভাব কোথায় হায় ? অশ্রুজলে ভেসে যায়,
 কপোল কমল-বিমোহন ॥
 আর না যাতনা ঘোবে মলিন করিব তোরে,
 যাই প্রিয়ে দেহ লো বিদায় ।
 আই দেখ জলধর, পরিহরি দিনকর,
 দিগ দিগন্তরে দ্রুত ধায় ॥”
 এত বলি মহাবাহু, শশধরে যথা রাহু,
 মহিধীরে লইলেন কোলে ।
 চারি চক্ষু বয়ে জল, প্রজ্জলিত হৃৎখানল,
 বাড়ব যেরূপ বারি তোলে ॥
 যথা দিবা অবসানে, বিদায় প্রেমসী-স্থানে,
 কাতরেতে চাহে চক্রবাক ।
 সেইরূপে মতিমান, বিদায় লইয়া যান,
 রাজপুত্রে বোদনের জাক ॥
 পদ্মিনী অস্থিরা নন, ডাক দিয়া দাসগণ,
 আজ্ঞা দেন সাজাইতে চিতা ।
 ক্ষত্রিয় রমণীগণে, স্মধুর সন্ধ্যোধনে,
 ডাকিলেন হয়ে প্রকল্পিতা ॥

অগ্নি-প্রবেশ ।

দেখ, পথিক সজ্জন ।
 যেই স্থানে পদ্মিনীর, কলবর সুরচিত্র,
 দাহন করিল হত্যাশন ॥

গিঁরি, গুহার ভিতর ।

না চলে স্তম্ভের আঁতি, তমোময় দিবা রাত্রি,
আঁঠে পুরী অতি ভয়ঙ্কর ॥

তাঁহে, করিছে নিবাস ।

মোরী-কুল * প্রসবিনী, ভীম-রূপা ভুজঙ্গিনী,
সহ স্বীয় সঙ্গিণী সঙ্কশ ॥

হেন, সাহসী কে হর ?

অতিক্রম করি দূর, প্রবেশে ভিতরে তার,
সদা বহে বায়ু বিষময় ॥

এই, গুহার নিকট ।

হলো চিতা-আয়োজন, আবির্ভূত হতাশন,
কালানল অরূপ বিকট ॥

পরি, বসন ভূষণ ।

হুইলেন উপনীত, রাখিতে কুলের হিত,
সহস্র সহস্র সামাগণ ॥

আগে, পদ্মিনী আসিহ,

সকলেরে সম্বোধিয়া, সুসাহস সংবন্ধিয়া,
কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া ॥

সহচরীদিগের প্রতি উৎসাহ-বাক্য ।

*এসো এসো সহচরীগন

এসো সহচরাগণ !

হতাশন-গ্রাসে করি জ বন অর্পণ ॥

* বাঙ্গারাত্তর নাটুল-কুল নাগ বংশ, নাগমাতার
শরীরের একাধি মনুষ্যাকার এবং অপরাধি ভুজঙ্গাকার
এই রূপে বর্ণিত আছে ।

† বোধ হয় গুহা গুপ্ত গৃহ মধ্যে কাব্যনিক আসিড
গ্যাস নামক ক্ষারাক্ত ঔষধ বাষ্প-বায়ুর আবির্ভাব
ধাক্কিবে, তাহা প্রাণী মাত্রেয় প্রাণী রক ইহা প্রসিদ্ধই
আছে । * কর্ণেল টড এতাবৎ শিক্ষা ক্রমে উদ্ভাষ্য
অবশ্য করেন নাই ।

ধর সবে মনোহর বেশ,

বাব বিনাইয়ে কেশ ।

চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ ॥

ওরে সখি আজি রে সুদিন,

যুটিয়াছে ভাগ্যদীন ।

উদয় জীবন-দানে পতি-প্রণয়-ঈশ ॥

আজি অতি সুখের দিবস,

পাব সুখ মোক্ষ যশ ।

বিবাহের দিন নহে একপ সহস

পরিণয়-প্রমোদ-উৎসবে,

ভেবে দেখে দেখি সবে ।

পতি যে পদা কিবা কে জানিতে তবে ?

সবে তবে ছিলে লো বালিকা,

যথা সুদিতা মালিকা ।

অলি.যে আনন্দদাতা জানে কি বলিকা ?

সবলেতে ভেদেছ এখন,

পতি অতি প্রাণবন ।

যার জন্তে যুবতার জীবন যৌবন ॥

হেন ধন নিধন অন্তরে,

এই ছার কলেবরে ।

রাখিবে এছার প্রাণ আর কার তরে ?

বিশেষতঃ যবনের ঠাই,

কোন রূপে রক্ষা নাই ।

ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই ॥

সতীত্ব সকল ধর্মসার,

যার পর নাই আর ।

খুলে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার ॥

অতএব এসো লো সকলে,

গিয়ে প্রবেশি অনলে ।

যথা গতি তথা গতি লৌকে যেন বলে ॥

স্বর্গগন্ত রাজপুত্র সবে,

প্রাণ ত্যজিয়া আহবে ।

বিহরিছে নিত্যধামে আনন্দ উৎসবে ॥

তোমাদের আশায় আশায়,
আছে চাতকের প্রার।
তোমরা জগতে যবে কার ভরসায় ?
সকলের পরীক্ষা হইবে,
ভাল ঘোষণা রহিবে !
কে কেমন পতিব্রতা লোকেতে কহিবে ॥
এসো-যাই অমর-নগরে,
সবে আনন্দ অন্তরে।
বিলম্ব উচিত নহে এসো লো সত্বরে ॥
এত বলি নৃপতিলগনা,
পতি-ভক্তি পরায়ণা।
দিবা করে করে স্তব কুঙ্গনয়না।

স্তোত্র।

“জয় সুরপতি ভাস্কর !
সমুদয় সুর-পুঙ্কর !
ধরম-করম-রক্ষক !
সকল-চরিত-লক্ষক !
কলুষ-কলস-ভেদক !
ভব-ভয়-চয়-ছেদক !
সুমতি সুরতি চালক !
সুবিনত জন-পালক !
তিমির তুহিন মোচন !
জয় জয় বিভুলোচন !
ফুল-ফল-দল জীবন !
জলধর-তনু-সীবন !
খর ভর কর বর্জন !
জয় জয় বিকর্জন !

উদয়-অচল-শোভন !
লল-লোভন !
নৃপকুল চয়-আকর !
প্রণত পতিত, যা কর !
মুহি কুহ কুল-কামিনী !
হর মম হৃৎ-কামিনী ॥
এবে অয়-প্রদক্ষিণ করি,
পতি-পদাঙ্গ ধরি

প্রবেশে প্রোজ্জল চিতা সাহসে নির্ভরি
অন্তাঙ্গে করিলে গমন,
যথা বোহিণী-রমণ।
একে একে প্রভাতে অদৃশ্য তারাগণ
সেই রূপ পদ্মিনী পার,
পূর্বা
অনলে প্রবেশ করি ত্যজে কলেবর ॥
হলো অতি দৃশ্য ভয়কর,
ভাবে শীহরে অন্তর।
প্রচণ্ড দহন-শিখা পরশে ধর !
চট্ চট্ মহাশব্দ য়,
ধূম পূর্ণ পুরীময়
চন্দন গুগ্গলু গন্ধে সম
রণ-স্থলে ভ্রমসিংহ রায়,
অগ্নি বাজে য়।
আনিল পদ্মিনী সতী ত্যজিলেন কায় ॥
যেন নিষাদের খর শব্দে,
জর জর কলেবরে।
মৃত্যুকালে কুরঙ্গ গরজে ঘোর স্বরে ॥
তাহে যদি করে দরশন,
কুরঙ্গিণীর নিধন।
বিষম-বিক্রম মৃগ প্রকাশে তখন
সেই রূপ মহারাণা ভীম,
হৃদে সন্তাপ অসীম।
চরম সময়ে যুদ্ধ করে অতি ভীম ॥

কর্ত শত শত শত্রু পড়ে,

যেন প্রাণের বড়ে ।

পাতত অসংখ্য তরু খলিত শিকড়ে ॥

অবশেষে শক্তিশূন্য কায়,

সিদ্ধু-ছাড়া তিমি-শ্রায় ।

পড়িল বীরের চূড়া ভীমসিংহ রায় ॥

চিতোরাধিকার ।

যালঝা ।

মুসলমান, বেগবান, হফ ন, চাপে ।

অক্ষুণ্ণ, নিয়োজন, প্রহ চাপে ॥

সমুজ্জল, বলমল, মুক্তাকল, তাজে ।

কত বল (১), বীর মল্ল, হাতে ভল্ল, ভাঁজে ॥

ফলকের, বলকের, আলোকের, ছাঁদ ।

যেন জলে, সিদ্ধুজলে, তারাদলে, চাঁদ ॥

কটাকট, চট চট, পট পট শব্দ ।

মার মার, শোর শোর, চাপি ধার, ক্লর ॥

কাটিয়ার (২), আসোয়ার, তরবার, হস্তে ।

টানিতেছে, হানিতেছে, আনিতেছে, দস্তে ॥

কৈবাদের, ধাব ফের, দেওড়ের, জাঁক ।

হুড় হুড়, হুড়-মুড় গুড় গুড়, ডাক ॥

(১) ইহার প্রাতা পদ্যে, রাজপুতনার অতাপি ঝালা নামে প্রসিদ্ধ। আলাউদ্দীন চিতোরাধিকার সময়ে সর্বপ্রথমে সেই ঝাল বংশীয় ঝালোর প্রদেশীয় রাজা মল্ল-দেবকে হস্তগত করিয়া চিতোরের শাসন-কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া যায় ।

(২) রাজপুতনার অন্তঃপাতি প্রদেশ বিবে । উক্ত প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ কণ্ঠ তন্নামেই খ্যাত হয় ।

এক দিকে, মস্তনিকে (১) মাঝে ঝাঁকে, ধেষে ।

হুড় দাড়, হুড় মাড়, পড়ে চাড়, পেয়ে ॥

চট চির, দেহড়ীর, গিড়কীর, পাল্লা ।

যত বলী, কুতুহলী, মুখে বলি, আল্লা ॥

চোকে গড়, যেন ঝড়, দড় বড়, কোরে ।

আঁখি লাল, সুবিশাল, কি কুলাল, ঘোরে ॥

সমুদ্র, দেবালয়, করে লয়, রাগে ।

ছাড়ে দেহ, ছাড়ি গেহ, নাহি কেহ, ভাগে ॥

নিহত নিকর শূর পড়িল চিতোর পুর,

হলু-হুখা অন্ত-গিরিগত ।

দাসত্ব দুর্জয় ক্রেশ, রাজ-স্থানে (২) সা বেগ,

তাপ-সম্মিহনী পরিগত ॥

যখন যবন আসি,

সমর-ভরঙ্গে জ্বাসি

পৃথুযাজে পরাভূত করে ।

হিন্দু প্রতাপ বেশ,

যাহা কিছু অবশেষ,

ছিল মাত্র চিতোর নগরে ॥

যথা ঘোর অমানিশা,

তমঃপূর্ণ দশ দিশা,

আকাশ জলদ আড়ম্বর ।

মেঘহীন একদেশে,

বিমল উজ্জল বেশে,

দীপ্তি দেয় তারক সুন্দর ॥

প্রথবা তরঙ্গ বঙ্গ,

জলধির অঙ্গ সঙ্গ,

স্রোতে হয় তৃণ তিন খান ।

তমোময় সমুদ্র,

কিছু নাহি দৃষ্ট হয়,

পরিক্রান্ত পোতপতি প্রাণ ॥

বিপদ-বারণ-হেতু,

শৈলোপরি যেন কেতু,

প্রদীপ্ত আলোকে শোভা পায় ।

সুদূরপ ভারত-দেশে,

স্বাধীনতা-স্বথ শেষে,

ছিল মাত্র রাজপুতনায় ॥

(১) দুর্গের প্রাচীর বা দ্বারাদি ভঞ্জন করণার্থ ঢেঁকী কলের সদৃশ যন্ত্রবিশেষ, ইহাকে ইংরাজিতে 'ব্যাকট্রিং-রাম' কহে ।

(২) রাজপুতনা দেশের নামান্তর ।

কি হইল হায় হায় ! সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
 নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল ।
 যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয়ে কত বার,
 এইবার হইল সফল (১) ॥
 চিতোরের অঙ্গুগত, সামন্ত ভূপতি যত,
 একে একে স্বাধীনতা চ্যুত ।
 গোলাকি প্রমরা হার, পুরীহর আদি আর,
 শুদ্ধ বংশ কত রাজপুত ॥
 কোথায় অবন্তী আর ? কোথা দেব-গিরি ধার ?
 কোথায় মন্দের হারাবতী ?
 আলাউদ্দীনের দণ্ড, করে সব লগু ভণ্ড,
 কি বর্ণিব যে হলো দুর্গতি ॥

(১) ইতিপূর্বে মুসলমানেরা চিতোর অধিকার
 করণার্থে বার বার উত্তরাণ পাহিয়াও অটীষ্ট সিদ্ধ
 করিতে পারে নাই ।
 (২) রাজপুতনা প্রদেশে রাজাটালিকার নাম “বাদল
 মহল” । যে হেতু এই সকল প্রাসাদ পর্য্যট-শেষরোপরি
 নির্মিত । বিশেষতঃ বেওয়ার অর্থাৎ মেরুদেশের পূর্ব-
 রাজধানী চিতোর এবং আধুনিক রাজধানী উদয়পুরের
 রাজবাটী অত্যুচ্চ গিরি-চূড়ায় স্থাপিত । উদয়পুরের ভূপ-
 নিলয় দুই সহস্র পাদ উচ্চ শৈলোপরি প্রস্তুত, সুতরাং
 এই সকল নৃপনিকেতনকে “বাদল মহল” অর্থাৎ মেঘ-
 মন্দির পদে বাচ্য করা অযথা নহে । সেই সকল মন্দির
 চূড়ার সর্ষদাই মেঘবির্ভাব হয় । ভারতবর্ষে এইরূপ
 শৈলশিখরে রাজগৃহ নির্মাণ করণের রীতি যতি পুরাতনী,
 মহাজ্ঞানী, উক্ত প্রকার নিয়মে পুরী নির্মাণার্থ রাজা-
 দিগকে উপদেশ দিয়াছেন এবং শকুন্তলা প্রভৃতি
 নাটকে এইরূপ মেঘ-মন্দিরের নির্দেশ আছে । ভ্রাতৃ,
 নির্বিঘ্নতা এবং সুস্থতা করে এবং প্রকার স্থানে বা-
 করা যে অতি হিতকর, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই,
 এতদ্বশে ইউরোপীয়েরা ‘অসুস্থ হইলেই দাঙ্কিলিং বা
 সিমলা অথবা নীলগিরিতে প্রবাস করিতে যান । পশ্চি-
 মীর প্রাসাদের প্রতিক্রম টুট সাহেবের গ্রন্থে প্রদত্ত হই-
 রাছে, আমাদিগের নিত্যন্ত মানস ছিল, তাহা এই গ্রন্থে
 প্রদান করি, কিন্তু উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে সেই মানস
 পূর্ণ করিতে পারিলাম না ।

জাগিয়া পাড়িল যত, দেবালয় শত শত,
 শিরচাতুরীর একশেষ ।
 লুটে নিল সব ধন, চিতোরের সিংহাসন,
 ছত্র দণ্ড অস্ত্র রাজবেশ ॥
 পোড়াইয়ে ছার খার, কবিলেক ঘর দ্বার,
 বাদশার আদেশে কেবল ।
 পদ্মিনীর মনোহর, অট্টালিকা পরিকল,
 নষ্ট না করিল দুষ্ট দল ॥
 হের হে পথিক জন ! অতাপি সে সুশোভন
 অট্টালিকা আছে বর্তমান ।
 সমসীর গর্ভথেকে, নীরদে (১) মস্তক ঢেকে,
 উঠিয়াছে পর্বত-প্রমাণ ॥
 কি হইল হায় হায় ! কোথা সব মহাকাব্য,
 তেজঃপুত রাজপুতগণ ?
 প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা
 প্রদোষেতে মুদিল নয়ন ॥
 কে ভাবিলে সেই কুয় ? ঘোর কালানল ধুম,
 ঘেরিয়াছে পলঙ্কের দ্বার ।
 মুদিয়াছে হরপদ, বীরর মধুর সঙ্গ,
 নাহি তাহে স্বাসেব সঞ্চার ॥
 ধরাতেলে লোটাইয়ে, নাসা কুপসারিয়ে,
 তুরঙ্গ পতিত শত শত ।
 বিক্ষারিত তবু তায়, শাস নাহি আসে যায়,
 চিবুকেতে রসনা নির্গত ॥
 ধুনিত কার্পাস-প্রায়, ফেন, লাগে শোভা পায়,
 নবীন শ্রাণল দূর্বাদল ।
 মরকত বিজট য়, কিবা শোভে প্রতিভায়
 গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষুদ্র মুক্তাফল ॥
 অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পদ্মাকার,
 আশ বিমুদিত নেত্রে পড়ি ।
 সে তবু কাকন সম, ছিল শ্রিয়া প্রিয়তম,
 ধূল্য যেতেছে গড়াগড়ি ॥
 যে অধর স্বাকর, যে নয়ন ইন্দীবর,
 ছিল প্রেমসীর প্রিয়ধন ।

সেই অধরেতে আসি, বায়সী স্থখেতে ভাসি,
চক্রে চক্ৰ করিছে ঘাতন ।
হত হিন্দু নৃপমণি, উঠে জয় জয় ধ্বনি,
যবনের শিবির ভিতর ।
আনন্দ-জলধি পর, ভাসিলেক দিল্লীস্থর,
বাস্ত হয়ে প্রবেশে নগর ॥
এই ভাবে গদ গদ, ধুরি পদ্মিনীর পদ,
পরিহার লইব মাগিয়া ।
যাতনা হইল দুব, লয়ে যাব দিল্লীপুর,
কত দুঃখ তাহার লাগিয়া ॥
রূপসী শূকরজয়, এ পদ্মিনী কোকনদ,
তথায় মহিষীপদ লবে ।
সর্কেগরি যার স্থান, কমলা দেবীর (১) মান
এই বার লবুকল হবে ॥
এইরূপ করি কল; প্রবেশি প্রধান উল্ল,
পদ্মিনীর অঘেষণ করে ।
মহলে মহলে ধায়, কিছু না দেগিতে পায়,
গৃহ-সজ্জা আছে থরে থরে ॥
জানি শেষ সমাচার, হতাশ হতাশ সার,
ললনটেতে প্রহারয় পাণি ।
বাঁশি-বহে ছ নরনে, আশ্র-নিন্দা মনু মনে,
গুরু পাপে গুরুতর মানি ॥
যে যত দুর্দৃষ্টি হোক, পরহঃসে গত-শোক,
কিন্তু কুকর্মেতে নাহি পার ।
কুকীর্তি হইলে শেষ, মানসে উদয় ক্রেশ,
অলঙ্ঘ্য নিয়ম বিধাতার ॥

(১) ইনি গুজরাট অধিপতির মহিষী ছিলেন।

আলাউদ্দিন নেহারওয়াল অধিকার পূর্বক উক্ত ভূপ-
তির অস্ত্রাত্ম সম্পত্তির মধ্যে কুলকামিনীগণকে হরণ
করিয়া লইয়া আইসে। কমলা দেবী অন্নানান্ত রূপ-
নাথগাবতী ছিলেন, তজ্জন্তু আলা তাঁহাকে প্রশ্ননা
মহিষী করে এবং তদবধি হিন্দু নৃপতিজননাগণ হরণে
লোভু হয়।

কহিল আমীরগণে, “জান দেখি সযতনে,
কে আছে ভীমের বংশে আর ।
হইয়াছে যা হবার, অঘেষণ কর তার,
সমুচিত শেষ প্রতীকার ॥
করি তাহে লাল-বন্দী, পাতিয়ে প্রাণ-সন্ধি
দিল্লীপুরে করিব প্রাণাণ ।”
শাহের আদেশ পেয়ে, দূতচয় যায় থেয়ে,
বিজয়ের করিতে সন্ধান ॥
খুজিল সকল স্থল, গিরি গুহা শিলাতল,
ঝুড়ি যোপি বন উপবন ।
না পাইল তত্ব তার, শূন্যময় নৃপাগার,
কিরে গেল সমাট-সদন ॥
ওখানে বিজয় শুব, ত্যজিয়ে চিতোর পুর,
পিতৃশব সম্মেতে লইয়া ।
পুঙ্করে সংকার করি, হৈল বীর দেশান্তরী,
ভীলবারা প্রদেশে বাইয়া ॥
রাজগুপ্ত শশী-পায় লান মনে ফেরে বায়,
সঙ্গে লয়ে যত পরিবার ।
কি বর্ণি সে সকল, বাহ্য্য বর্ণন ফল,
সিন্ধুসম সীমা নাই তার ॥
যত সব রাজপুত্র, বীরত্ব ধীরত্ব স্থত্র,
নৃপ-বংশ সমাজে প্রধান ।
বলবীৰ্য্যে নাই তুল, যার ভয়ে অরিকুল,
চির দিন ছিল কম্পমান ॥
পরম প্রৌরুষ বল, সাহস স্থথের স্থল,
স্বাধীনতা আনন্দ আকর ।
অগণিত অসম্ভব, গুণরত্নরাঙ্গী সব,
বিভূষিত যত বীরবর ॥
তাঁহাদের কীর্তি ভানু, দিন দিন পরমাণ,
প্রায় হয় কালের দশনে ।
বিশাশে নিস্তার পায়, আছে মাত্র সহপায়,
কবিতার অমৃত সিঞ্চনে ॥
করাল কালের কাণ্ড, যেন সদা ক্রীড়া-তাণ্ড,
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার ।

কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
তার কাছে সব একাকার ॥

সিংহাসন-অধিষ্ঠাতা, শিরোপরে হেম ছাড়া,
ধাতা-প্রায় প্রতাপ বাহার ।

তাঁহার যেরূপ গতি, অন্নদাস ছন্নমতি,
মরণেতে তারো সে প্রকার ॥

যে পথে মাক্রাতা গত, কোটি কোটি কত শত
সেই পথে যায় দীনগণ ।

মাক্রাতা, মহুর জন্ত, নাহি আর পথ অন্ত,
এক পথ আছে চিরন্তন ॥

থাকে কিছু কীর্তি লেশ, নাম মাত্র থাকে শেষ,
সেহ শুদ্ধ কবির কল্যাণে ।

কে আনিত যুধিষ্ঠিরে, ভীষ্ম দ্রোণ কণ্বীরে
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে ॥

কোথায় মাহিমমণী, কোথা বা সে দ্বারাবতী,
কোথায় হস্তিনা শৌর্যসেনী ?

কোথায় কোশাধী আর ? কিবা চিহ্ন আছে তার ?
বহে যথা তটিনীর শ্রেণী * ॥

যেই পথে তারা গত, সেই পথে অবনত,
ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম ।

পাতার কুটির বলি, কভু কাল মহাবলী,
করে নাই স্বতন্ত্র নিয়ম ॥

মধুমাসে মনোহর সৌরভেতে ভর ভর,
প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা ।

কিন্তু দেখ নিরখিয়ে, ক্ষণে যায় শুকাইয়ে
ক্ষোভিত ক্ষুধিত মধুলোভা ।

কালের নাহিক বোধ, নাহি মানে উপদোধ,
বড় সুখে, বড় রূপে, বাদী ।

সুখ-পুষ্প যথা ফুটে, অতি বেগে তথা ছুটে,
কট মট বিকট নিনাদী ॥

কিবা চারু রূপধর, কিবা বহু ধনেশ্বর
কিবা যুবা নানা গুণধর ।

কালের স্তভোগ্য সব, হয় তার মহোৎসব,
পেলে হেন খাণ্ড পরিকর ॥

শোকে তাপে জরা যেই, তাহার বিপর্যয় নেই,
কাল তারে চিরায় সঘনে ।

এমন নিদ্রা আর, ত্রুড়গতে যেলা তার,
শীহরিত শরীর, অরণে ॥

হীরে বে নিষাদ কাল ! এ কি তোর কর্মজাল,
শোভা না রাখিবি ভব-বনে ।

যথা কিছু দেখ ভাল, না ঠাহর ক্ষণ কাল,
জালে বদ্ধ কর সেই কণে ॥

ওরে ও কুবক কাল ! কি করিছে তব হাল ?
অজ্ঞান অঙ্গল বুদ্ধি-পায় ।

উত্তম বান্ধের বাছ, ফলপ্রদ যত গাছ,
অনায়াসে ঊপাড়িয়া যায় ॥

সুস্বক যেই হয়, পরিপক শস্তচয়,
নে করে ছেদন সুসময় ।

তুই কাল নিরাকরণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্তচয় ॥

থিক কাল কালামুখ ! তারভের কোন সুখ,
না রাখিলে ভুবন-ভিতর ।

কোথা সব ধনুর্ধর, কোথা সব বীরবর,
সব খেয়ে ভরিলি উদর ॥

কি আছে এখন আর, দাসত্ব শৃঙ্খল সার,
প্রতি পদে বাঁধা পদে পদে ।

দুর্কল শরীর মন, ত্রিয়মাণ হিন্দুগণ,
তত্ত্বহীন মত্ত ঘেষ-মদে ।

ফলতঃ সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ ভ্রমঃ,
সদাচ্ছন্ন মানব নয়নে ।

সুখ-সুখ্য স্তম্ভমল, বিষাদ-বারিধি হল,
অবিবর্ত হয় কণে

* সম্ভ্রতি ইউরোপীয় গণিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন,
কোশাধী-পুরী প্রয়াগের নিকট করা নামক স্থানে
স্থাপিত ছিল ।

শোকপ ইন্দ্রধনু, অসার তাহার জহু,
 তহু তহু হয় প্রতি পলে !
 কিবা প্রেম কিবা আশা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বাসা,
 অচিরে ভস্ম কালিনলে ॥
 সুখ দুঃখ বলাবল, প্রভু দাসত্ব বল,
 কাশচাক্র ঘুরিতেছে সরা ।
 কহু উর্দ্ধে কহু নীচে, কহু অগ্রে কহু পিছে,
 এই ভাব দেখ যথা তব ॥
 ভাবন্তের ভাগ্য জ্ঞোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোর,
 ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর ?

ইংরাজের কপাবলে, মানস উদ্ভাসলে,
 জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ॥
 শান্তির সরসী মাঝে, সুখ-সরোরুহরাজে,
 মনো হ্রস্ব মজুক হরিষে ।
 হে বিতো ভরণ-ময় ! বিদ্রোহ-স্বাধিদচয়,
 আর যেন কি না করিষে ॥
 তন হে পথিকবর ! সাক্ষ হলো অভঃপর,
 মনোহর পদ্মিনী-আখ্যান ।
 যদি আর থাকে ক্ষুণ্ণ, যোগাইব কাব্যসুধা,
 একেপ হৃদে ধরি ধ্যান ॥

সমাপ্ত ।

মঙ্গলাচরণ ।



পরম-প্রেমাস্পদ-বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
মহাশয় মদনুকূলবরেষু ।

প্রিয় মিত্র

আমিও আন্তরিক প্রীতি-উদ্যম স্বরূপ পদ্মিনী-উপাখ্যান এক সদাশয়ের চোখে মগ্ন
করিয়াছিলাম । এইক্ষণে প্রণয়-স্বপ্নের কুসীদবুদ্ধি স্বরূপে কন্দমবীকে আপনার হস্তে সম্ভ্রদান
করিলাম ; আপনি সাধু উত্তমণ ; সুতরাং অবশ্যই প্রেমসম্রাটের এই কুসীদবুদ্ধি স্বীকার
করিবেন, এমন ভরসা ইহঁতেছে ।

দানুরহদা
৩০শে আষাঢ়,
১২৬৯ বঙ্গাব্দ ।

ভবদেবপ্রণয়ানুসারিণী
} শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।



ভূমিকা ।

পদ্মিনী উপাখ্যানের শেষে এই প্রতিজ্ঞা ছিল ;

"গুন হে পথিকবর, সাঙ্গ হইয়া অতঃপর,

• યનોશ્વ પશ્ચિમી-આશ્વાન ।

‘যদি আর থাকে ক্ষুণ্ণ, যোগাইব কাবাসুখা’

এই রূপ কালে ধরি ধ্যান ॥”

এই ক্ষেপে পরমাহ্লাদ-সহকারে বক্তব্য এই যে, যে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কাব্য-কুসুম বিকস্পিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্যে বার্থ হয় নাই। সাহস পূর্বক বলিতে পারি, পদ্মিনী-প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্রয়-মধ্যে আমাদের দেশীয় ভাষায় ভাবিতা বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে; কোন-কোন প্রচুর মাসিক শক্তিশালী বন্ধু বাঁহারা প্রথমোক্ত যে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে। ভাষা সালঙ্কত এবং বহুলীকৃত করণার্থ কবিতার শ্রায় গতের উপযোগিতা নাই, অতএব সম্প্রতি দিশুদ্ধ গজগ্ৰন্থ লিখনের যেরূপ উদ্যোগ হইতেছে, সেইরূপ সংকবিতা জননার্থ স্বাধ্যেয়া উৎসাহ-প্রদান-করা কর্তব্য। পরন্তু কাব্যোপযুক্ত বিষয় কবিতাতেই গ্রথিত করা বিধেয়, পূর্বারূপ এবং ধর্মনীতি তথা বিজ্ঞান-বিজ্ঞা ঘটত পুস্তক সকল গুলে লিখনের প্রয়োজন; কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়ের কখন কখন ব্যত্যয় জন্মিতেছে, এতদর্শনে সম্ভদয়বর্গ সম্ভষ্ট নহেন; তথাপি সংকাব্যের যে দিন দিন সমাদর-বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, অতএব এই কৰ্ম্মদেবী স্বীয় অগ্ৰজা পদ্মিনীর শ্রায় সাধারণের কিয়ৎ অনুরাগের পাত্রী হইবেন, এমত বিশ্বাস হইতেছে।

প্রজাবাসনে ইহাও বক্তব্য, আমি রাজকাণ্ডে দূরত্বানি নিযুক্ত থাকিতে যুদ্ধান-কালে স্থানে স্থানে লিপি-প্রমাদ হইয়াছে, তদোষ-উপশমনার্থ পাঠকগণের ককণাভ্রমের শরণ লইলাম ইতি ।

কস্মদেবী

স্বচনা

পদ্মিনী-প্রবন্ধস্থান, পথিক স্থান,
কতিপথে পান করি পিতৃপুত্র মন।
গুণ-গরীয়ান গণ্য গায়ক যেমন
গাইলে বীণার তানে মধুর গাথন,
কুরাঘে গিয়াছে গীত, তব জ্ঞান হয়
প্রবণ-বিবরে বাঁজে গান : ধামত,
সেইমত পথিকের হইল বিনয়,
কতিভরা পদ্মিনীর বখা মনোরম।
পদ্মিনী-সতীন্দ্র-কথা অপূর্ণ আগ্যান,
ভাবুক রহিল জুড়ে ধরি সেই ধ্যান।
পদ্মিনীর শেখদশা করিয়া স্রবণ,
পথিকের বাহুজ্ঞান হইল হরণ।
ভাবভরে কেঁপে উঠে মানসকমল,
প্রভাত-সমীপে যথা কল-শব্দল।
নয়ন-যুগলে অশ্রু বিন্দু বিন্দু ফরে,
নিশীর শিশির-কথা ধেন ইন্দীবরে।
নিরখি সান্ত্বিক ভাব, কথক ব্রাহ্মণ,
কহিছেন পথিকেরে, করি সম্বোধন—
“উঠ হে পথিকবর ভাবুক-প্রবর,
ভাব-নিদ্রা হর, বেলা তৃতীয় প্রহর।

অই দেখ গোপন-মহিষ-মেঘদলে,
ছায়া তেতু দলে দলে তরুতলে চলে।
গোষ্ঠতাজি হাঙ্গারবে উচ্চে পুচ্ছ তুলে
সমাকুল বৎসকুল ধায় বৃক্ষ-মূলে।
প্রগর ভাবুর করে প্রবল পিপাসা,
পাণি পাতি প্রসাহের পয় নিয়ে চাষা।
মেদিনীর মৌনব্রত—শুষ্ক সমুদয়,
কেবল সমীর ধীর, ধীরে ধীরে বয় ;—
কেবল মরালদল করি মদকল,
সন্তরে বিহবে যথা বিকচ কমল ;—
কেবল বিটপী-বটে বসন্ত বিহগ
আলাপিছে মুহুতান সহ নানা খগ ;—
কেবল নির্যাসে ধনি কল কল কল,
উগরিছে কত শত কোটি মুক্তফল।
অই দেখ য ই মেঘে সরসী-জলয়ে
মীনচয় মগ্ন হয় নিজ দল লয়ে।
বিগত তৃতীয় যাম পদ্মিনী কথনে,
এলো এলো হে সূজন মম নিকেতনে।
আতিথ্য গ্রহণ আর বিশ্রাম অন্তরে
পথিক

মান করি সরসীতে স্নিগ্ধতনুমন,
 আশ্রমেতে চলিলেন বন্ধু হই জন ।
 কৃথা ভবা কৃশা ; বিশ্রামেতে বিলসিত,
 নানাবিধ ইষ্টালাপে হয়ে হরষিত,
 জিজ্ঞাসেন পথিক—“বলহে, কৃপাকর !
 মরুদেশে * আছে এক রম্য সরোবর,
 কৰ্ম্ম-সরোবর নাম পুণ্যতীর্থ স্থল,—
 অদূরে মণ্ডপ এক ধবল উজ্জল,—
 অপূৰ্ণ উপলময়ী প্রমদা প্রতিমা,
 মণ্ডপ-মাঝারে শোভে, রূপে নাহি সীমা ।

গুলিাম কৰ্ম্মদেবী নৃপনন্দিনীর
 পাষাণ-প্রতিমা সেই, শোভিত .
 কেবা সেই কৰ্ম্মদেবী কিবা কথা তাঁর ?
 কেন সে স্থাপিতা মূর্তি অঙ্গনা আকার ?
 কেন কৰ্ম্ম-সরোবর সরসীর নাম ?
 বিশেষিয়া পূৰ্ণ কথা, কহ শ্রুগধাম ।”

তিনি কৰ্ম্মদেবী নাম, ভূদেব-নয়নে
 গজমুক্তাকার অশ্রু উদয় সদনে,—
 উদয় হইবা মাত্র ঘনীভূত হয়.

যথা নাহারের বিন্দু হেমন্ত-সময় ।
 মানস-সরসী-জলে জলজের দলে
 হিমালী আকার ধরে প্রতি পলে পলে !

চকিত স্থগিতনেত্রে গদ গদ স্বরে
 কহিছেন, সষোড়শা ভাবুক প্রবরে ।

“তিনিবে কি হে স্নজন, কৰ্ম্মদেবী কথা ?

বিবরিব অন্তর্পূৰ্ণ শ্রুত আছে যথা ;
 সত্য সাক্ষীও গুণে বংগীয় অতি,
 পদ্মিনীর সমতুল্য হন সেই সতী ।
 অতাপি তাঁহার গুণ. এই রাজস্থানে,
 গৃহে গৃহে গীত হয় শারঙ্গীর তানে ।
 আনন্দে মধুর যন্ত্র শারঙ্গী আমার,
 বহুদিন করি নাই আলাপ তাহার ।

আধুনিক নাম মারবার ।

বহুদিন নাগদন্তে ঝুলান রয়েছে,
 যন্ত্রি-অনাদরে যন্ত্র অতন্ত্র হয়েছে ।”
 আজ্ঞাম ত্র. শারঙ্গ যোগায় পরিচর,
 মিলায়ে মূর্ছনা মার্গ, বিজ্ঞ গুণাকর
 আরজিলা সন্ধ্যারাগে কৰ্ম্মদেবী-কথা ।
 প্রদোষেতে পদ্মকোলে ভঙ্গনাদ কথা ॥

প্রথম সর্গ ।

—*—

যশস্বীর-অন্তঃপাতি, দেশেছিল ভক্তিভাতি,
 অপিপ অনঙ্গদেব তার ।

পূগল বেশের নাম, তাঁর পুত্র শ্রুগধাম,
 সাধুনাশা, বিক্রম-আধার ॥

মহা পরাক্রান্ত বীর, কল্প নহে নত শির,
 প্রতাপেতে প্রথর-তপন ।

সদে সব সহচর, শূরবীর পারিকর,
 প্রভুর সেবায় প্রাণপণ ॥

হঠ-দর্শে হই অতি, হঠ-হঠ-সদাগতি,
 সদাগতি পরাক্রান্ত তায় ।

দড় বড় দড় বড়, অশ্চালনায় দড়,
 ছোট বড় জানা নাহি যায় ॥

হয় যবে মনোরথ, পাঁচ দিবসের পথ,
 পাঁচ দণ্ডে উপনীত হয় ।

ধনিক বণিকগণ, ভীত-চিত অহঙ্কণ,
 কখন আসিয়ে লুটে লয় ॥

বাল বৃদ্ধ বনিতারে, সদা তোবে সদাচারে,
 যথা সদাদরে রক্ষা করে ।

কিন্তু মিলে সমযোগ্য. সমর রসের ভোগ্য,
 একেবারে ভীমবেশ ধরে ॥

বিশেষ যবন প্রতি, সরোষ আকোশ অতি,
জলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে ॥
লাকদিয়ে চড়ে ঘাড়ে, ভূমিতলে টেনে পাড়ে,
শত খণ্ড করে তরবারে ॥
পৃথিবীয়ে বিষ্ণুপদী, পশ্চিমেতে সিদ্ধনদী,
সাধুর শূদ্র-অধিকার ॥
বিনশন * মহাটবা, যথা থর রবি-ছবি,
মরীচিকা করে আবিস্কার ॥
ব্যাপিয়া বৃহৎ দেশ, নাহি বারি-বিন্দু-লেশ,
নাহি ছায়া, নাহি তরু লতা ॥
দূরে থেকে দৃষ্ট হয়, অপকূপ জলাশয়,
তাহে চাক তটিনী সমতা ॥
টে পুষ্প-উপ * শোভা য় স্নশোভন,
বৃক্ষ-বল্লী ছায়া করে ॥
শ্রান্ত-পাছ-চিহ্নহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
ভাল বটে, ভালর এ ভাগ ॥
ধন্ত সে নন্দিনী তাঁর, মরীচিকা নাম যার,
মিথ্যা সত্যের দেয় বোধ ॥
এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, একাগ্রতে করি সৃষ্টি,
মহামোহ জ্ঞান করে রোষ ॥
সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
অনার্যসে করিত ভ্রমণ ॥
মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
করেছিল গহন শাসন ॥
পাঁচ হাতিয়ার ধরা, আপাদ মস্তকপরা,
অয়স্ রচিত পরিচ্ছদ ॥
স্নশোভিত সন্নহন, শব্দ হয় বন্ বন্,
বক্ মক্ ঝলক বিবদ ॥
শীতল কঠোর ধর্ম, অসিচর্ম আর বর্ম,
সাজ শয্যা তাহাই স্বপল ॥
ঢালেতে রাধিয়ে শির, নিজা যেত যত বীর,
কিছু মাত্র না হয়ে বিকল ॥

সেই ঢালে পিত জল, সেই ঢালে খেত ফল,
সেই ঢাল, ভোজন ভাজন ॥
কটিতটে চক্রহাস, † চক্রহাস পরকাশ,
তাহে সিদ্ধ নানা প্রয়োজন ॥
দিবানিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কাজ,
অদ্ব শত্রু হিলেক না ছাড়ে ॥
বীর-রসে বিচক্ষণ তাই মাত্র আলাপন,
ঔগ্রতা অনল হাড়ে হাড়ে ॥
এত যে ঔগ্রতা রস, * কিন্তু কামিনীর বশ,
শিব যথা শৈলজার প্রতি ॥
অবলার অ, অন্তরে দোহাগ যাগ
পতীর সেবার রতি মতি ॥
যথা লাস্য * বিতরে মধুর ভ্রাণ,
বিকশিয়ে কামিনী কুসুম ॥
কঠোর শিলার ধর্ম, কঠোর তাহার মর্ম,
কন্ত তাহে জনে কুসুম ॥
সেবার মন, প্রাণপণ আকুঞ্চন,
সতীর সম্মান রক্ষা হেতু ॥
অপবিত্র ভাব হীন, রস বাসনা লীন,
সতয়ে পলায় মীনকেতু ॥
সরল অখল ব, প্রেমার্ণবে,
সখ্যভাবে সুখে কাল হরে ॥
মৃগয়া আখটে বনে, ঘনৈ মন্দ লোক সনে,
কালান্তরে কাল মূর্তি ধরে ॥
কাকপ্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই,
সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে ॥
অভায় না সহ হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে ॥
হায় কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তন্ন ক্ষীণ,
এষে কাল পড়েছে বিষম ॥
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাই,
মিথ্যার প্রভু পরাক্রম ॥

সব পুরুষাৰ্থ শূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদ জ্ঞান হইয়াছে গত ।
বীর কার্যে রত যেই, গৌয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীকৃতায় রত ॥
নাহি সরলতা-লেশ, ছেয়েতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি ।
ক্লীণ দেহ, ক্লীণ মন, ক্লীণ প্রাণ, ক্লীণ পদ,
ক্লীণধনে ঘোর অভিমানী ॥
হায় কবে হুঃখ যাবে, এদশা বিলয় পাবে,
কুটীবক স্তম্ভিত প্রস্থন !
কবে পুন বীর-রসে, জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুন ?
আর ক সে দিন হবে, একতার স্তব্ধ সবে,
বন্ধ রবে মননে বচনে ?
পূজিবে সত্যের মূর্তি, প্রণয় পাইবে ক্ষুণ্ণি,
অখণ্ড সরল আচরণে ?

কিবা অপরূপ, নিরখি অনুপ,
সাধুর স্বদলে গতি ।
প্রসারিত বুক, প্রমোদ কোঁতুক,
সকলে প্রসন্নমতি ॥
কিবা তড় বড়, বহে যেন ঝড়,
তুরগের পদধ্বনি ।
ঝক্ মক্ বক্, আযুধ বলক,
জলে যেন দিনমণি ॥
ঝন্ ঝন্ ঝন্, ঝন্ ঝন্ ঝন্,
ঘুঘুর ঘোড়ার গলে ।
হয় চয় সাজে, নানা নিধি সাজে,
কিবা শোভা শিরনলে ॥
হেলিছে টোপর, মাথার উপর,
খেত-মেঘমালা যেন ।
কিবা নদী-কোলে, পবন-হিলোলে,
বেলিয়া বেড়ায় ফেন ॥

সব শির উচ্চ, গালে গালে-মুচ্চ,
যেন দুই মেঘ পশি ।
লগাট-ফনকে, অঙ্কুর এলকে,
বিলেখিত আধ শশী ॥
লোহিত কমল, নয়ন-যুগল,
অলি তাহে ছুটি তারী ।
চপল ক্রান্তি, হয়ে অঙ্গ-অঙ্গি,
যুগল-বজ্রন-ধারা ॥
লুফিতেছে ভল্ল, যত সব মল,
নিরাখতে ভয়ঙ্কর ।
ঝাপানিয়া ঢাল, বিধম বরাল,
পিঠে কণ্ঠে নিরন্তর ॥
পাছকাই আঁটা, খরবার কাঁটা,
অশ্বের পুংরে মারে ।
বেগে বাড়ে তায়, বায়ু সম ধায়,
অবণ যুগলসারে ॥
এইরূপ সাজে, অরণ্যের মাঝে,
সাধুর স্বদলে গতি ।
শীহরিত কায়, পলাইয়ে যায়,
মুগপা যিহু তি ॥
ভারতে পাইল, যেন আইল,
বিপাশ-তটিনী তটে ।
কাঞ্চিনা বর্ণকিয়া, ছাউনী ছাইলা,
জালকর সন্নিকটে ॥
কত উপহার, প্রকার প্রকার,
সাজান হাজার উটে ।
মেবা নানা জাতি, বস্ত্র ভাতি ভাতি,
সুসজ্জিত সুবর্ণ পুটে ॥
কিবা মধুরিম, বেদানা দাড়িম,
দেবের ছল ভ ফল ।
নয়ন-রঞ্জন, বীজের বরণ,
গন্ধরাগ অবিকল ॥
তলু বিদারিত, দ্বিধা ফারিড,
বীজের বিমল রেখা ।

যেন কামিনীর, দশন কচির,
 'মুদ্র হাসে দেয় দেখা ॥
 কিবা অপরূপ, নাহিক স্বরূপ,
 মধুর আঙ্গুর ফল ।
 'অতি মনোহর, সুখা দেহভরা,
 দেখা যায় সুবিমল ॥
 ছায় গজমতি, নাহি তাহে রতি,
 দ্রাক্ষা গুণে বলিতানি
 পারসে কি রস: বেড়ি দিগ্‌ দশ,
 'শোভা পায় সারি সার ॥
 কিবা বার-ধারা, মুকুতার কারা,
 কানন ছাঁইয়ে রয় ।
 মুখে তুলে লয়, যদি মনে হয়,
 'ক্ষুধিত-কুমক-চয় ॥
 ধন্ত জাকালতা, তব মধুরতা,
 'মধুরা সুরা জননী ।
 প্রশংসা কত, মধু নানা মত,
 মাতাইল এ অবনী ॥
 কিবা সেই ফল, জমতে বিহ্বল,
 অমৃতীন্দ্র * যার নাম ।
 সেব পারসীক, রসে সুরসিক,
 পরম পুলক দাম ॥
 দেখিতে সুন্দর, কুল কলেবর,
 কাঞ্চনে সিন্দূর শোভা ।
 যেন মনোহর, চারু পয়োধর,
 'সুবাজন মনোলোভা ॥
 কিবা সে বাদাম, তার কিবা দাম,
 রূপসী নখর দাম ।
 খেত সমুজ্জল, শত সুবিমল,
 বল আর বীৰ্য্য ধাম ॥
 'প্রধানী ধ্বজ্বর, আজীর মধুর,
 'চেলগোজা আখরোট ।

* সেব কলের সংকৃত নাম ।

এইরূপ কত, মেবা নানামত,
 'আনিয়াছে মোট-মোট ॥
 চোগা জেগা টোপ, জরীকষ থোপ,
 পায়তাবা দশ্তানা ।
 জুব গলুবন্দ, সাল মসলন্দ,
 'কালের বিছানা নানা ॥
 ধন্ত সেই পশু, জন্মে যাহে বহু,
 'লোম যার হেম-প্রস্থ ।
 গিরি হিমবতে, 'ভোটাস্ত তিব্বতে,
 অনেক লোকের অস্থ ॥
 ধন্ত সেই ছাগ, কান্দীরে সুরাগ,
 'তথা স্থখে কাল করে ।
 এদেশের অজ্ঞা, যত ধর্ম্মপরজ্ঞা,
 বলিতে নিয়োগ করে ॥
 খোসা খেস পটু, নীতনাশে পটু,
 বনাং বিবিধ মত ।
 হুংখীর সখল, দুলভ কঞ্চল,
 'খোদাবন্দ নিয়ামৎ ॥
 আনিয়াছে বাজী, তুর্কী আর তাজী,
 'সরাজী সৈন্ধব * সেবা ।
 বিপাশার ধারে, হাজারে হাজারে,
 'আসিয়ে পড়িল ডেরা ॥
 সাধু সহ গণে, সংবাদ শ্রবণে,
 'হরষিত মনে অতি ।
 চলিল সহর, পবন-সোসর,
 'দিবানি শ করে গতি ॥
 পহুছিয়া আর, সময়-বিচার,
 'তিলেক নাহিক করে ।
 দাবানল-প্রাণ, ঘেরে কফিলায়,
 'রজনী ছই প্রহরে ॥
 'কলো হতভম্ব, ডেবে নিরাশম্ব,
 'মোগল বণিক-চয় ।

* দিকুদেশ-জাত ছোড়া ।

করে আঁকু বাঁকু, “গেরা গেরা ডাকু”
 আর আল্লা আল্লা কয় ।
 আছিল গৌয়ার, কতক সোয়ার,
 উঠে তারা তেড়ে ফুঁড়ে ।
 হুন্নে ক্রোধাবিত, সাধুর সহিত,
 রণ-রঙ্গ দিল যুড়ে ॥
 ভয়াল আহব, করে কলরব,
 যত সব সরদার ।
 “মার মার মার, হেঁ ছসিয়ার,
 খবদার খবদার” ॥
 চোপ চোপ চোপ, তরবার কোপ,
 ঝপ ঝপ ঝাপে ঢাল ।
 কাটিলে গদানী, কোথায় মদানী,
 দেখিতে অতি করাল ॥
 জ্ঞান-শূন্য ধড়ে, কেহ ভূমে পড়ে,
 কয় পদ কারু কাটা ।
 কেহ ঝ-নেজে, পড়ে ঞ-ক্ষেজে,
 ফাটা ললাটের পাটা ॥
 কারু মুখ খোলা, চক্ষু ছই ঘোলা,
 প্রকাশিত দন্তপাঁতি ।
 দেখা যায় মাড়ি, কুশিখাক্ত দাড়ী,
 ছাইয়ে পড়েছে ছাতি ॥
 দেউটী বোসন, দেখিতে ভীষণ,
 জালায় কাণাং তাঁব ।
 কিছুক্ষণ পরে, অত্যা সময়ে,
 যবন হইল কার ॥
 কঠিন রসায়, বন্ধন দশায়,
 পড়িল কএক জন ।
 সাধুর সদনে, প্রণত বদনে,
 করিতেছে নিবেদন ॥

—*—

“কেন হে এমন কাজ কর যুবরাজ ?
 অংশ ঘুষিবে তব ধরনী-সমাজ ॥

আমরা বণিক জাতি বাণিজ্য ব্যবসা ।
 জগতের হিত-ব্রতে, ভাগ্যের ভরসা ॥
 যথায় বিরাজে শান্তি, সুখ-সিংহাসনে ।
 তথায় বণিক যায় ধন-অন্বেষণে ॥
 সেই দেশে কমলার শুভদৃষ্টি হয় ।
 মান কিনা এই কথা হিন্দু মহাশয় ?
 হিন্দুস্তান শান্তি-স্থান সংবাদ-শ্রবণে ।
 এসেছি তোমার দেশে বাণিজ্য কারণে ॥
 সুখের বাণিজ্যে হয় দেশের উন্নতি ।
 বণিকের ধন-বৃদ্ধি তাহার সংহতি ॥
 দেখিতেছ আনিয়াছি ঘোড়া আর উট ।
 এসকল নহে দেশে ক্রয়বারে লুট ॥
 মানসেতে নাই কিছু অনিষ্টের আশ ।
 দ্রব্য দিব, অর্থ লব, এই জন্ত আসা ॥
 ইথে অপরাধ কিবা কহ রাজহত ।
 ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি নানা-গুণযুত ॥
 বিবেচনা কর-সাধু, সাধু নাম ধর ।
 “কেন হে গতিত হেন আচরণ কর ?”
 উত্তরে কহিছে সাধু, “শুন হে পাঠান ।
 মানিলাম যা বলিলে সব সপ্রমাণ ॥
 বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, শাস্ত্রের লিখন ।
 সকল দেশেই তার, উন্নতি সাধন ॥
 ক্রেতা বিক্রেতার সুখ, বাণিজ্যের ফল ।
 বাণিজ্যে রাজ্যের শক্তি, সাধ্য আর বল ॥
 কি কারণে এ হেন বাণিজ্য সুখ-সেতু ।
 অবরোধ করি আমি, শুন তার-সেতু ॥
 পূর্বে এই পুণ্য-ভূমি-বাণিজ্যের ধনে ।
 নৈবতি হয়েছিলে, বিখ্যাত ভুবনে ॥
 দিগ দিগন্তর হতে বাহিয়া সাগর ।
 এ দেশে আগিত কত বণিক নিকর ॥
 বাণিজ্য সামগ্রী নানা লয়ে যেত দেশে ।
 ভারতের ধন বৃদ্ধি হতো সবিশেষে ॥
 এক এক নগরের কত ছিল ধন ।
 অতাপি না হয় তার সংখ্যা-নিরূপণ ॥

এক কান্তকুঞ্জপুরে, অপূর্ণ আখ্যান ।
 বাইশ হাজার ছিল গুয়ার দোকান ॥
 স্বর্ণ-কলস-পাত্র আগারে আগারে ।
 দেবালয়ে রত্নরাশি ছিল স্তূপাকারে ॥
 সোমনাথ, মধুপুরী আর কালিজ্বরে ।
 নিধিপূর্ণ মন্দিরের পঙ্করে পঙ্করে ॥
 কে করিল সেই সব অমূল্য রতন ?
 কে করিল সে সকল কুবেরের ধন ?
 কে করিল পূণ্য ভূমি, হুংখণ্ডে নিক্ষেপ ?
 কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ ?
 অহুগমা ভারতের প্রতিব্রতা গণ ।
 কে করিল তাহাদের মর্যাদা হরণ ?
 কে করিল নগর নিকর শোভা নাশ ?
 তেজমরা জাননা কি হৈ সেই ইতিহাস ?
 যেই ছুটে ছাশয় করিল এসব ।
 তোমরা তাহার জাতি, জাতি, গোত্রভব ॥
 হাজার মঙ্গল-রত্নে হয়ে এস ত্রাণ ।
 বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি ॥
 একুণ বাণিজ্যস্থলে কৃত জাতি এসে ।
 করিলেক শ্রুত-স্থাপন নানাদেশে ॥
 অতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি ?
 দুর্গতির প্রতিকল, স্বরূপ দুর্গতি ॥
 কি ছার বাণিজ্যদ্রব্য এদেশে এনেছ ?
 তোমাদের দেশ বড় উর্বর কেনেছ ?
 জল না ভারত-ভূমি লক্ষ্মীর আবাস ?
 কত শত জন্মে ইথে বিরহে প্রয়াস ?
 কোন্ “মেবা” নাহি জন্মে ইহার ভিতর ?
 করে এসো হিমালয়ে নয়নগোচর ॥
 জগণ্ডেতে যত “মেবা” জনমিয়া থাকে ।
 এ দেশের কত স্থানে কত বৃক্ষে পাকে ॥
 ভোভিন্ন অনেক “মেবা” হেনরূপ আছে ।
 এ দেশে ব্যতীত আর কোথা নাহি বাচে ॥
 রসাল রসাল ফল, কিবা তুল্য তার ?
 সিদ্ধ-মখা সুখা চেয়ে মিষ্ট তার তার ॥

আর এক ফল ফলে শূন্তের উপর ।
 কারণ সলিলে পূর্ণ তাহার উদর ॥
 এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর ?
 পান মাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর ॥
 কিবা শস্য স্তম্ভুর আশ্বাদে উল্লাসে ।
 পথিকের শ্রান্তি-ক্রান্তি-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নাশ ॥
 আর এক ফল আছে, নাম আনারস ।
 নন্দন-কানন-থেকে বৃষি আনা রস ॥
 নন্দনশতির শ্রায় সহস্রশোচন ।
 উদ্যান উজ্জল করে কাঞ্চন-বরণ ॥
 শিরেতে পল্লব গুচ্ছ, পুচ্ছের আকার ।
 হেমময় কিরীট কাননে অবতার ॥
 অপূর্ণ সৌরভামোদে, মেতে উঠে মন ।
 ঝাকে ঝাকে ছুটে যুটে মধুকরগণ ॥
 বিফলে ছুটিয়ে আসা, বিফল সে যোটা ।
 অলীর অসাধা পেতে বস এক কোটা ॥
 যথা রূপণের ধনে, যাচক ব্যক্তি ।
 গতযাত সার, লাভ না হয় কিঞ্চিৎ ॥
 এই রূপ, কত রূপ, এ দেশের ফল ।
 বিশেষিয়া বাছিয়া বর্ণন সেসকল ॥
 আনিয়াছ বসন, স্নগন্ধ, সঙ্গ যাহা ।
 এদেশের হলভ কিছুই নহে তাহা ॥
 ঢাকা কান্দীরের তন্ত্রে, কি শিল্প চাতুরী ।
 অপরূপ শোভাগুণে মন করে চুরি ॥
 এই দেশে কুহুম, কঙ্কুরী, যুগমদ ।
 এই দেশে কালাগুরু, চন্দন বিবদ ॥
 এই দেশে মল্লিকা, যুথিকা, আর জাতি ।
 এই দেশে মালতী, শ্বেততী নানা ভাতি ॥
 এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, আদ্রফল ।
 জয়িত্রী, কর্পূর, চুয়া, পুগ, আদি ফল ॥
 একুণ অনেক দ্রব্য জনমে এ দেশে ।
 পূর্ণ-পয়োদীর দীপ-মালায় বিশেষে ॥
 আশোদে আশোদ পেয়ে প্রভাত পবনে ।
 হাতোদয় হয় বুদ্ধ-বাগ্মি-বদনে ॥

সেই সব অপূৰ্ণ সুগন্ধ দ্রব্য চয় ।
 ভারতের নানা হাটে তুপে তুপে রয় ॥
 ভারতে না জন্মে বাহা, না জন্মে জগতে ।
 জগতে সর্বত্র ইহা খ্যাত ভাগমতে ॥
 এষ্ট দেশে এত বিধ দ্রব্যের প্রকাশ ।
 এই দেশে এত বিধ লোকের নিবাস ॥
 অত্র দেশে গতি বিধি প্রয়োজন নাই ।
 স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই ॥
 লয়ে ষাও যত পার শেস্তা আখরোট ।
 লয়ে ষাও বেদানা দাড়িম মোট মোট ॥
 পেয়েছি উত্তম অর্থ উষ্ট্র সারি সারি ।
 ইহারা আমার পক্ষে হবে উপকারী ॥
 এ চেয়ে অনেক ধন অমূল্য রতন ।
 জোমরা এদেশ-থেকে করেছে হরণ ॥
 লহ এক এক অর্থ এক এক জন ।
 দ্রুত বেগে সিঙ্গু-পারে কর পলায়ন ॥
 ধন আশে পুনঃ আর এস না এদেশে ।
 যদি এস প্রতিকূল পাবে তার শেষে ॥
 এত বলি অর্থ দিয়ে কারিল বিদায় ।
 সেলাম করিয়ে পদে পাঠান পলায় ॥
 রজনী প্রভাত হৈল বিপাশায় তীরে ।
 রাজপুত্র নন পূজা করে তার নীরে ॥
 হর হর বম বম শব্দ শ্রুগভীর ।
 অন্তরে বহন করে প্রভাত-সমীর ॥
 স্নান পরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা করি নিবরণ ।
 তুরঙ্গে উঠিয়ে সবে করিল গমন ॥
 মধ্যাহ্নের উপযোগ আশ্রয় নিভর ।
 গৃহস্থ পরম যত্নে করে সমাদর ॥
 একদা ওঁরটি-পুরে করিল প্রবেশ ।
 যথায় নিবসে ক্ষত্রি-কেশরী-বিশেষ ॥
 বলবন্ত সুধীর মাণিক-দেব রায় ।
 বহু-জনাশ্রয়, খ্যাত রাজ-পুতনাথ ॥
 গোহিল-কুলের পতি, কুলধর্ম্যে রাত ।
 প্রকৃতি প্রশান্ত, দান্ত, স্থানিস্থল মতি ॥

শুনামাত্র স্বীয়পুরে সাধুর আগতি ।
 আনিতে তাঁহাকে যান সদল সংহতি ॥
 বাজিল মঙ্গল বাজ্য প্রতি ঘর ঘরে ।
 মঙ্গলাচরণ-গীত হয় বামা-যরে ॥
 বাধিল বন্দনবার ত্রিগোলিঙ্গ দ্বারে ।
 রচিল রচনা তাহে নানা ফুলহারে ॥
 আরোপিল অত্র-শাখা সুবর্ণ কলসে ।
 মারিল পথের ধূগা চন্দনের রসে ॥
 প্রতি গৃহশিখরে পতাকা বিবাজিত ।
 সিতাসিত লোহিত হরিত নীল পীত ॥
 ঘেমনি ঢুকিল সাধু নগর ভিতরে ।
 অমান রমণীগণ পুষ্প বৃষ্টি করে ॥
 আগ-বাড়াইয়া গিয়া ওঁরটি-ঈশ্বর ।
 সমাদরে স্নেহভরে লয়ে যান-ধর ॥
 প্রণাম করিল সাধু তাঁহার চরণে ।
 মাণিয়া তোষেন তাঁরে শ্রেয়-আলিঙ্গনে ॥
 শির-ব্রণ লয়ে মুখ-চুষন অন্তরে ।
 দেহ-চোহ-কুশল-জিজ্ঞাসা পরস্পরে ॥
 হায় কোথা সে সকল সয়ল আচার !
 এখন এদেশে নাই সে সব বাণীভার ॥
 প্রেম, ভক্ত, স্নেহ আর শীলতা, ভব্যতা ।
 এ জগতে এই সব প্রকৃত সভ্যতা ॥
 কর পরশর, আগিঙ্গন, স্নসন্তাষ ।
 ইহাতেই হৃদয়ের স্তম্ভাব প্রকাশ ॥
 ইথে নাই প্রত্যায্য, নাই কিছু ব্যয় ।
 এ সকল শিষ্ট চার কি হেতু বিলয় ?
 একেবারে স্তম্ভাব স্তম্ভাব হিন্দুস্থানে ।
 জাতি, জাতি, বন্ধ বলি কে কাহারে মানে ?
 স্বল্প-ধন-অভিमानে ফুলে উঠে কায় ।
 কেবা ছোট, কেবা বড় জানা নাহি বায় ॥
 “আর-সবে ছোট হোক, আমি হই বড়” ।
 এই মিথ্যা মান-মত্ত পানে সবে দড় ॥
 রসনা রসে স্থান অতি সুকোমল ।
 নাহি তাহে অহি, একি সামান্য কৌশল ?

ঈশ্বরের অভিপ্রেত ইহাতে প্রকাশ ।
 অস্থিশূন্য জিহব অতি-লালিতা-নিবাস ॥
 সে রসনা হইয়াছে পারুষ্য-আলয় ।
 বিবেকের অমুবর্তী রসনা না হয় ।
 কিবা মিত্র, কিবা ভৃত্য, বন্ধু, পরিজন ।
 ধন-সত্তে কিছুতেই না পাঁয় চেষ্টন ॥
 জ্ঞান-ধনে ধনী যেই, সে হয় পাগল ॥
 সেই লোক, যে বকে অনর্থ অনর্গল ।
 সেই শ্রিয়, মিথ্যা তত্ত্ব-ভূমিতে যে পারে ॥
 সেই ছুট, যেই তাহা সহিবারে তারে ।
 সেই স্নেহ, যে কহে বচন সাদা সিধা ॥
 সেই পূজা, যার মনে শঠতা বিবিধা ।
 যার আছে টাকা, তার আগে পূজা কর ॥
 আত্ম-গোলাবে তার কলেবর ভর ।
 যার নাই টাকা, জ্ঞান-ধনে যেই ধনী ॥
 স্রবণ ঘাহার বুদ্ধি, বল, বক্রমণ ।
 সে অতি অগ্রাহ্য, কিবা তার উপবোধ ?
 তার ভাগ্যে কেবল ভৎসনা আর ক্রোধ ।
 তার উক্তি তার মুক্তি মূঢ়্য যার নাই ॥
 দস্তাবেজ বলে বলী 'কিছু নাহি চাই ।
 নাহি বিভু বিশ্বেশ্বর, নাহি পাণ-পুণ্য ॥
 এ জগতে মজা সার, আর সব শূন্য ।
 রাজা কৃষি বাৎ চিৎ, সেই মাত্র বৃত্ত ।
 ধ্যান, জ্ঞান, মিথ্যা সব, যে যা কয় অন্য ॥
 জ্ঞানী নাই, সাধু নাই, নাহিক বিবেক ।
 ধনে মানে যেই বড় সেই বড় এক ॥
 জ্ঞান মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, জ্ঞানী কেহ নাই ।
 ধর্মী কোথা ? কেন দেয় ধর্মের দোহাই ?
 এ জগৎ আছে শুদ্ধ সুখের কারণ ।
 যার আছে ধন তার কি আছে বারণ ?
 মূজা কর নানা মত বাহা ইচ্ছা হয় ।
 জগৎ কেবল শুদ্ধ সুখের আশ্রয় ॥
 অস্থি মাংস বাহা চায়, কর তাহা আগে ।
 এর পর আছে কিছু মনে নাহি লাগে ॥

কিছু না দেখিতে পাই কারে বলে মন ।
 ভোজ্য পান চাই তন্ন পোষণ কারণ ॥
 আর যাহা, ধন বিনা পূরণ কে করে ।
 সে মর্ম কি বুঝিবেক বিত্তাবান নরে ?
 কিবা ছার গ্রন্থ-পাঠ, তত্ত্বের-সন্ধান ?
 কিবা পর উপকার, হিত কার্যো দান ॥”

হায় কেন হেন দশা হইল এদেশে !
 প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, মর্মান্তিক ক্রেশে ॥
 সেকালের শিষ্টাচার গিয়াছে সকল ।
 আরিলে কেবল হয় ক্রমশ বিকল ॥

এই রূপ আক্ষেপ করেন দ্বিজবর ।
 বিগত হইল নিশা দ্বিতীয় প্রহর ॥
 করিলা সঙ্গীত স্থির জানিয়া সময় ।
 নিদ্রাব নিহারে কল্প নয়ন-নিচয় ॥
 মুগ্ধে পলকদ্বার সুসুপ্ত সকলে ॥
 সুখদ স্বপন উঠে হৃদয়-কমলে ॥
 পর দিন প্রদোষে সকলে আসি বসে ।
 দ্বিজেন্দ্র তোষণে কর্ম-দেবী কথা-রসে ॥
 ইতি প্রথম সর্গ সমাপ্ত । ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

—*—

শুন ভন অপকূপ, স্বরস সলিল-কূপ,
 কর্মদেবী-কথা তার পর ।
 ছিল প্রথা পুরাকালে, অন্তঃপুর অন্তরালে,
 থাকিত উত্থান মনোহর ।
 দিবা-অবসান-কালে, কুসুমিত কুণ্ড-জালে,
 খেলিত বভেক কুলবালা ।
 তুলি ফুল চাক্ষু করে, পতির সোহাগ-ভরে,
 কেহ বা রচিত গুহু মালা ॥

কেহ বসি তরুশূলে, রঞ্জিত তুলিকা তুলে,
 লিখিত বিচিত্র চিত্র, পটে ।
 নায়কের ভয় স্নেহ ; কবিতা রচিত কেহ,
 বসিয়ে নিখর-সন্নিগ্ধটে ॥
 নিখর-রেতে করে লল, সেইরূপ অবিকল,
 নাথিকা-নয়ন-উৎস করে ।
 উভয়ের এক দশা, তাই বৃন্দ মদালসা,
 নিখর-সন্নিগ্ধ খেদ করে ॥
 কেহ বা ললিত স্বরে, প্রেমময় গান করে,
 তান ধরে আর এক জন ।
 এমনি মধুর তান, বিহঙ্গ ত্যজিয়ে গান,
 তরু হয়ে করয়ে শ্রবণ ॥
 কেহ জলে কেলি করে, যেন শোভে সরোবরে,
 অভিনব প্রকল্প কমল ।
 মুখ মাত্র দেখা যায়, কুঞ্চিত কবরী তায়,
 যেন মধুমত ভঙ্গ-দল ॥
 কেহ বা বাজায় বীণা ; তাধীনা তাধীনা ধীনা,
 মৃদঙ্গে দিতেছে কেহ সঙ্গ ।
 সুরস বীণার ধ্বনি, অন্তরে উল্লাস গণি,
 হির-নেত্রে শুনিছে কুরঙ্গ ॥
 চাঁচর চিকুর খোলা, কেহ বা দোলায় দোলা,
 ধাবা-ধাবী বকুলের তলে ।
 কেহ বা হুলিছে তায়, মরি কিবা শোভা হায়,
 তড়িৎ চমকে মেঘ-দলে ॥
 বিনোদ-ব্যায়াম-চলে, কপোলেতে রঙ্গ ফলে,
 আরক্তিম বিষ-কল-জিনি ।
 ঘন ঘন বহে বাস, হৃদয়ে উল্লাস-দ্রাস,
 করুণ বাজিছে রিগি যিনি ॥
 উড়িছে শুভনা বাস, পক্ষ প্রায় পরকাশ,
 পরী যেন হেলিছে অশ্বরে ।
 থেকে থেকে কহে কেহ, "ধীর সহি দোল দেহ"
 লাজ-ভরে অশ্বর, সম্বরে ॥
 এইরূপে সখীসনে, বিলসে বিহার বনে,
 প্রদোষেতে মাণিক্য-হ্রিহিতা ।

কন্দদেবী নাম তাঁর, রূপে লক্ষ্মী-অবতার,
 চৌমুদ্র কলায় প্রকাশিতা ॥
 ঘোড়শী রূপসী বালা, লাগিয়া পুষ্পের ডালা,
 অনুচা সরলা চাক্ষুশীলা ।
 তরুণ বসন্ত সম, যৌবনের উৎকর্ষ,
 দেখে তার আসি দেখা দিল ॥
 এই ছিল মুকুলিত, মঞ্জরীতে আকুলিত,
 কবে হলো ললিত-ফলিত ?
 দিন দিন চাক্ষু রেখা, ঈর্ষৎ যেতেছে দেখা,
 পূর্নভাব হইল স্থলিত ॥
 বয়হা দেখিয়া তায়, চিন্তিত মাণিক্য মায়,
 নানারূপ প্রস্তাব প্রবন্ধ ।
 অবশেষে হলো স্থির, মন্দোদরী ভূপতির,
 নন্দন-সহিত স্নস্বন্ধ ॥
 অরুণ্য-কমল নাম, কুলের গৌরবগ্রাম,
 রাঠোর প্রসিদ্ধ রাজস্থানে ।
 কন্দদেবী সহ বিভা, প্রেম-পদ্মবাগ-নিভা,
 দিবা-নিশি জলে তার প্রাণে ॥
 দেখা শুন সমাচার, মাণিক্যের সদাচার,
 বশীভূত করিল সাধুরে ।
 দগবল লয়ে সঙ্গে, বিবিধ-বিনোদ-রঙ্গে,
 প্রবাস করিল তার ঘরে ॥
 নিত্য নব নব খেলা, মল্ল ভূমে হয় মেলা,
 কত লোক আসে দেখিবারে ।
 অপকূপ মল্লযুদ্ধ, চমকিত সভা শুদ্ধ,
 নিরখি বিক্রম বায়ে বায়ে ॥
 গদাযুদ্ধে গুণধাম, কিবা দেব বলরাম,
 কিবা ভীম কিবা হৃষ্যোধন ।
 কিবা দ্রোণ-কৃত-দীক্ষা, অপকূপ শর-শিক্ষা,
 লক্ষ্য-ভেদে নয়নারায়ণ ॥
 অসিচর্যা পরিপাটি, বিপক্ষের অসি কাটি,
 তিল তিল ধরাতেলে পাড়ে ।
 এ সকল প্রকরণ, দেখেন পুরজীগণ,
 বসি বজ্র কাণ্ডারের আড়ে ॥

দেব-সেনাপতি প্রায়, সাধুর হৃদয় কাষ,
 তাহে বীর বীর-চূড়ামণি ।
 অধিষ্ঠাত্র শৌর্য্য সুখে, কীর্ত্ত-কথা মুখে মুখে
 যশসে ভরিল ধরণী ॥
 রূপে শুণে-অদ্বিতীয়, এছাড়া নারীর প্রিয়,
 বল আর হয় কোন জন ?
 ভুলিল মাণিক্য-সুতা, প্রেম-অমুরাগবৃত্তা,
 সাধুর প্রাণ মনন ॥
 সেই দিন ফুলবনে, কঁটিল সজ্জিনীগণে,
 আপনার মন অভিলায় ।
 নিরখিয়ে নীরঞ্জে, চাতকীর মনোহরে,
 গুপ্ত কভু রাখে কি উল্লাস ?
 ফুল ফুল দৃষ্টি করি, কত ক্ষণ মধুকরী,
 গুঞ্জরণে ধ্রুকে বা বিরত ?
 নিজ-দলে চারুসরে, মধুময় গান করে,
 প্রকাশ করিয়ে মনোগত ॥
 কহে "সই, স্তন কই, মানস হরিল ঐ,
 দিবা-দম্পত্য অনঙ্গ-কুমার ।
 যেই রূপে গোত্র বটে, স্কন্ধে প্রকৃতি বটে,
 মোহিল যে মানস আমার ॥
 দেখি নাই হেন নীতি, সাধু হয়ে চোর-রীতি,
 নাম সাধু কার্য্যকালে চোর ।
 গুনিয়াছি কত শত, যবনেরে করি হত,
 বীর-রসে হয়েছে বিভোর ॥
 হেঁক তাহে নাই ক্ষতি, রাজপুত্র যোগ্য রতি
 নারী-চিত চুরী-ধর্ম্ম কিবা ?
 ধন-চোর ভারি ভুরী, রজনীতে করে চুরী,
 এর চুরী বিজ্ঞানে দিবা" ॥
 গুনি বাক্য স্বধর্ম্ময়, কোন সহচরী কয়,
 "সেকি গোষ্ঠাকুর-কত্মা সতি ?
 হয়েছে সম্বন্ধ তব, বাচোরেব বংশোদ্ভব,
 সেইত তোমার ধর্ম্মপতি ॥
 অস্ত-পূর্বা হবে বালা, জান না কতই জালা,
 কুলে চড়ে কলকের দাগ ।

ধৈর্য্য ধর্ম্মীয়া ধীরে, মনেরে আনগো ক্ষিরে,
 হর পর-বর-অমুরাগ ॥
 কর্ম্মদেবী কন বোষে, "কে আমার কথা দোষে,
 অধর্ম্ম বিচার ।
 জন্ম মৃত্যু পরিণয়, এসব সামান্ত্র্য নয়,
 ইহা লয়ে চলিছে সংসার ॥
 ইচ্ছামত মুনিগণ, কত মত বিরচন,
 করিলেন প্রাণপণ করি ।
 যুগে যুগে নিবস্তর, কেন তবে মতান্তর,
 হয়ে থাকে কহ সহচরী ?
 এই বা কেমন বিধি, পরিণয় সুখ-নিধি,
 জাত প্রেম-পয়োধি-মহুনে ।
 নাহি দেখা পরস্পর, পর-পরিচিত বর,
 উপজীব্যে প্রণয় কেমনে ?
 দৈবাবধীন সংমিলন, হয় বটে সংঘটন,
 কোথাও না মেলে এক রতি ।
 কেবল ধর্ম্মের ভয়ে, কুলবালা থাকে সরে,
 কিন্তু হুখে দহে তার মতি ॥
 রাহ-সহ শশী-কলা, করে কভু কেলী-কলা,
 ভয়গ্রস্ত গ্রস্ত তার মুখে ।
 মত্ত মাতঙ্গের প্রাতি, কোমলা নলিনী সতী,
 দেহ দানে নাহি থাকে সুখে ॥
 এ কুবিধি যদি সার, এই রূপ ব্যবহার,
 অবাধে বলিত অধিরত ।
 অস্তথা হইলে পর, অস্তপূর্বা ঘর ঘর,
 অসত্য হইত কত শত ॥
 ভীষুক-নন্দিনী সতী, চারু-মতি গুণবতী,
 কল্পিণী রূপসী ।
 শিশুপালে বরিবার, সম্বন্ধ হইল তাঁর,
 দৈত্যো দান স্বধার কলসী ॥
 কৃষ্ণগত তাঁর প্রাণ, কৃষ্ণ-ধ্যান কৃষ্ণজ্ঞান,
 কৃষ্ণে লিপি পাঠান গোপনে ।
 বিবাহের দিনে হরি, আসি কয়ে যান হরি,
 ভূত রণে ॥

"শুন কই প্রাণ সহই, তাঁর চেয়ে সতী কই,
 ছাপরেতে ছিল বিহ্বলমান ।
 সাবিত্রী সীতার প্রায়, লোকে যার বশ গায়,
 রমা-রূপে যাহার সন্ধান ॥
 শ্রীকৃষ্ণের গুণ-গান, শুনিয়ে হরিল জ্ঞান,
 মানসে বরিলা যত্নলাল ।
 সেরূপ আমার প্রাণ, সাধুর, স্তম্ভ গান,
 শুনে শুনে মুগ্ধ বহুলাল ॥
 আগে বরিয়াছি তার, লাভ ভয়ে বাপ মায়া
 মর্থ-কথা প্রকাশ না করি ।
 পিছে রাঠোরের সনে, কিছার অন্তর ক্রমে,
 লবঙ্গ হয়েছি সহচরী ॥
 কল্লিণীর কল্লিপ্রতি, গুণ শুনে মজ্জা মতি,
 ক্রতি-পথে প্রণয় হাঁহার ।
 আমি স্তম্ভ শুনি নাই, নয়নে দেখিছি ভাই,
 রূপ-সিন্ধু গুণের অধার ॥
 যে হোক সে হোক সই, মনে কব জ্ঞান অই,
 সাধু মাত্র মম প্রাণপতি ।
 সাধু-ভিন্ন-অন্ত জনে, পতি শব্দে সন্ধানেনে,
 না করিব আপনা অসতী ॥
 যদি অন্তে হয় স্বামী, জীবন ত্যজিব আমি,
 অথবা ত্যজিব নিকেতন ।
 বিজন-বিশিন-মাঝে, ভ্রমিব যোগিনী-সাজে,
 ভবব্রত করি উদ্বাপন ॥
 অজ্ঞানিত যজ্ঞ ভাজি, সাধুর মঙ্গল মাজি,
 নিবানিষি করিব যাপন ।
 বনচারী মৃগদল, নাহি জানে কোন ছল,
 তারা হবে সহচর গণ ॥
 অপার এ দুঃখ নদী, এর পারে নীতে যদি,
 তোমাদের থাকে অভিলাষ ।
 কম্বুলাম যেইরূপ, কহ গিয়ে যথা ভূপ,
 কহ গিয়ে জননীর পাশ ॥"
 ব লতে বলিতে কথা, বাড়িল মনের বাধা,
 ছাগতা, পতিতা ধরায় ।

নিরথিয়ে সখীগণ, হইল চঞ্চল মন,
 ভগার্জ হরিণী-দল প্রায় ॥
 কেহ গিয়ে সতাবরে, অঞ্জলি বাঁধিয়ে করে,
 আনিয়ে সলিল স্নানীতল ।
 ললাটে সিঞ্চন করে, কেহ ঘ্রাণপথে ধরে,
 অভিব্যব বিকচ কমল ।
 কেহ যত্নে কোলে লয়, কেহ আনি কিসলয়,
 বীজ্ঞন করিছে ঘন ঘন ।
 কেহ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, উঠা সখি, চল ঘরে,
 এ নহে তোমার স্নানোভন ॥"
 দেখহ দৈবের কর্ম, দেখ নহে ধাতার্ম,
 ধরণী তাঁহার নন্দমণী ।
 ভাব বুঝা বড় দায়, কেবা তার তত্ত্ব প্রায়,
 হৃদয়তোহে হৃদয় সঙ্গি ॥
 নব-প্রোমানল জ্বালা, দহে নাহি সহে বালা,
 মুচ্ছিতা হইলা উপবনে ।
 সাধু সেই স্তম্ভময়, আবোধেণ করি হয়,
 ভ্রমে বাহু-সেবন-কারণে ॥
 দিবসের অবসান, সন্ধ্যাকাল মূর্ত্তিমান,
 অন্তগত হন দিনমণি ।
 ফুলবন-সঙ্গিধান, শুনিগেন মতিমান,
 কামিনীর কলকণ্ঠ-ধ্বনি ॥
 চপল যুবক মন, হেরিবারে আকুলন,
 প্রাচীরের পাশে রাখে হয় ।
 করে তথা দরশন, নিপতিত ধরাসন,
 স্বর্ণলতা মুচ্ছাগতা হয় ॥
 চারিপাশে নববালা, যেন নক্ষত্রের মালা,
 ঘেরিয়াছে পূর্ণ শশধরে ।
 এ উহার মুখ চায়, কেহ করে হাস হাস,
 কেহ শরে করাঘাত করে ॥
 নিরথি অনঙ্গ-সুত, দয়ারসে দ্রবীভূত,-
 ঘোড়া ত্যজি উঠে সেইধরে ।
 প্রাচীর লঙ্ঘন করি, যায় যায় বরাধরি,
 যথা কর্মদেবী ধরাসনে ॥"

তুষ্ক-এককে কয়, “যথাস্থানে লই হয়,
বিলম্ব হইবে হইত পানে ।”
হেথা পুষ্প উপবন, কুমার কুমারী সনে,
যা হইল স্নান স বদনে ॥

সাঁধুয়ে সহসা নিরখি তথা ।
কাহানে মুগ্ধেতে না সরে কথা ॥
স্বগিত চকিত হইল তার ।
লাঞ্জেতে মুদিত নয়ন তার ॥
কেহ বা সঘন গোমুটা টানে ।
কেহ অপোমুগ্ধে কটাক্ষ হানে ॥
কেহ অধ অপি মেলিয়া দায় ।
আধ-ফোটা নীল নলিনী প্রায় ॥
যেন হংসীদল মানস সরে ।
প্রবেশ সময়ে নিনাদ করে ॥
চতুর্দশনের বাহন-বরে ।
সহসা নিরখি সে সরোবরে ॥
সকলে যেমন নীরব হয় ।
সে রূপ হইল লগ্না চয় ॥
দেখ দৈবাধীন সেই সে জনে ।
চেতনা উদয় হইল মনে ॥
মাণিক্য-নন্দিনী মেলিয়া অপি ।
যুগল চকল খঞ্জন পাণী ॥
চাহিতে সাঁধুয়ে হেরিয়া তথা ।
অপি মুদি মনে কহিছে কথা ॥
এ কি হলো মোরে স্বপন-যোগ ।
বিরাম বিরহ নিয়ত ভোগ ॥
নয়ন মুদিলে নিরখি যাবে ।
প্রকাশিলে পুন নেহারি তাবে ॥
অনঙ্গ নন্দন অনঙ্গ-সম ।
কর্ণের না ছাড়ে মানস মম ॥
আতিথ্যের ফল ফলিল ভাল ।
অতিথি হইল আমার কাল ॥

অর্থ ব এতদ্বা কামিত যদি ।
স্বপিত ততঃ এতঃসংদী ॥
কিছা অপি বা কেন বা লবে ?
আমার কপলে এমন হবে ?
তা কপ জ্ঞান সাধু পুণ্ড্র
আমি ক্ষুদ্র নদী-স্বরূপ তায় ॥
কিন্তু তটিনীর সাগর পতি ।
দিকু গিনা নাতি তাহার গতি ॥
এমন হবে কি আমায় ভাল ?
সাধনা স্বপল হবে কি কাল ?
কিছুতেই পাতীত না হয় মন ।
পদ-করে আমি বিব যেন ॥
যাহারে মানস কর না চায় ।
কেনে জীবন সাঁপিব তায় ॥
কেমনে তাহারে বলিব আমি ?
সাধু পরিণীতা বনিতা আমি ॥
এত বা বি অতি কাতর তরা ।
নয়নের জলে ভাষায় ধরা ॥
ধৈর্য-বন্ধন যাঁইল দূরে ।
‘সাধু সাধু’ নাম বদনে ক্ষুরে ॥
ভূনিয়ে বিশ্বয় সুবকরাজে ।
বলে “আজি একি কানন মাঝে ॥
মোহিতা মহিলা ধরণী-তাল ।
নয়ন-নিরোপ নিদালী-ভলে ॥
যেন ধরা মনে নলিনী-দাম ।
কেননা লইছে আমার নাম ?
আজি যদি এ কি মাধুরী-ছটা ॥
রূপের বাণিজ্য-বহিষ্কৃত-ঘটা ॥
মাণিক-মস্তিষ্ক চরণ লাল ।
অধরে অঙ্কিছে মাণিক-মালা ॥
ধিকর শোভিত লেহিত বাগে ।
পদবাগ শোভে যুগল ভাগে ॥
দশন বিমল-মুকুতা-পাতি ।
কিবা সমুজ্জল তাহার ভাতি ॥

অদূর অস্তরে শোভিত কিরা ।
 মুক্ত মুক্ত মুক্ত মোতির ডিরা ॥
 নিমীলিত আশি রক্তলীল ।
 পলককর হ'রে দিখাচ্ছে শীল ॥
 টাঁট ঝিকুচ চামর জাল ।
 চরণ অবধি শোভিছে ভাল ॥
 তরুর গুরভি অগুরু-প্রায় ।
 মধুপ মধুর মানসে পায় ॥
 সাহসে গজদ্বন্দ্ব দশন বিভা ।
 জেতাইও বনি আসির নিভা ॥
 প্রাণের ছাত্তী শুক্ল-দলে
 বসুর বানী নিভিছে পলে ॥
 কনক বানী তরুণী টাঁক ।
 কোমল পানে বৃদ্ধ না বড় দাক ॥
 অপরাধ এই প্রমত্তা তরী ।
 যৌবন-সংসারে কোকন করি ন-
 ইহার বনিক বণিক করি ॥
 না না অসমায় যবে কই ॥
 বিভ্রম লম্বাকৈ পড়ি পদী ।
 নাবিক-গির্জীনা গির্জার করি ॥
 কবি কাজ হারি অনেক আলী ।
 কহিছে বন মধুর ভালী ॥
 শুভ গুরনিক পাখি-বর ।
 এ প্রাণের কা প্রাণে কর ॥
 ন নাবিক নিবি কইরে ভরা ।
 তাতি সাহস-লীলা তটিনী থরা ॥
 প্রাণের যৌবন-ব্রহ্ম-জলে ।
 প্রথমেই তাহে অন্তর ফলে ॥
 চন্দ্র নাম-ধর নাবিক-বর ।
 বহাধর গুণে নিপুণ-তর ॥
 দৈর্ঘ্য হালী কবে ধরি কসিয়া ।
 সূর্যের জদয়ে ছিল বসিয়া ॥
 এমন সময় ওকর এক ।
 সাধুর স্বরূপ ধরিয়া ভেক ॥

নাবিকেরে বেঁধে গিয়াছে লয়ে ।
 ভাসিছে তরী অধীরা হয়ে ॥
 সাধুনা'ম ধরে, প্রকৃতি চুরি ।
 মুখে মধুকরে হৃদয়ে ছুরি ?
 তুমি কি তাহায়ে জান হে ধীর ?
 কিঞ্চিৎ করনা উপায় স্থির ॥
 অথবা নাবিক-বিজ্ঞান জান ।
 বিপথ-বাণী কুণ্ডলে আন ॥
 তবে প্রাণ দিয়ে এগুরু ভার ।
 "আমাদের হেথা কি কাজ আর ॥"

যেমন বচন অমনি কাজ ।
 আবাক হইল যুবক রাজ ॥
 গৃহপ্রতি সবে করিল গতি ।
 নুপুরের সঙ্গে আগিল স্ত্রী ॥
 আখিবিধি তথা উঠিল বসি ।
 রাহ-মুগ-মুক্ত যেমন শশি ॥
 দেখিয়ে সজ্জিনী সকলে ধায় ।
 নিকটে টাড়'য়ে নাগর-রায় ॥
 নাগের নিরখি শিহরে হিয়া ।
 সহচরীহলে প্রবেশে গিয়া ॥
 নিরখি নাগক বুড়িয়ে পাণি ।
 কহিছে মধুর-বদাল বাণী ॥
 কোথা যাও নধুরা বিধুরা হয়ে ভ্রমে ?
 শ্রম-জল দল্যাটে উদয় পরিশ্রমে ॥
 শিশির শীকরে সিক্ত সরসিজ প্রায় ।
 জলে স্থলে আজ এ কি শোভা হার হার ॥
 উভয়ের এক দশা প্রদোষ-সময়ে ।
 হের হের হরিণাক্ষি সরসি-হৃদয়ে ॥
 হের তোম্রা নিরখিতে কুসুম-সকলে ।
 একে একে নয়ন মেলিল জলে স্থলে ॥
 অই দৈব নিরখিতে তব মুখ-শশী ।
 কুমুদ ঘোঁটা খুলে সলিলে, প্রেমলি ॥
 অই দেখ মল্লিকা যুথিকা থয়ে থয়ে ॥
 হাসিতেছে ভাসিতেছে অখণ্ড সাগরে

চিত্ত চুরিয়াকবিলে হে, কারলে যোহিত।

গিছে এক চমৎকার বীহের লক্ষণ ।
 কি সাহসে করিলে হে প্রাচীর লজ্বন ?
 কুলবালা-প্রবোধ-কানন স্থল এই ।
 ইথে যে পুরুষ আসে, অবিরী সেই ॥
 ভূপজার ভাবান্তর করিলে লোকন ।
 এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করহ শ্রাণ ॥
 এইক্ষণে ভূপতি সমীপে কর গতি ।
 আত্মা-দক্ষিণা চাও করিয়া বিনতি ॥
 এমন দক্ষিণা আর কে পায় কোথায় ?
 কুবেরের সর্বস্বের সমতা নহি পায় ॥
 যাও যাও যুগ্মাজ, তাজ এ সমাজ ।
 তাজ লাজ, যদি চাও সাধিতে স্বকাজ ॥”
 সাধু কন, বীর ধর্ম আছে কি না আছে ।
 রজনী-প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে ॥
 শুনি নাই হেন স্নাত অতিথি যে জন ।
 প্রার্থনা করিয়া করে দক্ষিণা প্রাণ ॥
 গৃহী যেই করে সেই দক্ষিণা প্রাণ ।
 সর্বত্র স্থনীতি এই, বেদের বিধান ॥
 ভোমাদের এদেশে সকলি বিপরীত ।
 প্রার্থনা বিরহে নহে দক্ষিণা বিহিত ॥
 পতঙ্গ মতঙ্গ মৌন কুরঙ্গ প্রভৃতি ।
 রূপ গন্ধ রস রবে প্রমত্ত প্রকৃতি ॥
 কুরঙ্গ স্বরূপ আমে ভ্রামি স্থবনে ।
 সহসা বিনোদ ধ্বনি প্রবেশ শ্রবণে ॥
 মোহিত করিল মন মনোহর স্বরোঁ
 মত্ত হয়ে আউলাম কুঞ্জের ভিতরে ॥
 স্থানান্তরে ছিল অধু প্রমত্ত শ্রবণ ।
 হেরি অপকূপ রূপ মাতিল নয়ন ॥
 যথা সরসীর জল কম্পন-সময় ।
 গগন-প্রকম্পন ঘন ঘন হয় ॥
 ক্ষতি আশি মাতিল, মাতিল তাহে মন ।
 করিলাম ভিক্ষু-প্রায় প্রাচীর লজ্বন ॥
 দাতা হারে দাঁড়াইয়া দীন দীর্ঘাশয় ।
 ভজ্ঞা করি আশা যদি পূর্ণ নাহি হয় ॥

তবে আর কি কাজ এখানে অবস্থান ?
 বিমুখ অতিথি করে স্থানে গ্রন্থান ॥”
 এত বলি করে সাধু পূর্বপথে গতি ।
 নিরখি নৃপতি-বালা সচকলা অতি ॥
 শারিারে সন্ধ্যাবিয়ে কহেন বচন ।
 “আলো আলি কি করিলি কহনা এখন ॥
 অবিনয়ে নাথের করিণি ভাবান্তর ।
 হায় হায় ভাবনায় অস্থির অন্তর ॥
 অক্লান্ত প্রেম-তরু এমন সময় ।
 আঘাত করিল প্রভঞ্জন অবিনয় ॥
 অক্লমে আঘাত পেয়ে বুঝি হয় নাশ ।
 কি হবে নাহিক আর আশাদে বিশ্বাস ॥”
 মদালসা কহে “শুন ঠাকুর-কুমারি ।
 কুমারের এক তাকো আশা আছে ভারি ॥
 কহিলেন বীর-বৃদ্ধি, আছে কি না আছে ।
 রজনী-প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে ॥
 শুনিয়াছি কলা-প্রাতে হবে ঘটঘোর ।
 দেখাবেন নানা শিক্ষা তব মনোচোর ॥
 কয় দিন মহাধুম হয় এ নগরে ।
 সুসজ্জিত রঙ্গ-ভূমি হতেছে প্রান্তরে ॥
 দেশ দেশ থেকে কত আসিবে বীর ।
 বনশিখাশা কিয়া নন্দনার তীর ॥
 সবে বলে এই কথা, রঙ্গভূমি-স্থল ।
 জয়লঙ্ক হবে সাধু শিক্ষার পৌল ॥
 শুনিয়াছি, অতঃপূরে আছে নিমন্ত্রণ ।
 মহিলা যাবেন তথা সহ স্বীয়গণ ।
 সাধু প্রতি যদি তব একান্ত হৃদয় ।
 সেই স্থলে সেভার প্রকাশ যোগ্য হয় ॥
 নিজস্ব লভিল বীর গুণা বীর বালা ।
 সভা সাক্ষি কমি তাঁরে দিও বরমালা ॥
 ইথে অসদৃশ কিছু না হবে ঘটন ।
 বীরত্বের পুরস্কার মাল্য সমর্পণ ॥”
 শুনি “ভাল ভাল” বলি সবে দিল সায় ।
 চলিলেন চাকরাণী, বিশ্রাম-শালায় ॥

হে পথিক ! বিভাবরী অঙ্গগত হয় ।
 “হইয়াছে বিশ্বামের হৃদয় সময় ॥”
 এত বলি যত্ন পরিহরে কবিবর ।
 শ্রোতৃগণ নিভ্রাদেবী পূজায় তৎপর ॥

ইতি দ্বিতীয় সর্গ ।

—*—

তৃতীয় সর্গ ।

—*—

অপূর্ণ হইল শোভা প্রভাত-সময় ।
 বর্ষচন্দ্র উপনীত বহু লোক চয় ॥
 কেহ ভ্রঞ্জে কেহ গজ্জে কেহ বথোপিরে
 সমগিক অবস্থিত চরণ নির্ভরে ॥
 একধারে মকোশেরে পূরনারীগণ ।
 জিনিয়ৈ কুমুম-কুঞ্জ অপূর্ণ শোভন ॥
 বিকচ-কমল-দল-গর্ভে গরী করি ।
 হস্ত মুখে হৃদয়ে বাস সকল মন্দগী ॥
 বিকশিত ইন্দীবর নয়নে নয়নে ।
 মদ-ভরে ঢল ঢল শ্রভাত-পবনে ।
 বাড়াইতে তার রাগ কি কাজ বজ্জগে ।
 অভিমানে দলিত অঙ্গন ভাইগণে ॥
 ষাধুলী কুটছে কত অধরে অধরে ।
 তাপুলের সাধ্য তাহে রক্তিনা বিতরে ?
 কোথা বা প্রকল্প মুখ-মন্দ হস্তমান
 শুচিস্থিত বিকশিত কিংকর সমান ॥
 কত কুম কুটজ-কোরক-বিমোহন
 বিম্বল দর্শন রুচি রুচির দর্শন ॥
 কাহারো কদোল-প্রভা হিনি নব জবা
 অর্ধ্যলোভে লুপ্ত মনোভব মনোভবা

কঙ্ক-কমণে ঢাকা কুচ-সরোবর ।
 হরিত পল্লবে বক্স পদ্মকলি বৃহৎ ।
 কিবা অঙ্গ আভা মরি কি সৌরভ তার !
 কে আর গোরব করে কেয়ার পাতার ?
 নিরমল সে আভাষ অগ্নি মনোভায় ।
 চেলিকার কিবা সাধ্য ঢেকে রাখে তার ॥
 লবু নীরধরে কভু ইন্দু থাকে ঢাবা ।
 জলদে করিয়ে ভেদ অবতীর্ণ রাকা ॥
 সবে অবগুণ্ঠবতী কিবা শোভা তার ।
 নীরধির নীলজলে ইন্দুছায়-প্রায় ॥
 পবন-হিলোলে দোলে সসনের কঁাদ ।
 ঝলমল চবটস লমমল চাদ ॥
 নানা ভঙ্গিতে যত অনঙ্গ-ভঙ্গিনী ।
 রহস্ত-কোতুক-কল্যা-রসেতে মদিণী ॥
 কেহ বেণীহতা, কেহ ব্যজনী হেলায়া
 কেহ শিশুসহ মত্ত বিনোদ খেলায়া ॥
 কোন ধীরে অতি-ধীর বিহলে বসিয়া
 একদৃষ্টে দেখে সভা, শিরে হাত দিয়া ॥
 আসিবে নাথকবর আছে সমাচার ।
 বিয়াচ চাতকী সম আগমন তার ॥
 জাতী বৃথী মল্লিকা মালতী গাথি তার
 বিজড়িত তাহে ঢাক কবরীর ভার ॥
 পিঙ্গ-চিত্রে বাড়াইতে উৎসাহ লহরী ।
 আনিয়াছে ফুল-হার যত্নে শিরে ধরি ।
 বগীচক্রে বীরের বাওড়-প্রদর্শন ।
 করিবে নাথক-শিরে কুমুম-বষণ ॥
 অগ্ৰবারে বার দিখে গরিষ্ঠ-ঈশ্বর ।
 দলে বলে উপবিষ্ট যেন পুরন্দর ॥
 কুণ্ঠেব ভানুর গরিম্য অভিজ্ঞান ।
 উঠেছে কনক চাক্ষু তপন সমান ॥
 ধরেছে আভিনী যার ‘কিরণীয়া’ নাম ।
 প্রভাত-কিরণে জলে কত বদন-দাম ॥
 ব্যজনী হেলায় পাশে কোন অলুচর ।
 কবি বহে কাবতা বানায়ৈ বহুভর ॥

বন্ধী করে জুতিবাদ বংশ বাখানিয়া ।
 বিমোদক কহে কথা সময় জানিয়া ॥
 ভাঙে করে ভাড়া মৌ বাক্যের কত ছটা ।
 থেকে থাকে জেঁকে উঠে হান্তরস-ঘটা ॥
 বসিয়াছে মস্তিগণ নিজ নিজ স্থানে ।
 গভীর সুধীর ভাব চিত্ত একতানে ॥
 প্রসন্ন প্রকৃষ্ট নেত্র মুখ হান্তধর ।
 লোলিত শ্রবণ তার বক্ষের উপর ॥
 উন্নত বিপুল মৌলী, বীরবৌলী কাণে ।
 ধ্যান দেখি বোধ হয় পরিণত স্থানে ॥
 আর আর পাছিবন বসিয়া দলে ।
 তার অস্তে পদাতির পাড়া দলে দলে ॥
 আসা অসি গজর পরশু ভল্ল শূল ।
 শির টেড়া তাহে বেড়া লোহিত চকুল ॥
 অতুরে দাঁড়ায়ে শত মন্ত করিবর ।
 শূল নাড়ে মদ আড় করে খোর স্বর ॥
 মহাতেজী তাজী রাজী, সাজি নানা সাজে ।
 বন ঘন হেঁচা রব করে সভামাঝে ॥
 থাকি থাকি যারে থাকি করি কারি ঝাড়া ।
 ঝাড় তুলে উঠে ফুলে বুকে দিয়ে চাড়া ॥
 বৃগয়া আখোট রণে আতি জুটে কাঁয় ।
 কিম ভাবে থাকিতে ক্ষণেক নাহি চায় ॥
 কুশ-পৃষ্ঠ স্রাজ-বেহ সাজি সাজি উট ।
 চালকের ইন্দির মাঝেই দেহ ছুট ॥
 কনাকার ছপ ঘটে, গুণে বাগি ফটি ।
 দুর্বসতি তুলনায় নাহি যায় ঘুটি ॥
 প্রোক্ত প্রোক্ত পদ্যে বিহীন প্রদেশ ।
 জাহ্নবীতে যেণু ক্ষেত্র কৃষাণু বিশেষ ॥
 বহে তাহে খোর বায়ু কালাস্তের কাল ।
 জগদ্ধত পদার্থ হেন কি আছে ভরাল ?
 পঞ্চাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞে ইন্দ্রন সন্ধান ।
 স্রষ্টার স্রষ্টা গুণে জটুকট প্রাণ ॥
 কোষার পিরক্ক কোথা 'ঘুল' নামধর ।
 মহাতেজে মহাদেশ শাননে জৎপর ॥

হায় যেই ভূতপ্রেষ্ঠ জগতের প্রাণ ।
 যে হয় সুরভি ঘ্রাণ প্রদান-নিদান ॥
 জীবগণ অরজালা শ্রান্তি ক্রান্তি হয় ।
 মলয় অচলে ঘেঁই রহে নিরন্তর ॥
 তার পুনঃ একি ভাব, স্বরণেতে ভয় ।
 পরশমে জ্ঞান সহ প্রাণের বিলয় ॥
 হেন ভীম-প্রভঞ্জন প্রভাব প্রদেশ ।
 ছায়া জল, তৃণ দল, নাহি মাত্র লেশ ॥
 মার্জিত-ময়ূখ-মালা মৃত্যুর কিঙ্করী ।
 মায়াবিনী ময়ীতিকা যার সহচরী ॥
 হেন দেশে অনায়ামে ভ্রমণে নিপুণ ।
 পশু মধ্যে উট তুলা কাব আছে গুণ ॥
 নিরাহারে নিরলস গমনে নিবেশ ।
 তিন দিন নিষ্কৃ উপাশে নাহি ক্রেশ ॥
 অতি দূরে প্রান্তরের থাকে জলাশয় ।
 সেই দিগে ধায় যদি শান-ইচ্ছা হয় ॥
 জাহ্নবী সিদ্ধান্ত জ্ঞাত উষ্ট্রের নিকটে ।
 দূরে থেকে বারিগহ নাম ত প্রকটে ॥
 আর এক অল্পজ্ঞান অতি চমৎকার ।
 না বইতে সিরকোর প্রাণে ইহার ॥
 জানিয়া আগত ভায় সুধিয়া নয়ন ।
 চরণ প্রসারি করে পরায় শয়ন ॥
 যতক্ষণ প্রভঞ্জন শান্ত নাহি হয় ।
 ততক্ষণ তত্বভাবে ধরাসনে রয় ॥
 বহিরা যাইলে বায়ু জানিয়া সময় ।
 পূর্বমত প্রাণে প্রবৃত্ত পুনঃ তয় ॥
 হায় হেন কুৎসিত আকারে এই মত ।
 অপ্রতিম অসীম সদৃশ থাকে কত ।
 এইরূপ কতরূপ করি আভসর ।
 বার দিয়ে বসিয়াছে গুণিট-জীঘর ॥
 করিপূঠে নোখৎ বাঁজিছে সুধাময় ।
 গুড়ু গুড়ু পরজিত নাকার-চিহ্ন ॥
 লণ্ঠির কিবা ধ্বনি, কিবা ভান ভায় ।
 করিছে জৈরী টোকা প্রকৃতি আদায় ॥

স্বয়ং উদাস করে মধুর আলাপে ।
 সন্তান শেফালী কান্ত কণ্ঠে বিলাপে ॥
 বাজিছে তাহার লাজ, রাজ মাতে মাতে ।
 নিরামের ছেদ-ভেদ, মন মাতে তাতে ॥
 অস্তধারে জনতার নাহি পরিশেষ ।
 মানবী-অটবী প্রায়, নাহি শূন্য লেশ ॥
 অশোভিত শিরজ্ঞাপ প্রকার প্রকারণ ।
 উচ্চৈশ্বরে দৃষ্ট হয় যেন একাকার ॥
 মাঝে মাঝে রথচর পতাকা হ্রীত ।
 চূড়োপরি রতন বস্ত্রা বিলসিত ॥
 লোহিত উজ্জ্বল শিরে, অলক অঙ্গরাগা ।
 হৃদিগে উদ্ভাসিত প্রান্ত, যেন চই পাশা ॥
 বসিয়াছে বর্ণগণ, গৌণে দিয়ে চাড়া ।
 আশে পাশে তাহু কুটু, তাহুল লয়ে পাড়া ॥
 মদক মোদক লয়ে ফেবে ফিরি ঘুরি ।
 বরফী, অমৃতী, পেড়া, ঘিওর, কচুরী ॥
 গৌড়িরূপে রেউড়ী পিউরী হৃদয় ।
 শকরীর স্বীক যেন শোভে তরে সুর ॥
 খেলনা বিক্রেতা, লয়ে বিবিধ খেলনা ।
 কুচিহ্ননৈ সমাজে করিছে আনাগণা ॥
 মাটিতে রচিত মল্ল, মল্ল-সহ খেল ।
 সমাদরে ক্রয় করে ক্ষত্রিয়ের ছেলে ॥
 কোথা বা আসিক-সহ আসিকে লড়াই ।
 ভাঙ্গদেখে বোধ হয়, করিছে বড়াই ॥
 যেদেখে যেরূপ রক্তি, সেই রূপ মতি ।
 সেই রূপ ক্রীড়ারস, সেই রূপ রতি ॥
 শৈশব হইতে সেই দিগে চিত্ত ধায় ।
 অস্তরস, অস্তরূপ ক্রীড়া, নাহি চায় ॥
 বধা, বাজালার লোক নহেক সাহস ।
 নারীপ্রিয় কেলীকলা, কোতুক-বিশালী ॥
 শিশুর পুতুলে, দেখে আভাস তাহার ।
 কামকলা, চলা, তাহে প্রত্যক্ষ প্রচার ॥
 পুতুলে পুতুলে বিয়া, বহু বহু কেলী ।
 সন্ত কৈশোরে যত বাল বালা মেলি ॥

ক্রীড়নে পোক-পাণ্ডে বাইবে বাজক ।
 তামাক খাওয়া বড়, প্রিয় খেলনক ।
 পশ্চিমের প্রজাপুত্র পুরুষার্থ চায় ।
 সেই মত দেখহ শিশুর খেলনা ॥
 ধারে ধারে বসিয়াছে শঙ্কর আপন ।
 ক্রীড়নে ক্রীড়নে অসজ্জিত নানা প্রহরণ ॥
 যুবাগণ ক্রয় করে করি নির্বাচন ।
 কেহ লয় লৌহ-জালময় সম্মন ॥
 কেহ লয় শিখাধী, ভুজালী ভয়ঙ্কর ।
 চক্ৰমক্ বক্ৰমক্, কবে নিরঙ্কর ॥
 কেহ লয় ক্ষিপ্ত খাঁড়া অতি ধরতর ।
 কেহ লয় খঞ্জর পুঞ্জর বিদ্যকর ॥
 কেহ লয় কুণ্ডলিনী পটুকা কবচ ।
 খজুরী চর্যে রচা চক্রে যেচিছে অপচ ॥
 তরুণের শোভে সর্গ-বস্ত্র অরুণম ।
 রতনে রচিত সত ভবি মনোহর ॥
 শাঙ্কুরের কুন্তি বিনির্মিত উলানহ ।
 দংশিলে দশনদ্রই ভীষণ বরাহ ॥
 আর আর কত দ্রব্য, কত দ্রব্য নাম ।
 রাজপুত্র প্রিয় অঙ্গ শূদ্রী বস্ত্রাম ॥
 এই মত কত মত যুক্ত অদ্বৈতজন ।
 রাজস্থানে ক্রয় করে যত যুবাঙ্গন ॥
 আসিয়াছে ললীচক্রে দেখিতে ত মায়া ।
 মুখে মুখে, বীর-বীর ব্যাখ্যান সম্ভাষা ।
 সাধুর চরিত্র কথা কহে কত জনে ।
 কেহ বলে জেন বীর না দেখি নয়নে ॥
 আসিয়াছে দলে দলে যত রাজপুত্র ।
 বীর-অঙ্গ মাতঙ্গাল, নানা গুণ যুত ॥
 কবিবারে সাধুসনে বলের পরীক্ষা ।
 দেখাইবে নিজ নিজ সামগ্রিক দীক্ষা ॥
 দূরতর দেশথেকে আসিয়াছে সবে ।
 আরোহণ করি তুরঙ্গ মনোজবে ॥
 বীকানের আজমের মেতী, মাড়বার ।
 দারাবতী যজবতী আর নীরবার ॥

আধুনিক মাছেরী প্রাচীন মৎস্য দেশ ।
জন্মে যাহে রত্নশিলা নিশেব বিশেষ ॥
কৃষ্ণপঙ্ক, কেরলী মিবার মিষ্টবাদী ।
চোলপুর, জয়পুর যৌদপুর, আদি ॥
মাণিক্য তোমের সবে যোগ সমাদরে ।
বিন্দুস্রাব স্থান নাই ঐদ্রিষ্ট নগরে ॥
পড়িয়াছে েরা ডাঙা যেখানে সেখানে ।
গীত, বাজ, মহে হাস সাবঙ্গের তানে ॥
আসিয়াছে কত মল, কত লব নাম ।
মালসাট, কতনাট, করে অষ্ট যাম ॥
বীথটী বটিতটে গায়ে রঙ্গরঙ্গ ।

কুলতলু কিবা স্থাণু কিবা মত্ত গজ ॥
স্নান পদ্মাকার অঁপি জৈমং লোহিত ।
অরুণ উদয়-কালে বেকর শোভিত ॥
এক ভাগ লাল, অল্প ভাগ শ্বেতোজ্জল ।
শারদী উষার কিবা শোভা নিরমল ।
চটাণ্ট পট্টপট্ট বাহুর আঁকোটে ।
কৈপে উঠে বহুমতী পতনের চোটে ।
ঘুরায়ে মুণ্ডর মাংসে বঙ্গের উপর ।
দেখিলে ভীকর হয় সভয় অস্থর ॥
এইরূপ মল্লসব আসিয়াছে সাজে ।
আছে খাড়া, শির টেড়া, বিক্রমের তেজে ॥
আসিয়াছে মল্ল-যাকি নিজ নিজ দলে ।
বন বন ভাজে ভল্ল ভীথ ভুজবলে ॥
ঘুরায়ে ছুড়িয়ে ফেলে অস্থর উপরে ।
চকিতে লগিতে পুনঃ লুকে লয় করে ॥
আসিয়াছে শর যোদ্ধা গিচত্র সঙ্কায়ী ।
হেন ভঙ্গী যেন অতি শৌর্য্য বসশায়ী ॥
সবে সবাসাচী সম সন্ধানে নিপুণ ।
উভয় কঙ্করে প্রলম্বিত দুই তুণ ॥
নানা রূপে বিচ্যুত শরের ফলক ।
কোন শবে যেন অর্ধ-চক্রের ঝলক ॥
কোন শর-মুখ যেন ভুজঙ্গ-বসনা ।
গরলে মণ্ডিত তলু বিষম ভীষণ ॥

কোন শর-মুখ হর-ত্রিশূল-আঁকার ।
কোন শর, ইন্দ্রের আয়ুধ-অবতার ॥
মহিম-বিবাহে বিনির্মিত ধনুচয় ।
গুণদেয়া, বহুগুণ ভিন্ন সাধ্য নয় ॥
আসিয়াছে আঁসিক, আসন তুরঙ্গমে ।
লক্ষ্যভ্রম, কোন কালে, নহে কোন ক্রমে ॥
প্রমথেশ-প্রমদী পুঞ্জিত প্রহরণ ।
দিনকর ছাতি প্রায় অতি সুশোভন ॥
যত খড়্গী পৃষ্ঠে, তুলে গড়্গ চর্য্য ঢাল ।
অভেদ, অচ্ছেদ, সেই বিষম করাল ॥

বীথবন্দ দাঁড়াইল, নিজ নিজ গণে ।
অপূর্ক ইহল শোভা, পরীক্ষা-সদনে ॥
সেই স্থানে, অস্ত্রের গমনে বিধি নাই ।
প্রভু-পাশে, পঙ্কগণ * প্রস্থিট-সদাই ॥
এমন সময়ে ছই বণ-বাজকর ।
করে করি ছই তুরী হৈল অগ্রসর ।
ক্ষেত্রকর্ম্ম-দ্রাবনে সঙ্কোচ করে তর ।
অতিদূরে তুরী বিনিদ্র দ্রুত ধায় ॥
কোলাহল কল্লোল ইহল তাহে স্থির ।
শুনি শব্দ শুদ্ধ-প্রায় সকল শরীর ॥
হয় চয় শুনে তাহা, কর্ণ করি খাড়া ।
আর কিছুস্থগিত থাকে, পেলে পরে সাড়া ।
প্রথমত মল্লবৃত্ত প্রদর্শিত হয় ।
মল্ল-ভূমে ছই বীর হইল উদয় ॥
এক দিগে সাধু, অল্প দিগে যোদ্ধা-মল ।
গরজিয়ে এলো যেন কেশরী-মুগল ॥

* ইয়ুরোপীয় নাইট-নামধের বীর-পুরুষদিগের
সেবা পরিচর্যায় যেক্রপ ভদ্র-সন্তানেরা বীর-বিহিত
কাৰ্য্যাদির শিক্ষা করিতেন, ভারতবর্ষে রাজসুত্রেও
এই রূপ প্রথা ছিল । শিক্ষিতাবস্থায় বিরাট সন্তানেরা
পণ্ড নামে বিখ্যাত হইতেন ।

মাল বাঁপ ।

ঠুকে তালি, আঁধি শাল, কি করাল মূর্তি ।
মহাকায়, হরি-প্রায়, যেন পায় ক্ষুতি ॥
টলে যায়, পদ যায়, বসুপায় বাঁপ ।
কড় যায়, ঠাণ্ড যায়, মেয়ে যায় বাঁপ ॥
টিংকার, চীংকার, শীংকার, জোঁধে ।
গর গর, কুলেবর, পরস্পর-বোধে ॥
জুড়াকড়ি, গড়াগড়ি, পড়াপড়ি ক্ষেত্রে ।
নুটপুট, দেয় ছুট, কাঁকড়ি, নেত্র ॥
মাতাষাউ, হাতাষাউ, যেন হাতী, দ্বন্দ্ব ।
করে জোর, মহাশোর, হয় ঘোর স্পন্দ ॥
যথালজ, কি অলজ, চলে রক্ত গণ্ডে ।
নাহি তঞ্চ, ঘেরি মঞ্চ, বুকে পঞ্চ দণ্ডে ॥
নাহি ছেদ, ন হি বেদ, ঘন বেদ অঙ্গ ।
ছই মাল, যেন কাল, নাহি তাল ভাঙ্গ ॥
হাঁস কাঁস, বহে শ্বাস, শুনি ত্রাস লাগে ।
ছই জীন, পরায়ণ, বাছ-রণ-রাগে ॥
দ্রজনায়, এই চায়, এ উহায় জিতে ।
করে জাবি, ভূি ভাবী, দেয়ে চাবি ভিতে ॥
কত রোক, বড় কোঁক, দেখে লোক, বন্ধে ।
সবে চায়, হয় সাথ, কেহ কাথ নিন্দে ॥
এই মত, নানা মত, প্রতি হত, কালে ।
সাধু ধরি, নিম্ন আঁরি, ধরা পবি টালে ॥
যেন ঝড়, নড়ে চড়ে, জোরে পড়ে শাল ।
তার প্রায়, লম্বকায়, পড়ে যায় মাল ॥
যোধাশূর, দুর্পিত্ত, বত-ভূর ভঙ্গ ।
হমি হরি! ধনি কবি, সভা ভরি নঙ্গ ॥
ছুঁকার, চীংকার, বার বার লক্ষে ।
সিংহাংকার, অংভার, সাধু তার বক্ষে ॥
ধরে ঘাড়, দেয় চাড়, বুঝি হাড়, ভাঙ্গে ।
ছল-ছল, চক্ষে জল, নাহি বল, জাগে ॥

ধড় ফড়, করে ধড়, মায়ে চড় ভারী ।
নাসিকায়, রক্তমাংস, বহুধায় হারী ॥
তারিলাক যোগা মগ, দেখিল সকলে ।
জয় জয় জয় শব্দ হয় সভাশলে ॥
দণ্ডবৎ নাকি গং নিখে সাধু পদে ।
হেট মুখে যায় মল, হীন বীর-মদে ॥
যেন কারি বর্ধমে পড়িয়া, নত শিরে ।
মস্তর গমনে বনে যায় ধীরে ধীরে ॥
নাহি চায় পশ্চাতে, না চায় অগ্রভাগে ।
আপনার অপমান মনে মনে জাগে ॥
মল্লযুদ্ধ পরে সাধু গিয়ে নিজ দলে ।
কিছুকাল বিশ্রাম করিল যথাশলে ॥

পুনরায় সাজিয়ে আইল অঘোপরে ।
সুশোভন শরাগন, পলু ধরি করে ॥
হেম-তন্তু বিনিমিত্ত কবচ পিধান ।
ভাল করে জোনা যেন অনল সমান ।
কিবা শিরে শিরস্ত্রাণ ইন্দুপলু ছটা ।
পূষ্ঠ আসিচর্ম, যেন জগদধি ঘটা ॥
পুনরায় ভূমী শব্দ হয় রঙ্গ ভূমে ।
উল্ল ধূল ধূলমাণী মহা ধাম ধূমে ॥
মনে হয়, এই বলে "কে আঁকি এস্থলে ।
সামুসহ শরাশিলা দেখাও সকলে ॥"
ভুরানাদ-শেষে, এলো এক বলবান ।
নামেতে অজুঁন গংহ, অজুঁন সমান ॥
প্রথমত শর কাটকাটা ঝাঁকে ঝাঁকে ।
জুই বীর ঘোরে তথা শত শত পাকে ॥
এ মায়ে উহাণে শর, হির লক্ষ্য করি ।
প্রতিপক্ষ কাটে তাহা অস্তর উপরি ॥
অমনি সন্ধানে পুন করি সেই জন ।
বরিষণ করিতেছে কত প্রহরণ ॥
কটাগুট কাটাকাটা, অগ্নি উঠে তায় ।
জয়জয় কিছুই না হির বুঝা যায় ॥
পরিশেষ, লক্ষ্য এক নোনি রূপিত ।
সুশোপরি অঙ্গপূর্ণ পাক-আয়োপিত

সসিলে ভাসিছে এক অক্লম কমল ।
নয়নে না দৃষ্ট হয় সেই শতদল ॥
শত হস্ত অন্তরেতে লক্ষ্মী নাইবে ।
পাত্র ভেদ পণে লক্ষ বিকিতে হইবে ॥
প্রথমে অর্জুন সিংহ রূপে উদ্ভব ।
ভূসার হইল ভঙ্গ, লক্ষ্যে হলো ভ্রম ॥
ভক্ত বেয়ে, কমল কমল সহ ছুটে ।
হো হো করি, অনারণ্যে হস্তধন কুটে ॥

লজ্জা-নম্র মুগ, য র হৈল সত্যহলে ।
অর্জুনের নামের কমল সব হলে ॥
পুনরায়, পূর্ণ পয়ঃপাত্র প্রদীপিত ।
পুনরায়, পদ্মপুপ তাহে সারোপিত ॥
শত হস্ত দূরে, বাধু মাগিলেক ভীর ।
বিবিল বারিষ ছেদী ভূধার শরীর ॥
না ভাসিল ভাঙ্কন, না পড়ে বিলু নীর ।
“যত্ন যত্ন যত্ন সাধু” কহে যত বীর ॥

হেন মতে হৈল বেলা বিভীষ প্রহর ।
প্রথম হইল আসি বিন্দু-বিন্দু কর ॥
তপনের তাপনে ভাঙিল বহুমতী ।
ক্রমে ক্রমে মনঃগতি প্রাপ্ত সঙ্গতি ॥
সুমুগ্ধ প্রাণবায়ু সদৃশ লক্ষণ ।
মন্দীভূত হস্তাঙ্কুর প্রদীপন ॥
হইল বিকল ভাব প্রতী-সমনে ।
ক্লমক্লম বিলু বিলু উদয় মনে ॥
ঐত্যাতে পঙ্কপাতে নীহারের হার ।
আঁধা মরি মরি কিবা মাহুরী তাহার ॥
ভাঙ্কিতে সুধাধর গোহি স্বধর ।
ভাঙ্কিতে সুধা ভূত্পক পুষ্পধর ॥
ভাঙ্কি কিঙ্কি প্রান্তি অহুভূত নয় ।
বলিচক্র-প্রতি সবে স্থির নেত্রে রয় ॥
মহা কোতুহল মনে, কাঁপে অন্তর ।
বীৰ্য্য বিক্রম, করে ময়ন-গোচর ॥
সেই রশে সুরসিকা সকল মহিলা ।
পরাক্রমে এক এক প্রদীপা প্রমীলা ॥

বীৰ্য্য-বিহীন রূপে যতিপতি প্রায় ।
হেন জনে, কটাক্ষে-কদাচ নাহি চায় ॥
অপূর্ণ সাধুর শিক্ষা দেখিছে সকলে ।
শোভিছে কুমার সম রঙ্গভূমি স্থলে ॥
ভারকী অম্বর প্রায় পরাক্রমযুত ।
কত কত প্রতিযোগী হৈল পরাভূত ॥
চাচিক চৌহান সঙ্গে অপার কৌশল ।
দুই বীর উর্দ্ধ শির প্রচণ্ড প্রবল ॥

অসি হস্ত দুই মস্ত অশে আঘোহন ।
ঘন পাকে বলিচক্রে করিছে ভ্রমণ ॥
মাধায় ঘুরিছে অসি, কত শত পাকে ।
কত বা তর্জিন করি, ফেরে তাকে তাকে ॥
কত চারি ভিতে, বুঝাইছে তরবার ।
কিছুমাত্র দৃষ্ট নাহি হয় দেই কার ॥
কত তরবারে তরবারে ধোর রণ ।
গচাচ, বান বান, ভীষণ নিঃশব্দ ॥
হেন স্থির লক্ষ্য তার, চালাইছে অসি ।
অতি বেগবতী, যেন তারা পড়ে খসি ॥
বোধ হয় কাটা গেল সাধুর শরীর ।
হের কিবা বার্থ তাহে কলিতেছে বীর ॥
চকিতে বুঝায়ে ঢাল ঢাকি নিজ শির ।
লাঙ্গনী করিল প্রতিযোগীর অসির ॥
বুঝায়ে আপন অস্ত্র হানে হান হান ।
খান খান ভেঙ্গে পাড়ে তরবার খান ॥
মাগিতে উত্তত পুনঃ খজর পসারি ।
চৌহান, বিহত জ্ঞান, সহিতে না পারি ॥
মধ্যস্থ, সময় বুঝি মধ্য খাড়া হয় ।
নিবর্তিতা যায় সাধু শব্দ অয় জয় ॥
লোকাগ্ন্য, অগণ্য সুধন্য ধ্বনি করে ।
“সাধু সাধু, সাধু সাধু,” কহে বত নরে ॥
মাগিয়া আসন থেকে করি গোত্রোৎসাহ ।
ইসিতে আপন স্থানে করেন আত্মান ।
মকোপরি বসি যথা সৌম্যনিগণ ।
সেই দিগ হয়ে, সাধু করিছে গমন ॥

বদে ভদ্রে তুৰঙ্গ বাইছে ধীৰে ধীৰে ।

আপাদ মন্তক জাত পরিশ্রম নীৰে ॥

মেঘনাদ নাম জ্ঞান, মেঘবর্ণ-ধর ।

• মদগর্বে মত্ত গতি, ক্লম কলেবর ॥

বিষ্ণু প্রকৃ জয়-লব্ধ সমর-শিকার ।

মহানন্দে হেবা শব্দ করে উত্তরায় ॥

সুধুর্বে নিকটে হেরি, বরাদেহাঙ্গণ ।

ধাবাকারে করিছে কুহুম বহিষণ ॥

গোলাব, শ্বেবতি, নাগকেশব, কেশব ।

ভূচন্দ্রক, চন্দ্রক, অংশোক শোভাকর ॥

কুরুবক নামাজ্জাতি সিংহাসিত, পীত ।

পলাশ, পুন্নাগ, পদ্ম, পদ্ম প্রোক্ষ্মলিত ॥

মল্লিকা, মালতী, মধু-মাধবী-মঞ্জরী ।

আর আর কত মত্ত কুহুম-বজ্ররী ॥

সুশীতল মলম্বজে মাথা সব কুল ।

ধবিল ধবল বর্ণ সাধুর দ্বকুল ॥

এমন সময়ে দেব অপরূপ ঘটনা ।

হেমধাল করে, এক নবীনা লাগনা ॥

কুহুমের মালা তাহে শোভে মনোহর ।

ধীৰে ধীৰে গতি করে যথা বীরবর ॥

তুৰঙ্গ বাধিল সাধু প্রমত্তা নিবধি ।

কহিতে লাগিল কথা কুমারীর সখী ॥

ধব, ধব রাজপুত্র, এ কুহুম-হার ।

কুমারী শ্রীকৰ্মদেবী কৃত পুংস্কার ॥

যেথাইলে রাজ-ভূমে শিক্ষা চমৎকার ।

তব যোদ্ধা পুংস্কার আছে বিদ্যা আর ॥

কবিলেন সমর্পণ পাণি সহ প্রাণ ।

এই কুহুমের হার তার অভিজ্ঞান ॥

এত বলি সৌমন্তিনী মালা দেহ কয়ে ।

উচ্চৈঃস্বরে কহে সাধু অশ্বের উপরে ॥

জন জন সভাহ সমস্ত জনগণ ।

কৰ্মদেবীদত্ত এই মালা সুশোভন ॥

সরলা ভূপতিবালা আমায়ে বহিলা ।

অবাচিত ধন-দানে কৃতার্থ করিলা ॥

কিন্তু এই পূৰ্ণাপর আছে ধৰ্মনীতি ।

এই শ্রুতি, স্মৃতি, এই সৰ্বদেশে রীতি ॥

পিতা-সন্তে দ্বিহত্যার স্তম্ভতা নাই ।

যাব ধন, তার কৃত সম্ভ্রমণ চাই ॥

উরিষ্ট-ঈশ্বর যদি ঘেন একে মিলি ।

গ্রহণ করিতে পারি যথা শাস্তি বিদি ॥

নকুবা একাধো যম অভিমত্ত নয় ।

পরিণয়ে পাণিদান উৎকৃষ্ট হয় ॥

মানময়ী মনোভোভা ময়ীপ-কুমারী ।

মান-ভঙ্গ করিতে তাঁহার নাহি পারি ॥

অন্যেব মালামাঞ্জ শিবে বসি পারি ।

এই নিবেদন মম, তুমি সহচরি ॥

যথাবিধি বিবাহের যদি পাই টীকা ।

তবে সে বহিষ্ঠে পারি ভূপতি-বাগিকা ॥

এত বলি নন্দদেয় মালা তুলে লয়ে ।

ভূমিলেক শিখস্থানে স্থিত-মুগ হয়ে ॥

বলী-চক্রে হৈতে বীর তইল বাহির ।

তিমির করিয়া শুভ, বেগন মিহিত ॥

লোকারণ্য মাঝে উঠে মহা কোলাহল !

কত কথা কহে যত দুঃস্থি সফল ॥

কেহ বলে কি বলিল সব শুনি নাই ।

কেহ বলে এমন না দোষি কতু ভাই ॥

কেহ বলে কেমনে এমন হবে বল ?

কি ভাবিবে রাজপুত্র অরণ্য-কমল ॥

কি বলিবে তার পিতা চণ্ডদেব রাঘ ।

হইবে সময় ঘোর বৃষ্টি অভিশ্রাব ॥

হেন অপমান কতু সহিতে নারিবে ।

তারি সহ এ বিবাদে সাধু কি পারিবে ?

কেহ বলে কৰ্মদেবী কবিল কি কাঙ্ক্ষ ।

হামাইল রাজস্থান, রাজভক্ত-সমাজ ॥

প্রাচীন, কুলীন, ধনী, পরাক্রান্ত অতি ।

প্রধান পদবী কার বাঠোর সংহতি ?

এমন বংশের বংশধর যেই জন ।

কৰ্মদেবী সহ ভায় সম্বন্ধ ঘটন ॥

অনায়াসে সেই সন্ধি করিয়া ছেদন ।
 অস্ত্রে বরিলা বালা এতক্ষণ কেমন ?
 এইরূপ নানা কথা লয়ে নানা জন ।
 দলে দলে করে সবে স্বলয়ে গমন ॥
 এগারুন সংবাদ শুন, শ্রীমাদিকা ভূপ ।
 উৎখলিত চিত্তা-জলে চিত্তরূপ ভূপ ॥
 বিব্রত বসনে গবে করবে প্রবেশ ।
 নন্দিনীয়ে ডেকে আমি জিজ্ঞাসি নিশ্চয় ॥
 “একি কহ গো কুমারি, একি কহ গো কুমারি ?
 কেমন তোমার কৰ্ম্ম বসিতে না পারি ॥
 কহ বাগবদা যেই, কহ বাগবদা যেই ।
 কেমনে অপরে স্বার পরিবেশ সেই ?
 তাহে চণ্ডদেব রাঘ, তাহে চণ্ডদেব রাঘ ।
 দ্বিতীয় প্রচণ্ড চণ্ড মার্কণ্ডের পায় ॥
 একে অযশ সমুহ, একে অযশ সমুহ ।
 প্রাণ পতন্তু তাহে, তার সেনাবাহ ॥
 হবে অজ্ঞান সময়, হবে অজ্ঞান সময় ।
 বিগ্রহ তাহার সহ, নহে শোভাকর ॥
 মনে দেখত বিচারি, মনে দেখত বিচারি ।
 রাজ-পুত মার্কণ্ড হবে তার সহচরী ॥
 যথা ধর্ম্ম তথা জয়, যথা ধর্ম্ম তথা জয় ।
 বৃষ, বিবি, বৈব বর্গ, এক-বাক্যে কয় ॥”
 শুনি পিতার বচন, শুনি পিতার বচন ।
 কৰ্ম্মদেবী যোন মুখে বন কিছুক্ষণ ॥
 যথা দাবাপাত কালে, যথা দাবাপাত কালে ।
 কেতকী-কলিকা মুগ্ধ ধর্ম্মে পুষ্পজালে ॥
 হলে যেখের অভায়, হলে যেখের অভায় ।
 তখন প্রকাশ হবে আপন ছায় ॥
 তার সৌরভ সুখায়, তার সৌরভ সুখায় ।
 মত্ত হয়ে মার্কণ্ড অস্ত্রে দ্রুত পায় ॥
 সেইরূপ ভূপসুতা, সেইরূপ ভূপসুতা ।
 ক্ষণ পূর্বে, কহিছেন কথা সখ্যতা ॥
 “নিবেদন শ্রীচরণে, নিবেদন শ্রীচরণে ।
 ক্ষমাগুণে প্রতি দেহি, দাসীর বচনে ॥

কথা বেদের বিহিত, কথা বেদের বিহিত ।
 অত্র বরে অবিহিতা বতি হুহিতা ॥
 কিন্তু এই বিধি কাল, কিন্তু এই বিধি কাল ।
 অবাধে চলিত সত্ত্ব নহে সর্বকাল ॥
 কত পশিবদা সত্ত্বী, কত পশিবদা সত্ত্বী ।
 একে দত্ত পশে, পশে বরে অত্র পতি ॥
 বাগদান মন্দ বীতি, বাগদান মন্দ বীতি ।
 ইহাতে হতেছে কত ককৌর্ষি কুনীতি ॥
 পিতৃ স্বহ হুহিতায়, পিতৃ স্বহ হুহিতায় ।
 কিন্তু অত্র স্বহ সহ, শ্রেষ্ঠ তুলনায় ॥
 নহে পশু পশু মন, নহে পশু পশু মন ।
 নহে ভূমি, নহে ভব, রজত কাঞ্চন ॥
 যার ধর্ম্মে অপিকার, যার ধর্ম্মে অপিকার ।
 ইহকাল, পরকাল, অচাঁচ ষ্ট্রী ॥
 সুখ ভূগে ভোগাভোগ, সুখ ভূগে ভোগাভোগ ।
 চিন্তনীয় কিসে দূর হবে ভব-রাগ ॥
 তারে যতনে লাগন, তারে যতনে লাগন ।
 বহু দিন করি যোগা নহে বিসর্জন ॥
 তপে অত্র ধন দিলে, দেখে অত্র ন দিলে ।
 দাতা স্বহ গতে, নাহি উপস্থদ মিলে ॥
 কতাদানে ভিন্ন মত, কতাদানে ভিন্ন মত ।
 দাতা গ্রহীতা স্বহ কহু নহে গত ॥
 বিশেষতঃ অপুত্রকে, বিশেষতঃ অপুত্রকে ।
 সর্বথা পুত্রহ অর্হু হুহিতা সূতকে ॥
 যেই জননে মরণে, যেই জননে মরণে ।
 কল্যাণ-দায়িনী হয় খাত ত্রিভুবনে ॥
 যারে বলহ নন্দিনী যারে বলহ নন্দিনী ।
 সুরভী নন্দিনী প্রায় মানস বর্জিনী ॥
 কহ তারে না জিজ্ঞাসি, কহ তারে না জিজ্ঞাসি
 পরে সমর্পণে কত ভূগে রাশি রাশি ॥
 কুল শীল রূপ গুণ, কুল শীল রূপ গুণ ।
 সর্বমতে যদি কেহ হয় স্ননিপুণ ॥
 তবু নহেত শোভন, তবু নহেত শোভন ।
 কতায় অমতে তারে অপরে অর্পণ ॥

বায়-ভোগা এমেনী বীর-ভাগা এমেনী ।
 সেই রূপ বীর-ভোগা বীরের নন্দিনী ॥
 দেখ সীতা জগতনী, দেখ সীতা-গুণবতী ।
 মনঃমগ্নে বিলেন বাম-বদন ॥
 ধর্মভর সুরেশ্বর, ধর্মভর সুরেশ্বর ।
 বদনী-দ্বিভুজ কৈ কার তেন বদন ?
 দ্রৌণীর অঘমর, দ্রৌণীর অঘমর :
 সেইরূপ পুংস্বর পৃথক পুংস্বর ॥
 দময়ন্তী সেইরূপ, দময়ন্তী সেইরূপ ।
 দেবভক্ত করি বসিলেন মল ভূপ ॥
 এই নীতি অল্পম, এই নীতি অল্পম ।
 দম্পতি স্থগের এই বাক্য মনোরম ।
 যথা নীতি না চলে, যথা নীতি না চলে ।
 মানস বিজ্ঞান প্রায়শ্চেষ্টে সেই স্থলে ॥
 আর কহিলে আপনি, আর কহিলে আপনি ।
 প্রতাপে মর্ত্ত্ত গুণে দেব নৃপতির ॥
 সাধু-কল্প নন নান, সাধু-কল্প নন নান ।
 রাজ স্থানে তাঁর সহ কেবা সমগুণ ?
 দেখিলেন সাক্ষা তার, দেখিলেন সাক্ষা তার ।
 বড় বড় বলবান হত-অহকার ॥
 কেই বাকী ন হিছিল, কেহ বাকী নাহি ছিল ।
 কত দূর থেকে কত স্বপ্ন আইল ॥
 সতে মানিলেক হারি, সতে মানিলেক হারি ।
 সভায় সাধুর জয় দিল নর নারী ॥
 ধর্মপক্ষ কিবা হয়, ধর্মপক্ষ কিবা হয় ?
 বিচারিয়ে দেখুন জনক মহাশয় ॥
 লোকে এই পরিজ্ঞান, লোকে এই পরিজ্ঞান ।
 ধর্ম তাহি পক্ষ, যারে করে বর্গদান ।
 যদি ইহাই প্রমাণ, যদি ইহাই প্রমাণ ।
 কি হেতু অজ্ঞা বাদ প্রকাশে পূর্ণ ?
 দেখ কক্ষিণী-হরণে, দেখ কক্ষিণী-হরণে ।
 স্ত্রী-বাক্য শিশুপাল পরাভূত রণে ॥
 আর স্ত্রী-হরণে, আর স্ত্রী-হরণে ।
 অপমান হৈলসার মানী হর্যোথনে ॥

অতএব বিবেচন, অতএব বিবেচন ।
 অর্থের ঐশ্বর্য নাহি প্রয়োজন ॥
 এই শাস্ত্র স্তম্ভজন, এই শাস্ত্র স্তম্ভজন ।
 যাহা প্রকৃতি, যদি পতি সেই জন ॥
 হরণে অজ্ঞা বাদ হলে স্তম্ভজন ।
 শিশু হৈ মনঃপদ হৈ জীবন ॥
 জীবনে কল্যাণ, জীবনে কল্যাণ তথা,
 মনে মনে করেন বিচার ।
 যথা বুদ্ধ কথ-সব, হইয়াছি হত রব,
 ইথে তথা কহিব কি আর ?
 বিশেষে যেক মন, বহিঃস্থি নিরীক্ষণ,
 না জানি, কি করিতে কি হয় ।
 সাধুপ্রতি স্বপ্ন, ইথে আশা ভঙ্গ করা,
 কোন মতে উপগুক্ত নয় ॥
 নাহি আর পুর কল্যা, এক কল্যা ধরা ধরা
 যদি এর আশাভঙ্গ বরি ।
 ধর্মের বাতায় হলে, লোকে নিরীক্ষণ কবে
 অশেষ হবে ভবে জরি ॥
 পাত্র কেবা সাধু সম, যা থাকে কপালে মম,
 হিত মানি তারে বজ্রদনে ॥
 এত ভাবি মতিমান, তথা হৈতে গাত্রোথান,
 করি যান বাহর দেবানে ॥
 ডাকিয়া অমাত্য-বরে, বহিছেন যুজ্জবরে,
 কর্মদেবী-বিবাহ-সম্বাদ ।
 সাধুসহ পুণ্ডর্য, হইবেক স্নানচয়,
 অজ্ঞায় বিষম প্রমাণ ॥
 ডাক দিয়ে আন ভাটে, টীকা লয়ে স্বর্ণ-টাটে,
 সাধুর নিকটে থাক্ সেই ।
 “কর সব আয়োজন, বিলম্বিতে প্রয়োজন,
 নাহি আর সারোকার এই ॥”
 আজ্ঞা শনি মস্তক, ডাকি সব পরিচর,
 উদ্বেগ করিছে নানরূপ ।
 পূর্ব মধ্যো বাক্য শাক, রমণী মণ্ডলে শাক,
 উখলিত আনন্দের কূপ ।

ଡାଟ ଶୁଣ ସାମାନ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଟିକା ନିମ୍ନ,
 ମଧୁ ଶୁଣ କରେନ ଶ୍ରୀମଣି ।
 ଅକତ କୁହୁଣ-ଫଳ, ଶୁଣକ ଚକ୍ରମ ସମ,
 ଧାତୁ, ଦୁର୍ଗା, ଶ୍ରୀକଳ କାଳନ ॥
 ଟିକା ମେଘେ ବୀରବର, ମେଘୋତ୍ତମ କାଳବର,
 ଜିବିବ ସମିତ ବିଷାଦର ।
 କୁଟ-ପ୍ରାୟ ପଦ୍ମବତୀ, ଶୋଭିତେ ଶ୍ରେୟସ ଅଳୀ,
 କଥେବ ନାହିକ ଅନାନ୍ତର ॥
 ହୁଅି ସହଚର, ସାନ୍ତ-ବଧା କତ କହ,
 ବଦନ୍ତେର ପରିମାୟା ମଧୁ ॥
 କେହ ବଳେ ଶୁଭ ଯାତ୍ରା, ଶୁଭେର ନାହିକ ଯାତ୍ରା,
 ଶୁଭକ୍ଷେପେ କରେ ନିଶେ ଡାହି ॥
 କେହ ବଳେ ଏ ଯାତ୍ରା, ଶୁଭ ଯାତ୍ରା ଲାଭିକାର,
 ଧରିକ ବିବାହ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୀ ।
 ଏକ ଯାତ୍ରା ଭିର ବଳ, ଶ୍ରୀକାଳି କାର୍ଯ୍ୟ-ବଳ
 ଶୁଭକ୍ଷେପେ କରେ ନିଶେ ଡାହି ॥
 ଏହିକ୍ରମ ହାତ-ବଳେ, ଶ୍ରୀକାଳି ପାଟେ ବଳେ,
 ଆଶିଷ କରନ୍ତେ ଶୁଭ-ପ୍ରାପ୍ତ ।
 ସନ ସନ ବାଢେ ଯୋଗ, ଶ୍ରୀକାଳି କୁହୁଣ-କୋର,
 ହାତ-ବଳେ ଶ୍ରୀକାଳି ପ୍ରାପ୍ତ ।
 ବହେ ମନ ସମୀପ, ଶ୍ରୀକାଳି ଶୁଭକ୍ଷେପ,
 ମାଧୁ ଚାକ୍ର ବର-ବେଶ ଧରେ ।
 ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କି ଯାନେ ଆରୋହଣ,
 କରି ସାଧ ବିବାହ-ଆମେ ॥
 ବାଢେ ବାଢ ମନୋହର, ନୂଆ ଗୀତ ସର ସର
 ହାତ-ବଳେ କୋହୁଣ-ବଳାପ ।
 ବାପିଆ ତନ୍ତ୍ରର ତାନ, କାଳବର କରେ ଗାନ,
 ଶୁଭକ୍ଷେପେ ଶ୍ରୀକାଳି ॥
 ଡାଟେ ପଢେ ଶ୍ରୀକାଳି, ଶ୍ରୀକାଳି କୁଳାଚାର,
 ବାଧାହି ବାଧାସ ବରାଜନା ।
 ମହାୟା ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, କେତେ ବେଦ-ଉଚ୍ଚାରଣ,
 କୁଳ-ଦେବତାର ସମାର୍ଚ୍ଚନା ॥
 ଯଜ୍ଞ ସୁଧୀରା ଗୀତ, ବୋହିତ କରେ ଚିତ,
 ହୃଦୟର ସହିତ ଗାହନା ।

ସକଳ ଶୁଭେଷ ହସ୍ତି ବିବାହେଷ ଶୁଭେଷ,
 ବର କଥା ଚାହନୀ ଚାହନା ॥
 ଶ୍ରୀକାଳି-ନନ୍ଦିନୀ ବାଳା, ମନେ ପଢେ ପୁଷ୍ପାଳୀ
 ମନେ ପଢେ ତଥାକାର କଥା ।
 ଜିବିବ ହାତେର ରେଖା ଶୁଭାଧରେ ବାଧା ଦେଖା,
 ଆଶ-କୋଟୀ ବରାଜିବେ ସଖା ॥
 କହୁ ବା ବିଷୟ ରସେ, ନେତ୍ର ନୀଳ-ତାମ୍ରରେ
 ବିଲସେ ମାଧୁରୀ ମନୋହର ।
 ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରାପ୍ତ ମତି, ଆଶାଳତା ପୁଷ୍ପବତୀ,
 ହାତ କୋଷ ନବ ଭାବ-ଭାଗ୍ୟ ॥
 ପତି-ବାମ-ଭାଗେ ମତି, ହେବେ ପ୍ରାୟ-ସୁଖ-ମତି,
 ବଦାକ୍ଷର ବସନେ ତାହାର ।
 ବାଧା ସଖା ମନେ ସନ, କିବା ତଥା ପ୍ରାୟୋଜନ,
 ବସନ-ବଦନ କୋନ୍ତାର ?
 ଶୁଭକ୍ଷେପେ ଶୁଭକ୍ଷେପ, କଥା କରେ ସମର୍ପଣ,
 ମହୀନ ମାନିକ୍ୟ-ଦେବ ବାଧା ।
 ପ୍ରାୟୋଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ, ଦୀନ ଦିକ୍ଷୟେ ସାନ,
 ସବେ ହେତୁ ହିଁଶ ବିଦାୟ ॥
 ପ୍ରାୟୋଜ୍ୟ ହିଁଶ ନିଶା, ପ୍ରାୟୋଜ୍ୟ ନିଶା ନିଶା,
 ଲାଭିକ ପଞ୍ଚମ ଶିକ ମାଧୁ ।
 କେଶର ସୁଖି ସହ, ପ୍ରାୟୋଜ୍ୟ ଶୁଭ-ବହ,
 ଶୁଭକ୍ଷେପେ ଶୁଭକ୍ଷେପ ॥
 ଶ୍ରୀକାଳି-କୋଳେ, ସବୁବି ଶିଳ୍ପେ ଶିଳ୍ପେ ହୋଲେ,
 ପ୍ରାୟୋଜ୍ୟେ ପତିତ ପରାପ ।
 ଅରୁଣିତ ତାହେ ଶ୍ରୀକାଳି, ଟଳ ଟଳ ଟଳ ଟଳ,
 କିବା ଶିଳ୍ପେ ଶିଳ୍ପେ ଶ୍ରୀକାଳି ॥
 ଶ୍ରୀକାଳି-କୋଳେ, ନାନା ମତ ଆରୋହଣ,
 ବର କଥା ବିଦାୟ କାରଣ ।
 ଶ୍ରୀକାଳି-କୋଳେ ମାନି, କତ ରସ ଦିଲ ଆନି,
 ଶ୍ରୀକାଳି, ଶ୍ରୀକାଳି ବାଧା ॥
 ଶ୍ରୀକାଳି-କତ ମତ, ଦାସ ଦାନୀ ଶତ ଶତ,
 କତ ଶ୍ରବ ବିଶେଷ ତାହାର ।
 କ୍ରମ ଶୁଣେ ଦିକ୍ଷାଶ୍ରୀ, ସେନ କ୍ରମ ସହଚରୀ,
 ମନେ ମନେ ଚଳିଲ ହାତୀର ॥

স্বীয়াধারী • নামধরা, বুদ্ধিযুক্তি কথরা,
কেশ বনাইতে স্ননিপুণ ।
কত হল কলা জানে, জ্ঞানবতী নানা জানে,
বসে, মসে, তসে বহু গুণা ॥
মুসল মোর্চক বীণা, বাহনেক সুপ্রবীণা,
বয়সেতে কেবল নবীনী ।
কটাক্ষে কামের শর, কলবঠে শিকস্বর,
পীন পয়োধরা মধ্যমীণা ॥
বিপুল কুন্তল ভার, নবীন নীরবদামর,
নিবিড় নীলোৎপল ভাতি ।
বে হেই তাদের পানে, মাধুরী মালক-পানে,
হতজ্ঞানে করে মাহাজানি ॥
সঙ্গিনীগুণেতে যার, এত রূপ অবতার,
তায় রূপ বর্ণিব কেমনে !
চলিল বঙ্গিনী বঙ্গে, প্রিয় প্রাণপতি যত্ন,
রতি যথা স্বীয় পতি সনে ॥
ঔরিস্টের অঙ্কপুং, প্রসন্নতা পেন দুঃরে,
মহিষীয় চক্ষে বাসি-ধারা ।
সঙ্গিনী বহিল যারা, কাতরা হইল তারা,
বিপলিত অশ্রু তাপাতারা ॥
মাণিকোর পদভঙ্গে, লোটায় ধরণীশলে,
সর কস্তা করিল প্রাণ ॥
আমাতার কর ধরি, বিহিত দিনয় করি,
কহিতেছে বচন লবায় ॥
তন বাণা মহাশয়, যবিত্ত উচিত নয়,
তব প্রতি উপদেশ বালি ।
নিখিল কল্যাণ-ভূমি, গুণের নিসয় ভূমি,
জানি আমি, তুমি অতি জানী ॥
তথাপি কহিতে হয়, শুধু হে মঙ্গলময়,
এই ময় কস্তা কর্মদেবী ।
অমাত্যর পুণ্যবলে, প্রসন্ন ললাট ফলে,
পাইয়াছি দেব দেবী সেবি ॥

ভয়িয়াছে বত পিন, হইয়াছে হঃখহীন,
আনন্দ-মণি এই দেশ ।
বিবিধ বিস্ময়-কর, সময়েতে হয় বাউ,
কোন প্রাণ যদি ফেল দেশ ॥
নাহি আর অরুণ-রশ্মি, এই সর্ব শুভযুতা,
গুণানন্দ-দায়িনী পিনী ।
যথা জনবে দেবতার, রস পারকর-প্রদা,
সেইদিক অগ্নি-বাহনী ॥
পয়োধি-ময়ন-ময়, যি পয়ালয়া করে,
কইলেন গুণ-বাহন ।
তদবধি পুণ্য-কোণ, প্রাণ-কর পুণ্যকালেক,
কইলেন গুণ-বাহন ।
এখন সাক্ষাৎ-দেবী, পতিগুণ নানা নিধি,
কিস্তি কিস্তি বন্দনা বোধায় ?
কর্মদেবী পিন-কোণ, কইল হইবে ঘোর,
কইল হইবে ঘোর-বাহন ।
আর কিছু-কিছু-কিছু, কইল হইবে এই চাই,
সেই বহন-বাহন-বাহন ॥
এত বনি নরপাণ, শে-শেতে কাতর অতি,
দৃষ্টিপূর্ণ-বাহন-বাহন ॥
হেরিয়া পিতার গতি, সোণ-মুখ গুণবতী,
কর্মদেবী মৌন-মুগে বন ।
কলিত লালন-মেধ, বাসন-নির্জালিত গেহ,
অমি অমি বিচলিত মন ॥
আখি মুন্দি চারু-সীমা, সোণ-সীমা আরোহিণী
মেঘা-মেঘে সঙ্গিনী-বাহন ॥
মুহুর্তেক রুটি পরে, ভাঙ্গ-ভাঙ্গ পড়িকো,
প্রতিপত্তে শোভা-অপন্ন ॥
কত ভাব সবুদিত, কইল চিত্ত অসুদিত,
যেন নব-সুন্দর-সুন্দর ।
মোহন অরতি তার, সমাধন সহকার,
আমোদিত করে পুণ্যভূম ॥
চলিল রমণী বঙ্গে, প্রাণ-প্রিয় পতি-সঙ্গে,
কত রস সবল-সন্তোষ ।

স্বীয়াধারী অর্থাৎ দীপ ধারণা, প্রত্যুত বিবিধ
কলায় প্রভাবিতা ।

ফলবনে ফুলবাণে, বিমোহিত শ্যানে জ্ঞানে,
যে হইল নিশবৎ বিস্ময় ॥
তথা শ্রেয়সরসি, হৃদয়ে অঙ্কুরিত বীজ,
মুকুতিল লুপ্ত এতন ॥
হইয়াছে কলম্বু, তবে ভয় কত সুখ,
আমোহ হিম্মলে সত্ত্বপ ॥
এমন সময় শুন, তুর্নাদ পুনঃ পুনঃ,
অনুভবিত নিশবৎ ॥
তুরঙ্গের হেঁদা রত, প্রাণের পশু সৎ,
দলে দলে পলায় সভয় ॥
আসিতেছে এক দূত, বজ্রোত্তী বজ্রপুত,
দর্শন দেশের অশ্রু চড়ি ॥
যথা সাধু বীরবর, তথা সেই অল্পচর,
উপনীত হৈল দড়-পড়ি ॥
শির নোয়াইয়া কয় "শুন শুন মহাশয়,
রাজপুত্র অরণ্য-কমল ॥
এই পত্র আপনাবরে, সংগণ করিগারে,
আঘাতে দিলেন দূত-বল ॥
যথা বিধি তত্ত্বত, তত্ত্বত হে গুণধর,
পত্রযোগ প্রদান করুন ॥
এত বলি পত্র দিয়া, রহে ঘোড়া থাইয়া,
ভানু আগে যেমন অরুণ ॥
মুদ্রা মুক্ত করি পরে, পত্র শেড়ে কত্রা বরে,
উভয়ের চঞ্চল নয়ন ॥
হই ভাব হৃজনায়, হই মুখ-ভঙ্গিমায়,
বিভাসিত হইল তখন ॥

পত্র ।

"শুন হে পুণ্ড-পতি মোহিল-কুমার ।

কেমন আচাৰ তব, কেমন বাভার ?

মুগ্ধজ্ঞ নন্দন যায়ে বরিল বরণ ।
ফেৎ হয়ে তারে চাহ কঠিনে ইবণ ॥
ক্ষণ-মণি ধারণে ডুগুভ কবে অশা ?
কুণ্ডল চাহে মন্দাচিনী-জলে বাসা ?
মানাইতে চাহ যদি ক্ষত্রিয় কুরস ।
দেখ শু পোষ্য বল বাথ কুল-যশ ॥
পথ বন্ধ করি আমি রহিলাম এই ।
রণে মুক্ত পিষে বীর-সংঘেই ॥
তুবা কাব বলি করিব বেদগ ।
ক্ষত্রিয় সমাজে আর না পাবে আসন ॥
স্বর্ঘ্য, শূলী, শর, সাক্ষী, সাক্ষী তববার ।
রণে দেহি, বণে দেহি মোহিল-কুমার ॥
পত্র পাঠি বরি বীর গজিয়া উঠিল ।
সিংহের হৃদয়ে যেন নার চকুটি ॥
প্রাণ নয়ন যেন হোম-লুপ্তান ॥
কিবা দিব দ্বিপ্রহরে নিদ্রাঘ-তপন ॥
থেকে থেকে ঘ-ঘন কম্পিত শরীর ।
পত্র প্রতি উত্তর, লিখিছে মহাবীর ॥

প্রত্যুত্তর পত্র ।

"কি সাহস ! কারে কটু কহ কুলচ্যুত ?
ইথে মানাইতে চাহ ক্ষত্রিয়র স্তব ॥
নাথ ! ছড়ে কটু কাহ যেই কুল-জার ।
দিক্ দিক্ নহে সেই ক্ষত্রিয়-কুমার ॥
যে নিয়াম লয়েছি মণিক্য তনয় ।
গুপ্ত কিছু নহে ত'রা রাজ-পুতনায় ॥
সকল দেশের লোক ছিল বর্তমান ।
ইহাতে কাতর আমি তুমি মতিমান ॥
অবশ্য কবি যুক, প্রতি-যোদ্ধা কই ?
দেখা শুন হৃজনায় দণ্ড ছই বই ॥

* প্রতি-যোগিতায় প্রাণ-ভয়ে ভীত ব্যক্তির নাম কাতর ।

মম তরবার জনি করি অবতার ।

পড়িয়ে পতঙ্গ প্রায় হবে ছারখার ॥”

এই রূপ পত্ন সিগি দূতে ছিল বীত ।

বাহিড়িস-অমুচয় নেয়াইয়া শির ।

• হেথা শুন সমাচার পত্র পাঠান্তরে ।

যে ভাব উদয় হৈল সত্যের অন্তরে ॥

জান্যামে ছিল বাল পতিঃ সহিত ।

একেবারে বিমর্যাদা ছিল বিরহিত ॥

অকস্মাৎ পত্রপড়ি সৈ ভাবি নিগত ।

চাকু বিষ বধাধা আ ক্রিয়া তত ॥

যেন মধুমােসে মন্দ মলয় মরুতে ।

বিহসিত বদুশীৰ গিনোদ তরুতে ॥

সহসা বায়ুর ভাব হইল বাতায় ।

প্রাণের উত্তর প্রেক্ষে শান্ত-বায়ু বয় ॥

মুদিল মুকুণ্ড মুখ, শাবণা যাইল ।

লগিত ললাম গাল রঙ্গ শুখাইল ॥

নির্বাসি সো ভাব সবু অদর ধরিয়া ।

প্রবেশ প্রদান করে অদর করিয়া ॥

কেন কেন কেন প্রিয়ে

এমন হইল তব ভাব হে ?

বীর-বালা বীরে মাগা দান করি

অভাব সি ভাব হে ?

সাধাকা সময়ে আমার

কেহ করে অপমান হে ?

তব পাসাদাৎ আমি সবে ভাবি

কৌটের সমান হে ॥

তব হান্ত-মুখ তেরি মম হৃদে

কত তেজ বাড়ি হে ।

অনুপম সুখ পাই সব হুঃখ

অঙ্গ সঙ্গ ছাড়ে হে ॥

তাই বগি পরিহার কর সব

মন মলিনতা হে ॥

মম চিত্ত সরোবরে হাংহে

হেলে দোলে প্রেমলতা হে ।

তোমা'র বচন সুধা যত

শ্রুতি-বিবরে প্রবেশে হে ॥

তবই স্বয়ং-প্রেম মন নাচে

মদমত্ত বেশে হে ॥

কিছার সাহস করে ক্ষোভ-দগ্ধ

অংগা-কমল হে ?

অংগা-কমলে সাধ ভাসে যথা

স্বর্ণ শব্দল হে ॥

স্বর্ণ শব্দলপতি ভাঙ্গিবে

তোহার অংগা হে ॥”

সুখে বসি হে প্রেমসি দেখিহ

প্রতাপ কত কার হে ॥

• এইরূপ প্রবেশ প্রদান প্রেমদীপে

মুখাঙ্কুরে চুষন করিয়া ধীরে ধীরে ॥

শুন হে পথিকবর, এমন কি হবে ?

শ পত্রষ্ট হয়ে তারা এসে ছিল ভাবে ॥

এ অল্পখতরা ধরা বাস-যোগ্য নয় ।

এই হেতু অল্পখালে তারা গত হয় ॥

কণিতে মিলন-কথা বাড়িল শরীরী

আজিকার মত কথা হেথা সংজ করি ॥

কল্যা অবশেষ সব কহিব তোমা'রে ।

মিজা আসি উপনীত হৈল নেত্র-দ্বারে ॥

এক বলি শাস্ত্রের তান শ্রবণ করে ।

অমৃতের শেষ ধারা প্রবণে নিঃসরে ॥

ইতি তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ ।

দিবা অবসান হয়, নভোলোক তমোময়,
ধূসর বরণা দিগঙ্গনা ।

স্থির নেত্রে দেখা যায়, শোভাপায় স্বাপ প্রায়,
 দুই এক তাবা খড়্গণা ॥
 বেন নাথিকার আশে, প্রেমিকের হৃদাকাশে,
 দুই এক ভয়সার ভাতি ।
 একরুর একরায়, ভাবপথে অবতার,
 হয়ে পুন নিভায় সে বাতী ।
 পরে প্রিয়া আগমনে, দীপ্ত হয় সেইক্ষণে,
 আশ তারে মলিন কে করে ?
 অন্ত কোভ দিনপাতি, আশা তারা দীপ্তিমতী,
 সুখশ্রী উদয় অন্তরে ॥
 ভগনের তাপ মরে, হিমকর হিম করে,
 হুশীতল করিছে সবলে ।
 বহে দ্বিধা সমীরণ, দিনে ছিল হতাশন,
 সঙ্গুণে লোষ গুণ ফলে ॥
 নিয়থিয়ে কাস্তমুগ, হৃদয়েতে কত সুখ,
 হান্তমুখী কুমুদিনী সতী ।
 ছুবিবাসে শশধরে, সৌভে বিস্তার করে,
 পিসু দিগন্তরে সদাগতি ॥
 ফুটিছে বসাল ফুল, কুহরিছে পিককুল,
 প্রেমোষেতে সকল পিয়ে ।
 বন-বিনোদিনী লতা, শশী করে প্রফুল্লতা,
 পাইয়ে প্রকাশ করে হিমে ॥
 পক্ষ বিস্তরণ করে, পথিকের মনোহরে,
 এমন সুরভি চমৎকার ।
 অতি ক্ষুদ্র কলেবর, নাহি হয় স্তম্ভাচর,
 কিন্তু গুণে সম কেবা তার ?
 লয়ে নব দম্পতিরে, চন্দনা-ভটি-তীরে,
 রথ আসি উপনীত হয় ।
 সারাদিন প্রমে অতি, ইইপ মহর গতি,
 রথ সংযোজিত হয় চর ॥
 বনোভূত বৈদ্য-ধারা, অঙ্গে বহে কেশিকায়া,
 নত ভাব কেশর লাজুল ।
 আর আর বহু জন, বাহক বাহন গণ,
 সবে সূখা ভবায় আকুল ॥

কহিছেন সাধু বীর, "হৃদয় চন্দনা-ভাণ্ড,
 কর সবে হেথায় বিশ্বাস ।
 পর-পারে রাঠোরেরা, পেতেছে আপন ডেরা,
 এই মাত্র আমি তুলিলাম ॥"
 আজ্ঞা পেয়ে সবে যায়, স্থান লয় যে বলায়,
 বিভাবরী করিতে যাপন ।
 পর দিন হবে রণ, পর পায়ে শত্রুগণ,
 সাজি আসিয়াছে অঙ্গন ॥
 এমত সময়ে স্তন, দড় বড় পুনঃ পুনঃ,
 অদূরেতে অর্থ পদ-ক্ষেপ ।
 ঠুরিণ্টের অনুচর, আসিতেছে দ্রুত-ভয়,
 লয়ে তাঁর বচন সজ্জেকপ ॥
 স্তন বাপা মহাশয়, যা হায়া ভাই হয়,
 যা ভেবেছি তাইই ঘটিল ।
 ভবিষ্য ছিল যাহা, অবশ্য হইল তাহা,
 কাগগতি কেবল ফুটিল ॥
 এখন উপায় চাই, আর ত কিলম নাই,
 তুলিয়াছি সব সনাতার ।
 মন্দ-গিরি* পরিহার, ঘোষ রণ বেশ ধরি,
 অরণ্য-কমল আশ্রয়সার ॥
 সময়ের সজ্জা ভারী, রাঠোর হাজার চারি,
 আসিয়াছে রণময় যেতে ।
 তার যোগ্য অনুবল, এনেছে প্রবল দল,
 মিহিরজ নাগরিয়া জেতে ॥
 অন্তএব যোগা হয়, যথা হেন শত্রু চর,
 উপযুক্ত সেনা আয়োজন ।
 হবে তব অনুকারি, মোহিন হাজার চারি,
 সত্বরেতে করিব প্রেরণ ॥
 যন্তরের পত্রোত্তরে, কাগব্যাজ নাহি করে,
 লেখে সাধু স্বীয় নিবেদন ।
 অবগতি মচোন্দর, শত্রুপ্রতি কিবা ভয়,
 ধ্যান কবি ভব শ্রীচরণ

* আধুনিক মন্দোরের প্রাচীন নাম । কোষ গ্রন্থকার
 লেখেন এইখানে ময়দানবৈয় বসতি ছিল ।

আম্বক হাওয়ার শত, বরুক বিক্রম যত,
শুগল স্বরূপ জ্ঞান বধি ।
যে আছে আমার বল, তটী-কুল ভাঙ্গ-দল,
সপ্ত-শত বিক্রম-কেশরী ॥

ইহাই যথেষ্ট হবে, রাঠোর এ ভীম-হবে,
আগ না পাইবে একজন ।

অত্যাচার প্রসাদ তব, পক্ষাশ্রমোহিল লব,
এই মাত্র মম নিবেদন ॥

পত্র লয়ে ধায় দূত, তারি-প্রাণ গতি দ্রুত,
অভিদূরে নিমিয়ে বাইল ।

হইল বাহিরী ঘোরা, বিগত অষ্টম হোরা,
লখনয়ে সুস্থি ছাইল ॥

শশী অজাচলে চলে, বেন দিনে দীপ জলে,
অরুণোদিত দয় বিমল ।

শীতল স্বপ্নক বারি, চন্দনার কূলে ধায়,
তমল তরঙ্গ চল চল ॥

সেই স্বপ্নক স্ববে, ঘুম-ঘোর বদ্ধি করে,
একেবারে স্তব্ধ বহুমতী ।

কিবা গুণ পক্ষী নয়, মৃতকল কলেবর,
সকল জীবের এক গতি ॥

পায়শ্রমে ছই দিন, কাতর নয়ন মীন,
কর্মদেবী-কোলে রাখি শির ।

যেন দমরতী কোলে, নল মুক্ত নিজ-ভোলে,
সুখে নিজা যায় সাধু বীর ॥

কত সুখ অশ্রোদধ, হৃদয় মাঝারে হয়,
কত হাস ছটা বিধাবরে ।

যোম হয় প্রিয়া সহ, বিলসিত অহরহ,
সন্তপিত সুখ সর্বোবরে ॥

আবার সে ভঙ্গি গত, যেন রোজ-রসে রত,
উজ্জ্বলিত অপাক যুগলে ।

কণোলে অনল জলে, মধ্যাক্ষমসুখ ছলে,
রক্ত ছটা স্থল-শতরঙ্গে ॥

যেন লক্ষ্য করি আর, জ্ঞানক ভাব ধরি,
তানিজেছ সমর-তরঙ্গে ।

আবার সে ভাব গহ, বিগ্রহ-বিজয়ী মত,
অপরূপ শোভা ভুঞ্জ-তটে ॥

মহ-গর্বে মত্ত মন, যেন করি আগমন,
প্রিয়া-সন্নিধান মনোজ্ঞান ।

অবগ্য-কমল বণে, হত গত সেনা স্রনে,
একেবারে বিদ্রোহ-বিনাশ ॥

এইরূপ কত ভাব, ক্ষণে ক্ষণে আকর্ষ্য,
হইতেছে সাধুর হৃদয়ে ।

হায়রে স্বপন মায়া, মিথ্যা-দৃষ্টি তোর আয়া,
কত ভ্রান্তি দেখাও উভয়ে ॥

সবে সুখে নিদ্রা যায়, শিথিল শীতল কার,
শুধু জাগরিত একজন ।

কর্মদেবী স্তেজয়, হিলেক মুদিত নয়,
নিদ্রাবশ নহে একজন ॥

হেঁয়িয়ে নাথের মুখ, মনে মনে কত সুখ,
কত দুঃখ সঞ্চারিত হয় ।

একবার ভাবে মনে, অনায়াসে এইরূপে
প্রাণগতি পাবেন বিজয় ॥

নিত্য নিত্য নব নব, অম্বাগ যথোৎসব,
মাতিবে তাহাতে মন প্রাণ ।

মনো আশা পূর্ণ হবে, প্রতি-শ্রেয় স্বধাসবে,
শ্রেয়-তৃষা হবে অবলান ॥

কপোত দম্পতি মত, সোহাগ বাড়িবে কত,
তিল আদ ছাড়াছা

হইবে চন্দন চয়, সাধুলয় সনানয়,
বীর বীর প্রসন্ন হৃদয় ॥

বীরের নন্দিনী আরি, বীরবর মম স্বামী,
বীর-প্রসবিনী হব শেষ ।

বাহুবলে পুঞ্জগণ, কথিবেক অশাসন,
বাড়িবেক পুঞ্জগণের দেশ ॥

পুনঃ ভাবে অস্ত মত, যণে বাদি হন হত,
আবার-কদম-অধিকারী ।

কি হবে আমার দশা, কোথা হবে এতদশা,
কোথা হবে আশা মনোহারী ?

বাঁচোঁরের বন্দী হব, দাসীসুত্রি লয়ে রব,
 ভাবিলে তা হৃদয়-বিদরে।
 হায় হায় হরি হরি, আর কি উপায় মরি,
 কারে কব যে ভাব অস্তরে :
 হায় কেন গুণ-গুণে, বঁধা গেল প্রেম-গুণে,
 অথল সতল মম মন ?
 হায় কেন এর সনে, দেখা হলো ফুল-বনে,
 প্রেম-দীপ তাহে সন্দীপন ?
 হায় কেন সংগোপনে, প্রেম-ব্রত উল্লাপনে,
 না করিলু কোন-গমন ?
 সাধুর মঙ্গলোদ্দেশে, ধ্যানে হরি পরমেশে,
 করিতাম জীবন যাপন ॥
 হায় কেন সভাস্থলে, বরমালা বরগলে,
 দিতে পাঠালাম সহচরী ?
 যে কিছু আমার দোষ, ভেবে হয় জড়ি-শোষ
 হায় হায় কি উপায় করি ?
 হায় প্রেম-কিসলয়, সুখ-জলে উপজয়,
 মম হঃখ-জলে উশজিয়া।
 অকালেতে বন্ধি তার, বিনাশ হইল সার,
 প্রেম-হ্রদ বায় বা মজিয়া ॥”
 এইরূপ নানা রূপ, চিন্তাজলে চিত্ত-কূপ,
 প্রাণিত হইছে মহিলাব।
 কভু আশা, কভু খেদ, হৃদে বরে রাজ্যভেদ,
 কভু বরুণার অধিকার ॥
 নানা রূপ তার রাগ, শোভিছে বদন-ভাগ,
 বিরূপে তা করিব বর্ণন।
 নিরুপায়ে ইন্দ্র-ধনু, বিচিত্র তাহার বনু,
 জিজ্ঞাসে কেবা হেন জন ?
 যদি হেন থাকে বৈহ, যথা ইন্দ্রধনু দেহ,
 তুলী তুলি ডুবাইয়ে ওলায়।
 লেখে প্রতিকৃতি তার, তবে বন্ধি সে শোভার,
 কিঞ্চিৎ প্রকাশ প্রতিভায় ॥
 সেই রূপ কিবা আর, বর্ণিব সে ভাব তার,
 কত ভাব কত রাগ ধরে ?

বাঁচিল হৃদয় বাধা, পাণ্ডে ইন্দীবরে যথা,
 বিন্দু বিন্দু নীহা নিঃসরে ॥
 সেই রূপ অশ্রুধার, গিলিত মুক্তাকার,
 নিপতিত সাধুর বদনে।
 অগ্নিগ্নে উঠিল বীর, দেখি ভাব প্রেমদীর,
 “কেন কেন?” জিজ্ঞাসে সঘনে ॥
 “কেন কেন কেন পুনঃ, বিদায় বদনাধু লভ হে।
 হায় হায়, প্রাণ যায়,
 জাগিয়ে পোতালে নিশি শব হে ॥
 অতি আদরের ভূমি, যতন-বিরহে বুঝি মম হে।
 নিজা না যাইল প্রাণ,
 আজ রাতি কাল-রাতি সম হে ॥
 গত দিন নরপতি যে করিল বিদায়ের কানে হে।
 মজন করিতে হোয়া।
 যথা উপযুক্ত ভূমি-বালে হে ॥
 কিছর কুরীতি মম,
 যেদিন পাইলু সেই তার হে।
 সেই দিন অনায়াসে
 হেলন করিলাম আমি তার হে ॥
 ক্ষম অপরাধ মম, প্রিয় মে, প্রাণের আধার হে।
 আর হেন দোষ করু
 না হইবে, প্রেমসি, আমার হে ॥
 এসো এসো মম কোলে,
 আশ্রিত দ্বব কর কিছু অণ হে।
 জাগরণে ঢুলু ঢুলু, ছল ছল, যুগল নয়ন হে ॥
 তাহে মম অনাদরে,
 ধারাকারে সলিল বহিছে হে।
 সহেনা সহেনা, সেই জলে মম হৃদয় দহিছে হে
 দেখিছ দিবসে আজি,
 তব দাস বিক্রম-প্রতাপ হে।
 শুভ যাত্রা হয় যাহে,
 কর প্রিয়ে তাড়িয়ে বিলাপ হে ॥”
 এত বলি কেলে সাধু লয়ে প্রেমদায়।
 আপন বসনে তার, নয়ন মুছায় ॥

কর্মদেবী কন, "নাথ একি বাবহারি ।
 কেন মিছে অহুযোগ কর আপনার ॥
 ভূমি যথা অ'ছ, যম রোদনে কি কাজ ।
 সত্য কথা কহি নাথ পরিহরি লাজ ॥
 ভূমি নিদ্রা গেলে, সপে ময় দ্বিা নাই ।
 তাহে শত্রু নিকটেতে, যনে হয় পাই ॥
 কি জ্ঞানি নিশীথ-কালে বুঝিয়ে সময় ।
 ছলে কলে অ'দি যদি তব প্রাণ লয় ॥
 প্রহী হইয়ে গেল ভূশীষ প্রহর ।
 নিদ্রা আদি নৈজর্যবে হলো অ'খনর ॥
 তেই দে অ'লসে অ'খি অ'শ্র-ভারে নত ।
 মিছে আশ্র-অহুযোগ কর নাথ কত ॥
 নিদ্রা না'হইবে, গত-প্রায় বিভাবরী ।
 যাই গিয়ে জাগাজি যত সহচরী ॥
 চন্দনার চাঁকি জগে করিব হে জান ।
 পুঞ্জিও তাহার তী'র দেব ভগবান ॥
 তোমাব মঙ্গল নাথ লইব মাগিয়া ।
 বিস্মিতে উঠি লাভ এনিণী জাগিয়ে ॥
 কবির মঙ্গলাচাব মঙ্গল স্বরিবে ।
 দেবধর হে পূর্ণ ঘট নয়ন ভরিয়ে ॥
 আমারে আদর কর যুগাক্ষী বলিয়ে ।
 দেবির সে যুগ, যেরে যানে হে চলিয়ে ॥
 বামে শব চাই প্রভু, রব শবাকার ।
 যদবধি চাঁদ মুখ না দেখিব আর ॥"
 এক জনি সাধব নয়নে অ'শ্রুহার ।
 চুষই চক্রবা যুগে অ'ম্বতের ধার ॥
 উঠিলা হসিতমুখী হিরণ্য-বরণী
 উবাতে উষার প্রায় প্রকাশে ধরণী ॥
 যায় যথা সখীকুল নিজায় অ'কুল ।
 নিশায় মুদিত যেন দিবসের কুল ॥
 কারু চাকু কবরী লোটাষ ধরাঙলে ।
 নামিল নিবিড় যেন বুমি ভূমণ্ডলে ॥
 নিজীষোগে মুখে হাসি সৌধামিনী প্রায় ।
 কণে কণে দেখা দেয়, কণে লোপ পায় ॥

জীবৎ বিভিন্ন কারু বিষ ষষ্ঠাধর ।
 দেখা দেয় মুক্তা প'তি শোভার আকর ॥
 বাহুরে বাণিস করি বাধিয়াছে শির ।
 অ'রা মরি যুগালে কি রাতুল কচির ॥
 কে'বা হৃষুপ্তি ভাগ করে উভয়ায় ।
 নাসিকায় নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘনু ধায় ॥
 যথা দাব-দগ্ধ যুগী যুক্ত-কল্প হয়ে ।
 ঘন ঘন নিশ্বাস বিহাষ বয়ে রয়ে ॥
 কর্মদেবী সকলের শিরে হাত দিয়ে ।
 যধুস্বরে নাম ধরে দেন আশাইয়ে ॥
 যেন ভাস্কর পরশনে পদ্মকুল ।
 জাগিল সঙ্গিনীগণ হাত সমাকুল ॥
 চলিল চন্দনা-স্নেহে চকল টরণে ।
 মরালী-মণ্ডলী যথা যমুনা-জীবন ॥
 লাফাইয়া পড়ি জলে দিতেছে সাতার ।
 জল কেলী-কলা-সুতা অ'ঙ্গরা আকার ॥
 কেহ স্রোতে অ'ঙ্গ ঢালে পৃষ্ঠে বাধি তব ।
 হেমলতা ভাসে যেন জলের উপর ॥
 হাঘরে জগৎ লীলা বুঝে উঠাতার ।
 এক পারে হাত্য লীলা কোতুক অ'ণার ॥
 অ'ত্র পারে সমবের সাজ ভয়ঙ্কর ।
 ছাড়িছে বিশাল দীপ্তি মশাল নিকর ॥
 দূরে থেকে দেখা যায় উড়িছে নিশান ।
 সংগ্রাম-পুঙ্খ-শিবে ভীষণ বিষণ ॥
 বাজিতেছে বণভূমী ভেরী ঢাক ঢোল ।
 মাঝে মাঝে হর হর শব্দে মহাগোল ॥
 কিঙ্কর রাজপুত-পুত্রীগণে কিবা ভয় ?
 আর পারে কেলী-কলা-স্নেহে মগ্ন রয় ॥
 প্রভাতের স্নাতকরে প্রাচী হাত্যবতী ।
 জল তাজি স্থলে উঠে বাতক বুঝতী ॥
 সেই দিন সবে কর্মদেবীরে সাজায় ।
 যার যত নিপুণতা প্রকাশিছে তায় ॥
 চমরীর দর্পহরা চাঁচর কবরী ।
 বিনাইয়া দেয় চঙ্গ-চড়া সহচরী ॥

ভঙ্গনী তরলা সখী পূর্ণিত গুলকে ।
 ভাল ভূষিতেছে ভাল অশ্রু-ভিজকে ॥
 অঞ্জন নামেতে আলী লইয়ে অঞ্জন ।
 সাজাইছে সুরঞ্জন নয়ন বঞ্জন ॥
 সুজালতা নামে সখী লয়ে সুজামালা ।
 সমাদরে সাজাইছে ভূপতির বালা ॥
 কি ছায় সে মোতী-হার, কিবা জ্যোতি তার ?
 সে অঙ্গ সমীপে হলো মলিন আকার ॥
 বাহ-বগে দিল সখী বলয় বিজটা ।

করকান্তি কানে তার হারি মানে ছটা ॥
 হীরকের কর্ণকুল শোভে কর্ণমূলে ।
 পাইয়ে উত্তম স্থান বুঝি হেলে হলে ॥
 করক-কিঙ্কণী পেয়ে কটিতে স্থান ।
 ললন্যে মাড়িয়ে কয়ে মধুস্বরে গান ॥
 আইলা নুচেলা সখী লইয়ে বসন ।
 ঘাঘরা ওড়না চোলা কাঁচলা-বরণ ॥
 ঘন নীল চাকু পট্ট বসন-কলক ।
 মাঝে মাঝে অর্ণ পটি দিতেছে ঝলক ॥
 কত বা কোশল সব পিকন-পিধানে ।
 যে চতুরা হয় তাহে, সেই ভাল জানে ॥
 অঙ্গের বলনী ছাঁদ লুকাতে প্রয়াস ।
 অথচ সকল ভঙ্গী হইবে প্রকাশ ॥
 যথা কবিতার রস-ভূষণ প্রদান ।
 কখন না হয় যেন রস মূর্তিমান ॥
 চাকিবে উপরে কিন্তু বাধিবে একরূপ ।
 বাহে একটুত প্রতি রূপ প্রতিরূপ ॥
 হইল বিদ্যাশ বেশ বিনোদ বিশেষ ।
 যেন লক্ষী ধরাধামে করিল প্রবেশ ॥
 বসিলেন বরাবোহা পূজার আসনে ।
 ধ্যানে ধরিলেন ধনী ধ্বান্ত-বিনাশনে ॥
 মহাধ্বান্তহারী কেজ সেই ধ্বান্তহরে ।
 প্রতিদিন চলাচল সুপ্রকাশ করে ॥
 ধীর শৈত্য স্রবাস কৃতার্ণ স্রবাকর ।
 ধীর খালে সমীরণ বহে নিরন্তর ॥

ধীর তাপে হতাশনে ভাপন-সকার ।
 ধীর কৃপা-বাধি-গুণে তুষার স্রবাকর ॥
 সর্কজ সমান তিনি সর্কজ মজল ।
 বিভ্রম্যন সর্কহলে নিখিল মিকল ॥
 হিন্দুধর্ম মর্ম এই সর্কভূতে যিনি ।
 যজ তজ কর পূজা আনিবেন তিনি ॥
 জল, স্থল, আকাশ, সমীর, বৈশ্বানর ।
 দিনকর, নিশাকর, নক্ষত্র-মিকর ।
 তরু-লতা, পাষণ, প্রতিমা নানা মত ।
 দৃশ্যমান এজগতে পক্ষীকৃত বত ॥
 উপাস্ত না হয় তারা উপাস্ত জৈবর ।
 যিনি যেই সর্ক ভূতে ব্যাপ্ত নিরন্তর ॥
 রাজপুত্র পূজে তাঁরে দিনকর-করে ।
 প্রজাত প্রদোষে হেরে ভাবী-মুক্তি ভরে ॥
 পূজা অস্ত্রে পদ্মসুখী প্রণয়িনী পর্বে ।
 স্তব করে মুহু মধুস্বরে ক্রবপদে ॥

গীত ।

রাগ ভৈরব ।

দিনকর, দয়াকর, ভয়োহর,
 হর মম তাপ তম-নিকর ।
 তুমি হে প্রভু সবিতা জীব-শিব-প্রদায়িতা,
 সর্কহু-প্রেরয়িতা, পোষয়িতা পরাংপর ॥
 স্করণ-অরুণাশ্রয়, করুণা-বরুণালয়,
 হোহি মে করুণাময়, করুণা-বাধি-শিকর ।
 তুমি হে কাল-জনক, মূর্তি তপ্ত-কনক,
 সকল ক্ষণ-গণক, স্বং হি জিকাল জৈবর ॥
 যনন্ত প্রিয়বধে, পেয়েছি তোমার বধে,
 অকৃত্ত অধিকরে, রক্ষ প্রভা প্রভাকর ।”

তব অন্তে প্রেমদা প্রণত পূর্বমুখে !
চাহিতে দেখেন পতি দাঁড়িয়ে সম্মুখে ॥
পললবীকৃত-বাস, মুখে মুহু মুহু হাস ।
ভক্তিমূলে অপরাপ রূপের প্রবাহ ॥
নাথেরে হেরি বিনোদিনী জন ধীরে ধীরে ।
কি আশা আছে হে প্রিয় কহ এবাসীরে ॥
এত যে পুরুষ ভাব পুরুষের মন ।
জবীকৃত অভিবৃত্ত গুণিয়ে বচন ॥
শ্রেয়সীর কাছে সাধু লইতে বিদায় ।
আশা-মাত্র বচন-বিকাশ বড় দায় ॥
মুনেয়ে বৈরষ ভোরে বাধিয়ে বতনে ।
কহিতেছে কথা বীর অমিয়-বধনে ॥

আইলাম মধুমুখি

বিদায় লইতে তব কাছে হে,
দিবেন তব প্রতি
আমার আর কি বস আছে হে ?
জয়জয় রণে পণে
নিশ্চয় কখন কিছু নয় হে ।
এই-দেবে যদি প্রিয়ে
হয় মম রণে পরাজয় হে ।
যদি আমি প্রাণে মরি,
তব সতি, প্রিয়ে পতিপ্রাণা হে ।
এই কতো প্রাণেশ্বর
কুশোদরি সুশীলা-প্রবানা হে ॥
হের দেখ হরণাঙ্কি
ঈশানে অচল শোভা পায় হে ।
তব স্নাতা যেষরাজ
অসেনায় আছেন ভণ্ডায় হে ॥
সমরাস্ত্রে তথা গিয়া
লবে প্রিয়ে তাঁহার শরণ হে ।
শত্রুহস্তে কোন মতে
না হইবে তোমার পতন হে ।
অনন্তর সাবিত্রী-শেখরে পতি
ফরি পতি তা হে ।

সুপবিত্র যতি-ধর্ম
ধারণ করি স্বর্ণলতা হে ॥
দেহ-ভাগে পুণ্য
মিলন হইবে স্মৃণ্যলোকে হে ।
আর না ভুগিলে কত হইবে
বিবহ ঘোর শোকে হে ॥
নিরন্তর জুড়াইবে,
জুড়াইব, প্রেমামৃত-পানে হে ।
নাহ'ব বিভিন্ন ভাব
চিত্ত যবে সঙ্গ এক-তানে হে ॥
নাহি তথা জন্ম জরা
জন্ম জালা যন্ত্রণা জড়িমা হে ।
অন্তহীন দৌবনের
অধিকার অসীমা মহিমা হে ॥
নাহি তথা পাণ-পঙ্ক,
নাহি তথা ক্রিতাপ ক্রিমির হে ।
সদা কাল পুণ্যদ প্রতাপে
দীপ্ত বিমল মিহির হে ॥
যদি আমি তোমা ত্যজি
আপে যাঁই সেই সুখ-ধামে হে ।
ভেবনা, স্বর্গায় সুখী
হবে ভূমি সিদ্ধ মনস্কামে হে ॥
তুমিয়ে পতির কথা কহিছেন সতী ।
কেমনে কলিলে নাথ এমন তারতী ॥
ভূমি যাবে পর পারে হেথা রব আমি ।
এমন কি হয় ? আমি হব অল্পগামী ॥
নিকটে থাকিব আমি না থাকিব দূরে ।
হেদিব শু মুখ-শশী মন সাধ পূরে ॥
যদি শ্রান্ত হও নাথ ভূমিব সেবায় ;
শ্রম নিবারণ তব, অঞ্চলের বায় ॥
যদি হে আহত রণে হও শুণ্ণধাম ।
বিশল্য ঔষধে ক্ষত করিব আরাম ॥
যুইব অশ্ব-ধারা নয়নের জলে ।
মুছাইয়ে দিব অঙ্গ বিমুক্ত কুন্তলে ॥

রণস্থলে বাড়াইব উৎসাহ প্রবাহ :
 পরাইব মনসাংগে পদে উপানহ ॥
 পরাইব শিরস্ত্রাণ সম্রাহ সুনন্দর ।
 বেঁধে দিব শরাসন সিংহাসী গঞ্জর ॥
 কি ভয় আমার নাথ সংগ্রামের স্থলে ?
 রাজপুত্র-হেজ-অগ্নি মম দেহে জলে ॥
 যদি মম ভাগ্যদোষে ঘটে অমঙ্গল ।
 তা ভারিবে নহি আমি যথেক বিকল ॥
 তব অনুগামী আমি জীবনে মরণে ।
 চল নাথ এদাশীরে সঙ্গে লবধ বণে ॥”
 শুনি প্রেয়সীর কাণী সাধু নিকন্তর ।
 নদী-পারে যেতে সবে কহিল সত্বর ॥
 এমন সময়ে আসি অনুচর কহ ।
 রাঠোরের দূত এক শিখরে উদয় ॥
 “এই পত্র আনিয়াছে তুমি গুণাকর” ।
 পত্র গড়ে কবে, পাঠ কবে বীরবর ॥

পত্র ।

“তুমি ওহ ওট্টী-কুল-ভূশাল নন্দন ।
 তব সহ সন্মুখ-সংগ্রামি অশোভন ॥
 মম সহ সহস্র সহস্র দল বল ।
 অনুবল মিহিরঙ্গ যেন অগণন ॥
 তব সঙ্গে আছে ভট্টী কতিপয় শক ।
 ইহাতে সন্মুখ-রণ নহে তায় মত ॥
 ইথে অপযথ মম ঘৃষিবে সকলে ।
 অতএব ছন্দযুক্ত * উচিত এ স্থলে ॥
 জানিতে বাসনা তব কিবা অভিলাষ ।
 বিলম্ব না হয় ; তাহে কার্যেণ বিনাশ ॥”
 পত্র পাঠ করি সাধু হসিত-অধর ।
 অমনি পাঠায় গিবি তাহার উত্তর ॥

* উভয় পক্ষের সন্মুখে উভয় পক্ষীয় দুই জন নির্দোষ
 চিত্ত প্রতিযোগীর যুদ্ধের নাম দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ ।

প্রত্যুত্তর ।

“তুমি হে মন্দোর-পতি-রাঠোর-কুয়ার ।
 যাহা অভিক্রটি তব, তাহাই আমার ॥
 ফলে পূর্বকালে নাহি দ্বিধাভাব মম ।
 সহস্র-রাঠোরসহ শত-ভট্টী সম ॥
 তব তব লোক-লজ্জা রক্ষণ আশ্রয় ।
 তব মতে মম মম, অগ্নিমত নয় ॥
 অমাত্য বিলম্ব নাহি জানিহ বিশেষ ।
 নদী-পারে যাঈবারে দিয়াছি আদেশ ॥
 চলনার পুর্নিমে নেমেছে সেনা সবে ।
 অবিলম্বে পর পারে উপনীত হবে ॥”

ভাস্কি কুশ কাশ বেণী, পুলিনে নামিল সেনা,
 কিবা শোভা হেরি চলিয়ায় ।
 প্রভাত-ভানুর-করে, কিবা কক্কর করে,
 অয়স কবচ সব কায়ে ॥
 সকলের আগে আগে, বিমল অধর-ভাগে
 উড়িতেছে ভট্টী নিশান ।
 প্রভাত পবনে রঙ্গে, উড়িছে এমন ভঙ্গে,
 বিপক্ষে কি কহিছে আহ্বান ?
 বাহিনীর মধ্যখানে, আরোহী তুঙ্গ-যানে,
 সাধু যান লয়ে বনিভারে ।
 উদ্ধ কিছু দৃষ্ট নয়, কেবল বল্লম-চয়,
 শোভা পায় কানন-আকৃতারে ॥
 অগ্রভাগে অমৃতঙ্গ, নয়নে লোহিত রঙ্গ,
 বীরমদে যন্ত অবিরত :
 পাণ্ড-বংশে অবতার, সিংহ-সম মহামার,
 শিরোদেশ বিশেষ আয়ত ॥
 ব্যাঘ্রসম ভয়ঙ্কর, সঙ্গে শত ধনুর্ধর,
 স্বল্প বটে, বুদ্ধে যমদূত ।
 মরণে নাহিক ভয়, আরোহিষে হৃদ-চয়,
 নদী-পার হৃদে যায় দ্রুত ॥

তুরনের পূনাঘাতে, ধ্বনি হয় তরসেতে,
 গভীর মধুর সেই ধ্বনি ।
 চপল চপল চপল, রূপ রূপ রূপ রূপ,
 শ্রবণে শ্রবণে সুখ গনি ॥
 আবর্তে পড়েছে কেহ, অধির তুরঙ্গ-দেহ,
 গুরিবা বেড়ায় পাকে পাকে ।
 কিন্তু সে সৈন্য নহ, তথাপি বাকুল নহ,
 গাঞ্জিয়া উঠে ঘোর ঢংকে ॥
 তুলিয়া নিখুঁত গুচ্ছ, আবর্ত ক্রিয়া তুচ্ছ,
 তেজে ঠেঠে যায় হৃদয়ন ।
 লুপ্তাত্ত জ্ঞানিকায়, বরটা কি ধরা যায়,
 বিষম তাহার পরাক্রম ।
 অবিলম্বে সেনাচয়, পারে অবতীর্ণ হয়,
 বাহিনী শীল নিজ স্থান ।
 পড়িল ছাউনী ঠাট, সমর-পশরা-হাট,
 ক্ষণমাত্রে হয় শোভমান ॥
 এই হলো নিরূপণ, পরাধে, তইবে বন,
 পূর্বাঙ্গে ভোজন-পান-কাল ।
 বিশ্রাম-বিলাস-ভরে, সবে পরিশ্রম হবে,
 যথাকালে উদয় বিকল ॥
 শ্রমেতে অবশ অঙ্গ, নিদ্রা যায় জয়ভঙ্গ,
 যেন সুপ্ত ভূজঙ্গ ভীষণ ।
 কাছে অগ্নি অভিযাম, শ্রীপঙ্ক-ল্যাণ নাম,
 প্রভুর প্রহরী সত্বক্ষণ ॥
 হেন ভাবে পাড়া আছে, মক্ষিকা না যায় কাছে,
 কি সাধা শত্রু সমাগম ।
 দূরে থেকে নাগরিয়া, জয়তঙ্গে নিরখিয়া,
 আরোহিয়া নিজ তুরঙ্গম ॥
 উপহাস করণশে, ধৈর্যে যায় তার পাশে,
 অমনি প হর অশ্ববর ।
 চরণ উন্নত করি, উগ্রচণ্ড মূর্তি ধরি,
 বিঘোষণ করে ঘোরতর ॥
 জাগিয়ে উঠিল পাহ, প্রসারণ করি বাহ,
 দেখে শত্রু অদূরে উদয় ।

জিজ্ঞাসিছে হাস্য করি, “কি বাননা মহাপরি,
 তেথায় আইলে মহাশয় ?
 হেরি মোর নিদ্রা ঘোর, শুপ্ততর কিবা চোর,
 সেইরূপ দেখি তব ধারা ।
 ছিছি একি ক্ষাত্র ধর্ম, ধিক্ ধিক্ হীন কুর্ম,
 হইয়াছ বুদ্ধি শুদ্ধি হারা ॥”
 শুনি মিহিরজ কয়, “এ রহস্য মন্দ নয়,
 রণ-ব্রতে ব্রতী ঘেই জন ।
 নাতিক তাহার দায়, যুদ্ধকালে নিদ্রা যায়
 নতুত নভাবী এঘটন ॥
 নিকটে আইলে দোষ, দেখাও আক্রোশ রোষ,
 মিছে ঘুম ঘুমাইবে কত ।
 সুখদ সংগ্রাম ক্ষেত্রে, চির নিশীলিত নেত্রে,
 সুখে নিদ্রা যায়ে অবিরত ॥”
 জয়ভঙ্গ তদন্তরে, কহিতেছে হাস্যধরে,
 “দেখা যাবে কত শক্তি কার ।
 কে পারে পাড়ায় ঘুম, মিছে কেন ধাম ঘুম,
 সে ঘুমের মত্ত তরবার ॥
 আমার শিষ্য নাই, এই সজ্জা ধরি ভাই,
 এক মাত্র প্রার্থনা আমার ।
 ফুরায়েছে পান পাত্র, অলস অবশ গাত্র,
 চাহি কিছু স্থার উপার ॥”
 বলা মাত্র মিহিরজ, যথা বস্তু সলিলজ,
 বর্ণধর মদিরা মোহন ।
 আপনি আনিঘে দিল, অত্র পাত্র করে নিল,
 উভয়েতে করিল গ্রহণ ॥
 পানান্তে উভয় বীর বহুভিষ্য যায় ।
 আপন আপন দলে প্রকাশে প্রভায় ॥
 হই দল হৈতে আসি রণবাহকর ।
 বাজাইল ঘোর বাজ বাজরা বাজর ॥
 বাহু-অস্ত্রে প্রসিদ্ধারী করিল ঘোষণ ।
 বিগ্রহের হেতুবাদ করিয়া বর্ণন ॥

অরণ্য-কমলের প্রতিহারী ।

“নাগর-পতির পুত্র মিহিরজ নাম ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় শৌর্য বীর্য ধাম ॥
দন্ডোরেণ ঘুবতাজ তাঁর বঙ্গবর ।
বঙ্গ-অপমান-শোধ-হেতু অগ্রসর ॥
এই হয় ক্ষত্রধর্ম শাস্ত্রে হেন কয় ।
ধর্ম-যুদ্ধে যিপুকুল পাইবেক ক্ষয় ॥”

সাধুর প্রতিহারী ।

“পাহ-কুল-দীপ এই জয়তঙ্গ বীর ।
পরাক্রমে প্রভঞ্জন, প্রতাপে মিহির ॥
বীর-চূড়ামণি সাধু সাধুর প্রধান ।
মানীর সম্মান বীর প্রাণের সমান ॥
কারো মান-নাশে তাঁর নাহি কভু মতি ।
যেই দেয় হেন দোষ সেই ছুট অতি ॥
জ্বাঘের বিপক্ষে যেই রণে মত্ত হয় ।
সেই রণে, পরাজয় তাহারি নিশ্চয় ॥
এই জয়তঙ্গ বীর জয়ের নিশান ।
কে আছে হে শত্রুদলে তাঁহার সমান ?”

মিহিরজের উক্তি ।

“লাজ হে লাজ হে যত লাজ বীরগণ ।
নিজ নিজ সযোগ্য সহকর রণ ॥”

জয়তঙ্গের উক্তি ।

“জায়-ধর্ম্যে সকলে রাখিয়ে নিজ চিত ।
প্রতি কুল-প্রতি বেহে শাস্তি সমুচিত ॥”
আদেশ পাইল, অমান পাইল,
বাজিল সমর-তুরী রে ।
ভাগে ভয়াতুর, হিয়া দুঃসদৃশ,
বজ্রবী, বলবী তুরি রে ॥
বাধিছে বগড়া, নাদিছে দগড়া,
কড়া কড়া কড়া করি রে ।
বাজিছে বঙ্গ, সহিত ডঙ্ক,
লঙ্ক দস্ত ভরি রে ॥
বাজনের তাল, পরম রসাল,
সেই তালে তাল রাখি রে ।
কাঁপাইয়ে ঢাল, যায় সেনা-পাল,
শিরদেশ সব ঢাকি রে ॥
গোমুখে যেমতি, ভাগীরথী-গতি,
বাধা ছিল কিছুকাল রে ।
করিবল বলে, ভেদিল অচলে,
ধাইল স্রোত বিশাল রে ॥
বাজনের বলে, সেই রূপ চলে,
উভয় দলের সেনা রে ।
শিরোপরে পর, উড়ে ফর কর,
তরঙ্গে উঠিল ফেণা রে ॥
দুই খর নদী, মিলে আসি বাদি,
ভাবহ ভাবুক দল রে ।
ভাঙি বজ্রা ঝোড়, ভয়ানক জোড়,
শত পাকে ফেবে জল রে ॥
হয় কাটাকাটি, নাহি কালা বাটি,
সমরে উভয় সম রে ।
সবে সম-গুণ, কেহ নহে উন,
কেহ নহে কিছু কম রে ॥
আপন আপন, বাদী বেই জন,
তারি সহ সেই লড়ে রে ।

বনে প্রাণ যায়, চিত্তে এই চায়,
 কখনে মরণহুমে পড়ে যে ॥
 সে মরণ-বিভার, কি বলিব আয়,
 তখনই ভ্রমণকারি যে ।
 আশি হীনমতি, বিহীন ভাবনী,
 বরুণ রচমে নারি রে ॥
 বরু হই-বীর, কথিরে শরীর,
 প্রাণিত হইল আতি রে ।
 ধর ভরবার, দামিনী আকার
 জ্বরে করিছে পতি রে ॥
 পরাক্রমে পাণ্ড; খ্যাত মহাবাহু,
 বিহীনজ মিহিরজ রে ।
 তুল্য হই জন, কারভেছে রণ,
 যেন হই দিগ্গজ রে ॥
 কিবা মনোহর, হই হয়বর,
 তীর তার। সম ধায় রে ।
 সুখে কেশ লাল, খাড়া কেশ-জাল,
 বেদ বহে সব কার রে ॥
 আশেটক প্রায়, ছুটে ছুটে যায়,
 প্রভুর বানস বুঝে রে ।
 গুলে খাড়া খাপ, মাতে কোপকাপ,
 সহিত প্রত্যাপ বুঝে রে ॥
 শির হাড় ভাঙ্গি, মাঝেতেছে টাঙ্গি
 লোহে বার রাশি শরীরে ।
 উচ্চ ধর করি, কেহ কছে হরি,
 কেহ কহে মরি মরি রে ॥
 কাটা কারো শির, কাহার শরীর,
 বেধা শব ভীত-কলে যে ।
 কেহ নীধা শূলে, হই আশি তুলে,
 পড়য়ে ধরণী তলে রে ॥
 এই রূপে সমর হইল ঘোরতর ।
 কথিরের স্রোত বহে অবনী-উপর ॥
 কেউরবে ফেরপাল ফেরে পাণে পাল ।
 নব-যেদ-মানস খায় আনন্দে বিশাল ॥

বণহলে শকুনী গুণিনী দলে দলে ।
 পাকে পাকে কেয়ে কোলাহল কুজুহলে ॥
 জয়ভঙ্গে মিহিরজে বুদ্ধ জহ্ননম ।
 কারমাত্র কোনক্রমে নাইক হিল্লম ॥
 খুলায় ধূসর তল্ল যেন ধুময়ে ।
 তাহে কথিরের ধার স্রোত সহ'বয় ॥
 হয় তাজি হই বীর ধরণী-উপর ।
 অতি ঘোর অসি-যুদ্ধে হলো অঙ্গসর ॥
 ক্ষণে ক্ষণে সামাগিরা লইতেছে চোট ।
 ক্ষণে বনে জাহ্নপাতি, ক্ষণে দেয় ষোট ।
 চালেতে লাগিছে চোট পট পট রবে ।
 পটহ বাজিছে যেন আনন্দ উৎসবে ॥
 কি চিকণ চালাকী চক্ষু-চূড়ামণি ।
 চপল চরণ কিবা চপল-চলনী ॥
 চকিতে পড়িছে ধরা; চকিতে উঠিছে ।
 চকিতে যুটিছে, পুনঃ চকিতে ছুটিছে ॥
 কতক্ষণ পরে কর্ম দেখহ বিধির ।
 আলিত চরণ হৈল মিহিরজ বীর ॥
 অমনি ক্ষণেক পাছ বিলম্ব না করি ।
 প্রহারিল কঠে তার অসি তরঙ্গরী ॥
 পড়িল বীরের চূড়া মিহিরজ নাম ।
 জয়নাদ ভক্তি-শিবিরে অবিশ্রাম ॥
 যাতোর-শিবিরে সবে হলো বিধাদিত ।
 অরণ্য-কমল মুখ-কমল মুদিত ॥
 তবু রণে নাই ভয় হৃদে হৃদে ভিত্তি ।
 সম্মুখ-সংগ্রামে সবে খুজে স্বর্গ-সিঁড়ি ॥
 কিবা চমৎকার বৃত্তি কিবা চমৎকার ।
 পরস্পরে বেহ-দানে, পরহিত সার !
 শেষ-প্রায় সমুদায় বীরের প্রশান ।
 হইল সমর-ক্ষেত্র প্রশান সমান ॥
 অনন্তর সাধু সদাশয় ।
 অরণ্য কমল সহ সমরে প্রবীষ্ট হয় ।
 কর্মদেবী হুঁই কপে, সজ্জা লয়ে বহু ভরে,
 সাজাইছে দয়ানন্দে, স্বীয় শ্রিয় রসবয় ॥

রূপ হের রতি পায় লাজ ।
 বিধাতার আচ্ছ সৃষ্টি বুধতীর্ণ-সমাজ ।
 চকিত যুগ লে চণা, অমৃত মিত বচনা,
 কিবা ভুঙ্কর রচনা, বাগ্নিজে অলি-বিরাজ ॥
 কল্যাণী কমলা অন্তর ।
 কুল-কমল-আকরে কুল্ল পদ্মিনী আকার ।
 গুণময়ী চাক্ষুশী, লীলা হেতু জনমিলা,
 প্রিয়বরে সাজাইলা, কিবা শোভা চমৎকার !
 কুরুবক নিভ ছটি-কর ।
 বিচিহ্ন কবচ দানে ঢাকে লীলা কলেবর ।
 শিরে দিল শিরজ্ঞান, কৃপাণ করিয়ে দান,
 অশ্রুজলে করে স্নান, নয়ন নীপেন্দীবর ॥
 হের বীর হইল ব্যাকুল ।
 কোলে লয়ে প্রেমসীমারে চুষয়ে মুখ বাতুল ।
 শিরে দিয়ে পদ্মপাণি, কহিছে আশ্বাস বাণী,
 ধৈর্য্য ধর হে কল্যাণি, কালী কৃপাবেন কুল ॥
 রণে মারি রাঠোর দুর্জয় ॥
 জয় জয় হবে আমি ফিরিব সক্ষ্যা-সময় ।
 এত বলি পুনরায়, চুষি প্রাণ-প্রমদায়,
 রণস্থলে যায় রাস, আরোহণ করি হয় ॥
 শুদিগেতে অরণ্য-কমল ।
 বীরমদে ক্রোধমদে আরক্ত আখি-যুগল ।
 আরোহি তুরঙ্গবর, হইলেক অগ্রসর,
 হরি সহ যুঝিবারে, এলো যেন আশ্বস্তল ॥
 মিলিল আসিয়ে দুইবীর ।
 বন্ধিম ভাবেতে চড়া উন্নত আয়ত শির ।
 যেন এক সিংহী তরে, দুই সিংহ রণ করে,
 গরজিত ঘোর স্বরে, কল্পিত দুই শরীর ॥
 কিক্রপে বর্ণিব সেই রণ ।
 বর্ণনায় বর্ণহারে, কে পারে করে বর্ণন ?
 কোন বীর নহে ঘাটি, চটাণী কাটাকাটি,
 ছুতী-সম ফোটে মাটি, তুরঙ্গ-খুর-ঘাতন ॥
 ভীষণ গর্জনে ঘন ঘন ।
 যেন দুই ঘিণ-মুহুরে দিগন্তে করে খোষণ ।

কিবা জহু; মুন-কণ্ঠা, ধাক্কা-পাতে ধরা-ধতা,
 আইলে প্রবল বত্যা, গরজে ক্রান্ত ভীষণ ॥
 জলে চারি চঞ্চল নয়ন ।
 যেন আসি চারিধেতে উদয় ইলা উপন ।
 চারি চক্ষে রক্তছবি, অল লভিত ইবি,
 কিবা কাল্যাক্ষের রবি, প্রকাশ করে গগন ॥
 হতচিৎ বত সেনা গণ ।
 দুই বীর পরাক্রম-দূরে করে নিরীক্ষণ ॥
 বচ-বচ দুইদলে, দত্ত সাধু কেহ বলে,
 বেহ অরণ্য-বমলে, দেয় জয়-সম্বোধন ॥
 তরবার ঘোরে বন বন ।
 সিন্ধুতে শতপাকে আবর্ত করে ফেরা,
 এই শোভা এই বহু, বাঁহুতে কুলে টক,
 টুটে তরবার অক্ষ, বরিষয়ে কুশল ॥
 টপাটপ টপকে টানন ।
 নিজ নিজ প্রভু-প্রাণ রক্ষণেতে সন্ধান ।
 বিপক্ষের অসী-সঙ্গে, স্থাপন করিয়া চক্ষে,
 বাঁচাইছে নিজ পক্ষে, চালনা করি চরণ ॥
 অস্ত্রাঘাতে অরণ্য-কমল ।
 যেন দিশা দিক্‌হারে লোহিত সহস্রদল,
 প্রায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তব রণে জ্ঞান-হত,
 বিষম বিক্রমে রত, হৃদে জলে ক্রোধানল ॥
 তর দেখ এমন সময় ।
 হয় ছেড়ে সাধুবীর ধায় পতিত হয় ।
 পুনঃ না উঠিতে বসি, অরণ্য-কমল পশি,
 হৃদয় উপরে কষি, মারিল অসী দুর্জয় ॥
 যেন যজ্ঞ-পবিত্রের প্রায় ।
 যুদ্ধভূমি কাটিলেক সাধুর বাঁকন সাঁঝ ।
 রণ-ভূমে ডাকে শিবা, বিগত হইল দিবা,
 ভান্ন অন্ত শোভা কিবা, সিন্ধুর হৃদে লুকায় ॥
 ভট্টিব-শিবিরে বাঁহাকার ।
 কি হইল কি হইল, যুগে মাত্র সবাঞ্চল ।
 আমাদের সবে ফেলে,
 কোথা সাধু কোথা গেলে,

বিষম শোকাগ্নি জ্বলে, কণিলে হে ছাব খাব !

কর্মদেবী কনক-লতার ।

সুখাইল চারমুখ প্রদোষ-মলাকার !

• ছিন্ন-মৃগা যেন লতা, নিপতিতা পতিব্রতা,

কণেক চৈত্র-হতা, নয়নে সহস্রাধার ॥

কণেকে হইয়ে সচেতন ।

প্রহারিয়ে পুনঃ পুনঃ কপালে কর-বন্ধন ।

পূর্বকথা সকাভরে, শোক-মগ্ন ভয় স্বরে,

কহিছেন সহোদরে, পরিহারিয়ে রোদন ॥

আর মম জীবনে কি ফল ভাই,

আর বল বাঁচি যাকি ফণ ?

নাথ-শোকে হৃদয় বিকল ভাই,

জ্বলে যেন প্রবল অনল ॥

এ অনল জুড়াইতে আছে ভাই,

কেবল সঁচিয়ার অনল ।

দেহ তার আয়োজন,

এই শব-ভিক্ষা ভাই করহ সফল ॥

পতিব্রতা পত্নী বেই,

পতিব্রতে রক্ত তার, জীবনে মরণে ।

দ্বারাইয়ে পতিধন,

যতি-ব্রতে ব্রতী সেই, হইবে কেমনে ?

একান্ত য হারিত মতি

সেই পতি-পদ-পঙ্কজ পূজনে ।

কেমনে ধ্যাইবে বিভূ বিম্বপতি ধ্যানে,

নিদিধ্যাসনে, মননে ?

কপোতিনী কপোত বিষবাণ,

হায় ! শিশি আনি বিলাইল তায় ।

হইতে না হইতে মিলন-স্বপ্ন,

ঘটিল বিরহ ঘোর দায় ॥

কোথা থেকে আইল নিষাদ জ্বর,

কপোতে মারিল বিষবাণে ।

কাতরা কপোত-বধু বরহের বাণে,

কিবা আশ্বাস পরাণে ?

উদয় অচলে দিনকর,

হেহি হস্তমুখী হয় কর্মজিনী ।

হ গিতে, না প্রকাশিতে মুখ,

মেঘরাশি আসি কারল মলিনী ॥

কোথা লুকাইল দিন করে,

হায় ! সরোজিনী বাঁচিবে কেমনে ?

জীবনে জীবন-আশা ছাড়ে সেই,

তার মাত্র জীবন উপনে ॥

তাই ভাই যাই সে উপন-লোকে,

যথা মম হৃদয়ের ধন ।

আর মিছে প্রবোধে কি কাজ হায় !

বিহনে সে জীবন-জীবন ॥

নে সাধু সামান্য মাছুষ ভাই ।

শাপ-ভ্রষ্ট জনমিলা কাম ।

কিছু দিন করি খেলাচলি গেলা নিজস্থানে-

যথা যোগ্য ধাম ॥

এত বল শারদ সরোজ-মুখী,

অভিবিজ্ঞ অশ্রু হিমহারে ।

পতি খর কপণ লহয়ে করে,

স্বীয় বাম বাহুতে প্রহারে ॥

শ্রিত কর ভূষণ সহিত,

সাহাদর-হস্তে কাঁসমর্পণ ।

• কহে শুন শুন ভাই,

কপিত পালন, মম চরম বচন ॥

আমাদের কুলকবিরে,

দিশে এই হস্ত বতন-মণ্ডিত ।

সতীত্বের সঙ্গীত-আখ্যানে ভাই,

গান যেন দাসীর চরিত ॥

অনন্তর ভ্রাতারে কপণ দিয়ে

কহিতেছে বিনত বচন ।

• করবালে ছেদহ দংশন বাহু,

হোক মম স্তূপেতে মরণ ॥

• এই হস্ত পাঠাইও আমার

হৃদয়-নাথ-পিতার নিকটে ।

জানিবেন এই কথা তিনি ভাই,

বধু তাঁর স্বত-যোগ্য বটে ॥
 পিতা হানে দাসীর এশেষ ভিক্ষা,
 সাধুসহ দহি কলেবর ।
 এই স্থানে সবসৌ খনন করি,
 নাম দেন কর্ম-সর্বোত্তর ॥”
 বাণী-শেষে ধরাসনে বরাননা,
 পতি-পাশে পতিতা হইলা ।
 সেনা-মাঝে উঠিল রোদন-ধ্বনি,
 সবে কহে ‘দত্ত পুণ্যশীলা !
 এবীভূত ক্ষত্রিয় জন্ম সব,
 বাহাদুর বাঘসা সমর ।
 বাহাদুর রুমিরে পুলক,
 বহে তাহাদের নয়ন-নিষ্কার ॥
 শোকস্বর উঠে, উভয় সেনায়,
 নিরাশ্রয় অরণ্যকমল :
 কর্মদেবী জীবন তেজিলা তুনি,
 হলো অতি হৃদয়ে ধিকর ॥
 শত শত আঘাত শরীরে,
 তবু তাহে কিছু না ভাবে ব্যতনা ।
 কর্মদেবী-শোকে দহে প্রাণ,
 কোন মতে আর না মানে সাঙ্কনা ॥
 তাহে “আমি পাপী নরাধম,
 পতিপ্রাণা সতী প্রাণনাশ-হেতু ।
 রতিপতি অমর্যের মূল,
 ধিক ! ধিকরে ধিকরে মানকেতু !
 এ রমণী-রতন-অযোগ্য আমি,
 বীরবর সাধু যোগ্য বর ।
 এ প্রেম-পঙ্কজ-বনে আমি জ্বাচার,
 ছায় দ্বিরদ-সোসর ॥
 হেথা মেঘরাজ মতিমান,
 চিত্তা সাজাইল মহা আড়ম্বরে ।
 সুপে সুপে চন্দনের সার,
 চন্দনায় তীয়ে, শোভে স্তরে স্তরে ॥
 সর্জয়স স্তম্ভগুণ প্রাচুতি,

নবনীত স্নাত, শত শত তার ।
 পণ্য-পদ্মবিনীর সলিল,
 বিধিসমত যত, প্রয়োজন আর ॥
 সাজাইল নেতের বসন চাক,
 রঙতের পালঙ্ক হুন্দর ।
 শোয়াইল তাহাতে যুগল তরু,
 প্রাণগতে দৃষ্ট মনোহর ।
 বিহসিত উভয় শবের মুখ,
 মরণেতে এতরূপ ঘটে !
 সেই ভাব বর্ণিব কি আর আমি,
 ভাবহ ভাবুক চিত্ত-পটে ॥
 সাধু, সাধু-প্রিয়া মগ্ন প্রেমহৃদে,
 ভাবরে ভাবুক জনগণ !
 সেভাবের ভাবুক কোথায় নায় !
 কে ভাবে সে ভাবের কারণ ?
 জলিল বিষম হতাশন,
 কালানল সম সেই বৈশ্বানর ।
 দহিল ক’কন তরুঘর চাক,
 কোথা বা সে মাধুরি নিকর ?
 এই দেহে মিছা অভিমান হায় !
 ইথে লোক যত কেন করে ?
 মাটির শরীর এই, মাটি হবে শেষে,
 কথা জানে সব নয় ॥
 বিচৈতন শোকে মন প্রাণ,
 কর্মদেবী-প্রিয় সহচরীগণ ।
 ক্ষিপ্ত-পায় ভ্রমে, জ্ঞানহারা,
 দাবা-দন্ত বুগী স্বরূপ লক্ষণ ॥
 বেড়ে চিতানল, মুখেরব,
 কোথা গেলে দেবি ! কোথা দেহ সতি !
 তোমা ভিন্ন কি কাজ জীবনে,
 হায় ! আমাদের কি হইবে গতি ?

সহচর্যাদিগের উক্তি গীত ।

—*—

ললিত ।

হায়, এ সময়ে সতি, রহিলে কোণায় ? হায় !
তোমা ভিন্ন চারুশীলে, কি কাজ এ সুস্থ কায় ?
যত যত পূণ্যবতী, দেবী-অংশ তুমি সতী,
পাষাণ এ বসুমতী; তোমার রূপায়, হায় !
তুমি নিজ পূণ্যবলে, দিব্য-লোকে গেলে চলে,
হাসীদেহের স্নেহছলে, আর কে শুধায় ? হায় !
আত্মদেহ প্রীতি অস্ত, নাহি ছিল ভাব অস্ত,
সবে সহোদর গণ্য করিতে মায়ায় ? হায় !
চাঞ্চি হাস অস্ত-হয়ে অস্তরে বিকল ।
প্রাণত্যাগ করিলেন অরণ্য-কমল ॥

সাধুর হইল যেই দিনেতে পতন ।
সেই দিনে কমলের চোমাসী ঘটন ॥
সেই বৈশ্ব-শোধনার্থ পুরুষাত্মকমে ।
ভট্টাসহ রাঠোর যুঝিল পয়াক্রমে ॥
অবশেষে ভট্টাদেব হইল বিজয় ।
গ্রাম্য-গীতে লে সকল ব্যক্তি দেশময় ॥
যেই সরোবর-কথা कहিলে ধীমান ।
সেই কৰ্ম-সরোবর পুণ্য-তীর্থ-স্থান ॥
বহুশিলা বিচচিত্র সতীর আকৃতি ।
ধরাধামে অবতীর্ণা যেন দেবী ধৃতি ॥
সতীত্ব সাধ্বীত্ব গুণে বরণীয়া অতি ।
অধুনা তাহার তুল্য আছে কেবা সতী ?
এ হেন অমূল্য নিধি ধরায় কি ধরে ?
দিব্য লোকে পতি সহ স্তখে কাল হরে ।
এত বলি নিগদিল সারস্বত তান
শ্রোতৃগণ যেন মুগ্ধ মধুপ-সমান ॥

সমাপ্ত ।



শূরসুন্দরୀ ।

রাজস্থানীর বীরবাল-বিশেষের

চরিত্র ।

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তন

অনুবাদিত ।

মঙ্গলাচরণ ।

কবিতাশিল্পের প্রাতি

কোথা গো কবিতা সতি সুখানুক্রাণণা ।
 কেন গো আমার প্রাতি এরূপ কোপিনী
 তুষাপদ সঙ্কসিদ্ধ শব্দভিঙ্গি আমি ।
 হইয়াছি বিকলচিত্তার অহুগামী ॥
 সে চিন্তাগণে মম মন জর জরা
 হিরু নৈহি ঠাকুরানি : ক'দি থর থর ॥
 বহু দিন দেপি নাই শান্তি সুখধরা ।
 নিবানিশি ঘেরিয়াছে মগ্নিতা মদী ॥
 অহুতাপে অন্তদিগ্গন্ত উভয়ায় ।
 ভাবি আমি কি কল্প করিল হায় হায় ॥
 তুমি মম কিশোর কালের সহচরী ।
 তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিব বিত বরী ॥
 বিজনে তটিনীতটে শপথনা করি ।
 তরুচ্ছায়ে মৃদুবায়ে সুখে প্রমত্তরি ॥
 তুমি গো আমার কাছে বসি ক'দি হাসি ।
 দেখাইতে নিঃসর্গের যত রূপবাশি ॥
 স্থলজ জলজ পুষ্প-প্রকাশ-মাবুদী ।
 বিধাতার তাহে কত জিৎ চাতুর্দী ॥
 তুমি চাকু মধুগলে মোহিতে নয়ন ।
 আতি পুরাতন রক্ত হইত নুতন ॥
 দিনকর নিত্য নিত্য নব ভাব ধরি ।
 বিস্তারিত দিগন্তে লাসবালহরী ॥

এই যেন নব জবা কল্মষ দকাশ ।
 এই তপ্ত কাক্ষনের প্রাতি প্রকাশ ॥
 সে কাক্ষনে তুমি দিতে অপূর্ব রসান ।
 নিবগিয়া হইতাম আনন্দে সজ্জন ॥
 প্রদেবের পশ্চিম দিগে সিন্ধবের বাগ ।
 যেম সোম কটর তথা অগ্ন্যষ্টোম বাগ ॥
 বিন্দু বিন্দু হিম-পাতে যিক পিক দশ ।
 সোম-মুখ হতে কিবা চাত সোমবস ॥
 উদয়ে তারক বরী, তব সহোদরা ।
 শিয়রেতে বসি প্রজ্ঞা দেবীকপদরা ॥
 কহিওন কত কথা সীমা নাহি তার ।
 ভ্রান্তি অপগমে মুক্ত বিজ্ঞানের দ্বার ॥
 স্তম্ভিত হইত তত্ত্ব অভিভূত মন ।
 সে ভাব কি কেহ ব্যক্ত করিতে কখন ॥
 শেখর সাগর শৌক্য প্রথমে যখন ।
 নবনভায়া আমি কবি দংশন ॥
 দর দর প্রপত্তিত পূর্ববাক্য ধরি ।
 সে ভাবের কণামাত্র যিহে কি পারি ॥
 কিরহিতে নারিকেল মাল্যলবন ।
 নিরমল নীলনিভা নিমসিত মন ॥
 বেলাকুলে অপরূপ শোভার সঞ্চার ।
 উপজিত অপরিত হীমবত দ্বার ॥

ইন্দ্রনীল হিল্লোলেক্তে বিদদ ঝলকে ।
 অমনি অদৃশ্য হয় পলকে পলকে ॥
 তয়োময় মানুষ্যের মানসে যেমন ।
 বিজ্ঞান বিমল বিভা দেয় দর্শন ॥
 এখন সে সব ভাব বল গো কোথায় ।
 ইতর ধাতুর গোষ্ঠে ক্ষোভে প্রাণ যায় ॥
 কোথায় আছ গো দেবি দেহ দর্শন ।
 আর আমি পাব না কি শান্তি সংলগ্ন ॥
 কভু কভু স্বপ্নাবেশে হইয়া উদয় ।
 অপরার বেশে মুদ্র কর গো অদয় ॥
 আগ্রতে ছায়ায় পায় কভু দৈত দেশ ।
 শূন্তে জাত যথা মন্দাকিনী ফেনলেখ্য ॥
 ধরি পায় রূপা করি যদি সিংহাসনে ।
 বসো গো বিনোদদাত্রী লয়ে স্বীয়গণে ॥
 ভাবায়ুতে মুগ্ধমন কর এক বাণ ।
 রচিব পুরাণ কথা সুধার ভাণ্ডার ॥

কহিয়াছ মম প্রীতি রূপা গারদর ।
 এবারও যেন মম প্রীতি রূপা হয় ।
 তোমা বিনা জ্ঞান হ'ল সব অন্ধকার ।
 ছেড়ো না গো মম স্বপ্ন প্রীতিতে অন্ধকার ॥
 দেহ ভাবরূপিণি হে : লেখনীতে বল ।
 এইমাত্র আশা মম কর গো ফল ॥
 স্বদেশায় সতীর্ণণ অথবা অথলা ।
 জ্ঞানবলে বুদ্ধি বলে কর গো সবলা ॥
 জল বল বোশলেকের ততই নিস্তার ॥
 তরস্তর জাতে নাই তাদের নিস্তার ॥
 এইমাত্র কর, শব্দহীন মন ।
 ছুইল অস্তিত্বের বাঁধা বহন ॥
 গৃহমেধি ফলদাত্রী হউন সকলে ।
 জ'রতে ভাবিনী ধরা লোকে ঘেন বলে ॥
 কটক ।

১লা আশ্বিন ১২৭৫ বঙ্গাব্দ ।

শরসুন্দরী ।



সুচনা ।

এক দিন কৃষ্ণদেবী-কথা সারি পরে ।
কহেন দ্বিজেন্দ্রকবি, পথিক-প্রবরে ॥
“মহারাণা লিখেছেন, শুন মহাশয় ।
যাইতে উদয়পুরে যদি ইচ্ছা হয় ॥
তব আগমুন আর বিনোদ উদ্দেশ ।*
লোকমুখে হইলেন বিদিত বিশেষ ॥
দেখিবে সে রাজধানী অতি মনোহর ।
পেশলা নাহেতে যথ্য রম্য সরোবর ॥
গিরিকূটে উচ্চতর প্রাসাদনিকর ।

চারু ষ্ঠেত উপলক্ষে গ্রীষ্মত বিস্তর ॥
কি বর্ণিব ত্রিপোলিয়া শোভন ভোরণ ।
বাদল-মহলপুরী পরশে গগণ ॥
যত্র শাহাজাহা খ্যাতি লভি মহাবীর ।
ধরাধীশ পদপ্রাপ্ত গতে * জাহাঙ্গীর ॥
ঐশ্বর্য্য-মহলে বার দেন মহারাণা ।
বিচিত্র বিভব তথা নিখিবে নানা ॥
অপরূপ কেলীগৃহ জগৎ-মন্দির ।
চারিধারে বহে চারু সরসীর নীর ॥

* কথিত আছে উদয়পুরে মহারাণার বাদল-মহলে
অতিথ্য গ্রহণ-করণ-কালে বুলাক খুরম পিতৃ-বিয়োগ
সমাচার প্রাপ্ত হওনান্তে শাহাজাহা নাম ধারণপূর্ব্বক
প্রথমাবস্থিভূত হন ।

প্রস্তুতিত সহস্র সহস্র শন্দল ।
কনকপরাগে জল বহে চল চল ॥
পবন-মোদিত তথ্যে তার পরিমলে ।
ধীরে ধীরে ফিরে সেই বিচিত্র মহলে ॥
যথা নির্ঝরনে ছিল আকৃবরসুত ।
মহারাণা-প্রেম-গুণে হয়ে তনয়ুত ॥
চল চল চল হে পথিক গুণাকর ।
দেখিবে উদয়পুর নগর সুন্দর ॥

আর তব উদ্দেশ কাগবে বহুমত ।
শুনিতে পাইবে সত্য ইতিহাস কত ॥*
পথিক কহেন “যদি এষ্টরূপ ঘটে ।
অবশ্য উদয়পুরে যাবা যোগ্য বটে ॥
আপনি বহুনি স্থান ভবে করি গতি ।
নয়ন-সার্থক করি, হৌর হিন্দুপতি ॥
জানিলাম এইবারে সিদ্ধ মনোব্রত ।
কৃতার্থ হইবে আসা এষ্ট দূরপথ ॥”

এইকপে হুটহুট কণা দ্রির করি ।
প্রকুল ভ্রমরে চলে উদয়নগরী ॥
বিগত পথের ভ্রম বিধি কথায় ।
কত দিনে উপনীত হইল তথায় ॥
বিহিত আদরে রাণা ভূগিনা দৌহারে
মিতা নিশা নব কথা হয় দ্বন্দ্ববারে ॥

বাণীকুলকাণ্ড কথা গীণা গ্রন্থ পত ।
 গ্রন্থাগারে পণিক দেগেন শত শত ।
 হেমন্তে একলা এক পত্র পাঠ পরে ।
 জিজ্ঞাসা করেন প্রিয় বন্ধু দ্বিজবরে ॥
 “কহ কবি এ পত্রের মর্ম্ম সবিস্তার ।
 কেবা এই পৃথুই দিৎ কবি গুণাধার ॥
 লিখেছেন, মহাশয় প্রতাপ নিকটে ।
 ‘কাহারো নিস্তার নাই নৌরাজ্য সদ্যে’
 কিবা এ নৌরাজ্যকাণ্ডে বর্ণিতে না পারি ।
 কহ কহ অহুগ্রহে বিশেষ বিস্তারি ॥
 অতিরপ্রভাব প্রায় দৌষ বিভাবরী ।
 বিগত হইবে সুখে দৌষি দান করি ॥”

শুনিয়ে কবীজ্ঞ আরতিলা উত্তিহাস ।
 শারঙ্গে সারদা আসি হইয়া প্রকাশ ॥
 নাচিতে লাগিলা যত রাগিণীর সঙ্গে ।
 সৃষ্টিল সুরদ-রঙ্গ গানের প্রসঙ্গে ॥

প্রথম সর্গ ।

ভ্রমভরা এই ভাবে মানবের মন ।
 কবে কোন্ ভাবে থাকে নহে নিরূপণ ॥
 এই শান্ত দান্ত, ক্ষান্ত ভ্রান্তির প্রলোভে ।
 এই পাপপঙ্কে মগ্ন, ভগ্ন চিত্ত-ক্ষোভে ॥
 এই ঋষি বিবেকের জঙ্করাস অতি ।
 এই মোহমাদকে প্রসক্ত যৌবন নিকি ॥
 এই ছিল বিজ্ঞানসে বদ্বি বজ্রজন ।
 এই অবিজ্ঞার বশ মূখ অভাজন ॥
 এই প্রিয়া পরিণীতা রনিবার কল ।
 এই পরকীয়া প্রেমে পিয়ে সুদারস ॥

এই মত্ত মাতঙ্গের মত্ত বলবান ।
 এই ক্ষীণ ক্ষুধাক্তর ক্রিণীর সমান ॥
 তড়িত জড়িত যথা জলদঘটায় ।
 শশলেখা দেয় দেখা শশীর ছটায় ॥
 কমলে কণ্টক যথা সাগরে জবণ ।
 স্থান বিবেচনা যথা না করে পবন ॥
 সেইরূপ মানবের গতি স্থির নয় ।
 এই এক রূপ, এই অল্প রূপ হয় ॥
 এক ক্ষণে পাপজানে দার প্রীতি বোধ ।
 পরক্ষণে সেই পাপে চিত্ত পরিতোষ ॥
 কে বুঝিতে পারে এই ভবের মরম ।
 কিছুই নহে ক স্থির ভীহার চরম ॥
 এ সুখায় কেন বিব-সংসার ঘটিল ।
 এ ক্ষীর ককস কেন কুরসে নটিল ॥
 বিমল হইবে কবে কেহ বা জিজ্ঞাসে ।
 ঘনঘটা মোহ-মেঘ জদয়-অাকাশে ॥
 ভেবে ভেবে পরিহার করিয়া আশ্রম ।
 বেহ যায় বনে, সেও বার্থ পরিশ্রম ॥
 মনে ভাবে ত্যাগিয়াছি প্রবৃত্তিসঙ্গম ।
 সঙ্গী সব পাপহীন স্বাবর জঙ্গম ॥
 কিন্তু হয় এ কথাই নীমাংসা কোথায় ।
 বনে কেন বিবেকী পাতক-পথে যায় ॥
 সুরগুরু বুকে বৃহস্পতি মহাশয় ।
 এমন নিদামী কেন কামেতে বিবশ ॥
 ধর্ম্ম ধ্যান যত পরাশর বীতবাগ ।
 মীনগন্ধ-প্রতি কেন ভীহার সোহাগ ॥
 বৃন্দা বিলোকনে কেন ধর্ম্ম ধর্ম্মহীন ।
 সতীশাপে কলিকালে হইলেন ক্ষীণ ॥
 কামিনী-কুহকে নারদের নানা গতি ।
 হরিল হরিনন্দন হরিনন্দে গতি ॥
 কিছুই না থাকে বোধ সম্বন্ধ-বিচার ।
 ভ্রাতৃপ্রেম বন্ধপ্রেম হয় ছার খার ॥
 অশ্বিনীকুমার সম এক তনু মন ।
 হৃদ উপহৃদ নামে দুইজ হৃদয় ॥

তবী তিলোত্তমা তরুণী তরুণী ।
 ভ্রাতৃত্বের গৃহচ্ছেদ বিলাস বিপলে ॥
 কৌশল্য স্নেহকচুড়া স্বর্ণপতন ।
 রত্নাশাপে রাবণের সৎসংশোধন ॥
 কোথায় গেল হস্তিনার বিপুল বিভূতি ।
 যাজ্ঞসেনী-রোমানল-যজ্ঞের আকৃতি ।
 যত দিন মানুষ্যের মধ্যে থাকে মতি ।
 তত দিন সব দিগে উদ্ভিত উন্নতি ॥
 অশ্বমেধে ধাইলে রত্ন অমনি সংহার ।
 ক্ষীরপূর্ণ কুন্তে যথা অশ্বসংহার ॥
 ক্রীড়াকমে ক্ষয় পায় যত কিছু দার ।
 বিনাশের হাতে আর না থাকে নিস্তার ॥
 যথা ফুল ফলদল পল্লব-শোভন ।
 বনের ভূষণ তরু নয়নলোভন ।

অস্তরে লাগিলে কাট ক্রমশঃ শুভায় ।
 সহসা বাহিরে কিছু দেখা নাহি যায় ॥
 দিল্লীর দোদুর্গে দর্শ দীপ্ত দশ দিশ ।
 মোগলমার্ত্তে নষ্ট নূপনিলা নিশী ॥
 বিচারবিজ্ঞান বীজ করিয়া বিস্তার ।
 করিল হিতের সৃষ্টি অশেষ প্রকার ॥
 তৈল যথা তৈল সহ সংমিলিত নহে ।
 হবি যথা অনল পরশ পেয়ে দহে ॥
 ভূজঙ্গের প্রতি যথা বিরাগী মকুল ।
 হিন্দু মুসলমানে হেন ভাব প্রতিকুল ॥
 এমন বিষম বৈব করি সংহরণ ।
 হুমায়ুন বংশ যশে ভরিল ভূবন ।
 রক্ত কীর্তিকলাধর কহিতে কে পারে ।
 বিবিধ বিবৃধ রত্ন দিল্লীরূপ হারে ॥
 মহাকবি দহলবী আমার প্রধান ।
 অতাপি বাহ্য গান রসের নিধান ॥
 অতাপি বাহ্য গান পূণ্য-প্রবাহ কুপায় ।
 স্নান পান কবি লোক দেহে প্রাণ পায় ॥
 গোপাল নায়ক গুণী করিতে ভূষক ।
 খোসকুকে মানিল বলিয়া গান গুরু ॥

আর সেই দুই ভাই গুণের সাগর ।
 বিভাব্রতে পতন করিল কলেবর ॥
 প্রবেশিল বারানসী দিগ্বেশ ধরি ।
 অসাধ্য সাধিল ক্রতি স্মৃতি শিক্ষা করি ॥
 যথা ভীমাজন দরি ব্রাহ্মণের বেশ ।
 দুর্গম মগধ দুর্গে করিল প্রবেশ ॥
 আর সেই দীর বীরবর বীরবর ।
 যার গণ শুধিতে নারিল আকবর ॥
 যার বুদ্ধিকৌশলেই সাই বলিহারি ।
 যখন দানবদল গুল পঙ্ককারী ॥
 হিন্দুর রাখিল মান বিবিধ বিধানে ।
 দুই দলে প্রতিদ্বন্দ্বি ভূগ্য পরিমাণে ॥
 দিয়ে দান হিন্দু রাজবাল্য দিল্লীপুরে
 রাজপুরে স্বদেশের বঙ্গবন্ধি করে ॥
 জয়পূর্ব-অধিপতি করি কজাদান ।
 দিল্লীপতি-রক্ত প্রাপ্ত অতুলসন্ধান ॥
 তাঁর স্ত্রী মানসিংহ বিক্রমে বিশাল ।
 বাঙ্গালায় নবাবী করিল কত কাল ॥
 মোগলসেনার ছিল প্রধান সেনানী ।
 ভীমদৌর প্রসাদাৎ মান হৈল মানী ॥
 সেই পথে পথিক মরুর অধিকারী ।
 যখনকু কুন্তে পঙ্কজদ-দ্রাচ্যাদী ॥
 কেবল মিবার-পতি প্রতাপকেশরী ।
 বিজয় রাখিল কুল প্রাণপণ করি ॥
 মোগলের ছলে বলে না হইল বশ ।
 প্রকাশিল অতুলম বীর্য সজস ॥
 প্রাচীতে বেকান, পশ্চিমেতে তুর্কস্থান ।
 একচ্ছত্রা শাসন করিল সেই মান ॥
 যাইতে যখনদেশে যন নাহি সরে ।
 যখন প্রবাস একে কুলশঙ্করে ॥
 আবার আটক পাবে রাজ্যদেশ যেতে ।
 কোনরূপে আশা আর না হইল যেতে ॥

মোগলপতির চাক্র উপদেশ বাণী ।*
 লজ্জিতে নারিল মান মিল মনে মানি ॥
 কিন্তু কুলকলঙ্কেতে তঃখী সদা মানি ।
 জ্ঞাত নাশে হতমান, সদা ব্রাহ্মমাণ ॥
 বল বল, বুদ্ধি বল, ধন বশ বল ।
 কুল গেল কেন হয় মাতুষ বিকল ॥
 কি কাণ্ড কুলের কাণ্ড জাতি-অভিমান ।
 ধরা পরিহারি কবে হবে অতৃষ্ণান ॥
 কবে সবে একজাতি করিবে স্বীকার ।
 এক ভাবে জাতীয়ের দিবে নমস্কার ॥
 এই জাতি বহুতর অনর্থের মল ।
 ইতিহাসে আছেইতার প্রমাণ বহুল ॥
 দাক্ষিণাত্য জয় করি মানসিংহ রায় ।
 উদয় উদয়পুরে জাতির আশায় ॥
 রাণার সহিত করি একত্র ভোজন ।
 পুনরার ক্ষত্রিয় প্রাপণ মনন ॥
 প্রতাপ পাঠায়ে দেন আপন কুমারে ।
 মানসিংহে যথা সমাদরে আনিবারে ॥
 রাণারে না দেপি মান ভোজন-সময়ে ।
 কুমারে জিজ্ঞাসা কবে মানমুখ হয়ে ॥
 “কহ তাত মহারাণা কেন অনাগত ।
 তদভাবে ভোজন না হয় সুসজ্জত ॥”
 কুমার কহেন “পিতা অশুস্থ শরীর ।
 আপনি বসুন ভোজে হইয়ে সুস্থির ॥”
 মান কহে “বুঝিয়াছি অশুস্থ কারণ ।
 কহ তাত ভবিষ্য কে করে বারণ ॥

* আকবর শাহের আদেশানুসারে মানসিংহ আটক
 পার হইয়া স্বেচ্ছদেশে যাইতে প্রথমে অধিকার পাইয়া-
 ছিলেন, কিন্তু সম্রাটের নিয়ন্ত্রিত জনপূর্ণ বাক্যে
 তাঁহার আর আটক থাকিল না, যথা,

“সব হি ভূম গোপাল কা, কসু মে অটক কহা।”

জিসকা মনমে অটক হৈ, “বহি অটক রহা।”

রাণার প্রসাদ ভিন্ন এবে গতি নাই ।
 তিনি যদি জাতি দেন তবে জাতি পাই ॥”
 শুনিয়ে সে কথা রাণা আসিয়ে নিকটে ।
 কহিলেন “যা কহিলে সব সত্য বটে ॥
 কিন্তু কহ প্রাশ্চিত্ত হইবে কেমনে ।
 তোমার ভগিনী গত যবন-ভবনে ॥
 বিব বিসর্পণে হলে ক্রোধে বিকার ।
 কেমনে ধরিবে পুনঃ কান্তি আপনার ॥”
 সে কথায় শুধাইল মানের বদন ।
 পঞ্চগ্রাস অন্ন শিরে করিয়া ধারণ ॥
 তুরঙ্গে উঠিয়ে কহে সরোব বচন ।
 “আমাদের জাতিপাত তোমারি কারণ ॥
 তত্তজ্ঞা অনুজাগরণে দিখে বিসর্জন ।
 করিয়াছি তব দেশে শাস্তির স্থাপন ॥
 এখন ক্ষত্রিয়গণে করি পরিহার ।
 দেখা যাবে কেমনে রাণিবা অধিকার ॥
 তবে জেন মম নাম মানসিংহ নয় ।
 যদি তব সর্বনাশ অচিরে না হয় ॥”
 প্রতাপে প্রতাপ কন “আচ্ছা দেখা যাবে ।
 আহবে আমায় কতু বিমুখ না পাবে ॥”
 পারিষদ কহে এক দিগে টিটকারী ।
 “সঙ্গে কবি আনিও হে দিল্লী-অধিকারী ॥
 গুব বুনায়েব বল হইবে পরীক্ষা ।
 দেখা যাবে সমরে কে কায়ে দেয় দীক্ষা ॥”
 ক্রোধে মন কম্পবান করিল পয়ান ।
 ক্ষত্রিগণ নদীজলে করে গিয়া স্নান ॥
 শুনি হেতু বোত বস্ত্র করিল পিধান ।
 উৎখাতিল ভূমি যথা বসেছিল মান ॥
 সেই স্থলে পবিত্র করিল গঙ্গাজলে ।
 স্নেহবৎ জ্ঞানে মানে মানিল সকলে ॥
 শ্রাণকের হৃদিশা শুনিয়ে দিল্লীপতি ।
 একেবারে ক্রোধানলে জলিতাঙ্গ অতি ॥
 বল দেখি ভবলীলা একি চমৎকার ।
 যে আকবর করুণার সাগর অপার ॥

যে আকবর সুবিচারে ধর্ম-অবতার ।
 যে আকবর বহুবিধ জ্ঞানের আধার ॥
 যে আকবর ভেদজ্ঞান বিহীন সজ্জন ।
 সকল জাতির শ্রেষ্ঠি সমান-দর্শন ॥
 সেই গুণসিদ্ধ শান্ত শ্রীলকবচনে ।
 হিন্দুধর্ম সংহারে প্রতিজ্ঞা করে মনে ॥
 না থাকিবে ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতা ।
 অসতী হইবে পৃথিবী পতিব্রতা ॥
 বড় বড় রাজপুং কুলকথা ঘরে ।
 বড় বড় সন্ন্যাস সেবা পদ্ধতিরে ॥
 পাণ্ডিত্য নহে শুধু শব্দদ্বারা বালা ।
 নহে পীত মে সিদ্ধ নিঃসৃত চারু হালা ॥
 নহে বশীভূত ভূপ উদয়-নন্দন ।*
 এই দুঃখপদাহে দহে তম মন ॥
 শাস্ত্র এত, যুক্তি এত, যেই হয় বীর ।
 অধর্মের পদে কহু না নোয়ায় শির ॥
 সহস্র শক্ততা থাক প্রতিযোগী সহ ।
 বিগ্রহ ব্যাসনে সদা অধর্মবিরহ ॥
 কিন্তু বীর আকবরে সে ভাব কোথায় ।
 কারণ কুকীর্তি শেষ শ্রীলার কথায় ॥
 শাজিল উদয়পুর দপ্‌চুর তেতু ।
 উড়িল শাকশে অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রকেতু ॥
 ইতি প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

যৌবনে যুবতী মথ্য পতিহীনা হয় ।
 সকল সম্পদ হত ব্যাকুল হৃদয় ॥

বসন ভূষণ ভোগ বাগে বাঁতরাগ ।
 দিবা নিশি গত লয়ে রত পূজা যাগ ॥
 সেইরূপ তরুণী যত্নে পোষ ভূমি ।
 প্রতাপের বাক্যকালে ছিল মেরুভূমি ॥
 তব দুর্গ দেখে আর নাহি পূর্বশোভা ।
 যেই শোভা শূর বীরগণ মনোশোভা ॥
 উদয়ের সহ মনে ধবনের রণ ।
 তাহে অন্তর্গত তব প্রতিভাতপন ॥
 একবার আলার প্রবল কোপানলে ।
 কত কীর্তিকলা তব গেল রসাতলে ॥
 তার পর বেয়াঙ্গীদ করে আক্রমণ ।
 পুনঃ তাহে তোমার লাগে সংহরণ ॥
 অনন্তর আকবর সাজিয়া আসিল ।
 যে কিছু বা ছিল বাকী সকলি নাশিল ॥
 কে বলে অগদগুরু সে মোগলবরে ।
 কেন বা তাহার মুদ্রা লোকে সমাদরে ॥
 কোন রূপে নহে ক্ষান্ত কশাস্ত্র মোগল
 শ্রীলকের অপমানে হইল পাণ্ডল ॥
 বিশেষতঃ প্রতাপের প্রতাপ দুঃসহ
 পাঠাইয়া দিল পুত্রে সেনা সিদ্ধ সহ
 সঙ্গেতে আইল মানসিংহ মহাবেত ॥
 হায় ভিন্ন দাতু প্রসঙ্গি এক ক্ষেত ॥
 এই মহাবেত বাণাবংশেতে সম্বৃত ।
 প্রতাপের কনীয়ান সংগরের হৃত ॥
 ধনলোভে ধনচ্যুত হৈল দিল্লীপুরে ।
 ছেদানল যথাক্রমে প্রজ্ঞাপুরে ॥
 প্রতাপের অস্ত্র ভাই শক্তিসিংহ নাম ।
 সেই সঙ্গী জাতি স্তম্ভিত লাত প্রতি বাম ॥
 মোগলের অন্তর্গত, তারি সেপাকবী ।
 স্বদেশ বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রহরণধারী ॥

* মিনারের প্রাচীন নাম ।

* দ্রাবিড় প্রাচীরের দিগন্ত দিল্লীপুরে

ধনহীন, উপায়বিহীন, ভ্রাতৃহীন ।
মনে কর প্রতাপের কি রূপ চর্চিন ॥
কিন্তু যথা সাগর তরঙ্গ-প্রতিধাতো ।
মহেন্দ্র অচল কভু শরীর না পাতে ॥
প্রতি প্রতিধাতো তার মূলধন হয় ।
সেই পণ সুদূরচেতা উদয় নয় ॥
এই পণ সভাস্থলে করে মহাশয় ।
“জননী র স্তন্য তৃপ্ত করিব উজ্জয় ॥”
সেই পণ পালন করিল মহাশয় ।
হেন কীর্তি হয় নাই, হইবার নয় ॥
সকল সাম্রাজ্য শুক বিকৃত তাহার ।
একেশ্বর সহিল, রাখিল অধিকার ॥
কত শত শত্রুভূমি দিল ছারপারে ।
কভু বনে বাস, কভু পর্বত-মাঝারে ॥

আহার বনের ফল, পেষ নদীজল ।
স্বপ্নের শয়ন, কাননের তৃণদল ॥
বস্ত্র পশু বস্ত্র নর সহিত বসতি ।
এরূপে পাগিল দাশী সূত মহামতি ॥
মনে ভাবে, আমি শিলাদিব্য বংশধর ।
নমস্ত কে আছে মম ভুবন ভিতর ॥
দূরে থাক, যথেন্দ্র সূত্র সম্প্রদান ।
প্রাণসম্বন্ধ না মানিল বলিয়া প্রধান ॥
অতাপি প্রতাপ-নাম ক্ষুদ্র মুখে মুখে ।
কীর্তিকলা লেখা যত রাজপুত্র বৃকে ॥
কহিতে সে কথা কবি-নেত্রে বহে নীর ।
সত্য সেই প্রাপ্ত করিল মাতৃকীর ॥
কেবল ঠাকুর পঞ্চ প্রতাপের বল ।

প্রাণপণে প্রভুসেবা স্বদয় সরল ॥
হিন্দুরাজ-চক্রবর্তী-কীর্তি হয় শেখ ।
ভাবিয়া অস্তির কিসে রক্ষা পাবে দেশ ॥
প্রভু পাশে সমরে জীবন যদি যায় ।
সেও শ্রেয়ঃ মোগলদাসের ঘোর দায় ॥

প্রভুপত্র উচ্ছিষ্ট প্রসাদ উপাদেয় ॥

অমিয় তাহার সহ নহে উপমেয় ॥

হোথা শুন সমাচার সমরসমিধে ।
আইল সলিমা রোজরস পূর্ণ-জুধে ॥
আরাবলী পর্বত-পশ্চিম দিগে ধায় ।
প্রবেশিল মেরুদেশে কালানল প্রায় ॥
হলদৌঘাটে প্রতাপ পাতিল নিজ থানা ।
অমরের সাধন নহে তথা দিতে হানা ॥
বাউশ হাজার মাত্র সেনার যোগান ।
গিরিকূটে স্মৃজিত পাথে মতিমান ॥
গিরিত্রজে রাজধানী ঘোরা অরুণম ।
জরাসন্ধ দুর্গসম বিবম দুর্গম ॥
কিবা উপত্যকা কিবা অধিত্যকা স্থলে ।
নিবিড় কানন প্রায় শোভা সেনাদলে ॥
ভট্টলিকা শিখরে কি পর্বত-শিখরে ।
কোষমুক্ত অদি, নিবারণের ভাতি বরে ॥
কৃতান্তকিঙ্কর সম দেখিতে করাল ।
প্রহরণ প্রস্তর ধনুঃ শরজাল ॥
প্রভুভক্ত অমরক ভৌল নামা জাতি ।
সকলের আগে ভাগে বসে থানা পাতি ॥
বনবাস সন্তোষ ভব্যতা নাশি জানে ।
কিন্তু প্রভুভক্তি যোগসার জানে মানে ॥
শব্দদায়-বিপদ-সাগর-পার সেতু ।
কত শত হত, প্রভু-পরিচাণ হেতু ॥

৬ মহারাণী বিজয়ীম সামন্তদিগের সহিত ভোজনে
উপবেশনানন্তর স্বীয় পাত্র হইতে কিয়দম গইয়া তদ্ব্যযো
প্রধান মধ্যাংবান ব্যক্তির প্রতি প্রসাদ করেন, এই
প্রসাদের নাম ‘ছন’ বা ‘ছয়া’ । এই সস্ত্রম প্রাপ্যার্থ
সামন্তগণ অতীব লোলুপ, যানসিহ এই পত্রাবশিষ্ট
উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত না হইবাতেই মিবারের সর্বনাশ
উপাশ্বত হয় ।

+ জাতিদ্বীরের পাল্য নাম

হইল বিষম যুদ্ধ, কি বলিব আর ।
 স্বধর্মপাশন ব্রত, সর্বত্র ওসার ॥
 এক এক রাষ্ট্রপুত্র কুণ্ডল-জিহবার ।
 ক্রমে ক্রমে স্বদলে হইল অধঃপতন ॥
 নির্ভয় হৃদয়ে ধায় কেশরীর আশ ।
 হুহুকার হর হর শব্দ উজ্জ্বল ॥
 মহাঈর্ষ্যবান সবে মদমত্ত হিয়া ।
 বরিষে বরষে ভুলী অশ্রু আশোহিয়া ॥
 আপন সেনায় ঘেরি বিজ্ঞ বিশাল ।
 আনন্দরসে ভোর হইল ভূপাল ॥
 সমবতরজে ভাসে সকলের আগে ।
 যুগ্ম বায় শত্রুভটা ভঙ্গ দিয়ে ভাগে ॥
 উড়ে বৈজয়ন্তী ভানু-ভাসিত লোহিত ।
 বাণীরাজ ছাতকের * পক্ষে আরোহিত ॥
 বৈর-শোধ ঐহীর্ষ্য ব্যাকুল অস্তরে ।
 কুলের কজ্জল মানসিংহ জ্বল করে ॥
 সন্ধান না পেয়ে তার ঘন ঘন ফেরে ।
 সম্মুখে পাইল শাহ-সুত সলিমেরে ॥
 শত শত যবনেরে করিয়া সংহরে ।
 মহাতেজে তথায় হইল আগ্রার ॥
 যেমন দেবতা, যান ভূষণ তেমনি ।
 ঘন ঘন চাতক করিয়া হ্রস্বাধিনি ॥
 সলিমের করিগুণ করে পুরাঘাত ।
 বলকে বলকে হয় করিব সঙ্গাত ॥
 ভাগ্যবশে আসে হাউদা ছিল আঁটা ।
 তাই বাদশাহসুত নাহি গেল কাটা ॥
 তুর্ককসোবারগণ দিয়েছিল হানা ।
 কদলীর বন প্রায় কাটিলেন রাণা ॥
 কাটা গেল মাহুত, মাহুত মাতোয়াল ।
 চাতকের পদাঘাতে ফেঁপিল বিশাল ॥
 পলায় আপন সেনা-শিবির-সন্ধান ।
 তাহে তৈমুরের বংশ রক্ষা প্রাণে প্রাণে ॥

* রাণা প্রতাপের অশ্বের নাম ।

ঘোরতর সমর হইল সেই স্থলে ।
 ছই দল সমতুল কেহ নাহি টলে ॥
 সলিমের রক্ষা হেতু যবনে যতন ।
 রাণা-রক্ষা-হেতু রাজপুত্রের পতন ॥
 মহামার-মদে মত্ত মেকনেশপতি ।
 শরে শরে জঁক জঁক বলের শক্তি ॥
 খবতর করবালে বিফল শরীর ।
 কিন্তু মনে দিকিৎ বিক্রম নহে বীর ॥
 তিলেক না ছাড়ে রাজচ্ছত্র শিরোপরে ।
 শত্রুসেনা তার প্রতি একিলক্ষ্য করে ॥
 সেই দিকে দেখে সবে যবে প্রহরণ ।
 প্রাবুটের মেদমাগে তপন যেমন ॥
 প্রতাপে প্রতাপ প্রায় বার তিন বায় ।
 শত্রুসেনা মাখ করে আপন উদার ॥
 যেন ঘোর আগুনে জীবন সিংহবরে ।
 পাল পাল গৃহপাল ঘেরি শব্দ করে ॥
 বাহভেদ করি হরি যত বায় দূরে ।
 ততই তাহারে বেড়ে আঁকটা কুকুরে ॥
 সেই রূপ অবসর হৈল সংহরণ ।
 পরিজ্ঞাপন আর দৃষ্ট নাহি হয় ॥
 তেন কালে আলবর দেশের জিহর ।
 প্রভুর উদার-হেতু তন অগ্রসর ॥
 ছাঁদ দণ্ড নিশান অগ্রথা তথা করি ।
 ধরাইল হেমচান্দী স্বীয় শিরোপরি ॥
 ঘোহিল মেদমালিনী দেখি ছত্র দণ্ড ।
 সেই দিকে প্রহরণ প্রহরণে প্রচণ্ড ॥
 সেই অবকাশে রাণা অগ্র পথে যায় ।
 পত্ন ধন্য আলবরপতি মহাকায় ॥
 প্রভুরে বাঁচায়ে দিয়ে স্বীয়গণ সহ ।
 শত্রুদলে সমর করিল দুর্জয় ॥
 অনন্তর আয়ুধ আঘাতে হতবল ।
 প্রাণ পরিতরে বাণী সাহিত স্বদল ॥
 অল্পম প্রভুভক্তি, দেহ দিল ভালী ।
 রাখিল অপূর্ব কীর্তি নিজ ধর্ম পালি ॥

কীর্তিকলা পুরস্কার থাকে মাত্র শেষ ।
কবিতা প্রতাপ এই নিয়ম নিবেশ ॥
বংশ-অনুক্রমে ঝালবরপাতিগণ ।
রাজচ্ছদ দণ্ড আর নিশান শোভন ॥
নিজ ধামে ধরাইবে পরাধীন প্রাচ ।
রাণার দক্ষিণে স্থান পাইবে সভায় ॥
অতাপি উদয়পুরে আছে এই রীতি ।
ভক্তির তনয় স্নেহ কহে ধর্ম্মনীতি ॥
সিদ্ধ বল, একের বীরকে কি উপায় ।
মোগলের সেনা সীমাহীন সিদ্ধ প্রায় ॥

চারিদিকে অলিখা উঠিলে হত্যাশয় ।
ঘটপূর্ণ জলে কভু হয় নিবারণ ॥
লক্ষ লক্ষ মোগল করিল আক্রমণ ।
অগণিত কামানে অনল বরিষণ ॥
দল দল উটের উপরে বাঁধা তোপ ।
যেই নিগে বধে গোলা সেই নিকে গোপ ॥
কি কহিব হৃদয়ঘাতে হ্রঃস্বের কাহিনী ।
বাইশ হাজার ছিল রাণার বাহিনী ॥
থাকিল হাজার অষ্ট চন্দ্র প্রহরে ।
বাহিল কবিরনদী কন্দরে কন্দরে ॥
প্রভুভক্তি-প্রস্রবণ জাত তরঙ্গিনী ।
যশোরূপ আশুনদ বেগু প্রসবিনী ॥
শৌর্য্য সুধাময় ফল ফলে যার জলে ।
যে পায় আশ্বাদ সেই শত্রু পরাভয়ে ॥
প্রদোষে প্রতাপ পুরে করিলা পতন ।
নির্ভয় চাতক-গতি পথনসমান ॥
পুরোভাগে পঞ্চমিনী বহিছে বহ্নারে ।
এক লাফে তুরঙ্গ বাইল তার পারে ॥
অথৈ ছুটে যুগল মোগল তার পাছে ।
ধমকিল তারা সেই উটিনী কাছে ॥
প্রভু-প্রায় চাতক আহত অতিশয় ।
নিকট হইল শত্রু জানিল নিশ্চয় ॥

খুরের আঘাতে শৈলে উঠিছে অনল ।
জলধরে যেন ক্ষণপ্রভা ঝলমল ॥
এমন সময়ে রাণা করেন শ্রবণ ।
কহিতেছে স্বদেশ ভাবায় এক জন ॥
কহে ঘন “ওহে নীল ঘোড়ার চালক ।”
গুনি সম্বোধন রাণা ফিরান মন্তক ॥
দেখিলেন অস্বারোহী আর কেহ নয় ।
আপন অগ্রজ শক্তিসিংহ মহোদয় ॥
পিতা দিল অনুরোধে নিজ রাজ্যভার ।*
ফোভানলে স্বদেশ তাজিল গুণধার ॥

* রাণা উদয় সিংহের ভোগ্যাক্রান্ত পুত্রনিকর
ব্যতীত গণ্যবিশিষ্ট বিবাহিতাজাত পুত্র ছিল, নিবার-
দেশে জ্যেষ্ঠানুক্রমে সিংহাসন প্রাপ্তকর্তৃক নিয়ম সবেও
রাণা উদয় সিংহ তাহা ভঙ্গ করিয়া খোদ সর্কাপেক্ষা
প্রিয়নী গর্ভজাত জগৎমলকে রাজ্যভার প্রদান করেন ।
অশৌচকাল মধ্যে জগৎমল সিংহাসনোপবেশন করিলে
শোণিত গড়ের অধিপতি আপন ভাগিনের প্রতাপ
সিংহকে রাণা সমুদয় করণ নামসে চণ্ডাবৎ শ্রেণীর
প্রধান ও নিবারের রাজমন্ত্রী হুজু সিংহের নিকট উপ-
স্থিত হইয়া জগৎমলের অত্যাচার রাজ্য গ্রহণের কথা উল্লেখ
করিলেন, তাহাতে সচিববর কহিলেন- মুহূর্ত্ত ব্যতি যদি
দ্রুতপানেছা করে, তবে তাহাও প্রদান করা উচিত,
ফলতঃ আমি প্রতাপের পক্ষ, এই কথা কথনামন্তর
উভয় রাজ্যে রাষ্ট্রদ্রোহ বাইরা জগৎমলকে রাজ-
সিংহাসন হইতে উঠাইয়া তদ্রিয় ভাগিনীত এক আসনে
বসাইয়া কহিলেন, “হহারাজ ! আপন প্রভু হইয়াছে,
সিংহাসন আপনীর ভাতা প্রতাপ সিংহেরই অর্থে ।”
মাতুল এবং মন্ত্রী প্রমাদেই প্রতাপ সিংহাসন প্রাপ্ত ।
শক্তি বা শত্রু সিংহ প্রতাপের অগ্রজ বৈরাগ্যের
ছিলেন ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে ধনাশ হুঁশয় ।
 ভ্রাতৃপ্রেম অমৃত গরল উপজয় ॥
 শাহের সেবায় শক্তি তা' ধি রত ।
 স্বদেশের প্রতিকূলে সন্তান গাঁগত ॥
 মোগলসেনায় থাকি ক' বিলোকন-
 একেশ্বর প্রতাপ করিছে পলায়ন ॥
 সেইকণে ঘেঘানল নিক পাইল ।
 পুনঃ আসি ভ্রাতৃদেহ হার ছাইল ॥
 মনে ভাবে হায় দিক্ ত' মি দুরাচার ।
 আমার স্বরূপ কেবা অ' ছ' কুলাঙ্গার ॥
 ভ্রাতৃভেদে বিচ্ছেদে স্বদেশ পরিহার ।
 পূর্বের ঐসাদ-লোভে ত' প্রতি আমার ॥
 ভুলভূমি আর নিজ ভ্রাতৃ প্রতিকূলে ।
 আসিয়াছি মদে মেতে ঘনাইতি ভুলে ॥
 এই রূপ প্রতিফল হইবে দ্রবমণি ।
 সলমে কহিল "অবধান জইপনা ॥
 আর কারো কার্য্য নহে ক্রতাপেবে ধরা ।
 আমি যাউ, তাহারে আনিয়া দিব স্বরা ॥"
 এই রূপ কোশল করিয়া বীরবর ।
 যুগল যবন সহ ধাইল সহর ॥
 পথে সেই তুরঙ্গ তুরঙ্গীয়ে নাশ ।
 অহুজসমাপে শক্তি উভয়িল আসি ॥
 হই ভয়ে দেখামাত্র কোথা থাকে ঘেঘ ।
 পরস্পর আলিঙ্গন, প্রণয় আবেশ ॥
 হায় হায় ভ্রাতৃভাব বুকে উঠা ভার ।
 কখন কি ভাবে হয় অ' বিভাব তার ॥
 সন্তাবে শীতল যথা উষ্ণ তুফার ।
 অভাবেতে যেন কালানল অবতার ॥
 ধরাসনে চাতক পাড়িল সেই খানে ।
 এক দৃষ্টে নয়ন আরোপি প্রভুপানে ॥
 শক্তি স্বীয় তুরঙ্গ ওঙ্কার নামধর ।
 অহুজেরে অর্পণ করিল বীরবর ॥
 যেই স্থলে চাতক ছাড়িল নিজ প্রাণ ।
 সেই স্থলে হৈল ত' মণ্ডপ নিশাণ ॥

অজ্ঞাপিত চাতকের চবুতরা নামে ।
 প্রতিষ্ঠিত আছে সেই হলদীঘাট গ্রামে ॥
 হাসি ভ্রাতৃপ্রতি শক্তি কহে "এ কি রীতি ।
 রণভূমি তাগ করা কোন ক্ষত্রনীতি ॥
 হেন কার্য্য যেন ভাই আর নাহি হয় ।
 কুলের অশয় তাহে হইবে নিশ্চয় ॥
 যা হবার হইয়াছে সুন মহোদয় ।
 এখানে বিলম্ব আর সুবিহিত নয় ॥"
 এত বলি হস্ত তুরঙ্গীর অশ্বে চড়ি ।
 সলিম সমাপে ফিরে গেল দড়বাড়ি ॥
 কহে "জ্ঞাপনা পথে প্রতাপের করে ।
 মরিল সন্দেহে তুমুল সমরে ॥
 মরিল তাহার বরে তুরঙ্গ আমার ।
 একা আমি কিংবরিতে পারি বল তার ॥"
 শুনি শাহসুত হুদে করি অবিশ্বাস ।
 শক্তিসিংহ প্রতি কহে মুগে মন্দ হাস ॥
 "রাজপুং ধন্য নহে অসত্য কথন ।
 কেন রাণাবৎ হেন কর' বিড়ম্বন ॥
 সত্য কথা কহ দেখি নির্ভয় হৃদয় ।
 বীর যেই কভু সেই ভীত নাহি হয় ॥"
 শুনি শক্তি কহে যথাযথ সমাচার ।
 "নিবেদন করি ওহে সম্রাটকুমার ॥
 রাজ্যভারে ভারাক্রান্ত অশ্রুজ আমার ।
 গুরুভারে চকল চরণগুণ তার ॥
 ভারাক্রান্ত ভাই যদি ভূমিশায়ী হয় ।
 কেমনে দেখিব আমি, কহ মহোদয় ॥
 ভ্রাতৃহৃৎথে ছঃখী নহে যেই নরধম ।
 বিফল তাহার দেহ, বিফল জনম ॥"
 শুনি কথা সলিম কহেন তাঁর প্রতি ।
 "কহ বীর, কৃতঘ্নের কি হয় হুর্গতি ॥
 দেশ ত্যজি, ভ্রাতৃ ত্যজি, ত্যজি আত্মজন
 দিল্লীর আসনতলে লইলা শরণ ॥
 যে দিল আশ্রয়, কর অহিত তাহার ।
 কহ রাণাবৎ কোন ধর্ম্মের বিচার ॥

অতএব এহান তোমা কোণা নয় ।
 প্রহান করত যথা অভিক্রি হয় ॥
 কথামাত্র শক্তিসিংহ লইল নিয়
 স্বীয় দলে বহু চলে ছোটের পাণায় ॥
 উপহার রূপ কিছু দান সমুচিত ।
 কি দিব অল্পে এই চিত্তে বিস্তিত ॥
 চারি দিগে যোগল বুড়োচা শ্রমিক ।
 মিবারের পূর্বরূপ শক্তির স্মিত ॥
 ভাইশ্রীর নাম দেয় কহিলে উদার ।
 পড়িল যবনসৈন্যে অলস আঁকর ॥
 দুই দিনে দেশোদ্ধার করি মহামার ।
 উদয় উদয়পুরে উদয়মার ॥
 উদার হৃদয় বাণা পেয়ে পরিতোষ ।
 অগ্রঞ্জে সে দেশ দিল সহ বহুকোষ ॥

অতাপ শক্তির বংশ বিদ্যাজিত তথা ।
 অমৃতের খনি রাজপুত্রের কথা ॥
 “খোরাপানী মূলতানী আগল” * আখ্যান ।
 কুলকবি করিলেন শক্তিসিংহে দান ॥
 শুনি শাহ দুই ভেয়ে স্থখ সংশ্লিষ্টন ।
 ক্রোধে অগ্নে যেন যুগান্তের হুতাশন ॥
 রাজ্য শ্রমিকের তত মনে নীতি লাগে ।
 গালকের অপমান অন্তরেতে লাগে ॥
 কবে হবে মিবারের কুলগর্ভনাশ ।
 শশদীয় সীমন্তিনী সহিত বিলাস ॥
 কিরূপে হইবে স্বজকুলের কুন্তন ।
 অলক্ষণ নানা রূপ উপায় চিন্তন ॥
 দৈববশে একদা শুনিল আকুর ।
 ভিকানের রাজভ্রাতা পৃথ্বী কবিবর ॥
 শক্তিসিংহ স্ত্রী সতী বনিতা তাহার ।
 রূপে গুণে অল্পমা রমা-অবতার ॥

* এই উপাধি প্রদানের তাৎপর্য এই, যে দুই মুসল-
 মান রাণা প্রতাপের পঞ্চাঙ্গাবধান হয়, তাহার
 খোরাসান এবং মূলতান দেশের আমীর ছিলেন ।

মনে ভাবে পৃথ্বীসিংহ মম অহুগত ।
 দিল্লী-দরবারে কানাকড়ায় নিরত ॥
 আশিষ অনুরোধে আশিত্যের প্রমদারে ।
 দেখিব কেমনে বাণা গুণে এই বায়ে ॥
 সতী নাম ধরে সে রমণী বহুকলা ।
 প্রভাপের ভাড়াহুতা প্রদণা অবলা ॥
 প্রবলা হউক বাণা, জাহ্নবীতে অবলা ।
 কতক্ষণ সহিবেক পুরুষের ছলা ॥
 মনের পিপাসা আর প্রভুত্বের আশা ।
 রমণীর দর্শ্য কর্ম শর্ম্ম শর্ম্ম নাশা ॥
 প্রলোভের দাসী তার, স্তবের কিস্করী ।
 ইথে বশীভূত নহে কে আছে সন্দরী ॥
 এত ভাবি ষড়ম্বর ঠাহরে সম্রাট ।
 অন্তঃপুরে বসাইল যবতীর হাট ॥
 দিল্লীপুরে আছে যবতীর গেহিনী ।
 কিবা মহারাজা রাজা মানসমোহিনী ॥
 কিবা গুম্বা আমীর বণিক কি সৈনিক ।
 দরবারে নিয়োজিত যাহারা দৈনিক ॥
 সকলে পঠানে দারা বেগম-মহলে ।
 নানারূপ বাণিজ্য বাসবে সেই স্থলে ॥
 গোপনে ভ্রমিব তথা ছদ্মবেশ ধরি ।
 নিরখিব নানা নারীনিধি নেত্র ভরি ॥
 অবশ্য আসিবে তথা শক্তির নন্দিনী ।
 লীলা করলতামূলে রস নিঃস্যান্দিনী ॥
 ভাঙ্গিলে রসের হাট রজনী সময়ে ।
 যখন যাইবে সবে আপন আলয়ে ॥
 কোশলে করিব তারে নিচ্ছ করগত ।
 সাধিব সকল সাধ অভিমত যত ॥
 ইহা ভিন্ন কেমনে হইব চক্রেখর ।
 এখনো ভারতে আছে এক নরবর ॥
 প্রভাতের তাপ প্রায় এখনো এদেশে ।
 আছে বাণা হিন্দুপতি জয়-অবশেষে ॥
 বায় বায় কুটুম্বতা করণ কারণ ।
 তাহার নিকটে কত দূতের প্রেরণ ॥

ইলিাম কত যার তত্ত্ব মন্ত নানা ।
কোনরূপে বশীভূত না হইল কাণা ॥
এ যার কি হইবে গতি গুণিবে বনম ।
বিক্রীত নোরোজা হাটে তঁহু জীবন ॥
মুনের থাকিবে মন নিকট পথ ।
এক কার্যে সিদ্ধ হবে সব মনোরথ ॥
পরদিন দিল্লীপুরে ঘোষণা কাকান ।
হইবে "নোরোজা" পক্ষ প্রতি মাগ মাস ॥
ভাগ্যধর ভূমিনীর বসিবেক হাট ।
মহলে মহলে হবে নানা রূপ নাট ॥
বিবিধ বিদেশী নারী বাকা আলাপন ।
তাঁহে হবে নবরূপ ভাষার সজ্জন ॥
সুকল জাতির মধ্যে না থাকিবে দ্বন্দ্ব ।
জানি যাইব রাজ্যের সংবাদ সহিশেন ॥
নারীমুখে কোন কথা জপ নাহি হবে ।
সব কথা বাদিদিব স্বগোচর হবে ॥
শুনি দিল্লীপুরে বুদ্ধি আনন্দ উৎসাহ ।
নভূত নভাবী কীর্তি করিলেন শাহ ॥
কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাহি কোন ক্রমে ।
স্বচ্ছন্দে সকলে যায় প্রথমে প্রথমে ॥
নোরোজা আমোদমত্তে মত্ত অবিরত ।
এই রূপে কত কালা হইলে বিগত ॥
একদা দিল্লীশ এই চিন্তা করে মনে ।
হইয়াছে সুসময় সতী-আকর্ষণে ॥
সতীর ভাণ্ডার জায়া ভিকানের রাণী ।
আগে তারে কোন রূপে করতলে আনি ॥
প্রগল্ভা প্রমদা সেট প্রোচা পোচমতি ।
অনাধাসে ভিকানেরী ভিক্ষা গিবে রতি ॥
পরে কনীয়সী সেই রূপসী সত্যরে ।
স্বযোগে আনিয়ে নিবে বিনাম-মন্দিরে ॥
যথা গৃহপালিত যাতঙ্গ বিচক্ষণ ।
প্রলোভে ভূলায়ে আশে বনের বারণ ॥
যা ভাবিল আশ্চর্য রায়মল্ল* রাণী ।
আকবরে দেহ দিল মনে খা মানি ॥

* ভিকানের দেশাধিপতির নাম ।

নারীধর্ম্য অমূল্য বসন বিমিতরে ।
সকল দেশের নারী ভাণ্ডার মাগ য়ে ।
এক দিন সত্যরে সত্যক দেখে লে ।
বহু "ই" বসে কোনা দরতলে ॥
রূপ হাট হইবে না যাত বর্ণন ।
দেখি শোভা যদি পাই সুহৃৎ লোনে ॥
কত রূপ রঙ্গ, কত ভাষার কথায় ।
নাহি মাত্র পুরুষের সম্পর্ক তথায় ॥
অতি প্রিয়বাদিনী মহিমা ঘোষণাই ॥
ভুবনে জন্ম বুধি চাক্ষুশী নাই ॥
দিল্লীপুর দাস সম যাহার নিকটে ।
পশানত হয় যার পেশোয়াজুটে ॥
হেন রামা গুণধামা, নাহি অহঙ্কার ।
সরলতা শীলতার ঘর্ম্মন ভাণ্ডার ॥
চল চল চল সেই তথা লয়ে যাই ।
চক্ষু কর্ণ-বিবাহ মিটিবে তথা ভাই ॥
জাহের কথায় সতী পাইল বিশ্বাস ।
যজ্ঞনীতে বিবরণ কহে প্রতিপাশ ॥
সাপুশীল পৃথ্বীরাষ দিল অমুমতি ।
গুণবতী ভাষাতত্ত্ব নহে কোন পতি ॥
সতীর সত্যের পরীক্ষিত বারে বারে ।
কর সাধ্য সত্যের অন্তী করিবারে ॥
অন্তেদ্য অচ্ছেদ্য সেই সতী কবচ ।
পাপ-অস্ত্রে সাধ্য নাই স্পর্শে তার অচ ॥
হাসি হাসি কহে পৃথ্বী "শুন গিয়ে সতি ।
নোরোজা হাটে যেন হইয়াছে মতি ॥
ভোমার পসরা ভাণ্ডার সারধানে ।
লুটেরায় লুটে পাজে কাই ভয় প্রাণে ॥
জাহের পসরা গম্ভীরা এ সংসারে ।
কেশ পারে মূল্যদানে ক্রয় করিবারে ॥
বিস্ত লুটেরার ভয়ে ভীত মহাজন ।
নির্ধাত বজের প্রায় তার আক্রমণ ॥

* মানসিংহের ভগিনী, আকবরের প্রধান মহিষী ।

ওনি শ্রিতমুখী সতী নতমুখে কয় ।
 “হাটে বাটে যে জ্ববোর মৃত্যু নাহি হয় ॥
 হেন জ্বব্য পুনে কেন বাপা চিরকাল ।
 লুটেরায় লুটে লহ সে বধু ভাল ॥”
 কথা শুনি কবি ফুল খানস-সবোজে
 আয়ারে বিদায় দেন যাইতে নোরোজে ॥
 ইতি দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ ।

কিবা অপরূপ শোভা নাগরীর হাট ।
 নভূত নভাবী কৌর্ভি করিল সম্রাট ॥
 বিবিধ কুসুম যেন কুসুম-কাননে ।
 কুসুম-সময়ে হাসে প্রভুল অননে ॥
 কোন পুষ্প প্রভায় প্রকাশে পিণ্ডাটী
 শৃঙ্খ থেকে তারা কি আইল পুষ্পবাটী ॥
 কোন পুষ্প লালিত্য রসের চাক্ষুধাম ।
 ভালুকরে রানমুগ হয় অশ্রাম ॥
 কোন পুষ্প কষিত কাকম কান্তিধর ।
 কার্ণ বর্ণ যেন স্তম্ভীতল বৈশ্বানর ॥
 কেহ শোভে নবীন নীলদেবতা প্রায় ।
 কেহ বা ভূষার-ছবি অমলিন কায় ॥
 নহে স্থির ছোট বড় রূপের বিচারে ।
 এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমারে ॥
 যার দিগে পড়ে দৃষ্টি, তারি দিগে রয় ।
 পালটিতে পলকেরে প্রমাদ নিশ্চয় ॥
 কাহার সৌরভে মন প্রাণ করে চুরি ।
 নয়নেব দাস করে কাহার মাধুরী ॥
 এই রূপ নানা দেশজাত নানা নারী ।
 বসাইল মণিহারী মনিমনোহারী ॥
 কোন নারী গারজিয়া * নাম দেশে জাত ।
 জনমিয়া জানে নাই কেবা পিতা মাতা ॥

জজ্ঞয়া দেশের পারস নাম ।

কুমার কুমারকালে পরকরণত ।
 বিক্রীত শরীর পণ্য পুতুলের মত ॥
 ইন্তু মূল ক্রয় করে যত বিলজ্জিত ।
 অনঙ্গ যজ্ঞের বলি স্বরূপ সজ্জিত ॥
 বড় রূপে বড় মূল্য হয় ডাকাডাকী ।
 দক্ষিণা দানার দানে নাহি রাখে বাকী ॥
 ধিক্ ধিক্ দ্রবিশা দ্রবিশ এমনি ।
 অপত্যের স্নেহ ছাড়ে জনক জননী ॥
 ধিক্ পুষ্পশরীত প্রামরনিকরে ।
 যুবতী জাহিরে যাবা পঙ্ক-জ্ঞান করে ॥
 বসিযাছে গিলাতীয় বরাঙ্গনাগণ ।
 শিশির-সময়ে যথা সরো-কানন ॥
 রূপ বড় বটে কিন্তু বাবণহীন ।
 পিজ্ঞারে কোণায় স্থগী বনের হরিণ ॥
 নানা ভোগ রূপ বনে দিলো-অঙ্গ-পূরে ।
 কিন্তু তাহে মনের মনস নাহি পূরে ॥
 হীরকশূজল পদে, মেঘদণ্ড বাস ।
 সারিকা তাহাতে জগে লাভ কি উল্লাস ॥
 না বসিলে নয় তাই বসিযাছে হাটে ।
 মনোঃখে আবরিয়া পাপট্য-কপাটে ।
 বসিযাছে আরাগন পদেশের নারী ।
 অপাঙ্গের শরে পঙ্ক-মানে হারী ॥
 স্বর্ণ বর্ণ চিকন চিকুর কমলীয়া ।
 বসিযাছে রোমক রণী রমণীয়া ॥
 আরক্ত কণোল কি প্রকাশে প্রভায় ।
 গোলাব ভাজিয়ে ও তাব দিগে ধায় ॥
 বিক্ষুরিত বিপুল বিনোদ কলেবর ।
 যুগল মতালবর চাকু ঘোষণ ॥
 হৃদয় সুরস সরোবরে মোদমান
 লোহিত চূড়পুট চঞ্চর সমান ॥
 বসিযাছে আরমানী তত আরমান ।
 মোগলমন্দিরে কোণা থাকে আরমান ॥
 মস্তকে মুকুট ধরা অমরী-দাকার ॥
 অঙ্গের আভায় হারে রত্ন সলকার ।

বসিযাছে বিহুদী অবলা সুপ্রবলা ।
 রসিকা রসনা, ছলা কলায় চঞ্চলা ॥
 অলকে বলকে তেমুদা থরে থরে ।
 বিজড়িত মুক্তামাল স্তনপরিসরে ॥
 বসিযাছে ঈরাণী তুরাণী কত আরা
 কি বর্ণিব বিশেষ বর্ণন করা ভার ॥ •

সহস্র সহস্র নারী অপূর্ণা-আকর ।
 দেশে দেশে বাজিয়া এনেছে সার সার ॥
 যথা নানা দেশীয় কুসুমবিমোহন ।
 শোভা করে পাদশার প্রমোদকানন ॥
 কিন্তু কহ কেবা নাহি জানে এই কথা ।
 বিদেশীয় পুষ্প নহে হস্তমান তথা ॥
 কুসুম কিঙ্কর কভু মাসবে না হর ।
 কান্দারেতে দেব-পুষ্প কভু জাত নয় ॥
 স্থানভেদেই আরা শোভা নাহি রয় ।
 বিদেশের বায়ু তার ভাঙ্গু করে ক্ষয় ॥
 অতএব নিসর্গের বিপাত এই ।
 যে করে এমন কাজ চাচাচাঁই সেই ॥
 বসিযাছে তার কাছে যোগলমোহিনী ।
 কমেব কামিনী কিবা চাঁকের বোহিণী ॥
 প্রাক্ষ দাড়িমী সন্ম লোহিত অধর ।
 মাদকে ঘূর্ণিত-প্রায় আগি উদ্ভাবর ॥
 সুবর্ণ ঘুঙ্ঘুর পদে বাজে পদে পদে ।
 বিধদ মেহেদী রাগ করকোকনদে ॥
 বলমল পেশোয়াজ টলমল কায় ।
 আভরেতে তর করে ঘেগানেতে যায় ॥
 জরীতে জড়িত বেণী বিনোদ বন্ধন ।
 মেঘে যেন সৌদামিনী দেয় দরশন ॥
 মানমদে মাতয়লা গুমান গরবে ।
 হীন হেন বোধ করে অজ্ঞ নাগী সবে ॥
 রাজ-রাজেশ্বর পতি পৃথিবী প্রাণন ।
 মোগলের পদানত সব হিন্দুস্থান ॥ •
 যতেক আঘীর পত্নী অহকারে ভোর ।
 অজ্ঞদেশী অবলাবা যেন সবে চোর ॥

বিনোদ আরাম সেই শোভার ভাণ্ডার ।
 স্থানে স্থানে পড়িয়াছে বস্ত্রের কাণ্ডার ॥
 বেশমী পশমী থোপ মুকুতার ঝারা ।
 চন্দ্রাতপে শোভে কত সুবর্ণের তারা ॥
 মাধবীমণ্ডপমাঝে কোন মনোরমা ।
 বসিযাছে সাজায়ে পসরা অতুপমা ॥
 কনকজঙ্ঘিত পতে লিপি মনোহর ।
 প্রেমময় কবিতা গীতিকা তব তর ॥
 নৃত্যনিক প্রভৃতি হরক হরবীজে ।
 বেড়া তায় হীরক পল্লব সরাসজে ॥
 কোথা রক্ত-শিলাময় বহিছে ফুঁসরা ।
 উগরিছে গোলাব বাসিত বারিধারা ॥
 তাগতলে মণিময় কমলের দলে ।

নানা রঙ্গে গেল নানারঙ্গী মীনদলে ॥
 সফর হইতে অ'না সুবর্ণ শব্দ ।
 তার সহ থেলে মীন নীলমিন্তাধর ॥
 যেন ক্ষুদ্র মেঘমালা গগনে বিস্তার ।
 অন্তগত ভাস্কর্যে শোভা চমৎকার ॥
 উঠিয়াছে সন্দ * তরু নির্ঝরে কাছে ।
 তার তলে কোন রামা পসরা দিয়াছে ॥
 গিহঙ্গ পসরা তার পিঞ্জরে পিঞ্জরে ।
 পড়িতেছে কাকাতুষা সুগভীর স্বরে ॥
 বাদ্ বহিছে তোতা বিনাইয়ে কত ।
 শুনিতেছে হাঁরামন শির করি মত ॥
 গুম্বা শুনিছে যেন মৌলবীর শাণী ।
 বিবী সাজে লোবী আসি করে কাণাকাণি ॥
 জলদে জলদে বগি ড'কে কপিঞ্জল ।
 চোসেন মরিল যেন করি জল জল ॥
 বুলু বুলু হাজারা হাজার ছাড়ে তান ।
 একেবারে কেড়ে লয় মন আর প্রাণ ॥
 প্রমদে পাপীহা পাখী গিউ গিউ বটে ।
 বিয়োগী বিয়োগ ব্যথা বৃদ্ধি তাহে বটে ॥

কুহকুহ মুহুমুহঃ ডাকে পিকবর ।
 ললিত পঞ্চম বরে সরে পঞ্চশর ॥
 বলিছে বিবিধ শোণী মদন-সারিকা ।
 ঘটকের মুখে যেন যিশের কারিকা ॥
 পুষিয়াছে পারাবত নানরূপ শাজ ।
 সেরাক্ষ লোটন লক্ষা মুখখী গিরবাজ ॥
 শ্রুণয়ের দূত-কার্যে পটু বিলক্ষণ ।
 চকুপুটে লিপি লয়ে করয়ে বহন ॥
 আর সেই বিহঙ্গ চতুর চূড়ামণি ।
 ইঞ্জিতে হরিষে আনে নায়িকার মণি ॥
 নিকটে দাঁড়ায়ে মেঘশ্রিয় মেঘনাদ ।
 পুচ্ছে যার শোভিত হাজার স্বর্ণ চাঁদ ॥
 আর এক নারী বসে বকুলের মূলে ।
 সাজাইয়ে আপন আপন নানা ফুলে ॥
 -কুলের স্তবক গুচ্ছ তোরা ভাতি ভাতি ।
 মল্লিকা মালতী যুখী নাপেশ্বর ভাতি ॥
 কামের করাত ভীকু কুহুম কেতকী ।
 কুরুবক ভূষ্মক পুরাগ ধাতকী ॥
 কুহুম কল্লার আর কেশর কস্তুরা ।
 কামিনী স্বরূপা সেট কামিনী ভজুরা ॥
 বস্মার গর্ক-পর্ক গোলাব সুন্দর ।
 পুষ্পরাজ্যে কেবা আছে তাহার শোভর ॥
 মালিনীর প্রায় ধনী পুষ্প-বিভূষণ ।
 দোনায়ে দোনায়ে ভাগা দেয় সুদেনা ॥
 গাঁথিয়াছে ফুল-য তার শতধরা ।
 ফুলচন্দ্রহার আর ফুল সাত-লরা ॥
 ফুলময় বলয় বিজটা কর্ণফুল ।
 ফুলময় ভূজবন্ধ ফুলময় হুল ॥
 ফুলময় ব্যস্তনী ফুলের দণ্ড তার ।
 ফুলময় ঝালর শোভিত চারি ধার ॥
 ফুলময় আসন বসন বিভূষণ ।
 বচিয়াছে ফুলময় কাঁচলীকষণ ॥
 কি কল করিল ফুলে কুমার সুন্দর ।
 এ নী পারে তারে শিখাতে সুন্দর ॥

কাজ কি কুলেতে লেখা কার্য রসময় ।
 প্রতি পুষ্পে মনোভাব দেয় পরিচয় ॥
 জলিতেছি বহু দিন প্রণয় অ-লে ।
 ভঞ্জন সে ভাব ব্যক্ত করে বন-স্থলে ॥
 অধীরা অশ্রু আশি চাহি হে আশ্রয় ।
 চূতে আগিঙ্গন দিয়ে মাধবিকা কয় ॥
 অন্তর অসার মুখে কথাক করাত ।
 কুলটা কেতকী কথ্যে পুষ্পবন মাত ॥
 অশোক অশোকতলে প্রকাশছে কিবা ।
 মধুর মধুর মাসে হাসে নিশা দিবা ॥
 প্রথর প্রভাব নাহি সহ্য কলেবরে ।
 কুমুদিনী আমোদিনী হিমকর করে ॥
 পর পশনে মান, সজজ্ঞানীলতা ।
 আ মরি কি ভাব ব্যক্ত করে লজ্জালতা ॥
 এই রূপ প্রতি পুষ্পে প্রকৃতির লাগু ।
 মানুষের মনোভাব স্বভাব লিখিয়া ॥
 দম্পতীর প্রেমালোচন সাধন কারণ ।
 কত রূপ তার ধনী গাঁথিছে শোভন ॥
 কেলিংশেলে সুবাসুহে অপার তরুণী ।
 পসরা সাজায়ে বেচে বিবিধ বারুণী ॥
 সুবর্ণ সুবর্ণধরা সিরাসী মদিরা ।
 পানমাত্র দোলে গাঢ় স্নদীরা অধীরা ॥
 গোস্বতীর গুর্জরাতা লোহিত বরণী ।
 রসাইল রসদানে নিখিল ধরণী ॥
 চষকে চষকে চারু শোভা চমৎকার ।
 মোহিনীর পুনঃ কি হইল অবতার ॥
 অম্বরের কোভ শান্তি করিবার তরে ।
 সুধা বুঝি জনমিল দ্রাক্ষার উদরে ॥
 হেন অপকূপ শক্তি কে রাখে সংসারে ।
 দূর করে সকল সম্ভাপ একেবারে ॥
 ভ্রুঃখভরা ধরা-ভঃখ বিপলে বিলয় ।
 নন্দন-কানন সুখ অহুতৃত হয় ॥
 বসিয়াছে তার কাছে আর এক নারী ।
 নানামত সুমধুর কলের প

জুব্বল নারিক করে সৌভে আকুল ।
জামীর সভায় যার নবরঙ্গ কুল ॥
আর সেই চাক-ফল বীজপূর নাম ।
কুলপয়োধর তুল্য শোভা অতিরাম ॥
এমনি প্রচুর রস ধরে কলেবরে ।
সময় হইলে পবে আপনি বিদরে ॥
রাখিয়াছে আর কত মত ফল মূল ।
তুলে তুলে বিনিময় লয়ে বহু মূল ॥
আর এক নারী বেচে গন্ধ মনোহর ।

অগুরু চন্দন চূয়া কুন্দুক কেশর ॥
কালীয়ক কুঙ্কুম কপূর কতুরিকা ।
মুগ্ধাষ্ট চন্দ্রকুণ্ড আর মধুরিকা ॥
তর তর স্নাতক অসীম শক্তি তার ।
রতি তরঙ্গিণী তরণের সে আভার ॥
পাঁদড়ী সন্দগী যুগী গোলাবী চামেলী ।
মোতির আর মোদে মদন করে কেলি ॥
মজাভরা মজ্জুয়া মধুর রচনা ।

তিলে তিলে যেন তিলোত্তমার সূচনা ॥
কিছুই আপন নহে পরদনে ধনী ।
প্রথমে গোরভ আর গোয়ালের ধনি ॥
বসিয়াছে বণিক বন্দিতা বরাননৌ ।
সাজাইয়া বিবিধত নিধির বিপনী ॥
হৃদ্যকান্ত, প্রভাকর প্রাণ প্রতিযোগী ।
চন্দ্রকান্ত, যাবে ছু লে নীতল বিরোগী ॥
পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীলোপল ।
মরকত, গোমেদক, হীরক উজ্জল ॥
বৈদূর্য্য বিখ্যাত মণি বিদর্ভে বিজ্ঞাত ।
পাকা বদরীর মত মুকুতা বিভাত ॥
সর্ব রত্ন গুরু থর বেণেনীর কাছে ।
তার রূপ প্রতিভায়, হার মানিয়াছে ॥
পদ্মরাগ হতরাগ অধর নিকটে ।
গণ্ডে হেরি প্রবালের প্রভা কি প্রকটে ॥
নয়নের নীলিমায় হারে ইন্দ্রনীল ।
দন্তহ্যতি দেখি মুক্তা পরাস্ত মানিল ॥

আর ধারে এক রামা নিবাস বসরা ।
কৌষেয় রাঙ্কব বস্ত্রে দিয়াছে পসরা ॥
মুকুতা জড়িত ঢোলী কাঁচলী কাফ্তান ।
ঝকমক তারকমু অতি দীপ্তিমান ॥
রবি শশী ছবি আলোচিত মথমল ।
চীনজাত স্থচীন শাটীন নিরমল ॥
বিশালা দোশালা জুব্বা জেগা জামেয়ার
গলুবকু কটীবকু প্রকার প্রকার ॥
চিকণের চিকণীয়া চাক চাঁচকায় ।
নয়ন নিষ্পদ অত্ন দিকে অতি ধার ॥
মথন মথন করে প্রকৃতির কারি ।
ধাতু ধাতু সজ্জিকার যাই বলিহারি ॥
ধাতু কাপড়ের তঁাত তোমার গোরব ।
অজাবধি স্নেহ শিল্পী মানে পরাভব ॥
আর এক নারী বেচে কাপাসের বাস ।
বেশে দেয় পরিচয় ঢাকায় নিবাস ॥
মিলে বারিষ স্নেহ নাম আত্মরোয়া ॥

পুরাথান বংশাবলে স্তম্বে যায় থোয়া ॥
অল্পপম শব্দনম স্তম্ভ অতিশয় ।
নিশীর শিশিরে যাহা দৃশ্য নাহি হয় ॥
বিবিধ বিচিত্র পুষ্পদাম বিখচিত ।
জাম্বান কাম্বান রমণী রচিত ॥
মজাঘ বিলীন সেই বক মঙ্গলীন ।
সস্তানক কুঙ্কুম স্বরূপ অমলিন ॥
শাবাশ্ শাবাশ্ তোরে ঢাকা অনপদ ।
শিল্প চাতুরীতে তোব অতুল সম্পদ ॥
পরভূত সবে বটে কৈল বাপকল ।
কিন্তু জয়ী তব শিল্প চাতুর্য্য, কোশল ॥
এই রূপ নানা রূপ লইয়ে পসরা ।
বসিয়াছে পুষ্পবনে যত মনোহরা ॥
এক ধারে যত সব রাজপুতদারা ।
অমরী কিরণী পরী অপরাী আকারা ॥
ইন্দু ভানু কৃষাণু কুলে তে অবতার ।
রূপের ছটায় সত্য সাক্ষ্য দেয় তার ॥

মোগলের যজ্ঞে মজি হেঁট চন্দ্রানন ।
 ভাতিহীন ভয়ে যথা দৃশ্য হতাশন ॥
 অথবা শ্রেনের কবে কপোতিকা প্রায় ।
 সশঙ্কিত ভীতচিত শীহরিত কায় ॥
 কারভাগ্যে কোন্ দিন কি হয় ঘটনা ।
 অদ্বিত অতুরেতে ইহাই রটনা ॥
 ভিকানের ভাবিনীর সতীত্ব ভঞ্জন ।
 চোহান কুলেতে কালী-গজন-অঞ্জন ॥
 অনেকতে জানিয়াছে সেই সমাচার ।
 ভয়ক্রমে আলাপন নাহি করে তার ॥
 নিদাঘ-নীরব মত নাহি বরিষণ ।
 বৃহৎ বব কতু শ্রুত, নহে গরজন ॥
 হেনকালে ভিকানের ভাবিনী যুগল ।
 উদয় হইল যেন জ্যোতির মণ্ডল ॥

— প্রগল্ভা প্রথমা যেন প্রকুল্ল কমল ।
 প্রকাশিত বিস্তারিত পল্লব সকল ॥
 বিভবিত মকরন্দ রূপণতাহীন ।
 দানে দানে ভাণ্ডার হয়েছে কিছু ক্ষীণ ॥
 কিন্তু যাহা আছে শেষ তার লালসায় ।
 কলি ত্যজি অলীকুল সেই দিগে ধায় ॥
 দ্বিতীয় রূপ সহ কি দিব তুলনা ।
 ঘোবনের উপক্রম ললিত লগনা ॥
 হাতেতে বসিয়েছিল হাজারে হাজার ।
 সাধাইয়ে নিজ নিজ রূপের ভাণ্ডার ॥
 সতীর উদয়ে সবে হইল মলিনী ।
 দ্বিবেশ দরশে যথা প্রদোষে নলিনী ॥
 বিচিত্র ভাবিল রূপ করি দরশন ।
 নিজ নিজ রূপে ধিক্ মানে নারীগণ ॥
 নানাদেশী রমণীর গর্ভ ছিল ভারী ।
 পূর্বচোয়ে পশ্চিমের রূপবতী নারী ॥
 সে গর্ভ হইল খর্ব সতীরে নিরখি ।
 কহে কোন বরাননা সোধোষিয়া সখী ॥
 আহা মরি একি হেরি রূপের মহিমা ।
 ক দিয়ে গড়িল বিধি এ চারু প্রতিমা ॥

লাবণ্য বরষি যেন যাইছে রূপসী ।
 যত রূপ-গর্ভিতার মুখে দিগে মসী ॥
 হায় এরে হেরে শাহ হইবে পাগল ।
 হের দেখে ম্লানমুখী যাহিমুণ্ডল ॥
 যখন দেখিবে যোধ্যা এই যুবতীরে ।
 তখন তাহার বক্ষঃ ফাটিবে অচিরে ॥
 যে জানে সন্ধান সেই করে কাণাকাণি ।
 বলে কি রাক্ষসী এই ভিকানের রাণী ॥
 অবলা অখলা এই সতলা রূপসী ।
 শশদীয়া সিন্ধুজাত অকলঙ্ক শশী ॥
 ইহাবে এনেছে ছলে নোরোজার হাটে ।
 পরশিরে বাজ্ঞ মাঝি তুষিবে সত্রাটে ॥
 ডঙ্কিনী রাক্ষণী এই শাধিনী পামরী ।
 ধিক্ ধিক্ ধিক্ মায়া নী নিশাচরী ॥
 এই রূপ কাণাকাণি হয় নারীদলে ।
 হেন কালে তপন চলিল অস্তাচলে ॥

ইতি তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ ।

কিবা শোভা অপরূপ হেরি দিল্লীপুরে ।
 নিরখি নয়নযুগ তমঃ যায় দূরে ॥
 ইন্দের অমরাবতী বিদ্রাজে গগনে ।
 নারর অসাড় তাহা নিরবে নয়নে ॥
 বুঝি বিধি সেই জ্যোতি হরণ কারণে ।
 ইন্দ্র সভা প্রতিকৃত আনিল ভুবনে ॥
 এই হেতু পূর্বে ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ নাম ।
 জগতে বিজয়ী পঞ্চ পাণ্ডবের ধাম ॥
 জগতের যত কীর্তি সকলি ভঙ্গুরা ।
 তথাপি অতাপি দৃশ্য দিল্লীর বঙ্গুরা ॥
 হিন্দু আর সারসেনী কীর্তির প্রকাশ ।
 ভয়াল বিদ্রোহ-কালে না পাইল নাশ ॥

গগনপরশী শুভ পাষণে রচিত ।
 দেখে তার রত্নময় চিত্র বিখচিত ॥
 কোথা সেকুন্দের সহ দায়ার সমর ।
 বিলেখিত ইষ্টকার বিচিত্র নগর ॥
 কোথায় কন্তম বীর প্রকাশে বিক্রম ।
 পুত্র সোহরাব সহ বিগ্রহ বিষম ॥
 কোথায় তৈমুরলঙ্গ চতুরঙ্গ দলে ।
 অগণিত অরি-দেহোপরি দলে বলে ॥
 কোথায় লিখিত রৌশনক গুণধামা ।
 হেন চিত্রভঙ্গী খেন কথা কহে রামা ॥
 কোথায় জেলেথা যুসুফের প্রেমলেখা ।
 কি ক্ষণে মিসরপুরে হয়েছিল দেখা ॥
 কোথা লয়লার প্রেমে মজহু মগন ।
 কি লগণ আ মরি কি মনের লগণ ॥
 আদিরসী বীররস পৌরুষ প্রধান ।
 এ জগতে এই দুই স্থরের অধান ॥
 প্রেম ছাড়া বীর কোথা, বাধ্য ছাড়া প্রেমী ।
 ধুরা ছাড়া কভু স্থির নহে চক্রনাম ॥
 প্রবেশে নিগম-পথে* দৃঢ় মনোহর ॥
 প্রাক্ত পাষণময় যুগ্ম বীরবর ॥
 যুগল তুঙ্গরোপরে সমর-ভঙ্গিম ।
 অফুল্লনয়নপদ্ম দ্বিবৎ রক্তিম ॥
 বিনয়ে পথিক জিজ্ঞাসেন সমাচার ।
 "কহ দ্বিজ সেই দুই প্রতীমা কাহার ॥"
 তনি বাণী কথকের লোমাক্ষ শরীর ।
 কহিতে সে কথা নয়নেতে বহে নীর ॥
 কহে, "হে পথিক দেখ নাই কি এ দেশ ॥
 ঘরে ঘরে লেখা সেই দুই বীর বেশ ॥
 জয়মল নামধর তার এক বীর ।
 উজ্জল করিল সেই জননীর ক্ষীর ॥
 রাঠোর বংশীয় বীর বেদনোর-পতি ।
 কুলকুবলধে* স্বধাকর মহামতি ॥

* নিগম্ভূ ইতি অপভ্রংশ ।

চিতোরের তিজোশকে* বীরত্ব তাহার ।
 স্বকরে ছেদিল শত্রু হাজারে হাজার ॥
 অগ্রায় সমরে তারে মায়ে আকবর ।
 আগজ্ঞক গোলাঘাতে হত বীরবর ॥
 যে বন্দুকে মরিল শূরেন্দ্র গুণধাম ।
 "সংগ্রাম" বলিয়ে শাহ র'থে তার নাম ॥
 নিজ গ্রন্থে গুণ তার গায় বারে বারে ।
 প্রতিমূর্তি আরোপিল দিল্লীপুরদ্বারে ॥
 দ্বিতীয় প্রতাপ নামা, চণ্ডবংশ জাত ।
 জগবৎ শ্রেণীর ঠাকুর সুবিখ্যাত ॥
 ষোড়শ বয়সে শিশু সিংহের সোসর ।
 চিতোর দুর্গের দ্বারে ত্যজি কলেবর ॥
 কতিপয় দিন পূর্বে জনক তাহার ।
 রণক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধে পাইলে সংহার ॥
 জননী কুমার প্রাতি করিল আদেশ ।
 পিতৃঐবর শোধে ধর অরুণিত বেষণ ॥
 পুত্রে পাঠাইয়ে সেই বীরপ্রসবিনী ।
 কুন্তুম-রঞ্জিত বর্ম্ম পরিগ ভাবিনী ॥
 সাজাইল বধুরে বিবিধ প্রহরণে ।
 সহচরী দলে বলে প্রবেশিল রণে ॥
 প্রাণপ্রিয়তমা আর আপন জননী ।
 সমর-তরঙ্গে দেহ ঢালিল যথনি ॥
 জীবনের আশা ছাড়ি প্রতাপ তগন ।
 মোংগল সহিত আরামিল ঘোর রণ

* চিতোর দুর্গ বারতর মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, প্রথমতঃ আলাউদ্দীন পাঠান ভীমসিংহের সহিত যুদ্ধোপস্থিত করে, তাহা যথেষ্টচিত পান্থী উপা-
 খানে বিহ্বল আছে, দ্বিতীয়তঃ, বেহাজীদ নামক যোদ্ধার পরাজিত বীর কর্তৃক তাহা আক্রান্ত হয় এই
 বেরাজীদকে ইউরোপীয়েরা বাজাজেট কহেন,
 তৃতীয়তঃ আকবর কর্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইয়া
 সর্ব্বধ্বংস হয়, এই তৃতীয় আক্রমণকে রাজপুতেরা
 'চিতোর বা তিজোশক কহেন ।

† রাজপুতদিগের যুদ্ধবাস লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত ।

সেই সেনা মত্ত মাতঙ্গিনীর সমান ।
 চালাইল শিশু বীর ধীমান্ শ্রীমান্ ॥
 স্বপ্নে হইল হত রাণার কল্যাণে ।
 অতাপি তাহার গুণ গীত নানা গানে ॥
 সেই হই বীরেন্দ্রের প্রভিমা ভীষণ ।
 অতাপি দিল্লীর দ্বারে আছে সুশোভন ॥
 বীরের সম্মান জানে বীর যেই জন ।
 আব্ববেরে ছিল এই উদার লক্ষণ ॥ *
 রবি শশী উপহাসে সিংহদ্বারচূড়া ।
 অতাপি নহিল কাল-দশনেন্দ্রে গুঁড়া ॥
 কিছার রাবণপুত্রী দিল্লী তুলনায় ।
 অবশেষে কেঁপে যায় কৃতান্তের কায় ॥
 কত কাণ্ড কি বর্ণিবার আকৃষ্টনন ।
 কত দেশে কত কবি কমিল বর্ণন ॥
 ভিন ধারে স্মরণীয় পরিখানিচয় ।
 কলিন্দ-নন্দিনী রঙ্গে এক ধাপে বয় ॥
 লোহিত উপলে বহুপাহ বিরচিত ।
 স্থানে স্থানে পুঞ্জ পুঞ্জ কুঞ্জ সুশোভিত ॥
 নোরোজার দিনে ঘোর ঘটা আড়ম্বর ।
 দেবানী-আমেতে * বাব দিলা আব্ববর ॥
 কিবা সেই সিংহাসন মণি-বিরচন ।
 অলঙ্কিত বাস্য বিরিকি রিরোচন ॥
 কুবেরের ধনে তার মূল্য নাহি হয় ।
 মহেন্দ্র স্বরূপ শাহ তাহাতে উদয় ॥
 প্রসন্ন প্রসন্নতর উন্নত ললাট ।
 ঘেন তাহে লেখা পাঠ ধর্ম-রাজ্য-পাট ॥
 হোমাপুচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ ক্রিষীটে কলিত ।
 মুখে তার বিন্দু বিন্দু হীরক ফলিত ॥
 ললিত ললিত লোল পবন হিলোলে ।
 বারি-বিন্দু দোলে যেন ভূষাবের কেলে ॥
 বসিয়াছে গুমরা আমীর মৌরগণ ।
 রাজা মহারাজা বড় বড় মহাজন ॥

* শাহজাহার নির্মিত দেবানী আর স্বতন্ত্র । অ. ক.
 বারের সময়েতেও উক্ত নাম ধের আশাদ ছিল ।

স্বকবি সুধীর বজ্রা পণ্ডিত গায়ক ।
 মিয়া-তান-সেন আদি বিবিধ নায়ক ॥
 কোথায় সঙ্গীত বাগ্মী সুরাস লহরী ।
 জনগণ মন প্রাণ জ্ঞান লয় হরি ॥
 কোথায় তকের সিন্ধু ভরঙ্গিত হয় ।
 আয়েতে অত্যাধ ঘটে, বিতণ্ডার জয় ॥
 খৃষ্টিয়ানী হিন্দুয়ানী মুসলমানী লয়ে ।
 মিছে বাদ বিবাদ সময় যায় বয়ে ॥
 বালকের দন্দ মত নাহি আগা গোড়া ।
 জ্ঞানী হাসে বলে দাম্যদাশে যত গোড়া ॥
 এক দিকে মল্লযুদ্ধ মহা মালসাট ।
 আর দিকে হইছে ভেড়ায়ার নাট ॥
 আর দিকে মাংসে মাংসে চৈলাঠেলী ।
 আর দিকে রণসজ্জা চম্চয় মেলি ॥
 আর দিকে তুরঙ্গে তুরঙ্গী শোভমান ।
 দেখাইছে হুশিক্ষা বিবিধ বিধান ॥
 এত যে কোরুদ কাণ্ড একের কারণ ।
 কিন্তু তার অহরেণ্ডে জলে ছতশন ॥

কিছুতে না হয় স্থির, মানস আস্থির ।
 বুঝিতে না পারে ভাব গোস্বামীর ॥
 পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র দ্বার আছে সুশোভন ।
 সেই দিকে আরোপিত শাহের নয়ন ॥
 উচাটন অনুক্ষণ ঘন ঘন চায় ।
 ক্ষণ বোধ হয় যেন যুগান্তের প্রায় ॥
 ভাব যায় অন্তর্গিরি, প্রেমোষ আগত ।
 বহু ধীর বায়ু বিরহীর শ্বাসমত ॥
 বিরহীবাসনা সম শশধর-রেখা ।
 প্রাচী শিবে অচিরে আসিয়ে দিল দেখা ॥
 ছেনকালে উন্মাদিত হইল সে দ্বার ।
 বাহির হইল আসি খোজার সদায় ॥
 পণ্ডিত জম্বুপ্রায় অসিত বরণ ।
 দীঘল ব্যাদান বজ্র, দীঘল চরণ ॥
 শালুক সমান খেত নয়ন যুগল ।
 মত মত সমুন্নত গণ্ডস্থল ॥

মেঘলোম সম কেশ কুটিল বিশেষ ।
 গুণধরে যুগল কদলী সমাবেশ ॥
 কটমট বিকট দশন পরকাশ ।
 হিয়া কাঁপে কেঁরি সেই ভবশীর হাস ॥
 ইঙ্গিত করিল খোজা থাকিয়া স্তম্ভে ।
 দরবার ভাঙ্গি শাহ চলিল অন্তরে ॥
 গুপ্ত গৃহে কহে খোজা "শুন জাহাপনা
 আলিয়াছে পুরী মাগে সতী জুবননা ॥
 সেরূপ স্বরূপ কথা কি কহিব আমি ।
 হেন নারী দেখে নাই যে ধবণী আমি ॥
 ক্লীব আমি নিয়মি মোহিত মন মম ।
 সে রূপেতে মুগ্ধ হয় স্থাবর জঙ্গম ॥
 তার সমতুল নাই তোনার আগারে ।
 চল জাহাপনা ত্রয়া হোহিতে ত হারে ॥"
 কি বেশে যাইব তথা তাবে দিল্লীপতি ।
 কোন রূপে সংশয় না করে মনে সতী ॥

সাজ পাঁচ চিন্তা বার ধরে যোগীবেশ ।
 পরিহরে রাজবেশ ভূষণ নবশ ॥
 শিরে ধরে জটাভাষা ধরকীচরিত ।
 পরিহিত মুগচর্ম আজানুলম্বিত ॥
 তস্মৎবিভূষিত কাঁধে তুষার বরণ ।
 প্রচুর রত্নাকমাল কণ্ঠে অজরণ ॥
 ললাটে ত্রিশূল চিহ্ন মোহিত চন্দনে ।
 মুখে ক্রবপদ গীত ত্র্যম্বক বন্দনে ॥
 করেতে ত্রিতন্ত্রী বীণা বিনোদ স্বকার ।
 নানা সন্ধ্যা রাগিণীর হয় অবতার ॥
 অপরূপ ছন্দবেশ বলিহারি যাই ।
 সাজিল মোগল ভাল গুণের গোঁসাই ॥
 কে বলিতে পারে তারে যবনাধিপতি ।
 মহেশ স্বরূপ মনোহর সে মূর্তি ॥
 দেবানী-খাসেতে শাহ বায় ধীরে ধীরে ।
 মুখে শিব রব, হৃদে ধিয়ায় সতীরে ॥
 হোথা শুভ সমাচার, প্রধানা মহিষী ।
 রূপে গুণে ঘোষণা বাই কমলাসদৃশী ॥

পিতা ভ্রাতা ধনজ্যেষ্ঠে মোগলে অর্পিতা ।
 কিন্তু রাজপুত্র-কুল-দর্পিতে দর্পিতা ॥
 বিবিধ সন্ধানে আসি শাহের ছলনা ।
 সতীর সতীত্ব বক্ষা চিহ্নিল ললনা ॥
 বড় বড় অস্তিত্বা দিল্লীপুরে ডালী ।
 কোন রূপে রাখুকুলে নাহি পড়ে কালী ॥
 বিশেষে ধর্মী মনে অভিমান রাজা ।
 রূপগর্ভে সিদ্ধারাজ মন মগ্ন মাজা ॥
 মনে ভাবে সতী পোয় মত্ত হবে শাহ ।
 তার প্রতি পাইবেক প্রণয়প্রবাহ ॥
 আমার প্রভু হই আর থাকা হবে ভার ।
 জাতি নিয়ে লজ্জা মাত্র বুকের পাটার ॥
 এই বেলা করি তার উপায় চিন্তন ।
 নিম্ন বস্ত্রা অক্লান্ত ঐতিহ্য নিকন্তন ॥
 শুনিতে পাইলে শাহ যোগীবেশ ধরে ।
 আপনি যোগিনী বেশ পরিধান করে ॥

পরিহরি পেশোয়ার, রত্নপাণ্ড শ্রীতি ।
 পালি প্রমদা, তাহে শোভা পরিপাতি ॥
 তাজি মুগমদ-মিশ্র-অশুর চন্দন ।
 মুখেতে ধরিল ধনী বিভূতি ভূষণ ॥
 আলুয়িল চাকরবী, নোটাটিল ধরা ।
 মণিময় অলঙ্কারে ভাজক মনোহরা ॥
 এক কর কমণ্ডলে তিশূল বিরাজে ।
 অগ্র করে অপরূপ অপরূপ সাজে ॥
 সহচরীগণ ধরে সেই রূপ বেশ ।
 দেবানী-খাসেতে আসি করিল প্রবেশ ॥
 দেখে শাহ বসিয়াছে এক তরুতলে ।
 খেরি তারে দাঁড়ায়েছে নারী দলে দলে ॥
 কোন রামা দেখে ইচ্ছে আপনার কর ।
 কর ধরি ভূত ভাবী কহে যোগীবর ॥
 কায়ে বলে অগ্নি হইবে পুত্রবতী ।
 কায়ে বলে প্রবালে রহেছে তব পতি ॥
 ভ্রমায় আসিতে পারে যদি ইচ্ছা করে ।
 কিন্তু পড়িয়াছে বাঁধা, পরকীয়াকরে ॥

কারে বলে পতির সোহাগ তুমি চাহ ।
পরে হরে তব পন, তাহে অঙ্গ-বাহ ॥
পতির কিরাতে যদি থাকে প্রয়োজন ।
সন্ন্যাসীবে দেক কিছু পূজা-আয়োজন ॥
দিল্লীতে অধিক কাল আমি না রহিব ।
আমীর কুণীয়ে যেও ওষধ কাহিব ॥
কারে কহে তোমার সতীনে বড় রোব ।
কিন্তু যদি কথা শুন, হৃদয়েক দোষ ॥
নিত্য নব নব বেশ করিয়া ধারণ ।
করিলে প্রদোষে ছাদে চরণ চারণ ॥
সে ভাব দেগিয়া যদি কান্ত কাঁছে আসে ।
হারহোষ তখন করবে নিছরণে ॥
অনামিয়া দিবা দৈবী তাহার অন্তরে ।
দেখিবে ক দিন আর অবহেলা করে ॥

নিকটে আইলে যুগে মানাস্বর ঢাকি ।
না করিও দূরা তার সহ তাকাতাকি ॥
হইলে বিহিত নম্র বোদন করিয়া ।
আদায় লইবা বাকী শ্রবণে পরিয়া ॥
এই রূপ নানা রূপ গগন গাথন ।
হস্ত পরিভ্রামে বহু যত নারীগণ ॥
দূরেতে দাড়ায়ে সতী থেগেন কৌতুক ।
ব্রাডানম্রমুখী প্রাণ কবে ধুক ধুক ॥
জ : কন “চল দ্বিদি গৃহে ফিরে যাই !
এখানে বিলম্বে আর কোন কার্য নাই ॥
বলে হিলে পুরুষ-নিষিদ্ধ এই স্থান ।
তবে কেন এ সন্ন্যাসী হেরি বিজ্ঞমান ॥
না জানি সন্ন্যাসী এই হয় কোন জন ।
চল দ্বিদি এখানে নাহিক প্রয়োজন ॥”
প্রথমা কহিছে “সতি কবে ভয় কর ।
সংসারবিরাগী এষ্ট মহা যোগীশ্বর ॥
দেখ, যোগী-দেহ পুঞ্জ পুঞ্জ তেজোময় ।
তুমি মুগ্ধা হেন সন্ন্যাসীরে কর ভয় ॥
এই দেখ যাঁই আমি দেখাইতে কর ।
এসো সঙ্গে কিছুই করো না মনে ভর

এত বলি হাত ধরি করে টানটানি ।
হইল দ্বিগুণ রাঙ্গা সতী-পদ্মপাণী ॥
অঙ্গমুখী হয়ে সখী তোষে কন রাণী ।
“কি হুগে ফেলিলে দ্বিদি এখানেতে আনি ॥
হাসাইতে চাহ না কি রমণীসমাজ ।
‘হায় আমি মাটি থেয়ে’ কহিল কি কাজ ॥
কেন মজিলাম আমি তব প্রলোভনে ।
কি কবে দেবর তব এ কথা শ্রবণে ॥
বিনয়েতে ধরি ভটী তোমার চরণে ।
চল চল চল দ্বিদি যাই নিকেতনে ॥”
এমন সময়ে তথা আইল যোগিনী ।
দেখে দ্বন্দ্বপরয়া ছই সৌমস্তিনী ॥
“কহে এ আনন্দধামে কি হেতু বিবাদ ।
শুনিলে দিল্লীর নাগ ঘটিবে প্রমাদ ॥”
বিবরণ শুনি পরে কহিছে বচন ।
“অনিচ্ছায় প্রবৃত্তি প্রধান অশোভন ॥
বিশেষতঃ জানি আমি শুন সুবদনি ।
এই যোগীবর হয় ভগুচূড়ামণি ॥
কেমনে আইল হেথা বুঝিতে না পারি
প্রমোদা-প্রমোদবনে কেন বামাচারী ॥”
শুনি কথা সন্ন্যাসী উঠিল দৌলভরে ।
আরামের অগ্নি দিগে চলি সত্বরে ॥
যায় যথা মধুরিকা বেচিতেছে সুরা ।
বিনায়ে বীণাঃ পায় গীতিকা মধুরা ॥

গীত ।

কালংড়া ।

দেখ কমলিনী বলী প্রভাতে উদয় ।
নব বধু সম কিবা লাগিত্য-নিলায় ॥

অর্দ্ধ বিকসিত মুখ,

নয়নে বিতরে অশ্রু,

অক্ষুট কারণে ভুগ

ভাবে অলিঙ্গ্য ।—(১)

রাখি রূপ অবরণে,
তাঁহে ক্ষোভ পেয়ে মনে,
ফিরে যায় অলিগণে

ব্যাকুল হৃদয় ॥—(২)

পরদিন দেখে আসি,
নলিনী চরেছে বাসী,
যামিনী গিষেছে নাশি
রূপ রসময় ॥—(৩)

অতএব বাঁকা ধর,
কেন বখা কাঁল হর,
যৌবন সফল কর,

ধাকিতে সময় ॥—(৪)

গীত শুনি হেসে যত সুবক্ত-বক্ত্রী ।
অরুণ উদয়ে যথা সুর-তরঙ্গিনী ॥
হেসে কহে কোন ধনী “ভাল দেখি যোগী ।
গীত-দেয় পরিচয়, প্রকৃত সম্ভোগী ॥
প্রণয় বিয়োগে বুরি যোগে দিলা মন ।
কহ হে নবীন যোগী শুনি বিবরণ ॥”
উত্তরে সন্ন্যাসী ধরে বিতীয় সঙ্গীত ।
মোহিনীমণ্ডল মধা পাইল পীরিত ॥

গীত ।

বাঁচার ।

শ্রম-যোগে আছি নিরন্তর ।
ধ্যানে ধরি সরা প্রিয়-সুখ-সুধাকর ॥

তাঁহে সোমরস পান,

কথিয়া পবিত্র কবে হবে কলবর ॥—(১)

ভার পদ রক্ত-অঙ্গে,
মাথির পরম রক্তে,

এমন বিভূতি কোথা ভুবন ভিতর ॥—(২)

বিনোদ কবরীজাল,
হবে মম মৃগ ছাল,

মনোহর লু হৃদয় উপর ॥—(৩)

হৃদি কুণ্ডে স্নেহ হবি,
প্রণয় অনল ছবী,

করি হে সোহাগ যাগ যামিনী বাসর ॥—(৪)

হন কালে তথ য যোগিনী উপনীত ।

নিবথি অমনি যোগী সমাপিল গীত ॥

কহিছে যোগিনী রোয়ে “রে রে ভণ্ড যতি ।

ভাল ভাল এই বটে যোগী যোগ্য রতি ॥

যেমন হৃদয় তব সেরূপ ভগতি ।

পূর্ব জন্মকথা কমনে কর ছুটমতি ॥

জাতিশ্রদ্ধ বলিয়া করহ অহঙ্কার ।

চিন্তা নাহি হয় কিসে পাইবে নিস্তার ॥”

কথা শুনি সন্ন্যাসী চণ্ডিমা গেল দূরে ।

অন্য পথে যোগিনী প্রবেশ অন্তঃপুরে ॥

হেতা সতী শীঘ্রিনী কিছু কাল পরে ।

প্রথমারে না হেরিয়া কাতর অন্তরে ॥

ভুগাইল সুখশয়ী ভাবে মনে মনে ।

পহিরি গেল দিদী আশার গঞ্জে ॥

আর বার ভাবে বুঝি লুকাইয়া আছে ।

অভাগীর রঙ্গ দেখে দাঁড়াইয়া কাছে ॥

যারে হেরে সম্মুখেতে জিজ্ঞাসে তাহারে ।

দেখেছ কি ভিকানের রাজপ্রমদারে ॥

কেহ বলে সে কেমন না দেখি কখন ।

কেহ বলে উপবনে কর অশ্রবণ ॥

কেহ নিকটরে যায় মুগ্ধ হাস্যধরে ।

কেহ বা অন্তরে অতি পরিতাপ করে ॥

৥ অপ্রকাশ নহে এতদেশে একমুখ প্রবাদ আছে,
আকবর শাহ পূর্বজন্মে এক ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন,
কর্মদোষে শাপভর হইয়া যবনকূলে জন্ম গ্ৰহণ করেন ।
অপর আকবর শাহ জাতিশ্রদ্ধ ছিলেন : বোধ্য হয়,
মুচতুর আকবর এইরূপ প্রবাদ প্রচার দ্বারা স্বীয় হিন্দু
প্রজামণ্ডলে সমধিক প্রিয় হইবার চেষ্টা পাইয়া
ধাকিবেন ।

ব্যাকুল হইয়া বালা ডাকে উঠে: র ।
 কভু কুঞ্জে কুঞ্জে তার অধেষণ করে ॥
 শ্রমন্তল বিন্দু বিন্দু ললাটে উদয় ।
 সিন্দূর চন্দন বিন্দু পরিভ্রষ্ট হয় ॥
 গলিত নয়নজলে দগিত অঞ্জন ।
 কপোল কমলে যেন দিবেক বঞ্জন ॥
 'আকুল হইয়ে বসে বকুলের তলে ।'
 ঘন ঘন বহে শ্বাস প্রতিপলশে পলে ॥
 যেন কীরাতের জালে কপোত মহিলা ।
 মুক্তি-লাভে বহুক্ষণ হয়ে যজ্ঞশীলা ॥
 পরিশেষে শ্রান্ত দেহে পড়ি এক ধারে ।
 মুহুমূহ: শ্বাস তাজে নায়ে উড়িয়ারে ॥
 তরুতলে বসি এই স্থিতি করে সতী !
 যে পথে এসেছি সেই পথে করি গতি ॥
 গনিয়াছি কাত্যায়নী অগতির গতি ।
 অবশ্য আমারে-রক্ষা করিবেন সতী ॥
 এত ভাবি পূর্ণপথে বয়িল গমন ।
 প্রবেশে পুরীর মধ্যে সচাঞ্চল মন
 দেখে রত্ন স্ফটিকের কত নীপাধার ॥
 নানারঙ্গে তাহে গাঁথা প্রতাপুস্পহার ॥
 হেম-পাঞ্জে স্বাহানাথ স্নেহ উদয় ।
 ধূপচূর্ণ চাকুগন্ধ বহে গৃহময় ॥
 অগ্নিছে ভিত্তির গাত্রে প্রকাণ্ড মুকুট ।
 মন্দাকিনী যথা দীপ্ত করে স্বরপুর ॥
 এই রূপ নানা সজ্জা নিরবে নখনে ।
 কিন্তু জন প্রাণী নাই সেই নিকেতনে ॥
 দূরে দূরে মধুর বাঁগার ধ্বনি হয় ।
 কোথায় সারঙ্গ-তানে সুধা বরিষয় ॥
 কোথায় মুরলীশব্দে মন কবে চুরী ।
 সতী ভাবে মায়ার রচনা এই পুরী ॥

রুলীর গীত ।—১

কিম্বোঁটা ।
 কেন মত হালি রে এমন ।
 হেন মদ কোথা পান করিনিরে মন ॥

সুদারভাণ্ডার যার স্বাক্ষর বচন,
 সে তু নাহি করে তোরে বিন্দু বিতরণ,
 জ্ঞান হারাইলে তুমি, করি দরশন ॥—(১)
 দরশন করি সুধা হলে অচেতন,
 না জানি করিলে পান কি হবে তখন,
 অবোধ না হেরি আর তোমার মতন ॥—২
 রব শুনে ভাবে সতী এই দিকে যাই ।
 দেবীর দয়ায় যদি সচপায় পাই ॥
 এত ভাবি সেই দিগে করিল পয়ান ।
 অমনি স্থগিত তথা মুরলীর গান ॥
 অত্র দিগে বাঞ্ছিতে লাগিল মুছ স্বরে ।
 শুনিয়ে শঙ্কায় সতী শরীর শীহরে ॥

নুরুলার গীত ।—২

বাহাদুর ।
 যৌবন মাদকে তব স্মৃতিত নয়ন ।
 নিকটে অখান, নাহি কর দরশন ॥
 মিলন নাহল বারি,
 এ মাদক হিতকারী,
 পান কর প্রেমোদিনি, দরহ বচন ॥—১
 মত্ততা হইবে গত,
 পথ পাবে মনো মত,
 সুস্তির হইবে তব সূচকল মন ॥—২
 সঙ্গীতের ভাব শুনি ভয়ান্তি ভাবিনী ।
 ভাবে কোথা অভাবে সত্তাব সন্তাবিনী ॥
 নাহি পায় পথ ধনী যেই দিগে যায় ।
 কপালে কঙ্কণ মাঝে করে হায় হায় ॥
 বাবগের ঘোর-চক্র স্বরূপ ভবন ।
 বহু ঘোঁষে তত ঘোঁরে পড়ে ভ্রান্ত জন ॥
 কুটিল তটিনী যথা বাকে বাকে রয় ।
 দণ্ডকের পথ দিনে সাক্ষ নাহি হয় ।
 পথিক ভাবনা করে আইলাম দূরে ।
 শেষে দেখে পৃথক স্থানে আসিয়াছে ঘুরে ॥

সেই রূপ পথ সতী সন্ধান না পায় ।
সেই ঘর যুক্ত, যেই দিগে ধনী যায় ॥
রক্ত বচিঁত ঘর শৌভে শত শত ।
কাকন কবলে ঝুলে স্থবিচলিত কত ॥
হতাসে হতাশ হয়ে পড়িল বসিয়া ।
বিনোদ কবরী-ভার খিয়াতে থামিয়া ॥
কুমার তাপিত কপ মাতি সবে রব ।
মুহু সবে আরম্ভিল কুলদেবী রব ॥

স্তোত্র ।

ব্রাহ্ম ঈশ্বর ।

ভব-চিত-অগ্নি পদ্মিনি !
জ্যোত-সদয় সগিনি !
ভব-ভয়-চয় ভাবিনি !
জন্ম-জলপি নাগিনি !
স্বর দল-বল রূপিকে !
সব শুভ শিব কুণিকে !
হিম গিরিবর নন্দিনি !
হরি হৃদ বিধি বন্দিনি !
যুক্তি-যুক্তি ধায়িনি !
স্বর-হর জনি শায়িনি !
দূরিত দম্ভজ দায়িনি !
কুলপতি কুল-দায়িনি !
পশুপতি অমৃতগায়িনি !
ভুবন-ভরণ ভায়িনি !
নরক-নিগড় মোচনি !
শতদল দল মোচনি !
ত্রিপুর যথন মোচিনি !
ত্রিপুর সদয় মোচিনি !
মহিম মদ দিম্বন্ধিনি !
অগণিত গন্ধ দায়িনি !
মুহু তাহ পর বিক্রমী !
জয় জয় জয় শঙ্করী !

যবন ভবন অগ্নিরে !
মরি মরি ভরি অগ্নিরে !
তরুণত ঘন শীহরে !
জয়-চয় সব বী হরে !
অগণত চরণ সৈবিকে !
বিতর স্বরণ দেবিকে !

প্রসাদ দিক-দৈশ্বরী !
প্রসাদ জগৎ দায়্বরী !
মহেশ্বর নাথ জ্ঞানরী !
ধর্মদায়ী ধুরন্ধরী !
নিমিত্ত শুভ ঘাণিনি !
প্রচণ্ড চণ্ড পাণিনি !
প্রশান্ত দান্ত দায়িনি !
প্রসাদ সূত্র মায়িনি !
শশক খণ্ড ভায়িনি !
সুধা সমস্ত শায়িনি !
কৃতান্ত যদ পণ্ডিতে !
রূপায় দেহি চণ্ডিকে !
প্রলয় হার লায়িকে !
প্রসাদ মাতরায়িকে !
ভরন্ত ভঃখ জায়ি মে ।
উপায় শীঘ্র দেহি মে ॥

এই রূপে এক মনে করে নতি স্তুতি ।
প্রসন্ন হইলা তাহে দেবী শিবদুতী ॥
পার্থগৃহে নরাক্রান্ত হয় দৈববাণী ।
মাঠে মাঠে রবে ভৈরবী ভবানী ॥
কহিছেন মেহ ভরে "তুন কন্তে সতি ।
তোর অমঙ্গল বরে কাহার শকতি ॥
সতী কবচে তোর আশ্রয় শরীর ।
প্রকাশে প্রভাব যেন মহাকাল মিহির ॥
কার সাধ্য অচিঁতার করিতে তাহার ।
কোন তুমি আকৃষ্য যদনকুমার ॥

ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই আর ।
 এই লহ তরবারি প্রসাদ আমার ॥
 হৃদয়ে গোপনে রাখি করহ গমন ।
 সাহসে নির্ভর সতি, দৃঢ় কর মন ॥”
 শুনিয়া স্তম্ভিত চিত্ত কিছু ক্ষণ সতী ।
 উদ্দেশে চণ্ডিকাপদে করিল প্রণতি ॥
 দেপে জালনায় এক সুখীক ভুজালী ।
 হৃদয়ে রাখিল মুখে বলি দয় কালী ॥
 কদমকুসুম প্রায় লোমাক্ষিক কায় ।
 চাকত স্থগিত নেত্রে এই মনে ভায় ॥
 “যে স্বরে ভবানী-বাণী শুনিলাম কাণে ।
 যেন তাহা শুনিয়াছি আর কোন পানে ॥”
 অনেক চিন্তিয়া সতী করিল নিশ্চয় ।
 “যোগিনীর স্বর প্রায় অনুভূত হয় ॥

বায়লাঘ কালিকার করুণা এখন ।
 আমারে বাধিতে দেবী দিলা দরশন ॥
 যোগীর নিকটে যেতে করিলেন মানা ।
 নিবারিলা প্রথমার প্রলোভন নানা ॥
 বৃত্তিতে না পারি কিছু অভিসন্ধি তার ।
 প্ররক্তি প্রবন্ধ কত দিল বার বার ।
 এখন আমায় ত্যজি অদৃশ্য হইল ।
 সন্তা-ভঞ্জে কেন যোগে সঙ্গে না লইল ॥
 দেখেছি ক দিন আসে এই নৌরোজায় ।
 নানা রত্ন অলঙ্কারে গৃহে ফিরে যায় ॥
 কোথায় পাইল সেই সকল রতন ।
 কেন হেন কেমন কেমন করে মন ॥”
 ভাবিতে ভাবিতে বালা যায় দ্রুতগতি ।
 সহসা ভেটিল তথা আসি বিল্লীপতি ॥
 রাজপরিচ্ছদধর মনোহর বেশ ।
 রূপেতে করিল আলো প্রোঙ্গন-প্রদেহ ॥
 কোহীম্বর রত্ন ভেট দিবে সতীপদে ।
 জাহ্নু পাতি কহে যুক্ত কর-কোকনদে ॥
 “শুন রাজকন্তে মনোহরে বরাননি ।
 তব রূপ শুণ যশে ভরিল বরণী ॥

নয়ন-শ্রবণ-বাদ-ভঞ্জন-কারণ ।
 করিলাম যজ্ঞরূপ নৌরোজা স্বজন ॥
 তব অধিষ্ঠানে পূর্ণ হলো সেই যাগ ।
 লহ এই কোহীম্বর তব যজ্ঞভাগ ॥
 তোমার অযোগ্য এই পনিজাতি মণি ।
 হৃদয়ে দ্বিতীয় ভেট আছে সুবদনি ॥
 যদি তুমি অনুমতি দেহ অকিঞ্চনে ।
 বৃক চিরে দেই মণি দেই শ্রীচরণে ॥
 বাঙ্গাপায় বিকিয়েছি প্রাণ আর দেহ ।
 প্রসঙ্গা হইয়ে দীন রূপাদৃষ্টি দেহ ॥”

যেন কোন পঞ্চিক পশিত ঘোর বনে ।
 পথ হারা দিক্ ভ্রাণা লুমে ভ্রান্ত মনে ॥
 অকপাৎ করে দৃষ্টি নির্গম সময় ।
 ভীষণ শব্দিল আসি সমুখে উদয় ॥

তরঙ্গে গরজে ঘোর স্রগভীর স্বরে ।
 সেই রূপ দেখে সতী দিল্লীর জৈঘরে ॥
 প্রথমতঃ প্রকম্পিত হইল শরীর ।
 জ্বল পবনে যেন করলী অস্থির ॥
 কিন্তু ক্ষত্রিয়ার তেজ থাকে বৃত্ত ক্ষণ ।
 শরদ জলদে কড় টাকে বিকটন ॥
 কেশরী-কুমাৰী প্রায় বিষম বিক্রম ।
 কহে সতী শুন “রে মোগল নরাদম ॥
 তুমি না ধার্মিক ধীর বীর বাদশাহ ।
 তুমি না জগৎগুরু বলি যশ চাহ ॥
 তুমি না অভেদ-জ্ঞানী সৰ্ব্ব ধর্ম প্রতি ।
 তুমি না সাধুর শ্রেষ্ঠ স্মৃতি স্মৃতি ॥
 এই কি তোমার ধর্ম রে রে দুরাশয় ।
 এই কি বীরত্ব তব যবন-তনয় ॥
 এই কি তোমার পুণ্যরত্ন-পরিচয় ।
 এই কি তোমার কীর্তি, কলুষনিলয় ॥
 ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে মোগল দুরাচার ।
 মনে ভাব পরলোকে কিসে পাবে পার ॥”
 কথা শুনি আকবর হইল অবাক ।
 মানস চঞ্চল যেন কুলালের চাক ॥

ভাবে, "হুনিষ্ঠ্য পতিব্রতা এই নারী ।
 এত দিনে অবলার হাতে হৈল হারী ॥
 ভুবনের ভামিনী ভাবিনীগণ যত ।
 আমার প্রাণ যাকে কান্দালিনী মত ॥
 এ নারী কেমন নারী নারি চিনিবারে ।
 নারিলাম কোহীন্দ্ৰ রত্নে কিনিবারে ॥
 যে হোক' সে হোক' এবে ছাড়া কহু নয় ।
 চলে বলে বশীভূত করা যুক্তি হয় ॥
 শুদ্ধ দেহে যদি যায় কলঙ্ক বটিবে ।
 রাজোড়া-মণ্ডল সহ বিবাদ ঘটবে ॥"
 এত ভাবি যায় শাভ প্রসারিত করে ।
 পরিচয় ধারায়, ধর খা কলেবরে ॥
 হেরিয়ে হ'বুনেত্রা হরিদারা প্রায় ।
 কঠে ধরি দূরিতে কেলিল বাদশায় ॥
 অবশ নবেজ্জনাথ অরণ্যাবাতে ।
 ত্রিমূল জন্ম-প্রায় পড়িল ধবাতে ॥
 অমনি রমণী হুদে পদাঘাত করি ।
 কহিতে লাগিল করে করবাল ধরি ॥
 "অবে যে গোলামপুত্র গোলাম হুজ্জন ।
 এত বড় সাধা তোর শূকরনন্দন ॥
 কোথায় কবেছ আশা পাণ্ডিত্য পামর ।
 শূগল হইয়া চাহ সিংহহুতা-কর ॥
 জান না ভাতুর বংশ ভাতু অংশধর ।
 শশদীয় পুরুষ প্রমদা পরিকর ॥
 রে প্রযতি আমবা ০ গলাহুতা নই ।
 বাহুরের বাহুরী স্বক্স বাধা রই ॥
 আমাদের অস্ত্র নহে হুচিকা কর্ত্তরী ।
 এই দেখ কবে করবাণী ত্রয়ধরী ॥
 এই দেখ পরীক্ষা তাত্তর হরাচার ।
 এই বে তৈমুর বংশ করি বে সংহার ॥"
 এত বলি ফিটাইল করাল রূপাণ ।
 নিরখিয়া আকবর হৈল হতজ্ঞান ॥
 অকস্মাৎ পুষ্পাষ্ট সতীর উপরে ।
 ধস্ত ধস্ত কপি দৈব-বাণী ঘোর স্বরে ॥

ভাবে শাহ ভীমা মুক্তি করি নিরাক্ষণ ।
 নিমদ্বিয়া আনিলাম আপন মরণ ॥
 দূর-গত পুরুষভাব কহে সবিনয়ে ।
 "শুন শক্তিমতী সতি শক্তির তনয়ে ।
 জামিলাম তুমি সতী সত্য পতিব্রতা ।
 ক্ষত্রকুল পবিত্রকারিণী কল্পলতা ॥
 দগ্ধ বীরস্বনা তুমি বীরের নন্দিনী !
 বীরগণ অস্ত্রবেতে আনন্দ লাভিনী ॥
 ক্রিয়াজি অপরাধ মাগি পরিহার ।
 রোম পারহর, হর ভগতি আমার ॥
 কবিলাম মাতৃকণে তোমারে স্বীকার ।
 স্বচ্ছন্দে সুখেতে যাহ গৃহে আপনার ॥
 এক মাত্র ভিক্ষা মম কর অস্বীকার ।
 প্রকাশ না হয় যেন এই সমাচার ॥"
 শাস্ত হয়ে সতী কহে "তবে ক্ষমি আমি
 যদি এক প্রতিজ্ঞা করহ কিত্তিমামি ॥
 সত্য কর কোরাণ শরীফ শিরে ধরি ।
 লিপে দেহ নিজ পঞ্জা দস্তগৎ করি ॥
 যদবধি তুমি কিয়া তব বংশধর ।
 ভারতের সিংহাসনে থাকিবা ঈশ্বর ॥
 চলে বলে কি কোশলে দিল্লী-অধিকারী ।
 না আনিবে নিজপুত্র বাজপুংনারী ॥"
 তথাস্ত বলিয়া শাহ করে অস্বীকার ।
 লিপে দিল সেই কথা আজ্ঞা অনুসার ॥
 পুনরায় বহুতর করিল বিনতি ।
 প্রথম হৃদয়ে গৃহে ফিরে গেল সতী ॥
 হেথা পৃথ্বী শ্রিয়া-হারা পাবাবত-প্রায় ।
 ঘামিনী-যাপন করে ছটফট কায ॥
 কহু আমি কাকতল্য নহেনে উদয় ।
 সঙ্গে সঙ্গে ফেরে তার কুসুপ তনয় ॥
 মিথ্যাশ্রুতি মহিলা ভাতার প্রমোদিনী ।
 মানস-প্রমদ-বনে ভ্রমে প্রমোদিনী ॥
 কুসুপে দেখিছে পৃথ্বী মহা পারাবাহ ॥
 অবল পবনে তরঙ্গিত অনিবার ॥ ৪ ॥

তরল তুফানে এক তরঙ্গী ঢকল !
 টল টল শব্দদলে ঘন জলে ॥
 কখন আকাশমার্গে উঠিছে যেমন ।
 কখন পাতালে যেন করিছে গমন ॥
 ভেসে পড়ে গুণবৃক্ষ, কাণ্ডরী বিকল ।
 তুতকে দাঁড়ায়ে কাঁপে আরোহী সকল ॥
 তার মাঝে এক নারী ব্রোদন বরনে ।
 গগণের প্রতি দৃষ্টি উন্নত নয়নে ।
 ছিন্ন ভিন্ন অলকা উড়িছে সমীরণে ।
 ক্ষণে ক্ষণে দুগ্ধ ঘণ-পাতার কিরণে ।
 আইল প্রবল ব্যাভা কুলিশ কলোলে ।
 যতরী মগ্ন করে সাগরহিলোলে ॥
 তরঙ্গে বনিতা সেই, হয়ে নিপতিতা ।
 কতু নিমজ্জিতা হয় কতু সমুখিতা ॥
 দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয় ।
 প্রাণ প্রিয়া সতী সিদ্ধান্তে পায় লয় ॥
 আগিয়ে উঠিল কবি বলি সতি সতি ।
 দেখিল গৃহেতে নাই জায়া গুণবতী ॥
 মনোহুখে বসি তথা ভাবে পুনরাব ॥
 “এখনো এলোনা কেন প্রেমসী আমায় ॥
 না জানি কি অমঙ্গল ঘটিল তাহার ।
 ছারে খারে যাক্ ছার নোরোজা বাজার ॥
 কেন তথা যাইবারে দিলাম বিদায় ।
 এখন ভাবিয়ে মরি প্রেমদায় দায় ॥”
 দাসীয়ে ডাকিয়ে পৃথ্বী জিজ্ঞাসে সঘনে ।
 “ভাতৃবধু এসেছেন কি করে কি ভবনে ॥”
 দাসী কয় “মহাশয় অনাগত তিনি ।
 না জানি বিলম্ব কেন করেন জর্জরিত ॥”
 পুনরায় ভাবনায় ওজার ভূতিন ।
 মুদ্রিত কবিতা তাব নন্দনালয় ॥
 পুনরায় কুস্বপন করে নিরীক্ষণ ।
 যেন সুবিস্তীর্ণ এক নিবিড় কানন ॥
 দাবানলে প্রজলিত তার চারি পার ॥
 নানা জাতি জীবন্ত করে হাহাকার ॥

তার মাঝে গরজে ভূকম্প ভয়ঙ্কর ।
 সহস্র ফণায় ফণার বিঘ্নবৈশানর ॥
 তার পুরোভাগে এক পলায় রমণী ।
 ঘন বেগে পশ্চাতে ধাইছে সেই ফণী ॥
 শীঘ্রিতা বরাঙ্গনা চেতনা-বহিতা ।
 নিপতিতা ধায়, হইল বিমোহিতা ॥
 দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয় ।
 ভোগীভয়ে ভাগ্যা সতী প্রাপ্ত-মতি হয় ॥
 আগিয়ে উঠিল কবি বলি সতি সতি ।
 দেখিল গৃহেতে নাই জায়া গুণবতী ॥
 বনে হায় একি দায় ঘটিল আমায় ।
 ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পায় উপায় ॥
 এক বার ভাবে মনে যাঁই অশ্রুদগে ।
 কহে হইবে দেখা প্রেমসীর সনে ॥
 আর বার ভাবে তাহে হইবে কি ফল ।
 হৃৎপুং ক্রোধে নীত মহুযামণ্ডল ॥
 কেহ নহে আগরিত এমন সময় ।
 হতভাগ্য আমিভিন্ন কেহ দুঃখী নয় ॥
 জিজ্ঞাসিব এখন কাহারে সমাচার ।
 বাদশার মহলেতে পড়িয়াছে দ্বার ॥
 ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ লাগিল নিদ্রালী ।
 পুনরায় কদে বহে কুস্বপন প্রণালী ॥
 দেখে এক অতি উচ্চতর গিরিবর ।
 পরাশছে ভূক-শৃঙ্গ নীরদনিকর ॥
 কন্দরে ভ্রমিছে এক ভীষণ শাদুল ।
 ঘন ঘন ধরাপৃষ্ঠে আঁচড়ে লাঙ্গুল ॥
 নবীনা ললনা এক দূরেতে পালায় ।
 বহে স্রোতস্বতী সেই গিরির তলায় ॥
 পলাইতে প্রমদা পাতিতা ভূগুদেশে ।
 অধোভাগে ঘোর বেগে পড়ে বুক কেশে ॥
 দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয় ।
 প্রাণপ্রিয়া সতী স্রোতস্বতী-গত হয় ॥
 আগিয়ে উঠিল কবি বলি সতি সতি ।
 দেখে গহে দাঁড়াইয়ে জায়া গুণবতী ॥

বিভাবরশ্ময়ে সতী আসিয়ে উদয় ।

যে কবিবর চকল হৃদয় ॥

কহে “প্রাণপ্রিয়ে সতি বহু বিবরণ ।

কোথায় করিলে এত যামিনী-যাপন ॥

মনে কি ছিল না গৃহ বঙ্গ রস পেয়ে ।

সর্বস্বীয় শেষে এলে মোর মাথা খেয়ে ॥

কিঞ্চিৎ ভাবিতে যদি যাকনা আমার ।

তবে কি থাকিত ভুলে আপন আগার ॥

চিন্তানলে দাহন করিলে মম তনু ।

বাস্তবিক সার কথা কহিলেন মনু ॥

কুলবধু অবহিত পরগৃহে গতি ।

জনারণ্যে গমন না করে কভু সতী ॥

তোমারে বিদায় দিয়ে দ্রুতবনী কত ।

কুস্থপনে বিভাবতী হইল বিগত ॥”

কহে সতী স্নিতমুখে বচন অমিয় ।

“যা কহিলে তাহাই ঘটিল প্রাণপ্রিয় ॥

যে রতন তোমার আদৃত অভিশয় ।

আজ নিশী হকিল তব্বর ভরাশয় ॥

কি কাজ এ দেহে আর বল প্রাণ ধরি ।

দেহ খর করবাল প্রাণ পরিহরি ॥”

তুনি পৃথ্বী ভাব কিছু বুঝিতে না পারে ।

কহে “পরিহাস তব প্রেমসি আমারে ॥

কহ সত্য বাণী ধনি, কহ সত্য বাণী ।

তোমার বচন কভু অগ্রথা না মানি ॥”

প্রকৃষ্ট বন্ধু প্রায় হসিত অধরে ।

স্বীকৃতি-পত্রিকা সতী দিল পত্র-করে ॥

কহিল সকল কথা গোপন না ক

করি কহে “এক কথা জিজ্ঞাসি, শুনরি ॥

শাহের নিকটে তুমি করেছিলে পণ ।

সদাকাল রাখিবাবে কথা সংগোপন ॥

সে সত্য করিলে ভঙ্গ প্রকাশিয়ে কথা ।

সতীর একুণ কার্যা অযোগ্য সর্বথা ॥

তুমি যদি লজ্জিল আপন অঙ্গীকার ।

কত এ স্বাক্ষর পত্রে আস্বা কিবা আর ॥

দেখ রণে এক পক্ষ যদি ভাঙে সন্ধি ।

অত্র পক্ষে কিবা দায় থাকে সত্য-বন্ধি ॥”

সতী কহে “কিসে সত্য লজ্জিলাম আমি ।

বেদে বলে এক তরু পত্নী আর স্বামী ॥

তবে জানিলাম নাথ তুমি এবে পর ।

পত্রিয়ে দেহ নাই অঙ্গ বলেবর ॥”

এই রূপ হাস্য রসে পোহায় সর্বস্বী ।

প্রিয়াসে চলিল পৃথ্বী দিল্লী পরিহারি ॥

সদ্বীক পুঙ্কর তীর্থে করিলেক স্নান ।

কত দিন থাকি তথা করে দান ধ্যান ॥

সেই সে তিথিল পত্র বাণীর নিকটে ।

“কাহাণী নিস্তার নাই নোরোজাসঙ্কটে ॥”

রাজ্য নাশে সেই দাশে কাননে কাননে ।

ভ্রমেণ প্রতাপ সিংহ পরিবার সনে ॥

জনরবে শুনিলেন পৃথ্বী কবিবর ।

রাজ্যলভি হেতু পুনঃ মেরু নদ্রেধর ॥

দিল্লীধর অতুলগতা করিবে স্বীকার ।

পত্র পাঠাইলা জানিবারে সমাচার ॥

সেই পত্র এই পত্র শুন হে শূনন ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সমাপন ॥

কুমার-সম্ভব ।



নামক

মহাকাব্য

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্তৃক

বঙ্গীয় বিবিধ ছন্দোবন্ধে অনুবাদিত।



বিজ্ঞাপন ।

বেঙ্গল কারণে কুমার-সত্ত্ব অস্থগদিত হইল

ভাৱা এই স্থলে বিজ্ঞাপন কৰা কৰব্য :—

১। বালাকালাবধি যাহা অভ্যস্ত হয়, তাহা অধিক বয়সে পরিহার্য নহে; পূৰ্বেৰ জ্ঞান আমাৰ অবকাশ নাই,—বিষয় কৰ্মে সমস্ত দিবস ব্যাপ্ত থাকিয়া প্ৰাতে এবং প্ৰত্যহে যে দুই এক দণ্ডকাল নিশ্বাস-পৰিত্যাগের সময় আছে, তাহাতে নূন কোন বিষয় চিন্তা কৰিয়া লোৱা হুৱন্ত, অথচ অভ্যাস-বন্ধন অনুবোধে আমি এই মাকান্যেৰ অ-বাদ কৰণে প্ৰস্তুত হই। কিন্তু প্ৰত্যহ প্ৰত্যহ লাম, নূন ঘটনাপেক্ষা পুৰাতন প্ৰবৃত্তি বহু অধিক। প্ৰতিপক্ষ সাপেক্ষ—কি কৰি, অস্তিত্ব কৰিয়া কান কৰা পুৰিতান কাৰণে—মৃত্যু একশ পায়, সুস্থৰা অস্থবাদ সন্মত কৰিলাম।

২। অনেক এইকণে পণ্ডিত কাৰ্য্যকৰ অনুবাদ গল্পে সম্পাদন কৰেন, মহাবয়বৰ্গ কহেন তাহাতে অভ্যস্ত সন্তৰ্ভ হয়; চম্পক-পুষ্পেৰ প্ৰতিকৃতি স্বর্ণ-সহকাৰে নিৰ্ম্মিত হই-লেই সুন্দৰ দেখায়, বজতে রচিত হইলে তাদৃশ শোভনীয় হয় না, অতএব কোন কোন বস্তু সংস্কৃতপ্ৰধান পদবীৰ্ণ কাব্যনিচয়ের পজা-হুৱাদ কৰণে আমাকে অনুৰোধ কৰাতে আমি সেই-অনুৰোধ-বন্ধন প্ৰথম আদৰ্শৰূপ ঔপাধিগেব হস্তে এই গ্ৰন্থ সম্পাদন কৰিতেছি।

৩। আমাৰ ভিন্নদেশীয়দিগেৰ দ্বাৰা অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ বিবাহ, ক্ৰমে ক্ৰমে সনা-তন দ্বীতি নীতি আচাৰ ব্যবহাৰাদি পরিহার পূৰ্ব্বক বহুৰূপীয়া তাৰ বহুৰূপ ধারণ কৰিতেছি। আমাৰ পূৰ্বে কি ছিলাম, এইকণেই বা কি হইবাতি, ইয়াৰ প্ৰমাণদোচনা কৰণে স্বদেশ-ইতিহাস দেখাই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূৰ্ণ কৰোঁ আৰু তাৰ তত্ত্বিকৰ বিশেষতঃ প্ৰাচীন পুৰণকৰ কাব্যৰূপ ই সবিশেষ শক্তি কৰণে প্ৰাচীন সাংস্কৃতিক বস্তুৰ পূৰ্বে আমা-ৰিগৰ পুৰণকৰাৰেৰ ক্লিৰূপ পৰিচ্ছদ, ক্লিৰূপ বস্তুৰ চিত্ৰ, ক্লিৰূপ নিৰ্ম্মে বিবাহাদি সংস্কাৰ সম্পন্ন হওঁ, তাহা মহাকবি কালিদাসেৰ নিৰ্ম্মিত দেৱী-প্ৰমাণ বহিষাছে; বাহাৰা সংস্কৃত ভাৱায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাহাৰা তাহাৰ অনুবাদ পাঠ কৰিয়া পূৰ্ব্বোক্ত, অভিলাস কথক্লিৰূপে পূৰ্ণ কৰিতে পাবেন, তন্নিমিত্তেও আমি এই মহাকাব্যেৰ অনুবাদ কৰণে প্ৰবৃত্ত হই। উপনিষত্তে অনুবাদ কৰণেৰ হেতু প্ৰদ-ৰ্শিত হইল; অনুবাদ-সম্বন্ধেও কথিবক্তব্য আছে :—

মহাকবি কালিদাসেৰ নিৰ্ম্মে আমি সমু-দয় সৰ্গ এক ছন্দোবিশেষে রচিত না কৰিয়া তিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধেৰ অনুসরণ কৰিয়াছি, অনবরত এক ছন্দ এটি বিংগে এবিট হইলে

অকৃত্য প্রাচুর্য্য হইয়াছে; জলযন্ত্র-নির্গত অন-
 গল একাকার ধারা-পাত-শব্দ নিদ্রাকর্ষণের
 উপযোগী বটে। কিন্তু কাব্যশাস্ত্র নিদ্রাকর্ষণের
 অত্র নহে, তাহা চিত্তকে অনবরত সচেতন
 রাখিবার সহকারী, ইহা সর্ববাদি-সম্মত।
 প্রতি সর্গের সমাপ্তিতে বাস্তব পরাক্ষের ত্রায়
 মহাকবি ২।১ শ্লোক বিভিন্ন ছন্দে রচনা করি-
 য়াছেন, আমি সর্গের ভিন্ন সমুদায় সর্গে ওয়ি-
 য়ম অবলম্বন করিয়াছি

মহাকবি এই কাব্য উনবিংশতি সর্গে
 সমাপ্ত করিয়াছিলেন এমত কিম্বদন্তী,—কিন্তু
 কুমার-সম্ভব অর্থাৎ কবিত্তিকের জন্মের পূর্বে
 হবপার্কীর পরিণয় বর্ণনাত্মক সপ্তমসর্গ পর্য্যন্তই
 কাগিদাস-রচিত বলিয়া সর্বদেশে প্রসিদ্ধ।
 অনেকে কহেন উত্তর সর্গ সকল তাঁহার প্রণীত
 নহে, তত্তাবৎ ভোজরাজের সভা-সদ কাগি-
 দাস খ্যাত অত্র এক কবি কর্তৃক রচিত, ফলতঃ
 সপ্তমসর্গ পর্য্যন্তে যেরূপ কবিত্তিকটী বিকীর্ণ
 আছে, তাহার সহিত অবশিষ্ট সর্গ সকলের
 রচনার তুলনা করিলে এই কথা অসঙ্গত বোধ
 হয় না। অনেকে আবার কহেন অষ্টম সর্গে
 হবপার্কীর বিশ্রুত-বিহার-বর্ণনায় মহাকবি
 অত্যন্ত অশ্লীলতার অবলম্বন করিয়াছেন,
 সুতরাং ধার্মিকগণ সপ্তমসর্গ পর্য্যন্তের সমাদর
 করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন,
 এ কথাও অতি সঙ্গত, ইহাতে হিন্দু জাতি যে
 একান্ত অশ্লীলতার পরবশ নহেন, ইহাই
 সপ্রমাণ হইতেছে। সম্প্রতি পণ্ডিতবর তাদা-
 নাথ তর্কবাচস্পতি কর্তৃক এবং বারানসীতে

একটি পণ্ডিতাখ্য পাত্র উত্তরসর্গ-
 সমূহ প্রচারিত হইয়াছে, এতদ্বারা আমি
 উৎকল দেশে দুই খানি হস্তলিখিত কুমার-
 সম্ভব গ্রন্থে ঐ সকল সর্গ পাঠ করিয়াছি,
 তাহাতে অষ্টম সর্গে বহু অশ্লীলতার আশঙ্কা
 ছিল তত পরিমাণে দৃষ্ট হয় নাই, বাহারা
 নৈষধকাব্যে নলরাজার বাসর পাঠ করিয়া
 থাকেন, তাঁহাদিগের নিকটে অষ্টমসর্গের
 বিহার-বর্ণন টকানাদ-সমীপে ডমকুধনিবৎ
 উপলব্ধ হইবে সন্দেহ নাই। বাহা হউক, ঐ
 সর্গে শ্রী বর্ণনাটির স্থানে স্থানে অতি মনোহর
 কবিত্তিকটী বিকীর্ণ হইয়াছে, আমি তাহা অমু-
 বাদ পূর্ব্বক পুস্তকপরিমিষ্টে প্রদান করিলাম।

আমি এই গ্রন্থরচনার অনুরোধের অনুরোধে
 কোন কোন স্থানে ২।১ অতিরিক্ত শব্দ
 সংযোগ করিয়াছি, কোথাও বা ২।১ শব্দ
 পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, কলতঃ
 সাধ্যমতে মহাকবির ভাব সংরক্ষণ করিতে
 যত্নের ক্রটি রাখি নাই।

মহাকবি কাগিদাস কোন সময়ে বর্তমান
 ছিলেন, তাঁহার কবিত্বের চমৎকারিতা, তাঁহার
 মনুষ্য-প্রকৃতিতে সমীচীন জ্ঞান এবং নৈসর্গিক
 শোভা-বর্ণনে অপরিমিত শক্তি প্রভৃতি সমা-
 লোচনা পূর্ব্বক এই স্থলে দিবার বাসনা ছিল,
 কিন্তু তৎপ্রবন্ধ রচনা করিতে করিতে গ্রন্থ-
 প্রমাণ হইয়া উঠিল, সুতরাং তাহা স্বতন্ত্ররূপে
 প্রকাশ করা বাইবে।

হুগলী।

১লা ভাদ্র ১২৭২ শকাব্দা

কুমার-সন্তব

—:~:—

প্রথম সর্গ ।

উত্তরেতে আছে দেবাত্মক দেবধাম
অচলের অধিরাজ হিমালয় নাম,
পূর্বাংশ ভাগ যার পয়োনিধি-গত,
বহিয়াছে মেদিনীর মানদণ্ড-মত ॥ ১ ॥

দোহনেতে দক্ষ মেরুবরে পরিহরি,
যারে শৈলগণ বৎস প্রকল্পন করি,
দীপ্তিমান মলি মহৌষধি সবিশেষে
হুহিয়াছে ধরণীকে পৃথু-উপদেশে ॥ ২ ॥

পরিমাণ শূন্য রত্ন-রাজীর প্রভব,
হিম হেতু নহে তার গোরব লাঘব ;
গুণসমূহেতে এক দোষ লুপ্ত করে,
কলক নিমগ্ন ইন্দু করে নিষ্ক করে ॥ ৩ ॥

শেখরের ধাতু-আভা লাগি মেঘচয়ে,
অকালেতে সন্ধ্যা বোধ হয় হিমালয়ে ;
মনোহরা অপসরার তাহে মন হরে
বিলম্বেতে অসময়ে বেশ ভূষা করে ॥ ৪ ॥

যার ঝট্‌টটাবদি গিয়ে মেঘচয়
নির সম-ভূমিভাগে ছায়া বিস্তারয় ;
নিম্ন ছায়ে থাকি বৃষ্টি-বাস্ত সিদ্ধগণ
ভাঙ্গ-কম্বোজল শূন্য করেন গমন ॥ ৫ ॥

সংহারিল সিংহগণ দ্বিপ দলে দলে,
করিবাক্ত পদচিহ্ন ধৌত হিমজলে,
সে চিহ্ন-অভাবে নখে মুক্ত মুক্তাচয়,
কেশরী কোথায় গেল ক্রিয়াতেরে কয় ॥ ৬ ॥

যথায় ভূর্জের স্বচ্ছ পত্রিকা স্তম্ভর,
কুঞ্জরের বিন্দু সম, শোণ বিন্দুধর ;
বিজ্ঞাধর বালাগণ তাহে অল্পমাগে
লিখয়ে অনঙ্গলেখা ধাতু-রস-রাগে ॥ ৭ ॥

যেই গিরি-দরীমুখ জাত সমীহণ,
বংশের বিবর-ভাগ করি সম্পূরণ,
গানে যত গন্ধর্ষগণের সরিধান
স্বর-সংমিলন হেতু চড়াইছে তান ॥ ৮ ॥

করিগণ ঘরষণ করিয়াছে হনু,
সরল-বিটপী বৃক্ষ তাহে হিংস্রতনু,
করিয়াছে ক্ষীরধারা গন্ধে মনোহর
ভরিয়াছে স্বপ্নভিতে কন্দরনিকর ॥ ৯ ॥

কিরাত-দম্পতী-প্রতি পত-অক্ষকার,
কন্দরের অভ্যন্তরে প্রভার সঞ্চার,
রজনীতে বিনা তৈলে ওষধিনিকর
হইয়াছে স্বভাবের প্রদীপ স্তম্ভর ॥ ১০ ॥

যেখানে তুষারমাণি পাণে শিলীভূত,
সে কারণে পদাঙ্গুলি সরাই দেশবধ,
শ্রোণি পয়োদধি ভাঙে জলিমাধব ভাঙে,
কিন্নরীয়ে গতি-মান্য কখন না যায় ॥ ১১ ॥

দিবাভীত অন্ধকার নিবসি বন্ধরে,
রাজিচর প্রায়, রক্ষা পায় ভাত্য করে ;
শরণ আগত অতি ক্ষুদ্র জন প্রীতি
নিতান্ত মমতাসীল মহতেতু মতি ॥ ১২ ॥

চমরী-লাঙ্গুল-ফেপ কিবা শোভাকর,
নিমিয়া চক্রেয় ছাতি অতি স্তম্ভতর ;
গিরিরাজ নাম গিরি যথৈ সত্যবটে
এ হেন চামর যার চুলায় নিকটে ॥ ১৩ ॥

কাচলী হরিছে কান্ত তাহে স্নলজ্জিতা
কিন্নর কামিনীকুল বিভ্রম-মজ্জিতা ;
দৈবী, মেঘমালা প্রলম্বিত কলেবরে
গুহাগুহাঘরে যবনিকা *-দার্য্য করে ॥ ১৪ ॥

অঙ্গে ধরি ভাগীরথী নিকর-নীকর
কাঁপাইছে বার বার মন্দারানকর ;
হেন সমীরণ সেখে, মুগ-অবেশণে
চঞ্চল ময়ূরপুঙ্খ-ধারী ব্যাপিগণে ॥ ১৫ ॥

অধোভাগে বিভাকর করেন ভ্রমণ,
গিরিশিখরে সরোবরে সরোব্রহ্মণ,
সপ্ত ঋষি চয়নাগুস্তে যাহা ছিল শেষ,
উদ্ধার করে বিকসিত করেন দিনেশ ॥ ১৬ ॥

যেই, যজ্ঞসাধনীয় বস্তুর নিধান,
ধরণী বরিয়া যার বল কলহান,
যাগ-ভাগ দিয়ে তাহে আপনি বিঘাতা
করিয়াছে শৈল-আদিপশ্যে অবিষ্টতা ॥ ১৭ ॥

* বিলাসপুঙ্খ-ঘরে যবনিকা অর্থাৎ পদ্ম ব্যবহার করা অতি পুরাতন রীতি সন্দেহ নাই ! যবনিকা শব্দ দুটো বোধ হয় যেন এ ব্যবহারটা দেশান্তর হইতে অনু-
যত হইয়া থাকিবে। ফলে পুনরবার এতদ্দেশে এ
রীতি প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পিতৃগণ, অশিশু মান পুরুষসবে
সৃজিল মানসী বনমা কুল রক্ষাকরে ;
নিজ যোগ্য সেই মুনিমান্য্য মেনকায়ে
বধিষেন মেরুমিত্র বিধি-অনুসারে ॥ ১৮ ॥

কালক্রমে দুইজনে নীতিগেন রঞ্জে,
বরূপ সুরতে রত-বিবিধ প্রসঙ্গে,
মনোদম যৌবনের প্রভাব স্তম্ভর,
মহীপদ-মহিলার গর্ভের সঞ্চার ॥ ১৯ ॥

মৈনাক নন্দনে রাণী করিলা প্রসব,
নাগবধুধু সেই সিদ্ধর বান্ধব,
ইন্দ্রকোপে নহে যার পক্ষের ছেদন,
কভু না জ্বলিল সেই বজ্রের বেদন ॥ ২০ ॥

মহেশে পূর্ব পত্নী দক্ষের ছাতিতা,
পিতৃকৃত অপমানে হইয়া ভুঃখিতা,
যোগভরে তনুভ্যাগ করি গুণবতী
গিরীজ-গৃহিণীগর্ভে সমুদতি সতী ॥ ২১ ॥

ভূধর-নিকর-অধীশ্বর পতিমনে
সমাবি-সংস্রতা রাণী সদাশুচি মনে ;
যথা নীতি উৎসাহেতে সম্পদ সঞ্চার,
সেইরূপ মঙ্গলার হৈল অবতার ॥ ২২ ॥

সুপ্রসন্ন দিব, রজোহীন সমীরণ,
শ্রু স্বন অনন্তর পুষ্প বিবিণ,
স্বাবর জন্ম যত দেহধারিগণ
তার শুভ জন্মদিনে সবে স্তম্ভী মন ॥ ২৩ ॥

পূর্ণ প্রভা-পুঞ্জ পুত্রী জন্ম লইলা,
সে প্রভায় প্রস্থতিও প্রদীপ্ত হইলা,
নব মেঘবরে যথা জন্মি রত্নশলা
বিদূর ভূমিরে দেয় প্রতিভা-বিমলা ॥ ২৪ ॥

দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল গিরিবাল্য,
সুধাকরে বাড়ে যথা মরীচির মালা,
এক কলা পরে যেন ব্যক্ত অল্প কলা,
সেই রূপ হইলেন লাবণ্য-উজ্জ্বলা ॥ ২৫ ॥

আদিরশী বালিকারে যত বন্ধুজনে
ডাকে পিতৃ পূর্বক পার্শ্বভী-সম্বোধনে,
উমাবলি বারিত মা তপো-আচরণে,
উমা-নাম পরেতে লভিলা সে কারণে ॥ ২৬ ॥

পুত্রবান্ হইয়াও গিরি হিমবান্
উমা দেখি নাহি তার তৃপ্তি অবসান ;
বিকসে অনন্ত পুষ্প বসন্ত-সময়ে,
একাচুতকলিকায় ভ্রমরে রময়ে ॥ ২৭ ॥

প্রভাবতী শিখা সহ লীপ যথা সাজে,
ত্রিদিবে ত্রিধারা যথা শোভায় বিরাজে,
দেবভীষা করে যথা পণ্ডিতে মণ্ডন,
পুত বিভূষিত গিরি, লভি উমাধন ॥ ২৮ ॥
মন্দাকিনী পুগিনেতে বেদি নিরমিয়া,
কন্দুক কৃত্রিম পুত্র পরিবার নিয়া,
সঙ্গিনীগণের সঙ্গে বিনোদ বিহার,
বালালীলা-রসে রত হন অনিবার ॥ ২৯ ॥

শরদে মরাল যথা ভাসে গন্ধাজলে,
নিশাগমে মহৌষধি যথা স্বতঃজলে,
সেইরূপ সমাগমে শিক্ষার সময়,
লভিলেন পূর্ব জন্মার্জিত বিদ্যাচয় ॥ ৩০ ॥

বিনা যত্নে আভরণ-শোভা কলেবরে,
আসব নহেক কিন্তু তার কার্য্য করে,
পুষ্পবাণ নহে কিন্তু মদনের শর,
এহেন যৌবন প্রাপ্ত বালা অনন্তর ॥ ৩১ ॥

তুলিকায় করে যথা চিত্রের বিকাশ,
দিনকর-করে যথা অরবিন্দে হাস,
সেই রূপ উমা-দেহে নবীন যৌবন
সম চতুরাংশে কিবা করে বিভাজন ॥ ৩২ ॥

অঙ্গুষ্ঠ বঁধুল স্থূল, মধুর-কিরণ
নিষ্কপেতে রক্ত অভা করে উদ্গিরণ ;
স্থূল কর্মজলের* শোভা করিয়া হরণ,
অবনীতে অবতীর্ণ উমার চরণ ॥ ৩৩ ॥

শিখিতে কি মঞ্জীরের মধুর নিশ্বন
চরণ-চারণে শিক্ষা দিল হংসগণ ?
নহে কেন ধরিলেন নত কলেবরা
বিভ্রম বিক্রম-যুক্ত গতি মনোহরা ॥ ৩৪ ॥

নহে অতি দীর্ঘ, ক্রমে স্থলতার হ্রাস
স্ববৃত্ত জাহ্নব শোভা বিশেষে বিকাশ ;
সৌন্দর্য্যের শেষ বিপি করিয়া তথায়
শেখাঙ্গ রচিত্তে রূপ সঞ্চে পুনরায় ॥ ৩৫ ॥

করিবর-কর-চর্ম্ম বিশেষে করুণ,
রামরস্তা-তরু অতি শীতল পরশ,
কেবল বিশাল ভাব ধরিলে কি হবে ?
উমা ঐক্ল উপমান নাহি দেখি ভবে ॥ ৩৬ ॥

ভারপর, নিরুপম কাঞ্চীগুণ-স্থান,
কি আব বধিব তাহা করি অনুমান ?
অগ্রনারী নোহিবারে নারিল যে হরণ,
তিনি তারে নিজ অঙ্কে স্থাপিলেন পরে ॥ ৩৭ ॥

তনুতর নব রোমযাজি শোভাধার
প্রবেশিল নতনান্তি বিবরে তাঁহার,
নীবি অতিক্রম করি অপরূপ স্নাজে,
নীলমণি-ছটা যেন কাঞ্চীগুণ-মাজে ॥ ৩৮ ॥

বেদিসম কুশোদরী-বাটি শোভাকর,
ধরিলেন তাহে বালা জিবলী স্তম্বর ;
মদনের আরোহণে সোপান সমান
নব যৌবনের যোগে হইল নির্মাণ ॥ ৩৯ ॥

কমলনয়নী-কুচস্থয় পরম্পর
ঘরষণে, পাণ্ডুবর্ণ বাড়িল স্তম্বর ;
শ্রামমুখ স্থূল কুচসুগল মাঝারে
মৃণালের স্তম্ব মাজ সুধারিতে নাহে ॥ ৪০ ॥

তাহার শোভা হরণ পূর্বক উমার চরণ প্রতিভা প্রকাশ
করিত ।
নিদর্শনালঙ্কার ।

*স্থূল কহু কমল কহে না, যদি ক্রিয়িত, তবে

উমা-বাহুধুমে, এই বিতর্ক আমার,
শরীষ কুসুমাদিক হবে স্নকুমার ;
মনোভব পরাভব করিলা যে ভব
তাহার কঠোর পাশ যে বাহু-সম্ভব ॥ ৪১ ॥

সমুন্নত পয়োধরে কণ্ঠ সুবন্ধুর,
মুক্তামালা শোভা তথা বাড়িল প্রচুর ;
উভয়েই উভয়ের শোভার জনন,
ভূষা আর ভূষা ভাব হৈল সাধারণ ॥ ৪২ ॥

চক্রে গিয়ে সরোজ-স্বরভি প্রাপ্ত নহে,
পদ্ম-গতা তথা চক্রে-সুধা নাহি রহে,
চপলা কমলা তাই উমা'র বদনে
উভয়ের গুণলভি রহে প্রীত মনে ॥ ৪৩ ॥

নবীন পল্লবে যদি কুসুম ঘটিত,
প্রবালেতে মুক্তাকল যদি প্রকটিত,
উমা অরুণিত ওঠে স্থিত নিবমল,
তবে সে হইত তারা উপমার স্থল ॥ ৪৪ ॥

মধুরভাষিণী উমা স্নমধুর স্বরে
আলাপেতে অবিরত অমৃত-নিঃসরে,
কঠোর কোকিল-রব তাহার নিকটে,
বিতস্ত্রী বীণায় যথা কর্ণে কটু রটে ॥ ৪৫ ॥

আমৃত নয়নে চাকু কটাক্ষ চপল,
প্রবাত-সময়ে যথা শোভে নীলোৎপল,
মৃগাঙ্গনা সহ এই বিবাদ বিষয়
কে কাহার নেত্র নিল হইল সংশয় ॥ ৪৬ ॥

দলিত অঙ্গনে কি গিণিত মনোহর
দীর্ঘ রেখাযুক্ত ছটী ভুরু শোভাকর ?
বিলাস-চতুর শোভা নিরখি মদন,
স্বপ্ন-সৌন্দর্য্য-গর্ভ দিল বিসর্জন ॥ ৪৭ ॥

যতশি থাকিত লজ্জা পশুদের মনে,
পার্কীতীয় সূচাকু চিকুর দরশনে,
অসংশয় চমরীর কেশের গোঁরব
একেবারে শিথিল হইত তবে সব ॥ ৪৮ ॥

সকল উপমা'দ্বারা করিয়া সংগ্রহ,
যথাস্থানে নিবেশিত করি পিতামহ,
স্বজন করিল বৃথি শৈলেন্দ্র স্মৃতারে
হেরিবারে সকল সৌন্দর্য্য একাধারে ॥ ৪৯ ॥

কামচর নারদ একদা তথা আসি
হেথিলেন পিতৃপাশে কল্মাকপ-বাশি,
কহিলেন, ইনি এক-পত্নী-ভাব ধরি
হরের অর্দ্ধেক অঙ্গ লইবেন হরি ॥ ৫০ ॥

শুনিয়া নিশ্চিন্ত গিরি, বয়স্থা স্মৃতার,
শিব ভিন্ন অতীববে দিতে নাহি চায়,
কৃষ্ণাণুর যোগা মন্ত্রপূত হব্যচয়
অপর তেজেতে কভু যোগা নাহি হয় ॥ ৫১ ॥

প্রার্থনাবিহীন দেবদেব মহেশ্বর,
স্মৃতা'দানে সমর্থ না হয় গিরিবর ;
অভ্যর্থনা-ভঙ্গ-ভয় করিয়া স্বজন
উদাসীন ভাবে করে কালসম্বরণ ॥ ৫২ ॥

যদবধি পূর্বে জন্মে শোভনা স্মৃদতী
দক্ষ-রোষে কলেবর তাজিলেন সতী,
তদবধি সঙ্গহীন হয়ে পশুপতি
পত্নী-পরিগ্রাহে সদা উদাসীন মতি ॥ ৫৩ ॥

মৃগনাভি-স্বরভিত, কিম্বদ-কণিত,
গঙ্গাজল-সিক্ত-দেবদাকু চম্বাধিত,
হেন কোন হিমালয়-প্রস্থে করি বাস,
তপস্তা করেন যতচিত্ত কৃতিবাস ॥ ৫৪ ॥

নমেরু-কুসুমে চূড়া বাধি ভূতগণ,
সুধ-স্পর্শ ভূর্জ-তটে কলিয়া বসন,
কলেবরে দিগে মনঃশিলার বিলেপ,
শৈলজের শিলাতলে করে কালক্ষেপ ॥ ৫৫ ॥

থুরেতে খনিয়া শিলা হিম ঘনীভূত
মদগর্ভে বৃষভ বিঘোর রবঘূত
না সহি সিংহের নাদ গর্জে ভয়ঙ্কর
ভয়ানক হইয়া দেখে গবয়নিকর ॥ ৫৬ ॥

হোম-হতাশন জালি সমিধ্ প্রহিত,
নিজ অষ্ট-মূর্তিগত-মূর্তি-সমিহিত,
তপসার ফলের বিধান যেই করে
কি ফল উদ্দেশে সেই তপস্যা আঁচরে ? ॥৫৭॥

বুদ্ধারিক-বুদ্ধ-পূজ্য মহার্ঘ্য মহেশে,
অর্ঘ্য-দানে অচ্চনা করিয়া শবিশেষে,
শুক্রাচার্য্য তনয়ায়ে সহচরী-সাথ
হর-আরাধনে আপেশিল অদ্ভিনাথ ॥ ৫৮ ॥

যদিও সমাদি ঐরকারিণী পার্শ্বতী,
তব ত্রীকৈশব সেবা লইলেন পশুপতি,—
বিকারেব হেতুসত্ত্বে অধীর যে নহে,
প্রকৃত সুধীর ধীর তাহাফেই কহে ॥ ৫৯ ॥

শঙ্কাইয়া নানা ফুল, বিধিবৎ ফল মূল,
মার্জনা করিয়া পূজাশূল,
নতা কৃত্য-সহকারী, ভঙ্গাপে ভরিয়া বারি,
উপচিয়া যজ্ঞ-তৃণ দল,

হরশিরে সুধাকর, তার সুশীতল কর,
পার্কীতীর ক্লাস্তি দূর করে,
অল্পদিন এই রূপে, বিনোদিনী বিশ্বরূপে,
সেবা করে, যথা ভক্তি-ভরে ॥ ৬০ ॥

ইতি উমোৎপত্তি নাম প্রথমসর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

॥ ১ ॥

তারক দানব, করে উপজব,
কাতর যতেক স্বর,
শচীনাথে আপে, লয়ে অনুরাগে,
চলিলেন ব্রহ্মপুর ।

॥ ২ ॥

মলিন সকল, শ্রীমুখমণ্ডল
চতুরানন গোচরে,
হইল সরস, সুপ্ত তামরস,
প্রভাত ভাবুর করে ।

॥ ৩ ॥

সজ্জনবারণ মকরভেদ আনন,
বচন অধীপ প্রীতি,
দেবভাসকলে, পড়ি পদতলে
স্তুতি করে অর্থবতী।—

॥ ৪ ॥

‘নমো জগৎপতি, ত্রিবিধ মরতি,
একমাত্র সৃষ্টি-আগে,
পরে গুণলয়, নিজগুণত্রেয়,
প্রকাশিলে তিন ভাগে ।

॥ ৫ ॥

‘তুমি হে অমোঘ, নিজ বীজ শুঘ,
বিলে জল-ভিতরে,
তাহাতে উদয়, চরাচর চয়,
ভাগত বেদনিকরে ।

॥ ৬ ॥

‘একমাত্র ছিলে, ত্রিভাগ হইলে,
মহিমা-প্রচার-ছলে,
স্বজন পালন, আর সংহরণ
করণ-কারণ ফলে ।

॥ ৭ ॥

‘তুমি হে বিধাতা, সর্ব পিতা মাতা,
বিধোবিত চরাচরে,
নিজ কলেবরে, ভাগ করি পরে *
প্রিচিলে নারী নরে ;

* বলা বাহুল্য এই উক্তির সচিৎ প্রিহদীপ্য নরনারী
সৃষ্টির কথাকিৎ সাদৃশ্য আছে, মুদ্রা ইংরাজীকারে আদি-
পুরুষের সৃষ্টি এবং তাহা হইতে আত্মা নারীর উৎপত্তি
বর্ণন করিয়াছেন ।

॥ ৮ ॥

“নিজ পরিমাণে, রাত্রিদিনমানে,
করিয়াছ বিভাজন ;
হস্ত যদৈ স্পৃশ্য, সব হয় লুপ্ত,
জাগিলে হয় সজ্জন ।

॥ ৯ ॥

“জগতের তাত, আপনি অজাত,
সর্বক্ষয় হে অক্ষয় !
জগতের আদি। আপনি অনাদি,
জগদীশ নিরীশ্বর ।

॥ ১০ ॥

“প্রভাব আপনি, জান বিলক্ষণ

আয়ুরূপ সৃষ্টিকর,
করিয়া সৃজন, করহ নিধন,
এহে সর্ব শক্তিধর ।

॥ ১১ ॥

“তুমি দ্রব্যম, নিবিড় কর্কশ,
লব্ধ শুদ্ধ স্পৃশ্য স্থল,
বাক্ত বাক্তেভর, তুমি কামচর,
সকল বিভূতিমূল ।

॥ ১২ ॥

“যেই বাক্য সব, প্রথমে প্রণব,
ত্রিভয় স্বরে ভণিত,
যজ্ঞ স্বর্গ ধর্ম, যাঁহাদের কর্ম,
তাহারা তব প্রণীত ।

॥ ১৩ ॥

“পুরুষার্থে প্রীতি-দায়িনী প্রকৃতি,
তোমাকেই কৃতি জানে,
তোমাকেই পুনঃ, বিচলিত জ্ঞপ,
পুরুষ বলিধা মানো

॥ ১৪ ॥

“তুমিহে সবিতা, পিতৃগণ-পিতা,
দেবাধিদেবতা পাতা,

তুমি পরাংপর, পরমার্থ পর,
তুমি হে ধাতার ধাতা ।

॥ ১৫ ॥

“তুমি হে শাস্ত, হ্যব হোতাশ্রয়,
ভোজ্যআর ভোগকারী,
তুমি স্ত্রিয় চয়, জাতা মধ্যশয়,
ধোয় পুনঃ ধ্যানধারী ।”

॥ ১৬ ॥

এইরূপে প্রতি করি দেবস্তুতি,
হৃদয়-সঙ্গত অতি,
প্রসাদাভিমুখ হয়ে চতুর্দুগ,
কহিছেন সুব্রহ্মাণ্ড ।

॥ ১৭ ॥

যেই পুরাতন করিব আনন চতুর্দৈয়ে চতুর্দৈয়,
শব্দ অশ্রব, প্রবৃদ্ধি প্রভব,
অর্থমহ বাক্ত হয় ।—

॥ ১৮ ॥

“কি মহৎ কার্য্য হেতু অনিবার্য্য,
শক্তিধর সুবগণ !
স্ব স্ব অধিকারে, প্রভাব-সঞ্চারে,
সুখে হেথা আগমন ?

॥ ১৯ ॥

“তুমার-পতনে যথা তারাগণে,
প্রকাশিত হয় ছঃশে,
তোমাদের হায, দেখি তার প্রায়,
পূর্ক রাগ-ভ্রষ্ট মুখে ।

॥ ২০ ॥

“প্রথমেতে কই এ অজ্ঞ-নিবহ,
কি কারণে ছটাহীন,
এই ব্রত-হর বজ্র ভঙ্গকর,
ইন্দ্রকয়ে কেন ক্ষীণ ?

॥ ২১ ॥

“কেবা সে দ অরি ছক্কাচার,
যাতে প্রেচের পাশ,
মস্ত্র বীৰ্য্যহত ভুজঙ্গের মত,
পাইতেছে পরকাশ ?

॥ ২২ ॥

“কেন ধ্বনেশ্বর, গদা হীন কর,
ভগশাপ তরু শায়,
দেয় পরিচয়, তব পরাজয়,
মনের বেদনা তায় ?

॥ ২৩ ॥

“অহে যম তুমি লিখিতেছ ভূমি,
আপন অমোঘ দণ্ডে,
নির্দোষ অঙ্গার সম দশা তার,
কেন শত লাগু ভণ্ডে ?

॥ ২৪ ॥

“অহে ভানুগণ, হেরি দিকারণ;
সুশীতল তাপক্ষয়ে,
“চিত্রলেখা-প্রায় হইয়াছ হায়,
হেরে সবে স্থির হয়ে ?

॥ ২৫ ॥

“কেন পর্য্যাকুল, হে বকুতকুল,
বেগভঙ্গ হয় বোধ,
প্রতাপ গমনে, তরঙ্গ-স্বজনে,
জলে যথা গতিরোধ ?

॥ ২৬ ॥

“হুকারবিকীন, অতিশয় দীন,
রুদ্ধগণে যায় দেখা,
পর্য্যবে ভালে, সুক জটা-জালে,
বিলম্বিত শশিলেখা ।

॥ ২৭ ॥

“কেবা সেই পর, * বলবানবর,
ফেলিয়াছে সবে ফেরে,

* শক্ৰ ।

বিশেষ নিয়ম, করে অতিক্রম,
যথা নিত্য নিয়মেবে ?

॥ ২৮ ॥

“কহনা কারণ, অহে বঙ্গগণ,
প্রয়োজন আসিবার,
স্বজন অন্তরে, তোমাদের করে,
দিয়াছি পালন ভার ।”

॥ ২৯ ॥

ধীরে সমীপে ভরে প্রাণবন,
তয় যথা কপোতিন,
তথা শচীপতি, রহস্পতি পতি,
সহস্র নয়নে চান ॥

॥ ৩০ ॥

সহস্র নয়ন, হতে বিচক্ষণ,
বাসবাক্ষি রহস্পতি,
যথাভক্তিভরে, কহে বকু করে,
ধ্বনয়ন অঙ্গ-প্রতি ।—

॥ ৩১ ॥

“অহে ভগবান, একমাত্র পূর্ণ,
অবিকারচূড়ান্ত সব,
সর্ব-অন্তর্গামী, হও তুমি স্বামী,
কিবা অগোচর তব ?

॥ ৩২ ॥

“আপনার বরে, দুর্বলভিতরে,
ভারকাথ্য মহাস্বর,
যথা পৃথকৈকু, সন্নিবাস হেতু,
হইয়াছে বিভাগ্য ।

॥ ৩৩ ॥

“তার গুণে রবি, খরতর ছবি,
একেবারে পরিহরে,
অধু সযোবরে, কমলানিকরে,
বিকসে বিহিত করে ।

॥ ৩৪ ॥

“সর্বদা সকলা, বলানিধ-কলা,
স্বচ্ছামতে ভোগ করে,

কেবল যে কলা, হর-শিরোজ্জ্বলা,
তাঁহারেই নারি হরে ।

॥ ৩৫ ॥

“কুম্ভমহরণ দোষে সমীরণ,
আরামে বিরাম ডরে,
ধাকি দৈত্য-পাশে, যুগ্মন্দ খাসে,
ব্যজনীর কন্মকরে ।

॥ ৩৬ ॥

“ক্রম অনুসার, তাজি অধিকার,
ভয়ে সব পাতুকুল,
নাগীর সমান, দিতেছে যোগান,
অকালে বিবিধ কুল ।

॥ ৩৭ ॥

“তার উপায়ন, বিবিধ রতন,
জলময় নিজেদরে,
পুষ্ট যদবপি নান্য জলধি,
প্রতীক্ষায় কালহরে ।

॥ ৩৮ ॥

“প্রথর নিকর রত্নরাশি-ধর,
বাসুকী ভূজস্বরাজ,
সারা বিভাবরী, স্থিরভাব ধরি,
করে প্রদীপের কাজ ।

॥ ৩৯ ॥

“আসি অনুক্ষণ, তার দূতগণ,
কল্পক্রমে হরে কুল,
অমুগ্রহ-আশে, ইল্লভাবে ত্রাসে,
কিসে রবে অনুকুল ।

॥ ৪০ ॥

“একুপে আরাধ্য হয়ে সে অবাধ্য,
পীড়িছে ভুবনত্রয়,—
প্রতি-অপকারে, হর্জনে নিবাবে,
উপকারে শাম্য নয় ।

॥ ৪১ ॥

“যে নন্দনবনে, সুরবধুগণে,
দমায় তুলিত দল,

সেইকরুগণে, কর্তনে পাতনে,
রিপাত করিছে খল ।

॥ ৪২ ॥

“নুমালে অধন, যুগ্মাস সম,
বাজনী-বীজনে রম,
নয়নের বাহি, নয়নে নিবাহি,
সুরনারী বন্দীচয় ।

॥ ৪৩ ॥

“রবির তুরঙ্গ-খুর কৃত ভঙ্গ,
স্বমেক-শিখরাবলী,
আপন আলয়ে, রচিয়াছে লয়ে,
উপগিরি* কেলিহলী ।

॥ ৪৪ ॥

“দিক্‌হন্তী মদ, য হয় আশ্পদ,
হেন মন্দাকিনীজলে
জাত হেমপদ্ম, হরি নিজ সন্ম-
বাপীতে, রূপেছে বলে ।

॥ ৪৫ ॥

“তার আসাভয়ে, স্বর্গপথ চয়ে,
খিল ভাব আবির্ভাব,
ভুবন লোকন স্থপ দেবগণ,
নাহি করে অনুভাব ।

॥ ৪৬ ॥

“যাজিক অধ্বরে, হবাদান করে,
বুধা আমাদের তরে,
হুখে মরি দেখে, অগ্নিযুধ থেকে,
যাগভাগ সব হয়ে ।

॥ ৪৭ ॥

“ইন্দ্রের অজিত, বহুকালার্জিত,
যশ উচ্চৈঃশ্রবা হয়,

* উপবনমধ্যে কেলিখেল রচনা করা ভারতবর্ষের

পুরাতন কথা, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অধুনা প্রচলিত
হইয়াছে ।

উচ্চ কলেবর, গাজি-বহু-বর,
হরিয়াছে হুয়াশয় ।
॥ ৪৮ ॥
“যথা সন্নিপাতে, বিকার-উৎপাতে,
মহৌষধ ব্যর্থ হয়,
তাতে সেই মত, আমাদেব যত,
উপায় সফল নয় ।
॥ ৪৯ ॥
“হর প্রতিঘাতে, তেজ জাত যাতে,
জয় আশা দেবতার
সেই স্বদর্শন, হয়েছে শোভন,
ধুকধুকী গলে তার ।
॥ ৫০ ॥
“তার যত করি, পরাক্রান্ত কতি,
ঐরাবত গজবরে,
পুঙ্কর আবর্ত, আদি মেঘবর্ত-
মানে বপ্ত্রকীড়াকরে
॥ ৫১ ॥
“কর্ম-বন্ধ-নাশী, ধর্ম অভিলাষী,
যেদ্রুপ যুযুস্তু জ্ঞানী,
অমর আশাসে, তরুরক বিনাশে,
স্বজন দেব-সেনানী ।
॥ ৫২ ॥
“স্বর সেনাপতি, কবিয়া সজাতি,
পুরোভাগে লয়ে তাঁরে
নমুচিস্থান, জয়শ্রী মোচন,
পারিবেন করিবারে ।”
॥ ৫৩ ॥
বাক্য অবসান, পরে ভগবান,
বিধির রুচির কথা,
পরজন পরে, বরিষণ করে,
সুভগ জলদ যথা ।—
॥ ৫৪ ॥
“প্রেম-মনোরথ, সিদ্ধ যথাগত,
হবে কিছুকাল পরে,

নাশিতে এ রিটি, না করিব স্থটি,
আমি সেনাপতিবরে ।
॥ ৫৫ ॥
“আমাহতে ছুট, হইয়াছে পুট,
ক্ষয়যোগ্য নাহি হয়,
বিষ-তরুবরে, স্থটি করি পরে,
ছেদন উচিত নয় ।
॥ ৫৬ ॥
“পূর্বে দৈত্যবর, নিগ এই বর,
প্রতিশ্রুত সেকারণ,
তপঃ ছাশনে, দহে দ্বিত্ববনে,
বরে করি নিবারণ ।
॥ ৫৭ ॥
“অমর সহিত-সমর গ্রহিণে,
সে তারক হুয়াচার,
শিবতেজ অংশ বিনা করে ধ্বংস,
বল বল আছে কার্য ।
॥ ৫৮ ॥
“মোক্ষণ-পারে, মহাদীপ্ত্যাকাংখে,
আছেন সে মহাপ্রভু,
আমি, ত্রিবিক্রম, জানিতে সক্ষম,
প্রভাবের সীমা কভু ।
॥ ৫৯ ॥
“সংঘমস্তিমিত, মহেশের চিত্ত,
উমাক্রমে আকর্ষণে
হও যত্বান, চুষক সমান,
লৌহপ্রতি আক্রমণে ।
॥ ৬০ ॥
“নহিবারে ক্ষম, শিব আর মম,
মহাবীৰ্য্য নিজাধারে,
নগেন্দ্রকুমারী, অথবা এ বারি-
মহেশের একাকারে ।
॥ ৬১ ॥
“শিতিকণ্ঠস্রুত, বিভূতি প্রভূত,
হবে দেব-সেনাপতি,

সুখবল্লিগণে, বেলী-বিমোচনে,
পবে তবে অব্যাহতি ।
॥ ৩২ ॥

বলি এবচন, জগৎ-জনন,
কহিলেন তিরোধান ;
বধা হুঁহিত, অন্তরে আশিত,
দেবদল স্বর্গে যান ।
॥ ৩৩ ॥

একাধা সাধন, করিলে মদন,
যোগ্য ইতি স্থির পরে,
পাকনিহন, কোন অংশে,
দুঃস্বপ্ন পক্ষ শর ।
॥ ৩৪ ॥

অনন্তর অললিত ভামিনী কপতচিহ্ন,
শমধরপদুমমোহন,
রতির বলয়-পদ, চারুচক্রে শোভাপন্ন,
কণ্ঠধরে দরি নিহন্তর,
ঋতুপতি সহচর, বদে যাব শোভাকন,
যাচক প্রীতি প্রহরণ,
শচীনাথজ্যোতসে, প্রজ্ঞা-অনুজ্ঞা-
মুদন-পট্ট-মদন ।

ইতি ব্রজাভগনন নাম
দ্বিতীয়-সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ ।

সুখগণ পরিহরি রতিপতি প্রতি,
সহসা সহস্র দৃষ্ট দেন শচীপতি —
প্রায় দেখা যায় প্রভুদের প্রয়োজনে,
আদরের অস্থিরতা অরুণত জনে ॥ ১ ॥

আনি আনির সিংহাসন সরিধানে
স্থান দিয়া, কহিলেন ‘বসো এইখানে ।’
প্রভুর প্রসাদ শিশু বন্দিয়া, মদন,
গুপ্ত যুক্তি জানি করে বচন রচন ॥ ২ ॥

‘আজ্ঞা কর যেবা হয় হে পুরুষধব !
সংসারেতে কেনে কার্য্য করণীয় তব,
অগ্রগণ্য, অশ্রুপিত্ত সমুদিত যবে,
অজ্ঞা-যোগে বাহাবে হে বাড়াইতে ইবে ॥ ৩ ॥

‘অশ্রু তপাবশে কিবা কোন জন,
তব পদাঙ্ক জোঁতে তুইবার ভাঞ্জন ?
শায়ক সঞ্চিত এত আমার কোদণ্ড
লক্ষে পড়ি যদবধি নহে লঙঙ ॥ ৪ ॥

‘তোমার অমতে পুনর্জন্মে ভীতমন,
মুক্তি-মার্গ প্রাপ্ত বন হবে কোন জন ?
কামিনীর কটু-কটাক্ষের জোরে
চিকাল বন্ধ হয়ে তবে ভয়-ঘোরে । ॥ ৫ ॥

‘পড়ুক হাজার নীতি উশনার কাছে,
নিময়ে মজাতে কহ আমার ভাব অচিহ্ন,—
তোলা বরষা যথা বোঝিবা তটে,
অর্থ-পথ্য সপীড়িত আমার নিকটে ॥ ৬ ॥

‘বল, কোন একপত্নী-ব্রত* ছঃখশীলা,
চারু রূপে তব মন মোহিলা মহিলা;
চাহ কিহে সেই মুক্তলজ্জা প্রেমদারে,
কণ্ঠধরি আশিসন দিবেক তোমায়ে ॥ ৭ ॥

‘স্বরূপরাধে তব কেবা সে কামিনী,
পদানত হইলেক, নিদয়া ভামিনী ?
অনুতাপ তাপ আমি বাড়াইব তার,
করামিন কোমল পল্লব-শ্যাম-সার ॥ ৮ ॥

বেধীরকা করা রীতি ছিল; বামীর পুনঃ সংমিলন
ব্যতীত তাঁহারা সেই বৌ মোচন বা কবরী বন্ধনাদি
করিতেন না ।

* এতদ্বারা ইঙ্গ কৰ্ত্তব্য অহম্মাহরণের কথা বুঝানো
হইতেছে ।

“সংহব আপন বজ্র, প্রসাদ করহ,
মমশরে কোন্ দহুকের একা কহ” —
বাহুবল হয়েছে বিকল যার তরে,
কামিনীর কোপরক্ত ঐষ্ট দেখে ভেসে গেল ॥

“তব অহুগ্রহে হয়ে কলশ-ধর,
লইয়ে সহায় মাত্র খণ্ডে জীবন,
পিলাকী হরের বৈরাগি হরিগণের পতি,
কি আঁখি গণনা কার অশ্রু ধরবারী” ॥ ১০ ॥

উকহতে উত্তোলন কারখা চরণ,
মহামুগা পাদপীঠে করিয়া স্থাপন,
কাম-বুধে বাকু শুনি মিছা অভিপ্রায়ে,
আখণ্ড এই রূপে অভিহিত হইল ॥ ১১ ॥

“অহে সখে ! যা কামিলে যথার্থ হইল,
তুমি আঁখি বজ্র মধ্যে তুমি মই কল —
কলিশ বিষম ক্ষুদ্র পোদীয়া দ্বাভে,
সর্বগামী তব শর অসাধ্য । ক আছে ॥ ১২ ॥

“তব বল জেনে শুনে — সমুচিত তার —
গুরুভার-নিয়োগেতে বাসনা আমার, —
ভূভার-ধারণে ধুই নিরখিয়া শেষে,
বভার-বহনে বিয়ু নিয়োজিল শেষে ॥ ১৩ ॥

“হব প্রতি শর-ক্ষেপে সাধা আছে তব,
এই কথা যখন বলিছ, মনোহর !

বিষম বৈরিতে ব্যস্ত বৃন্দারকগণ
মনোরণ-সিদ্ধিগণ প্রাপ্ত সেইক্ষণ ॥ ১৪ ॥

“হর-তেজ সমুত্ত হবেন সেনাপতি,
তাহে হবৈ দেবতার বিজয়-সম্পত্তি ;
ব্রহ্ম-খ্যানে লীন চিত্ত, ব্রহ্মাঙ্গ-নিধান,
হেন হরে শর-ক্ষেপে তুমি ক্ষমবান ॥ ১৫ ॥

“নগেন্দ্রনন্দিনী উমা, সদাকাল শুচি,
চালহ তাঁহাতে যতচিন্ত-শিব-কটি, —

বিধির নির্বন্ধ এই রমণীমাঝারে
উমা মাত্র ক্ষমা হর-তেজ ধরিবারে ॥ ১৬ ॥

“হিমালয়-সারদেশে পিতার আদেশে,
হর অমোঘন উমা কহেত উদ্দেশে, —

সমসার-মুক্তির সমস্ত সুযোগের —
অমার-বান-মার-বহু গুপ্তচর ॥ ১৭ ॥

“সংহব দেবদাস, সৎসঙ্গ-কলম !
উপরে অমর-বৈরাগি-সদ-পায়ে ক্ষম,
তব-সু-ভুবি-বৈরাগ-সংসার-গণ, —

বাক-দুঃ-পুণ্য-বৈ-সংসার-চনা ১৮ ॥

“অমর-কহে-সংসার-কলম, দাস !
হরে করি শ্রদ্ধা-ব্রত-রাজ-নিজনাশ,
সংসার-কল-বৈরাগ-সংসার-কল-মর,
তুমি কল — অমর-কল-কল-কল ১৯ ॥

“সংসার-কল-বৈরাগ-সংসার-কল-মর,
সংসার-কল-বৈরাগ-সংসার-কল-মর,
সংসার-কল-বৈরাগ-সংসার-কল-মর,
সংসার-কল-বৈরাগ-সংসার-কল-মর ২০ ॥

“শুন মনোভব, তব মায়া-বাক্য,
মিনা আবারনে, তব সহায় সম্ভব, —
যথা আ-ভুতি-মাত্র-হলে-হতশন’
অমনি প্রোজ্ঞন-তার-বয়ে-প্রোজ্ঞন” ॥ ২১ ॥

প্রভুর প্রসাদ-পুষ্প-মালা তার পরে,
আজ্ঞাসহ মদন ধরিলে শিরোপরে,
কদম্ব-তাড়ন-জগৎ-ককশিত করে

শচীনাম, স্বকাম, শরশ-সদয়ে ॥ ২২ ॥

সংসার-বৈরাগ-সংসার-কল-মর —
প্রিয়-বাক্য-কল-মর, প্রিয়-বাক্য-কল-মর —
দেবদাস-সংসার-সংসার-কল-মর,
চলিল-ভুবি-সংসার-সংসার-কল-মর ২৩ ॥

সেই বনে সমাপিত-সংসার-গণ,
তপস্রাজ-কল-সিদ্ধি-বাক্য-কল-মর,
মদনের অভিমান-কল-বৈরাগ-কল-মর,
স্বরূপ-প্রকাশি-সি-বসন্ত-উদয় ২৪ ॥

কুবের-বন্ধিতা দিক্ উদীচির সঙ্গে
অসময়ে দিনকর মাতে বহিরঙ্গ ;
দক্ষিণা দক্ষিণা সতী গন্ধবহু-মুখে,
পতি প্রতিকূল হেতু নিশ্চয় সতঃক্ষে ॥ ২৫ ॥
সন্ত সন্ত মঞ্জরিত অশোক সুন্দর,
আপাদ মন্তকে নব পল্লব নিকর,—
সুন্দরীর সুশিক্ষিত চরণ-পরশ
অপেক্ষা না করি সেই হইল সরস ॥ ২৬ ॥

নিরবিদ্যা শর, সর মাকন্দমঞ্জরী,
নবদল পুষ্প পুঞ্জ তাহে মুক্ত করি,
মধুকরশ্রেণী মধু সুড়িয়া শোভায়,
মদনের নামাক্ষর লিখেছ কি তায় ? * ॥ ২৭ ॥

বর্ণে বটে বর্ণনীয় করিকার কুল,
গন্ধহীন হেতু হয় জদয় বাকুল,—
সকল বিকল, দেগি, বিদ্য-সৃষ্টি-বিধি,
কাহাকেও করে নাই সর্ব গুণনিধি ॥ ২৮ ॥

বালশশী সম বক্র, আর বিলোহিত,
পলাশ-মুকুলগুঞ্জ হলো প্রবোহিত,
বনভূমি-বরাঙ্গনা গণের শরীরে
বসন্ত নথরে ক্ষত করে কি অচিরে ? ॥ ২৯ ॥

ভাল সজ্জা ধরিলেক বাসন্তীয় শোভা,—
নয়নে অঞ্জন হলো মন্ত মধুলোভা,
চিত্রবর্ণ তিলকে তিলক পরিপাতি,
নবচূত-প্রবালেতে আলংকার পাটা ॥ ৩০ ॥

পিয়াল-ফুলের রঞ্জে বিদ্রিত লোচন,
কাননে কাননে, মদমন্ত মুগগণ,
জীর্ণ পর্ণপাতে মন্মথিত বনস্বরী
হেলে হলে বায়ু-প্রতিকূলে যায় চলি ॥ ৩১ ॥

এ অঙ্গের অঙ্গ নাম লিপি করা ভারতবর্ষের পুরা-
তনী রীতি ।

রসাল রসাল ফুলে করি রসপান,
কল কোকিলের কণ্ঠে বাঁড়িল স্তনান,—
মানবতী মহিলার মান-পরিহারে
কামের আদেশ কিবা কোকিল ফুকারে ॥ ৩২ ॥

বিশদ হইল কিন্নরীর বিষাদধর,
বঙ্গ-চুটা-শুভ মুখ পাণ্ডুবর্ণধর, *
পত্রাবলি মুছে গেছে কপাল ফলকে,
হিমাগতে শ্রমজল তথায় বলকে ॥ ৩৩ ॥

অসময় বসন্ত দয়,—
স্থাপন-বনবাসী যত যতি সুমুদয়,
ঋতুর প্রভাবে পূর্ণ-ভাসের বিলয়ে,
বহুযত্নে শাম্য করে ইন্দ্রিয় নিচয়ে ॥ ৩৪ ॥

ফুলধর, ফুলধর ধরি, স্থাপনে
উদয় হইল আসি, প্রিয়া রতিমনে,
তাঁহাতে, আসক্তচিত্ত প্রণয় সঙ্গমে
হইল দাম্পত্য-বন্ধ, স্থাবর অঙ্গমে ॥ ৩৫ ॥

একপুষ্প-পানপাত্র মন্ত মধুকরে
প্রিয়ার উচ্ছিন্ন মধু পিয়ে প্রেম ভরে ;
কুবঙ্গ অশৃঙ্গে করে অঙ্গ কণ্ঠয়ন—
সুখের পরশে মুগী মুদিকে নবন ॥ ৩৬ ॥

সরোরুহ-সুরভিত-বারি লয়ে করে
করিণী সাধরে দানকরে করিবরে ;
মৃণালের অর্ধভাগ করিয়া আহার
ক্রেবাক প্রেয়সীরে দেয় উপহার ॥ ৩৭ ॥

* ইউরোপীয় অঙ্গনাগণের তাঁর ভারতবর্ষীয়
ভাষিনীগণ দীর্ঘকালে লীভজনিত বিফারণ দিবারণ
জন্ত অধরে ত্রয় মোম বিলপন করিতেন । অস্তিত্ব
মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল উৎসাহন করণার্থ কুকুশাদি চূর্ণক
ত্রাঙ্গণ করিতেন । বসন্তোত্তরে, মোম রাহিত্য হেতু
অধর বিশদ, এবং রক্তচূর্ণ বিরহে মুখমণ্ডল স্বাভাবিক
পাণ্ডুর অর্থাৎ ব্রহ্মপীত জলজ্বলিত পুংসক হইত ।

কিন্নরকামিনীমুখে—গীত-উপরমে—
পত্রলেখা দ্বিধা মুচ্যেছে হেদাশ্রম,
পুষ্প-মধু + পানে তার ঘণিত নয়ন—
কিন্নর সূচক মুখে করিছে চুম্বন ॥ ৩৬ ॥

ঘন পীন-পুষ্পগুচ্ছ-স্তন মণোহর,
প্রবাল-প্ররোহ কিবা যোহিত অধর,
এহেতু লাভ্যাবতী লতাবপুগণে
শাখা-ভেজ নমি শাখা বাঁধে আলিঙ্গনে ॥ ৩৭ ॥

পশ্চিলেও অঙ্গুরার সংগীতশ্রবণে,
অঙ্গুর লঙ্কানে হর স্থিত সেইক্ষণে,—
অঙ্গুর বশ বার, তারি বিষয় যদি ঘটে,
সমাধি না ভঙ্গ হয় তাহার নিকটে ॥ ৪০ ॥

সভাগুহ দ্বারে নন্দী দাঁড়াইল রাগে—
শোভিত সূর্য্য দণ্ড বাম বাহুভাগে—
মুগ্ধেতে তজ্জনী রাগি ইঙ্গিত তর্জনে
“স্থির হও” বলি আদেশিল শিবগণে ॥ ৪১ ॥

অমনি স্তম্ভিত তরু, নিশ্চল ভ্রমর,
নৌ ব অশুভ, শান্ত কুরঙ্গনিকর,
নন্দীর শাসনে প্রশমিত সর্ব্বজন
চিত্র-লিখিতের আয় হইল কানন ॥ ৪২ ॥

হর-নেত্র-অন্তরালে, চলিল মদন,
প্রমাণে লগ্ন গুরু + সম যে নয়ন,
নিবিড় নৈমক-তরু-প্রান্ত সুশোভন,
হেন ধানস্থানে কাম কবল গমন ॥ ৪৩ ॥

দেবদাক-মূল সুশোভন স্থাশন—
শাঙ্গিলের চক্ষুে অচ্ছাদিত আয়তন—
সমাধিস্থ হরে তায় করে দরশন,
আসন্ন-মর্দণ-মুখে পড়িত মদন ॥ ৪৪ ॥

* উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রসিদ্ধ নগর অর্থাৎ মউল
ফোর্টের মধ্য প্রভৃতি আদর ।

* বাত্রী কালে শুভগ্রহ নগ্নগৃহ হইয়া অশুভ ।

বীয়াসনে স্থিত—স্থির পূর্ব্ব কলেশ্বর,
বিনত ককর, গজু তরু পরিসর,
উত্তান যুগল পাণি—অক-অস্তরালে
প্রফুল্ল কমল যেন শোভিত যুগলে ॥ ৪৫ ॥—

প্রশমিত জটাজুটে ভ্রুঙ্গ প্রিয়ালোকে,
শ্রবণেতে দুই ছড়া অক্ষর শান্তে,
নৌলকণ-কণ-প্রমাণ নীতিমাসংগাশ,
কুবজিন প্রাপ্ত তাহে বিশেষে বিকাশ ॥ ৪৬ ॥

দ্বিধা একট নেত্রে তারিকা স্থিমিত
ভ্রুঙ্গ বিক্ষেপ সঞ্চালন-বিরহিত,
তিনমনে পঙ্গপুঞ্জ স্পন্দন-বিরত,
নাশালক্ষ্যে অক্ষিতেজ অধোদিকে নত ॥ ৪৭ ॥

যথা বযাভাবে স্থির মেঘের বিস্তার,
সেইরূপে প্রাণ আদি বায়ুর সঞ্চার,
তরঙ্গবিহীন হৃদে আপান-নিরোধ,
নিমাত নিঃস্প দীপ সমান উদোধ ॥ ৪৮ ॥—

উদ্ধ দিকে ললাটস্থ নেত্রের উচ্চাস,
ব্রহ্মরক্ষ পথে তার জ্যোতিষ প্রকাশ,
হরিতেছে শিবপ্রতি বালশশিশোভা—
মৃগাল হৃদে তায় অতি মনোহোভা ॥ ৪৯ ॥

নিগম, আগম, বিরহিত নবদ্বার,
সমাধিতে বশ চিত্ত হৃদয়ে প্রচার,
যেই নিত্য ধনে ভাবে তত্ত্বশিগণ
সে আশ্রয় স্ব আশ্রয় করেন দর্শন ॥ ৫০ ॥—

এই রূপ বিরূপক্ষে, অতরু অদূরে
শ্রীক্ষণ করে, হৃদে সাহস না ক্ষুণ্ণে,
প্রথ হয়ে গেছে হস্তে শর শরাসন,
ভয়ের প্রভাবে তাতা নচে দর্শন ॥ ৫১ ॥

নষ্ট-প্রায় মদনের বল বাণী পুনঃ
যেন বপুগুণে বাড়াইতে বহুগুণ,
বনদেব দারাগণ-সঙ্কেতে সঙ্গিনী,
উরিতা তথায় আসি নগেন্দ্রনন্দিনী ॥ ৫২ ॥

পদ্মরাগে উপেষিষ্য অশোকের হার—
কর্ণিকায়ে স্তবর্ণ স্তবর্ণ-সমাহার—
সিন্ধুবার-কলিকার মুকুতার মালা*—
মধু-পুষ্প-ভূষণে ভূদিতা গিরিবালা ॥ ৫৩ ॥
তরুণ অরুণ বর্ণ কাঁচলী-করণ—
ঈষৎ স্থলিত হুনে সে চাকু বসন—
সপল্লব পুষ্পগুচ্ছে নত্যা লতা-জায়,
হেলে হলে শৈলসুতা উদিত তথায় ॥ ৫৪ ॥

নিতম্বে লিপিত বকুলের চন্দ্রতারা,
থেকে থেকে সরে আর ধরে বার বার—
যথা-স্থান-পরিজ্ঞানে বিজ্ঞ বটে কাম,
অন্তোত্তর ধনু গুণ সেই কাঞ্চীদাম ॥ ৫৫ ॥
সু-ভিত নিম্নদেশে প্রবল পিপাসী,
বিষাধর-সমাপে চক্ষী চরে আসি,
চমকে চক্ষু দৃষ্টি তাহে প্রতি পলে,
নিবারণ করিছেন লীলা-শতদলে ॥ ৫৬ ॥

নিরখি সে মকলক চাকু রূপবতী,
লজ্জা-অনুভবে পরাভব মানে রাত ;
জিতেজিয় হর-পরাজয়ে আর বার,
হইল কামের মনে কামনা-সঞ্চার ॥ ৫৭ ॥

ভাবি পতি পশুপতি-প্রেম অনুরাগে,
দাঁড়াইলা শৈলসুতা দ্বার-পুরোভাগে,
দেখিলেন—ধ্যানেন ধরি পরমাত্ম-ধনে,
সার জ্যোতি দরশনে সুখী শিব মনে ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর, অনন্ত কম্পিত নলেবরে
বহুস্ত্রে ধরাতলে ধরে শিরোপরে,—
প্রাণ রোধ করি যিনি কতেন মোচন,
শিখিল হইল সেই শিখের আসন ॥ ৫৯ ॥

* ইহার মুকুল বর্জলাকার এবং রক্তাভ, ভাষা
নাম মিথিলা ।

প্রণমি সভয়ে নন্দী করে নিবেদন,
“এসেছেন শৈলসুতা সেথিতে চরণ,
অজ্ঞা যদি হয় প্রেভা-করেন প্রেভশ,”
কুভঙ্গীতে অনুমতি দিলেন মহেশ ॥ ৬০ ॥
পরে শৈলানন্দিনীর সঙ্গিনী-আবলি,
প্রণমিয়ে শিবপদে, তেন পুষ্পাঞ্জলি—
হেমন্তে অমৃতাবরী বসন্ত-প্রসন্ন,
অভঙ্গ-পল্লব-পঙ্ক নিশ্চ তন্ত-লুন ॥ ৬১ ॥

উমার বিকণ চাকু চিকুকের মাঞ্জে,
নব কর্ণিকার ফুল শোভিত সুসাজে,
দৃগ্ভ-বাহন-পদে করিতে প্রণাম,
কণ হতে পসিয়া পড়িল পুষ্পদাম ॥ ৬২ ॥
কর্ণিকায়ে সাজ দিছে নন্দী চন্দ্রতারা,
“অনন্ত পদাঙ্গী পনি প্রাপ্ত পদ সতি”
সেইরূপ পার্শ্বতীর হলো ললোদয়,—
মহাপুরুষের বাক্য কভু মিথ্যা নয় ॥ ৬৩ ॥

শর-সঙ্কানের কল বুদ্ধিয়া অনঙ্গ—
বহিমুখে যেতে বধা লোলুপ পঙ্কজ—
উমার সমুখে তরো লক্ষ্যাবক করি,
মুহুর্গুহু আকর্ষিল ধনু গুণ ধরি ॥ ৬৪ ॥

সেইকালে আরক্ত ত্রীকরে গিরিবালা
অর্পিলেন তপস্বিরে পদ্মবীজমালা—
দিনকর খর করে বিশোভিত-বস,
মন্দাকিনী-জলে জাত সেই তামরস ॥ ৬৫ ॥
ভক্তিমতী পার্শ্বতীর স্ত্রীতির কারণ,
শিব সমুদাত মালা করিতে গ্রহণ,
অমনি কুসুমধনু করিয়া সন্তান,
নিয়োজিল সে অমোঘ সম্মোহন বাণ ॥ ৬৬ ॥

হরের হইল কিছু ধৈর্য্য পরিণত,
চন্দ্রের উদয়কালে অধুনাশিমত,—
উমামুখে অধরোষ্ঠ যুগ্ম বিষফল,
ত্রিলোচন-ত্রিলোচন তাহাতে বিহ্বল ॥ ৬৭ ॥

নগনন্দিনীর কিছু হলো ভাব-ভঙ্গ,
কোমল কদম্ব-কল্প শিহরিল অঙ্গ,
বিভ্রমেতে ত্রীভ্রান্ত হইল লোচন,
সাঁচীকৃত করিলেন সূচ্যক আনন ॥ ৬৮ ॥

পরেতে পরেত পতি, ক্রোড়ভাব সহ
বলবান্ ইন্দ্ৰিয়ের করিষা নিগ্রহ,
চিহ্নদিকারের হেতু, অশ্রুধারা হেতু,
দশ দিকে-দৃষ্টি করিলেন যদ্যেকতু ॥ ৬৯ ॥
দেখিলেন মনোভবে, অশ্রু-আশ্রু আসনে,
দক্ষিণ অপাঙ্গতটে মুষ্টি-অ-অ-অ-অ,
আকৃষ্ণিত লবাপাদ, কদম্ব বিনত,
চক্রীকৃত চাপ চাক্র মাণ্ডিক উত্তর ॥ ৭০ ॥

তপোভঙ্গে কোপের প্রভাব ঘোরতর,—
বিকট ক্রোড়স্থিত সুখ ভয়হর,
তৃতীয় লোচন হতে চক্রে প্রোথিত,
সহস্র উদয় আসি হইল অমল ॥ ৭১ ॥

সংহর সংহর ক্রোধ পদো শূন্যপাণি !
আকাশে মকুংগল কহে এষ্ট বাকী,
না হইতে ভূভাগে এ-বাকী অবতার,
হর-নেত্রজনে কামিতত্ত্ব ছার খার ॥ ৭২ ॥

অতি ঘোরতর শোকে অচেতন মতি,
একেবারে মুচ্ছাগত হইলেন মতি ;
পতির ভগতি ক্ষণে না জানে অস্তরে,—
মঙ্গল-দায়ক মোহ, মোহিনীরতরে ॥ ৭৩ ॥

ত্রক্ষে যথা তরুভঙ্গ, সেই ভাব পরি,
তপোবিয়কারী কাম-অঙ্গ ভঙ্গ করি,
অবলার-সঙ্গত্যাগ করণ-কাংক্ষা,
পলায়িত প্রমথেশ সহ স্বায়ংগণ ॥ ৭৪ ॥

উন্নত পিতার আশ, সকল হইল নাশ,
ললিত লাবণ্য-গর্ভ হইল বিগত,
জানিল সঙ্গিনীচয় তাহে লজ্জা অতিশয়,
গৃহেতে চলিল গৌরী হয়ে আশাহত ॥ ৭৫ ॥

রুদ্র-রোদ্র-রসে ভীতা, নেত্রদ্বয় নিম্নলিত,
দয়াস্পদ চহিতারে রাখি বাহুপরে—
দন্তে ধরি সলিলজ, যথা শোভে সুবগজ—
দীর্ঘদেহে ধায় গিরি দাত বেগতরে ॥ ৭৬ ॥

ইতি মদন-দহন নাম তৃতীয়সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ ।

মোহপরয়ণা রতি, বোধবিব্রহিতা সতী,
বশ নহে ইন্দ্ৰিয়নিবহ,
ভক্তীভাব-ভাব নব অসহ যা কনা সব,
জানিলে জাগান পিঙ্গামহ ॥ ১ ॥

মোহভাব পরিচয়, আঁখি উন্মীলন করি,
সচলিত চারিদিকে চারি,
নাগে নিরখিয়ে যাব, তৃপ্ত নাহি একবার,
লুপ্ত হেতু দেখিলে না পায় ॥ ২ ॥

“এহেপ্রাপ্তেশ্বরামার, জীবিত আছ কি অর ?
উঠিলেন এই উক্তি করি,
দেখেন পুংসাকার, হর-কোপে ছার খার,
নিপতিত ধরণী-উপরি ॥ ৩ ॥

ভয়ে হেরে পুনরায়, বিহ্বলান্বী বহুধায়
লুটায় বসব পদোবহা,
এলাইয়া কেশভারে, হাতাকারে নিজাকারে,
অটবীরে করিল কাঁতরা ॥ ৪ ॥

“তব তনু কাঙ্ক্ষিত, উপহার মলীভূত,
যাহে লোক বিলাসে বিভোর,
তার দশা দেখি হেন, না বিদরে হিয়া কেন
নারীর হৃদয় স্রুগঠোর ॥ ৫ ॥

“তবাধীন মমপ্রাণ, কোথা রেখে গেলে প্রাণ,

তব স্নেহশূন্য করি ক্ষণে ?

সেতুভঙ্গে বহে নীর—হয় যথা নলিনীর

প্রাণাকুল জীবন-বিঃনে ॥ ৬ ॥

“আমার অপ্রিয় কভু, কর নাই তুমি প্রভু,

আমিও তা করিনি কখন,

তবে কেন অকারণ, কাঁদাইছ এতক্ষণ,

রত্নের না দেহ দরশন ? ॥ ৭ ॥

“স্মরিছ কি হে প্রাণেশ, কাকী-বন্ধনের ক্রেশ,

পরনামে ডাকিলে আমারে ?

কিনা চ্যুত-রজো রূপে, দৃষিত করিত দৃষ্টি,

কর্ণ-ইন্দ্রীবরের প্রহারে ? ॥ ৮ ॥

“তব হৃদে মম বাসা, সে কেবল ছল ভাষা,

আমারে তুমিতে অভিসাধ,

বথার্থ হইলে পরে, কহ তব দেহান্তরে,

আমি কেন না পাইছ নাশ ? ॥ ৯ ॥

“হে নাথ অবশ্য আমি হব তব অনুগামী

অহে নব পরলোক-বাসী !

বিধি তব সংহরণে, বঞ্চিতাছে জীবগণে, —

তবাধীন দেহী-সুখরাশি ॥ ১০ ॥

“তোমার অভাবে আর, কে করাবে অভিসার,

প্রিয়গুণে প্রাণেশ-মন্দিরে ?—

মেঘরবে ভীত চিতা, বাজপথে সচকিতা,

আবরিতা নিশির তিমিরে ॥ ১১ ॥

শীঘ্রপানে আর নাকি, ঘুরিবে অরুণ আঁখি,

পদে পদে স্থগিত বচন ?

প্রেমদা-সভায় এবে, আর তারে কেবা সেবে ?

বাকুণীর হলো বিড়ম্বন ॥ ১২ ॥

“প্রিয় বাকুণীর গাত্র কথায় রহিল মাত্র,

জানি নিজ বিফল বিকাশ,

ইন্দু কৃষ্ণপক্ষ-গতে, করিবেক কোনমতে,

নিজ তনু তনুতা বিনাশ ॥ ১৩ ॥

“কলপিক হবে কত, আর কার তরে চূত,

অধুনা নবীন মনোহর

প্রসবি মুকুল গণ, রতিবেক প্রহরণ,

হরিত লোহিত বৃন্তধর ? ॥ ১৪ ॥

“মধুকর শেলী নিয়ে, গুণপুঞ্জ নিরমিয়ে,

বুড়িতে হে চাপ পরিকরে,

গুরুশোকে শেঁকাকুল, অই শুন অলিকুল,

মম সঙ্গে সঙ্গে খেদ করে ॥ ১৫ ॥

“পুনরপি কলধর প্রাপ্ত হয়ে মনোহর,

প্রসাদ করহ কোকিলাবে,

স্বভাবে সে সুপণ্ডিতা, মধুস্বর-বিমণ্ডিতা,

রতি-দুতি-পদ দেহ তারে ॥ ১৬ ॥

“আমার চরণ ধরি, শীহরিত ধর থরি,

আলিঙ্গন-ভিক্ষায় কাতর ;

সে নিভৃত লীলা স্মরি, মরি নাথ মরি মরি,

হয় মম অস্থির অন্তর ॥ ১৭ ॥

“হে রতিপাণ্ডিত নাথ ! বসন্ত-কুমুম-সাব,

আমায় ভূষিতে রসময় !

এখনো সে পুষ্পচয়, বহিয়াছে তুমুময়,

তব চাকু দেহ দৃশ্য নয় ॥ ১৮ ॥

“দারুণ বেবতাপণে, ডেকে নিল তোমাধনে,

মম সজ্জা না করিতে শেষ,

অলক্ত আকৃত রাগে, মম বাহুপদ-ভাগে

রক্ত-দানে সাধ কর বেধ ॥ ১৯ ॥

“যতক্ষণ সুরমায়ে, চতুরা সুরভা চয়ে,

তব প্রীতি না দেয় লোভন,

ততক্ষণ আমি গিয়ে, হত্যাশনে প্রবেশিছে,

তব অক্ষ করিব শোভন ॥ ২০ ॥

“শুন প্রাণ-প্রিয় স্বামি, আমি তব অনুগামী,

হব ইহা যদিও নিশ্চয়,

একক্ষণ কামগতে, রতি ছিল এজগতে,

রহিল অখ্যাতি অতিশয় ॥ ২১ ॥

“লোকান্তর-গত ধর্ম, কেমনে করিব তব,
মৃত দেহ-উচিত মণ্ডন,
ইহা হিঁসনা বোধ; একেবারে সব বোধ,
দেহসহ ঘাইবে জীবন ॥ ২২ ॥

“অপাঙ্গে চাহনী রাঁকা, যুখে মধু হাস্য মাখা,
মসৃহ মধুর আলাপ,
শব ঋজু অভিমুখ, ফুল-ধনু অঙ্গগত,
স্মরি মোর হৃদয়ে বাড়ে তাপ ॥ ২৩ ॥

“কুসুম কান্দুক চাকু, বসন্ত বিনোদ কারু,
কোথায় সে প্রাণ বন্ধ তব ?
পিনাকীর উগ্রকোপ, তারেও কি কৈল লোপ,
বন্ধুগতি-গত কি মাধব ?” ॥ ২৪ ॥

অনন্তর স্নাতক্য রতি প্রবোধিতে দ্বন্দ্বা,
পুরোভাগে বসন্ত উদয়,—
বিলপিত শোক-স্বরে, বিস-বিলেপিত শব্দে,
যিকি যেন তাহার হৃদয় ॥ ২৫ ॥

তারে নিরপিয়ে সতী, দ্বিগুণ রোদনবতী,
জদয়েতে করাবাত করে,—
বন্ধ-অঙ্কে হঃখ-ভার বকি হেতু হিষাঘাত,
প্রহারিত বিমোচন তরে ॥ ২৬ ॥

কহিতেছে করুণায়, “হের অহে ঋতুরায়,
কি দশা পাইল বন্ধু তব ?
ভয়ে পরিণত ভূর্ণ, কপোত কর্কর চূর্ণ
উড়াইছে অঞ্জনাবাকব ॥ ২৭ ॥

এসো ওহে মীন-কেতু, তব দরশন হেতু,
মাধবের মানস চঞ্চল,—
পুরুষের নারী-প্রতি, কভু নহে সম রতি,
বন্ধুজনে প্রণয় অটল ॥ ২৮ ॥

“তোমার এ সহচর, রচি দিত কুল-শর
বিসতক্কে চাপে সংযোহন—
করিতে হে দ'চূর্ণ, কি অনুর কিবা হুর,
আজ্ঞাকরী এ তিন ভুবন ॥ ২৯ ॥

“ বাতাহত দীপ-মত, সে সখা হইল হত,
রাখিতে নািলে তুমি তারে,
দেখ শা দশা প্রায়, পড়ে আছি আমি হায় !
গুরু শোক-ধূমের সঞ্চারে ॥ ৩০ ॥

“পতি-অন্ধ-অঙ্গ আমি, তরে কেন গতে স্বামী,
বিধাতা রাখিল প্রাণ ধড়ে ?—
করিকবে তরুর, ভূমিসাৎ হলে পর,
নিরুপায় লতিকাত পড়ে ॥ ৩১ ॥

“তাই বলি ঋতুরাজ, এখন করহ কায,
বন্ধজন সার প্রয়োজন,
হেরি মোরে শোকান্বিতা, সাজাইয়ে দেহ চিতা
পাব তাহে পতি প্রাণধন, ॥ ৩২ ॥

“শশী পবে অস্তে যায়, জ্যোৎস্না তার সঙ্গে ধায়,
মেঘসহ তড়িৎ প্রয়ান,
পতি-পথ-পরা সতী, পতি-ভিন্ন নাহি গতি
জড়িতেছে দিচ্ছে প্রমাণ ॥ ৩৩ ॥

“পরে হয়ে অগ্রসর, পতিভয় শোভাকর,
পয়োধরে শোভা করি তায়,
নবপত্র-শয্যা প্রায়, অনলে ঢালিব কায,
বিভাবহু প্রভাব কোথায় ? ॥ ৩৪ ॥

“রতি কামে কতবার, দিতে অহে সদাচার,
সাজাইয়ে কুসুমশয়ন,
প্রণতি তোর পায়, এই ভিক্ষা ঋতুরায়,
দেহ আশু চিত্ত-আয়োজন ॥ ৩৫ ॥

“অনন্তর মম দেহ, ভ্রাশনে জালি দেহ,
সঞ্চারিয়ে মলয় পবন,—
জানর্ত হে গুণধাম, আমার বিরহে কাম
বহিবারে নারে একক্ষণ ॥ ৩৬ ॥

“এ দেহ উঠিলে জলি, দিশে এক জলাঞ্জলি
আমাদের কুশল-কারণ,—
তব সখা লোকান্তরে, মম সহ স্থানান্তরে
করিবেন সলিল-সেবন ॥ ৩৭ ॥

“তব সখা প্রিয়ঙ্গুর চূড়াকুর পরিকর,
লোল পল্লবিত শাখা তার,
বিতরিয়া অরোন্ধেশে, এষ্ট ভূমি করো শেষে,
পরলোক-বিধ ক্রিয়া সার” ॥ ৩৮ ॥

তত্ব-ত্যাগে স্থির মতি, এই রূপে স্থির রতি,
আকাশে সমুত্তা সরস্বতী,*—

যথা সফরীর প্রাণ, হৃদশোভে নিঃশাণ,
প্রথম বরষা কৃদাংগী ॥ ৩৯ ॥

“অগো ফুলশরদাবৎ, চিরদিন পতিহারা,
রবে হেন ভাবিতনা মনে,
শুন শুন যেই হেতু শলভজ মীনকেতু
প্রাপ্ত হর-কোপ হতাশনে ॥ ৪০ ॥

“বিচলিত প্রজাপতি, তব পতি তাঁর রতি

টলাইল নন্দিনীর প্রতি,
ইন্দ্রিয় বিকার পরে, নিগ্রহ করিতে অরে,
শাপিলেন তাই এ দুর্গতি ॥ ৪১ ॥

“পার্কীতীর তপোবল, হবে যবে সিদ্ধ-ফল
হর-পরিণয়ে স্থখভোগ,
অবসান ভাহে শাপ, পরিণত পরিতাপ,
অতনু তনুর সংযোগ ॥ ৪২ ॥

“ধর্ম্মের প্রার্থনা মত, আর শাপ-অভিগত,
বিধাতা দিলেন এসংবাদ,—
বশী-ক্রোধ কৃপাংকর, অশমি অমৃতাকর,
মেঘসম বোঝাস্তে প্রসাদ ॥ ৪৩ ॥

“তাই শুন কুশোদরি, ভাবি স্থখ আশা ধরি,
রাখহ আপন বলেবর,—
রবি পীত তরঙ্গিণী, বরষায় স্বরঙ্গিণী,
পুন বহে প্রবাহ প্রবাহ” ॥ ৪৪ ॥

সেই অলক্ষিত রূপ, কামিনীর এইরূপ
মৃত্যুচিন্তা মন্দীভূত করে,
সেঅ-স্বাসে ধাতুরায়, আশ্বাসেন প্রমদায়
হৃদয়ত বচননিকরে ॥ ৪৫ ॥

* বাক্য ।

অতঃপর আর-দারা, লাবণ্য-লহরী-হারা,
হৃৎকম্প দিন গণে ছুংগে,—
যথা নিশানাথ-দেখা, দিব্য-ভাগে দেয় দেখা,
ধ্যানে ধরি বিভাবরী-মুখে ॥ ৪৬ ॥

ইতি রতিবিলাপ নাম চতুর্থ সর্গ ।

পঞ্চম সর্গ ।

এইরূপে পুরোভাগে রুদ্র-কোপে কাম,
দগ্ধ দেখি, পার্কীতীর ভগ্ন মনস্কাগ,
আপনার রূপে দিক মানে মনে মনে,—
সকল সৌন্দর্য্য, প্রিয় হলে প্রিয়কমে ॥ ১ ॥

স্বার্থক রিতে রূপ, নৈলরাভুততা,
তপসংকরণে মনে অতি নিষ্ঠা-মুতা,
কেউরূপ পতি-প্রেম সেউরূপ পতি,
তপসাবিরহে কতু হয় কি সংগতি ? ॥ ২ ॥

মহেশে মানসমুগ্ধ প্রাণের নন্দিনী,
মুনিব্রতে রতা শুনি, নগেন্দ্র-মোহিনী,
সুমহৎ সমাধির নিবারণ-তরে,
কুমারীয়ে কোলে করি কহে স্নেহভরে ॥ ৩ ॥

“আঁছেন আমার গৃহে কুলদেব দেবী,
করহ কামনা পূর্ণ জ্ঞানদিগে সেবি,
কোথা ওপ, কোথা তব তনু সুকুমার ?—
শিরীষে ভ্রমর সহে, নহে, পক্ষী-ভার” ॥ ৪ ॥

তপসায় স্থির-বুদ্ধি নন্দিনীরে স্থানী,
নিবারিতে না পারিল কহি হেন বাণী,
ইষ্টে প্রতি নিষ্ঠা, আর নিয়গামী পয়,
বেগ ফিরাইয়া দিতে কেবা ক্ষম হয় ? ॥ ৫ ॥

হবে বাহে ফলোদয় হেন ব্রতে, সতী,
বনবাসে রত হতে দূত অভিমতি,
মনোরথবিজ্ঞ পিতা-স্থানে, চাক্ষুশি,
শ্রীমৎসখী দ্বারা চাহিলেন অহুত ॥ ৬ ॥

অনুরূপ অভিমতে প্রীত সবিশেষ,
গরীয়ানু গিরিগুরু দিলেন আশেষ,
চলিলেন গৌরী, শিশি-শোভিত শিশবে,
তার নামে খ্যাত যারে করে লোক পরে ॥ ৭ ॥

সনিবার্য ইচ্ছামণী গিরিবংশালা,
চন্দনবিলোপকরী সোল মুক্তমালা,
ভাজি, বালারূপ বর্ণ স্তন-পরিশেষে
বাধিলেন ছিন্ন ত্রিভঙ্গ পদিকরে ॥ ৮ ॥

উম মুখে মধুর চিকুর চিকণিণী,
বাড়িল মধুধা তার জটা বিনায়ক,—
নিকট-ভ্রমর বটে বিভাতি কমল,
শৈবালেণ্ড তার গোভা প্রকাশে অঙ্গ ॥ ৯ ॥

কাকীশূণ-স্থানে গৌরী, ব্রত-বিহিত,
জুজুময়ী ত্রিগুণা মেখলা পরিহিত,
না পরিতে আলোহিত হইল জঘন,
রোমাবলী শীহরিত হয় ঘন ঘন ॥ ১০ ॥

নিঃশেষেতে মুছিতেন অংগদের বাগ,
স্তনরাগে অরুণিত যার দেহভাগ,
হেন ক্রীড়াকন্দুকে তাকিলে গিরিবালা,
কুশকৃত অঙ্গুণীর সখী অক্ষমালা ॥ ১১ ॥

পার্শ্ব পরিবর্তে যার কেঁচুত কুল,
মহামূল্য শয্যাতেও, করিত আকুল
সেই দেবী বাহুল্য করি উপধান,
বালুময় যন্ত্রভূমে পড়ি নিদ্রা যান ॥ ১২ ॥

* অথবা হিমালয়ের যে অংশে গৌরীশঙ্কর অথবা
মৌক্ত এবরষ্ট নামে খ্যাত, তাহাই গৌরীশিখর হইতে
পারে । অপর গঙ্গোত্তরীর নিম্নে কেদারগঙ্গা নামী নদী
গৌরী-কুণ্ড হইতে প্রস্রুতি ।

শৈবস্বাক্ষ-স্বতা, ব্রত-বাণ-কারণ,
ছই স্থানে ছই বস্ত্র করিলা স্থাপন,—
মুগে সোল দৃষ্টি, আব হিলাস লভায়,
তপো শেষে পুন তাহা গ্রহণ-আশায় ॥ ১৩ ॥

অঙ্গিতা হয়ে উম। ক্ষুদ্র তরুগণে
বন্ধন করেন ঘটন-প্রসারণে ;
কুমার অগ্রজ এই কুমারানকরে
কুমার নাহিলা সেই কুমারিতে পরে ॥ ১৪ ॥

ললনা করেন দিয়ে বরা তাঁজাজলি,
তাহে এত বশ হলো কুর্জ-আবলি,
অত্যাধর নেত্র সহ কোতুক অস্তবে,
জুঁতি হেন সখীগণ-নয়ন-নিকরে ॥ ১৫ ॥

না সবারূপ-পণে, হোম সমাধান,
দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণি অশেষেতে পৌধান,
ক্রান্তপাটে নিবেশতা ; অসেসে সখীগণ,
দগ্ধজ্যোন্তে কনিষ্ঠতা না মানেন কখন ॥ ১৬ ॥

পাতলীবে থাককের পূর্ণভাব গত,
অতিথিসেবায় প্রাপ্ত ফল মনোমত,
নব পর্ণ-কুটিরেতে সম্ভ্রুত অনল,
পবিত্র হইল সেই তপোবন স্থল ॥ ১৭ ॥

যে সময়ে পূর্ণ তপ সমাধি-আশ্রয়ে
ফল লাভ সুহৃদ, দেখি সে সময়ে,
নিজদেহ সৌকুমার্যে সমাদর হত,
অতি ঘোর উপত্যায় হইলেন রত ॥ ১৮ ॥

বজ্রক-ক্রীড়ায় * যার শ্রম উপজিত,
সেই দেবী শীতল মুন-ব্রতে রত —
কনক-কমলে ক্রব স্ফট তরু তাঁর,
যেমন প্রকৃতি মুহু, তেমনি সসার ॥ ১৯ ॥

* গোলা লইয়া ব্যায়ান ক্রীড়া করা পূর্বকালে
ভারতবর্ষীয় বালিকাদিগের মধ্যে নিয়ম ছিল ।

চারিদিকে প্রজ্জ্বলিত করি হতাশন,
 শুচিকালে* শুচিস্নিহা তার মাঝে ব'ন ;
 জয় করি স্বর কর নয়ন-মণণ,
 অনন্ত দৃষ্টিতে ভাবু করেন দর্শন ॥ ২০ ॥

তপনের তাপে তপ্ত শ্রীমুখমণ্ডল,
 সরোজের শোভা ধরি করে বলমল,
 কেবল অপাঙ্গ তাঁর দীর্ঘ আনতন
 মন্দ মন্দ শ্রাম রেখা করে বিসর্পণ ॥ ২১ ॥

অযাচিত উপস্থিত আকাশের জল,
 অধাময় সুধাকর-কিরণ কেবল,
 এই ছই মাঝে তাঁর রহিল পারণা,
 ধরিয়ে, বৃক্ষের বৃত্তি, ধ্যানের ধারণা ॥ ২২ ॥
 দিনকর খরতর কর-বরিসণে,
 ইন্ধন প্রজ্বাত অগ্রধি হতাশন,
 অতিতাপে তপ্তা উমা, নিদাঘ-অত্যাঘে,
 ধরা-সহ বাষ্প ত্যজে ধারানিস্কৃত হয়ে ॥ ২৩ ॥

প্রথম বারিদ-বিন্দু* পশ্চাতে পতন,
 ক্ষণে ঝাকি তথা, গুপ্তে করিয়া ঘটন,
 পয়োধরে পড়ি চূর্ণ, বলীতে স্থলিত,
 এত পরে নাভিকূপে হইল কলিত ॥ ২৪ ॥

বায়ুয়ুত বৃষ্টি বরষিত অনিবার,
 শিলাতে শয়না উমা বিন্দুনে আগার ;
 চপলা স্বরূপ চক্ষু উন্মীলন করি,
 হেন ঘোর তপস্তার সাক্ষীবিভাবরী ॥ ২৫ ॥

হিম বায়ুয়ুত সহস্রের তমস্বিনী,
 বারিরূপ বাসে অবাহিত তপাশ্বিনী,
 বিয়োগেতে বিলপিত বখান্দম্পতি†
 পুরোভাগে দেখি, উমা হন রূপাবতী ॥ ২৬ ॥

* গ্রীষ্মকালে ।

* এই শ্লোকে মহাকবি পার্বতীর নেত্রলোমের
 সান্ত্বনা, অধরের শুকুমারতা, পয়োধরের কঠিনতা, উদর-
 রেখার নিম্নোন্নততা, এবং নাভির গভীরতা, অপূর্ণ
 কোশল বর্ণন করিয়াছেন ।

† চক্রবাক্ দম্পতির রাজিযোগ বিরহ-সংঘটন

নিশায় নলিনী-গন্ধযুক্ত সে আননে,
 কম্পিত অধর-পত্র শীত সমীরণে,—
 হিম-বহিষণে পদ্ম-শোভা না টুটিল,
 সসিলেতে ঘেন চ'কু সরোজ ফুটিল ॥ ২৭ ॥

স্বতঃ বিগলিত পত্র, আছিল আহার—
 তপস্তার শেষ— তাহা করে পরিহার ;
 প্রিয় বাদিনীয়ে তাই, পুরাবিদ গণ,
 অপূর্ণ অপর্ণানাম করিল অর্পণ ॥ ২৮ ॥

কমলিনী-কন্দ তক শুকুমার কিবা,
 হেন দেহে হেন ঘোর তপ নিশিদিবা,—
 দৃঢ়-দেহ মুনিগণ সঙ্কে ঘেই ব্রত,
 বহুদূরে উমা তারে করে অবনত ॥ ২৯ ॥
 হেন কালে বাক্যে পটু, অক্লিন-অম্বর,
 ব্রহ্মতেজে দীপ্ত, পলাসের দণ্ডধর,
 মুক্তিমান ব্রহ্মচর্যা, জটাবল-কেশ,
 কোন যতি তপোবনে করিলা প্রবেশ ॥ ৩০ ॥

আতিথ্য-পালিনী উমা বিহিত সংকারে
 পূজিতে প্রবৃত্ত, যথা পর্যা-অনুসারে ;
 শাস্ত্রের নিয়ম এই, হইলে সমান
 পাত্রভেদে দেয় তারা বহুতর মান ॥ ৩১ ॥

যথা বিধি পূজা যতি করিয়া স্বীকার,
 ক্ষণকাল পরিশ্রম করি পরিহার,
 নিরবিচ্ছেদ শৈলজারে সংল নয়নে,
 আরন্তিলা বিধিবৎ বচন-রচনে ॥ ৩২ ॥

বিহঙ্গ বিজ্ঞাবিৎ ইচ্ছারোগীর কোন কোন মহাশয়
 উল্লেখ করিয়াছেন; অঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ নিয়োদ্ধৃত কবিতা
 অতি মনোজ্ঞঃ—

“ চক্রবাক্ চক্রবাকী একই পিঙ্গরে ।

নিশাযোগে নিষাদ আনিল নিজ ঘরে ॥

চকী বলে চকী প্রিয় এবড় কৌতুক ।

বিধি হতে ব্যাধ ভাগ এত দুখে সুখ ॥”

“সমিধ-কুশাদি হেথা স্থলত ত বটে ?
নান-উপযুক্ত বারি আছে ত নিকটে ?
তপস্যা-বিহিত তব আছে তি হে বল ?—
ধর্ম-সাধনের মূল শরীর কেবল ॥ ৩৩ ॥

“তব-সিদ্ধ-জলে কিবা এ লতা সকলে
পরস্পর আলিঙ্গিত নব দলদলে ?
অলঙ্কৃত-সুতাক্ত স্বতঃ রক্ত তবধরে
অমরূপ হইবারে বৃষ্টি চেষ্টা করে ॥ ৩৪ ॥

“কমল-নয়নে ॥ কহ, এ যুগনিকর,
ভব চক্ষু-চঞ্চলতা অভিনয়কর,
প্ৰীতিভরে হরৈ তব করে ভৃগুচয়,
তবু আছে হে তব প্রেমের হৃদয় ? ॥ ৩৫ ॥

“লোকে কহে পাপাচারে রূপ নাহি হয়,
সত্য সত্য, হে পার্শ্বতি ! একথা নিশ্চয়,
উদার দর্শনে ! দেখ কি শীলতা তব,
তব-হৃদয়ে উপদেশ-প্রাপ্ত যুগিসব ॥ ৩৬ ॥

“সপ্ত ঋষি-পবিত্রাক্ত প্রস্থান করিবে
প্রহসিত গঙ্গাজল পড়ে গিরিশিবে,
ভাঁতে বহু পবিত্র না হনো মেনাধব,
সর্বশেষ ততই পুত, পুত্চাচারে তব ॥ ৩৭ ॥

“আজ্জ হোহইল এই নিশ্চয় আমার,
ত্রিবির্গের মাঝে মাত্র ধর্ম হয় সার,
নহে কেন অর্থ কাম করি পরিহার,
এক মাত্র ধর্ম সেবা হয়েছে তোমার ? ॥ ৩৮ ॥

“যথা উপচারে পূজা করিলে আমার,
পরভাবে ভাবিতে হে নাহি পার আর,—
শুন, সম্রাজি ! কহে সুধারনিকর,
সত্যেরে সখ্য। সপ্ত কথার অন্তর ॥ ৩৯ ॥

“এই হেতু, মম প্রতি বহু ক্রমাবতী
স্বভাবে দ্বিজাতি আমি অতিশুষ্টি মতি,
কিছু জিজ্ঞাসিতে মম ইচ্ছুক অন্তর
বহু না হয় যদি দাও হে উত্তর ॥ ৪০ ॥

“সকলের আদি বিধি তাঁর কুলে জাত,
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্যে তব তনু প্রতিভাত,
হয়সে যৌবন, ধনে কি ভাবনা বল ?
এর বাকী আছে বা তি তপস্যার ফল ? ৪১ ॥

“যখন অনিষ্ট আর সহ নাহি হয়
তপে তব বত হয় ধীর নারীচয়,
বিচার-মার্গেতে চিত করিয়া প্রহিত,
নাহি দেখি স্থলরি, তোমাতে সে অহিত ॥ ৪২ ॥

“শোক-নিদর্শন কিছু নাহি ভব দেখে,
নন্দিনীর অনাদর কোথা পিতৃগেহে ?
তব প্রতি কে হইবে কুভাব অন্তর
ক্ষণীশিরে মণি নিতে কে বাড়াই কর ? ॥ ৪৩ ॥

“অলঙ্কার পরিহার করিয়া যৌবনে
বুদ্ধোচিত বাকল পরিলে কি কারণ ?
তারা তারাপতি যুক্ত প্রদোষ-সময়,
তখন কি ভাল লাগে অরুণ উদয় ? ॥ ৪৪ ॥

“স্বর্গ অভিলাষ যদি, বৃথা এই শ্রম,
তোমার পিতার পুত্রী অমর-আশ্রম,
পতি ইচ্ছা যদি, তপে কিবা প্রয়োজন ?—
লোক চাহে রত্নে, লোকে না চায় বতন ॥ ৪৫ ॥

“তপ্ত ঋষিবে বেনন করিছ নিবেদন,
তবু মম সংশয় না হইল ছেদন,—
তোমার প্রার্থনা যোগ্য না দেখি সংসারে,
প্রার্থিত হল ভবতবে হলো কি প্রকায়ে ? ॥ ৪৬ ॥

“কেহা সে কঠিন যুবা, বাহিত তোমার,
হায় হেন দশা দেখি, উপেক্ষা তাহার !
উৎপলবিহীন কর্ণ, কলমা-পিঙ্গল
শ্লথ জটাজালগ্রস্ত কপোল-মণ্ডল ॥ ৪৭ ॥

* পূর্বকালে অশ্বমেধীয় দয়িতাগণ পতি-কর্তৃক
পাণ্ডিত হইলে তপস্যাচরণে কালহরণ করিতেন, পতির
প্রতি কদাচই প্রতিকূলচরণ করিতেন না, ইহা
অপেক্ষা আর পাতিব্রত্য কোথায় ?

“তপতাপে তব তনু তপ্ত অতিশয়,
ভানুকরে কালীবর্ণ ভূনাস্থান চয়,
দেখি তোমা, দিবে শশীরেখা আঁকার,
নাহি দয় সম্ভব হয় কাহার ? ॥ ৪৮ ॥

“তবানন-বন্ধু, চারু চতুর লোকন,
কুটিল কটাক্ষযুক্ত চঞ্চল নয়ন,
ধিক্ ধিক্ তোমার বল্লভ-রূপমদে,
অনিবার না হেরিল এ শোভা-সম্পদে ॥ ৪৯ ॥

“আর কত কাল, গোঁরি ! যাবে এই শ্রমে ?
আছে হে সঞ্চিত মম তপ পূর্বাশ্রমে,
তার অর্দ্ধভাগ লয়ে লভ প্রিয় ধব,
বিশেষে জানিতে চাহি কে বাঞ্ছিত তব” ॥ ৫০ ॥
এইরূপে বিজমুপে মনো-আভিলাষ
শুনি উমা, নন ক্ষমা, করিতে প্রকাশ,
অজ্ঞানবিহীন নেত্রে পঙ্কিনীর প্রতি
ইঙ্গিত ভঙ্গীতে দৃষ্টি করেন পার্শ্বতী ॥ ৫১ ॥

সখী কহে “শুন তবে, অহে ব্রহ্মচার !
জানিবারে যদি তব ইচ্ছা এত ভারী—
যে কারণে, শতপত্র-আতপত্র-প্রায়,
এই তনু নিয়োজিত তপঃ সাধনায় ॥ ৫২ ॥

“বাসব, বরুণ, যম, আর যক্ষপতি,
বিভবেতে অবমতি করি মানব-সী,
মদন-নিগ্রহে রূপ ব্যর্থ হয় যাবে,
হেন হরে ইহাঁর বাসনা বরিবারে ॥ ৫৩ ॥

“দগ্ধতনু অস্থুর শিলামুখ বাণ,
হরের হস্তারে হয়ে বিহত-সন্ধান,
উমার হৃদয়ে গিয়ে পশিয়ে গভীর,
ক্লশ করিতেছে এর কোমল শরীর ॥ ৫৪ ॥

“ওদবধি সুর-শব্দে তপ্ত কলেবরা,
ললাটিকা-চন্দ্রনেতে অলকা ধূসরা,
পিতৃ-গৃহে শিশির-সংঘাত শিগাতল,
তাহাতে শয়ন করি না হন শীতল ॥ ৫৫ ॥

হিন টিকা, ইতি শ্রমিকা ।

“চক্ষুচূড়-সুচরিত রচি বনাস্থয়ে
গিরিবালা গান গান গদ গদ স্বরে
কিন্নর-কুমারীকুল সহচরীগণ
ককণা-শাতর হয়ে করয়ে রোঁধন ॥ ৫৬ ॥

“দ্রিয়ামার শেষভাগে ক্ষণেকের তরে
নেত্র মুদি, অমনি জাগিয়ে তার পরে,
‘কোথা যাও নীলকণ্ঠ’—বলি সঙ্ঘোষন,
বুধা কণ্ঠ লক্ষ্য ক’রে, কর প্রসারণ ॥ ৫৭ ॥

“অন্তর্ধামী তোমায়ে হে কহে বুধগণ
অধীনীর ভাব স্মৃত নহ কি কারণ ?
শিবমুর্তি শিপি উমা, বিজনেতে বসি,
ভ্রমে তারে এই কথা কহেন রূপসী ॥ ৫৮ ॥

“ভুবনেশ ভর্তা-স্নাতে কতই ভাবনা,
অত কিছু উপায় না দেখি বরাননা,
আমাদের সঙ্গে, লয়ে পিতৃ-অনু্যতি,
তপোবনে তপস্রায় প্রবৃত্ত পার্শ্বতী ॥ ৫৯ ॥

“সখী-হস্ত-জাত তপঃ সাক্ষী তরুণ,
সাক্ষাতে দেখহ, ফল করিছে ধারণ,
কিন্তু তাঁর মনোরথ, মহেশে আশ্রয়,
অতাপি অঙ্গুর তার দৃষ্ট নাহি হয় ॥ ৬০ ॥

“তপতাপে তনু তনু ইহাঁর নেহারি
সদীগণ নিবারিতে নারে নেত্র-বারি,
কবে সে ছল ভদ্রা করিবেন তাঁর,
ইন্দ্র-প্রায় অনাবৃষ্টি-পীড়িত সীতার ॥ ৬১ ॥

গিরিজার গুহ ভাবে সখী বিচক্ষণা,
বর্ণনীয় বর্ণী-প্রতি, করিলে বর্ণনা—
মনোমুখ গুপ্ত করি জিজ্ঞাসেন যতি,
“একথা কি সত্য, ন কি রহস্য ভারতী” ॥ ৬২ ॥

হস্ত-অঙ্গে মুকুলিত অঙ্গুলিতে, বালা,
সমর্পণ করি ক্ষটিকের অক্ষমালা,
বহুকণ্ঠে-বহুদাল-ব্যবস্থিত কথা,
মিত ভাবে সন্ন্যাসীয়ে কাঁহছেন যথা,— ॥ ৬৩ ॥

“বা শুনিলে যোগীবর, সেই কথা সার,
উচ্চ পদ আক্রমণে উগ্রব আবার,
আমার এ তপ সে হরণে পাইবা রে,—
ইচ্ছার অগ্নি কিছু না দেবি সংসারে” ॥ ৬৯ ॥

যতি কন “সে মহেশে ভাল জানি আমি,
জেনে শুনে পুন তুমি তার অগ্রগামী?
স্বরণ করিয়া তার অমঙ্গলে বতি,
তব অর্জুকুলে মম নাহি যায় মতি” ॥ ৭০ ॥

“থাকুক পবের কথা, প্রাণেতে ধনি!
জাননা কি হর-করে বলমিত কণী?
হে তুচ্ছ-পরাধি-প্রিয়ে! কেমনে সে কর,
সীহবে তোমার কর শুভহরণ? ॥ ৭১ ॥

“ভাল-মতে মনে মনে কর বিবেচনা,
যদি এ সংগত কভু হয়, স্নেহোচনা!
কলহংস-বিলেপিত বধুর বসন
আর গজাজিন, যাহে শোণিত বধন? ॥ ৭২ ॥

“কুন্তম রচিত চারু চতুষ্ক ভবনঃ
যে চরণ-অলঙ্কে রঞ্জিত স্নেহোভন,
শব্দ-কেশ ক্রিপ্ত শ্রবণেতে সে চরণ!
শত্রুরো মনেতে ইহা ছিলনা বধন” ॥ ৭৩ ॥

“তব স্তন-যুগ, হরিচন্দননিধান,
ত্রিনয়ন হৃদয়েতে হবে তার স্থান,
যে হৃদয়ে চিতা ভস্ম চূর্ণ পূর্ণ অতি,
কেমনে অযুক্ত হেন করিবে পার্শ্বতি? ॥ ৭৪ ॥

“বিবাহের আর এক দৈগি ভিড়না,
গজেন্দ্র বাহন তব যোগ্য, বরাননা!
ব্রহ্ম ব্রহ্মপরে তোমা করি দরশন,
স্মরণান হবে নাকি যত সাধরণ? ॥ ৭৫ ॥

“শিনাকীর প্রেমে গড়ি এখন দুজন
লোকের শোকের ভাল হইল ভাজন,—
প্রথমেতে কলানাত-কলা কান্তিমতী,
বিতীয়ে জগৎ-নেত্র-কৌমুদী পার্শ্বতী” ॥ ৭৬ ॥

* চক্ষুশালীন বাটী ।

“কপেতে বিরূপনেত্র, কুল লক্ষ্য নয়,
ধন যত দিগম্বর-ভাবে পরিচয়,
বরে, বরাননে! যাঁহা চাহে জনগণে*
কিছুই কি আছে তাঁহা সেই ত্রিশোচনে? ॥ ৭৭ ॥

“অতএব পল্লবের এ অসৎ বতি,
কোথা সে অভাগা, কোথা তুমি ভাগ্যবতী;
শ্রবণের শূল-নিগ্রে কভু সাধুজন
বেদের বিহিত পুণ না করে স্থাপন” ॥ ৭৮ ॥

এইরূপ ভিনাউমা, প্রতিকূল ভাব,
কম্পিত অধরে কোপ করেন প্রকাশ,
উপাত্ত স্নেহ ব্রজ বন্ধন নয়ন,
জগতা-কৃষ্ণিত করি করেন জরুণ” ॥ ৭৯ ॥

উমা কন, “সুনিশ্চয় তাঁরে না জানিহ,
তাই পরমার্থ হবে হেন কথা কহ,
অলৌক-সামান্য আর অচিন্ত্য কারণে
মহাত্মা-চরিতে দেব করে মূঢ় জনে” ॥ ১০০ ॥

“সম্পদের মদে, কিম্বা বিপদ-বারণে,
সুদৃশ্য জরা নো হয়, মন গণে,
জগৎ-শরণ্য পিত, শত্রু-অভিলাষ,
আত্মার দুঃখ, ইথে তাঁর নিবা আশ” ॥ ১০১ ॥

“বস্ত্রহীন হইলেও সম্পদ-কারণ,
ত্রিভুবনপতি কিম্বা শ্রবণ-ভবন,
ভীমরূপ ভীম, পুন শির মুষ্টি-ধর,
কেবা জানে তাঁর ওড় ভুবনভিতর? ॥ ১০২ ॥

“ভূগুণে ভূমিত, কিম্বা ভূজঙ্গ-ভূষণ;
গজাজিনপাদী, কিম্বা হুকুল-বশন,
কপালে কপাল, কিম্বা কলানাত-কলা
কি যদি সে বিপদভি নাহি যায় বলা” ॥ ১০৩ ॥

* “কল” বরষতে রূপা মাতা। “বজ্র” পিতা ক্রতম্।
বাক্যবোঃ কলনিহন্তি মিষ্টান্নানতরে জনাঃ ॥
অবগার্থ।

কন্যা চাহে রূপ, পিতা বিস্তা, মাতা ধন।
কচুখেরা কুল, অজে মিষ্টান্ন ভোজন ॥

“ সত্য বটে আছে চিতা ভস্মবিলেপন,
সে যে শুদ্ধ তাঁর অঙ্গ করি পরশন ;
নৃত্য-অভিনয়ে চূত সে চিতা-পরাগে
দেবগণ বিলেপন কবে-শিরোভাগে ॥ ৭৯ ॥

“ মানিলাম শিবের সম্বল মাত্র বৃষ,
বিস্ত ঐরাবত-গামী হয় যেই বৃষ,*
সেই শির নমি দুল্ল মন্দারনিকরে,
তাঁর পদাঙ্গুলি গুলি অরুণিত করে ॥ ৮০ ॥

“ অনেক নিকিলে তুমি, স্বভাব বিপথ,
কিন্তু এক কথা কহিয়াছ যথাযথ,
আত্মজন্ম বিধাতার যেজন কারণ,
তাঁর জন্ম কেমনেতে হবে নিক্কারণ ? ॥ ৮১ ॥

“ ফলে এ বিবাদে কেবা প্রয়োজন আর ?
তুমি যাহা জান হোক সেই কথা সার,
তাঁতে আত্মরস-বশ আমার হৃদয়,—
স্বচ্ছাচারে কেবা করে কলঙ্কের ভয় ? ॥ ৮২ ॥

উত্তর-বিধানে পুন স্মৃতিত অধর
বহু কটু ভাসে সখি । নিবারণ কর,
মহাত্মা নিমক শুধু নহে পাণভাগী,
সেই-দোষী যেজন শ্রবণে অম্বরাগী ॥ ৮৩ ॥

গমনে চঞ্চলা বালা, বলে ‘যাই চল,’
বকল বসন তাহে হৃদয়ে চঞ্চল,
অমনি প্ররূপ ধরি মুহু হস্তাধর,
ধরিলেন প্রমথেশ পার্শ্বভীর কর ॥ ৮৪ ॥

তাঁরে হে র হৈমবতী,
শীহরি উঠিলা সখী,
সদাস শরীর অতি,

পদ নাহি পড়ে উল্কে স্থিত একেবারে,
যথা অবরোধ ঘায়,
গমনে না পথ পায়,
আকুলিত নদীপ্রায়,

যাইতেও নাহে বালা থাকিতেও নাহে ॥ ৮৫ ॥

* ইন্দ্র

অনন্তর কুন্তিবাস,
কহেন মধুর ভাষ,
“ আজ হতে তব দাস
তপস্রায় ক্রীত আমি হইলাম সতি” ।

ব্রতজ্ঞাত ক্রেশ বত
তখনি হইল গত,
ফলশাভে মনোমত
শ্রম-অপগমে নবভাবের সঙ্গতি ॥ ৮৬ ॥

ইতি ফলোদয় নাম পঞ্চম-সর্গ ।

ষষ্ঠ সর্গ ।

অনন্তর হৈমবতী, সংগোপনে সখী-প্রতি,
আদেশিলা কহিতে ঈশানে—
“আমারে করিতে দান, হুগিরি রাজ ক্ষমবান
ইহ-মাত্র রাখুন প্রমাণে” ॥ ১ ॥

যেক্রপ বসন্ত-মুখে, মুখরা কোকিলামুখে
চূতশাখা ভাব ব্যক্ত করে,
সখী-মুখে সেইমক, প্রকাশিয়ে মনোগত,
প্রগাঢ় প্রসক্ত চিত্ত হরে ॥ ২ ॥

“ তাই হবে” ইতি পণ, কহি হর নিক্রপণ,
সম্ভাপিত উমা পরিহরি,
মহিমা মণ্ডাঘ্রিত ঋষি সপ্ত বিগণিত,
স্মরণ করেন স্মর-অরি ॥ ৩ ॥

তপস্রায় তেজস্তোম, তাহে দীপ্ত করি দ্যোম,
অরুজ্ঞতী সহিত শোভন,
স্মরণে অমনি আসি, পুরোভাগে পরকাশি,
বহিলেন তপোধনগণ ॥ ৪ ॥—

প্রবাহ উছলে কুলে, নিকর মন্দারকুলে,
মন্ডাকিনী-নীর মনোহর,
খেলে দিগ্ হস্তিদল, মদ-গন্ধযুক্ত জল,
হেন জগে ধৌত কলেবর ॥ ৫ ॥—

মুক্তামালা উপবীত, তনুযাজি সুশোভিত
হেন যয় বাবল বসন,
বসু-অরুমালা করে, শেখাপ্রমে শোভা করে
কিবা কর্তরু সুশোভন ? ॥ ৬ ॥—

যে মুনি-মণ্ডল হলে, থামাইয়ে অশ্বদলে,
নমাইয়ে বথের নিশান,
হইয়ে প্রণতিপর, প্রয়াগার্থ, প্রতাকর,
আজ্ঞাবিধি উদ্ধিগে চান ॥ ৭ ॥—

যাহারা কল্পের অন্তে, মহাবরাহের মণ্ডে
প্রাপ্তি দূর করিলেন কায়ে,
তথায় নির্ভর করি, ধরায় রাখিলা ধরি,
আকর্ষিয়া বাহু-লতিকায় ॥ ৮ ॥—

বশ্যোনি অনন্তর, এই সম্প্রকাবেবর.

সুর্গ-শেষ করেন রচন,

তাঁহ পুণ্যবিদগন্ধ, বলি খাতা পুরাতন,
তাঁহাদিগে করেন কীর্তন ॥ ৯ ॥

পূর্ক-জন্মে সুধিমল তপস্তার যত ফল
পরিণত হইল সকল,

সেই সব ফল-ভোগী হইয়াও সপ্ত-বোগী
তপস্তা করেন অবিচল ॥ ১০ ॥

তাঁহাদের মহাভাগে, বিভাত বিমল রাগে,
পতি-পদে অর্পিত-নয়না,

সাক্ষাৎ ভপের ফল সিদ্ধি রূপা অবিচল,
অরুন্ধতী ব্রত-পরায়ণা ॥ ১১ ॥

সহ সম সমাদর, দেখিলেন মহেশ্বর,

মুনিগণে সতীর সহিত,—

এই নারী অই নয়, এ বিচার ব্রাহ্মণর,
পূজা মাত্র সতের চরিত ॥ ১২ ॥

অরুন্ধতী-দরশনে, বাড়িল মহেশ-মনে
গৃহিণী-গ্রহণে ইচ্ছা ভারী,—

জগতে যে কিছু ধর্ম হোম আদি যত কর্ম,
মূলমাত্র পতিব্রতা নারী ॥ ১৩ ॥

যথাধর্ম-অনুসারে গ্রহণার্থ গিরিজারে
সমুগত দেখি মহেশ্বরে,

পূর্বপাপে ভীত মতি, পুন অতনুর অতি
আশ্বাসের উচ্ছ্বাস অণুরে ॥ ১৪ ॥

ঋষিগণ তার পরে, যথোচিত ভক্তি-ভরে,
পূজা করি দেব দিগম্বরে,

সাক্ষবেদ-পরায়ণ নীলকণ্ঠ-প্রতি কন,
প্রীতি কটকিত কলেবরে ॥ ১৫ ॥

“ অবিবর্ত হয়ে যত, বেদাভ্যাস হৈল যত,
হুতাশনে হত অনর্গল,

তপে তপ্ত বিধিমত, তবু নহে পরিণত,
আজ্ঞাহে পাকিল সেই ফল ॥ ১৬ ॥

“ জগতের অধীশ্বর, মানসের অগোচর,
তাঁহার মানসে পেয়ে স্থান,

আমাদের আর বল বাকী কি রহিল-ফল ?
সকল হইল সমাধান ॥ ১৭ ॥

“ এ সংসারে যেই নরে তোমার স্মরণ করে
সেই হয় কৃতার্থ-প্রবর,

ব্রহ্মবীজ ভূমি হত, ভূমিহে যাহারে স্মর,
তার চেয়ে কেবা ভাগ্যধর ? ॥ ১৮ ॥

“ দিনকর নিশাকর উপরেতে শোভাকর,
সত্য বটে আমাদের স্থান,

অন্ত স্মরণেতে তব, বিধু ভাহু পরাশ্রয়
করি, পদ আরো গদীয়ান্ ॥ ১৯ ॥

“ তোমার আদরে অন্ত, চরিতার্থ হয়ে সন্ত,
মানসেতে মানি বহুতর,

আপনার গুণ-যোগে সাধু-সাধুবাদ-ভোগে,
আত্মার প্রত্যয় করে নর ॥ ২০ ॥

“ওব অরুধ্যানে, নাথ ! যে সুখ হৃদয়-সাথ,
কি আর করিব নিবেদন,
তুমি প্রভো! অন্তর্গমি, সকল দেহের স্বামি,
সকলি করিছ দরশন ॥ ২১ ॥

“কিছু ভদ্র নাহি জানি, যদিও হে শূলপাণি,
দেখিতেছি সাফাতে তোমার,
বুড়ির গোচর নহ, আপন স্বরূপ কর,
অমুগ্রহ করি এ সত্যায় ॥ ২২ ॥

“এই রূপে কোনরূপ প্রকাশিছ বিশ্বরূপ !
একি মূর্তি জগৎজনন ?
না কি হে পালন-মূর্তি ধরিয়ে পাইছ ক্ষুণ্ণি,
কিবা বিশ্ব-হরণ-কারণ ? ॥ ২৩ ॥

“অথবা হে পশুপতি ! এ প্রার্থনা সুমহতি,
ধাক্ সে প্রার্থনা গুহ্যতর,
স্মরিয়াছ কি কারণে, সমাগত জনগণে,
আজ্ঞাকর করিব আমার ॥ ২৪ ॥

ইন্দুমৌলী তার পর দিতেছেন প্রত্যুত্তর,
প্রকাশিয়ে দশন-কিরণ,
যে কিরণ শুভ্রতর, ললাটস্থ স্রবাকর
ক্ষীণকরে করিল বন্ধন ॥ ২৫ ॥—

“জানত হে মুনিগণ ! হয়ে স্বার্থ-পরায়ণ,
প্রবৃত্তি ক্ষুরিত মম নয়,
লক্ষ্য পর-উপকার; প্রমাণ দেখহ-তার,
অষ্টমূর্তি দেয় পরিচয় ॥ ২৬ ॥

“যথা কপিঞ্জলদল, পিপাসায় সুবিমল,
জলদেহের ‘জল দেহের’ কয়,
সেইরূপ অরিকৃত দেবদল বিপ্রকৃত,
মন স্থানে কুমার প্রার্থয় ॥ ২৭ ॥

“তাই হে ভাগসগণ ! হইয়াছে মম মন,
গিরিজারে করিতে গ্রহণ,—
যথা যজমান-করে অরপি শরণ করে,
হতাশন-জনন-কারণ ॥ ২৮ ॥

“এ হেতু তোমরা যাও, হিমালয় স্থানে চাও
পার্বতীদে আমার কারণ,—
সদাশয় সমাশ্রিত হয় যে সম্বন্ধক্রিয়া,
তাতে বিয় না হয় ঘটন ॥ ২৯ ॥

“উন্নত শেখরধর, সেই হিম গিরিবর,
প্রতিষ্ঠিত ধরি ধরা-ভার,
সম্বন্ধ তাহার সহ যোজমান কি দৌর কহ ?
বন্ধন না হইবে আমার ॥ ৩০ ॥

“যা কহিবে পিতৃবানে ছহিতার সম্প্রদানে
প্রয়োজন শুল্ক শিক্ষা-দান,—
তোমাদের সদাচার অম্মসাথে সদাচার
গণে করে নীতির বিধান ॥ ৩১ ॥

“পূজনীয়া অরুদ্ধতী, এবিবাহ কার্যে, সভী
হউন আমারে অমুকুল,
হে হেতু এরূপ কাণ্ড করিবারে অবধার্য
সুচতুরা দীমন্তিনীকুল ॥ ৩২ ॥

“আমার সন্দেশ লয়ে, যাও সবে হিমালয়ে
নগর ওষদিশ্রয় যাবে,
পুনরায় মুনিগণ ! আমদের সন্মিলন
হবে মহাকোশার প্রপাতে” ॥ ৩৩ ॥

মহাযোগী মহেশ্বর পণ্ডিত্যে অগ্রসর,
নিরবিধে তপস্বী নিচয়,
পরিণয়-ব্রোড়ারস ত্যজি যত মহাযশ
হইলেন স্বচ্ছন্দ হৃদয় ॥ ৩৪ ॥

চলিলেন মুনিদলে, অঙ্গীকার বাজুছলে
প্রণবের করি উচ্চারণ,
তথা দেব পশুপতি করিলেন স্তখে গতি
মহাকোশী-প্রপাত সদন ॥ ৩৫ ॥

অসী সম নীল ভাস, আকাশেতে সুপ্রকাশ
হয়ে সপ্ত তপস্বীশ্রবর,
নগেজ-নগরে অতি সম্বরে করিলা গতি
মানসিক গতির শোভর ॥ ৩৬ ॥—

রক্তধনি ভূরি ভূরি সহিত অলকাপুরী
জ্বলে অগ্নি এ পুরি-বচনা,
যেন স্বর্গ অতিরেক অংশ লয়ে করিলেক
এই উপনিবাস *স্থাপনা ॥ ৭৭ ॥

পরিখা গঙ্গার স্রোত, প্রীকারেতে উত পৌত,
প্রেক্ষিত ওষধি নিকর,
বৃহৎ বৃহৎ বণি-শিলা যার সাল গণ,
জক্ৰিম হুর্গ মনোহর ॥ ৩৮

যথা নাই সিংহ-ভয়, স্তখে চরে করীচয়,
বিলম্বানী † যথা হয় হয়,
গুহক কিল্লরগণ যেখানেতে পৌরজন,
যোষা বনদেবতা নিশ্চয় ॥ ৩৯ ॥—

বননে সন্দেহ হয়, গরজিত মেঘচয়,
আছে তারা শিখরেতে যুড়ে,
কেবল তালের ঘায়, এই মাত্র ব্রা যায়,
সুব্রজা বাজিছে গৃহ-চূড়ে ॥ ৪০ ॥

যথা করতল-প্রায় তরুচয় শোভাপায়,
বিলোলিত অংশুক নিবহে
গৃহ-ইন্দ্র-পতাকার শোভা করে অস্তিতার,
পৌরজন-প্রয়াস-বিরহে ॥ ৪১ ॥—

যথায় ক্ষটিক কুর্মা, স্তূপান-স্থান রম্য,
নিশাকালে করে বলমল,
আকাশে উদয় তারা, প্রতিবিন্দে হারাকারা,
উপহার দেয় নিরমল ॥ ৪২ ॥

* মহাকবি অবিকল এই শ্লোকটি রঘুবংশের
পঞ্চদশ সর্গে ২৯ শ্লোকে নিবেশিত করিয়াছেন । এবং
মেঘদূত কাব্যে ও উজ্জয়িনী-বর্ণনে এইরূপ ভাব প্রকাশ
করিয়াছেন, যথা
“বলীভূতে সূচরিত ফলে স্বর্ণিণাং গাং গভানাং
শৈবঃ পুণ্যে দ্বৈতমিব দিবঃ কান্তিমং খণ্ড মেঘঃ ॥”

† দেবরাজের অশ্ববিশেষ ।

যেখানে যামিনীকালে, প্রদীপ ওষধিকালে,
সঙ্কেতের পথ প্রকাশয়,
তাহে অভিসারিকার নাহি থাকে অক্ষকার,
হুদিনেও হুদিন উদয় ॥ ৪৩ ॥—

জরায় না জরে গাত্র, বহুস যৌবন মাত্র,
মার ভিন্ন মার নাহি আর,
রতি-খেদ সমুদ্রত স্তম্ভ-নিদ্রা আবির্ভূত,
নাহি অস্ত্র নিদ্রায় সঙ্গার ॥ ৪৪ ॥—

শত্রুবতা-ভাব লোম, কেবল ভায়িনী-কোপ
মনোহর তর্জনী-তর্জনে,
জকুটা-কটিলতর, প্রেক্ষিত ওষ্ঠাধর,
অনুগ্রহ-ভিক্ষু-কামীজনে ॥ ৪৫ ॥—

পুরোভাগে অভিরাগ স্তম্ভোভিত পুষ্পারাম,
গন্ধময় সে গন্ধমাদন,
সন্তানক তরুগণ, পথে যার স্তম্ভোভন,
ছায়ে হস্ত বিদ্যাধঃগণ ॥ ৪৬ ॥
দেখি পুরী হিমাগয়, সেই দেব ঋষিচয়
মনে মনে করেন ভাবনা,—
স্বর্গহেতু জ্যোতিষৌম আদি যজ্ঞ আর হোম
করা মাত্র সব বিভ্রমনা ॥ ৪৭ ॥

মগনাথ-নিষেতনে নামিছেন অঘিগণে,
দ্বারীচয় উদ্ধৃষ্টে চায়,
বেগভরে অটাতার নিশ্চল অনলাকার
চিক্রপটে ধীশা শোভা পায় ॥ ৪৮ ॥

যুধা জল-অভ্যন্তরে পুঞ্জ ভাহু বিষ ধরে,
সেইরূপ শাস্ত্র প্রভাময়,
মুনিগণ অগ্রসর, অগ্রজ অহুজপত,
একে একে হইলা উদয় ॥ ৪৯ ॥

তীহাদের পূজাতরে, অর্ঘ্যজল লয়ে করে,
আগ্ বাড়াইয়া গিরি ধার,
সে যে গুরুতার সার চরণের ভারে তার
নামাইয়া দেয় বহুধায় ॥ ৫০ ॥

শাত্ৰু তাত্ৰ গুপ্তাধর, অতিশয় বৃহত্তর
 দেবদারু তরু ভূগুদয়,
 স্বভাবত বক্ষ ভার স্তম্ভধীন শিলাধার,
 দেখামাত্র দেহ পরিচয় ॥ ৫১ ॥
 যথা বিধি অনুসারে পূজা করি পূতাচারে,
 শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধান্ত অন্তরে,
 আগে আগে নিজে গিয়ে, পথ দেখাইয়ে দিয়ে,
 লয়ে যান তপস্বীনকরে ॥ ৫২ ॥

বেজময়* স্থানসনে বসাইছে মুনিগণে,
 আপনি বসিয়া তার পরে,
 অচলের অধীশ্বর, হয়ে কৃতাজলিপর
 এইরূপে ভাব ব্যক্ত করে ॥ ৫৩ ॥—

অনুদয়ে মেঘদল, বরষিত হলো জল,
 কুলাবিনা ফলের সঞ্চার,
 না করিতে চিন্তা মনে, তোমাদের দরশনে
 অসম্ভব সম্ভব আমার ॥ ৫৪ ॥

“বিগত হইল ভ্রম, বিজ্ঞান উদয় মম,
 কাক্ষনয় লাভল অরসে,
 ধরনীতে থাকি আমি হইলাম স্বর্গগামী,
 তোমাদের অনুগ্রহ বশে ॥ ৫৫ ॥

আজ হতে প্রাণিগণ, শুদ্ধ হতে আকৃষ্ট,
 আমারে করিবে অবেষণ,—
 পূজ্যগণ-অধ্যাসন হয় যথা সংঘটন,
 তারে তীর্থ কহে জনগণ ॥ ৫৬ ॥

“অহে সপ্তবিজোক্তম ! আজ হে হইল মম
 শিরোভুক্তি হই গজাজলে,
 জাহ্নবী-প্রপাত শিরে, পদ প্রক্ষালন নীরে,
 দ্বিতীয় প্রপাত সেই স্থলে ॥ ৫৭ ॥

*এতদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে পূর্বকালে
 আশ্বিনীগের দেশে মোড়া প্রভৃতি বেতাজ্জাতিত আস-
 নের ব্যবহার ছিল ।

“আমি ছইরূপ ধনি, অনুগ্রহ ভাগ করি
 তাই হয়ে কবিলে প্রসাদ,—
 ভূত্বভাবে এ জন্মম তত্ত্ব নিষ্ঠাবিলে মম,
 স্থাবরেতে, বক্ষ করি পদ ॥ ৫৮ ॥

আমার এ কলেশ্বর, পরিম্যাপ্ত দিগন্তর,
 বিখ্যাত বিশাল অতিশয়,
 কিন্তু এই অনুগ্রহে, পরিতোষ-পরিগ্রহে,
 সেই দেহে স্থান নাহি হয় ॥ ৫৯ ॥

“তোমাদের তেজোময় নিরখিয়ে মূর্তিচয়,
 কেবল আমার গুহাগত
 তম নহে অপগত, মানসিক তম যত
 এককালে সব হলো গত ॥ ৬০ ॥

“তোমরা নিপ্পৃহ-মন, সিদ্ধ সব প্রয়োজন ?
 তবে এলে কোন প্রয়োজনে ?
 বুঝি এই কদাচারে স্থপবিত্র করিবারে,
 আসিয়াছ এ দীন-সদনে ॥ ৬১ ॥

“তথাপি আমার প্রাত কর কিছু অনুমতি,
 তোমাদের আমি হে কিঙ্ক,—
 প্রভু পরিচারী ধর্ম নাহি ঘটে বিনা কর্ম,
 কি করিব দাসে আজ্ঞা কর ॥ ৬২ ॥

এই আমি, এই দারা, এই কতা প্রাণাকারা,
 মম কুলে গৃহে মুনিগণ,
 যদি হয় প্রয়োজন করিব হে সমর্পণ,
 অত্র ধন করি কি গণন ?” ॥ ৬৩ ॥

এই রূপ হিমালয়, করিলেন অন্ননয়,
 প্রজাপতি-পূজ্যগণ-প্রতি,
 কিবা গুহা মুখদ্বারে প্রতিনিধি স্থবিত্তারে
 ছুইবার কহিলা ভারতি ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর মুনিগণ অগ্নিরস প্রতি কন,
 প্রভুভব করিতে প্রদান,
 প্রাণেয় পর্ত্ত প্রতি, কহিছেন মহামতি
 যিনি কথা-প্রসঙ্গে প্রধান ॥ ৬৫ ॥

বা. কহিলে গিরিবর ! তব সাধাপর,

তার চেয়ে আছে সাধা তব,—

নিজ শিখরের মত, যন তব সমুদ্রত,
মহতেই মহৎ সম্ভব ॥ ৬৬ ॥

“তোমার স্থাবর কায়, লোকে কহে বিষ্ণুঃ ষাষ,
সেই কথা যথা সারোদ্ধার,

স্থাবর অক্ষয় মত, হয়ে তব কুক্ষিগত,
বহিরাঙ্গ পৌষেছে আধার ॥ ৬৭ ॥

“কমল মৃণালকার সুকোমল ফণা যার,
সে ফণায় অনন্ত কখন

ধরিতে পারিত ভূমি, রসাতলে যদি ভূমি

• তাহারে না করিতে ধারণ ॥ ৬৮ ॥

“অবিচ্ছিন্ন, নিরমল, তব ত্রয়ঙ্গিনীদল,

আর হে তোমার কীৰ্ত্তিচয়,

অবাসিত এ উভয় সিদ্ধ উদ্ভিদক নয়,

পুণ্যে নিত্যাবিল লোকত্রয় ॥ ৬৯ ॥

“বিষ্ণুপদে সমুদ্রত, দেহেহু গরিমায়ুতা

স্বধ্বনী হন এ “বি,

গোমাতের, উদ্ভিগি ! আন পুনঃ গাঙ্গিনীর

মহিমায় হইল প্রচ ॥ ৭০ ॥

“কদাচন নারায়ণ, বক্রম খ্যাত হন,

তিনপুরে চরণ স্তায়ি,

ভূমি সর্গকাল তরে তিনপুরে কলেবরে

বিস্তারহ বিক্রম প্রচারি ॥ ৭১ ॥

“স্বর্ণ শেখরধর বটে মেরুগিরিবর,

তব সন্নিধানে হীনমান,

যেহেতু হে সূতাজন ! যজ্ঞভাগ-ভোগিগণ

মধ্যে তব পদ-বিস্তমান ॥ ৭২ ॥

“তন হে মহাহুভব ! যে কিছু কাঠিন্ত তব,

অর্পিত স্থাবর কলেবরে ;

এ অক্ষয় তনু তব ভক্তিরসে সদা দ্রব,

সজ্জনের আরাধনা তরে ॥ ৭৩ ॥

“তন, যেই কার্য্য ছিলে, আ মন এই স্থলে,

তোমারি যে কার্য্য হিমালয় !

শ্রেয়ঃ কার্য্য মতিমান ! উপদেশ সম্প্রদান

এই মাত্র আম দেয় ফল ॥ ৭৪ ॥

“অগ্নিমানি শুণ ময়, অত্মে নাহি পরশয়

ঈশ্বর, সেই স্বরূপ,

ললাটফলকে যার প্রভাপুঞ্জ অনিবার

প্রকাশিছে তর্কহৃদাকর ॥ ৭৫ ॥—

“তুরঙ্গ যেরূপ পথে আকর্ষণ করে রথে

সেই ভাব করিয়া ধারণ,

পরস্পর সংযোগিনী অষ্টমতি দ্বারা যিনি

বিশ্ণুভাব করেন বহন ॥ ৭৬ ॥

“যেই দেবে যোগিগণ করে সদা অবেষণ,

যিনি স্থিত অন্তর অন্তরে,

যাহারে মনোবিচয় পুনর্জন্ম জাত ভয়

বারণ-কারণ খ্যাত করে ॥ ৭৭ ॥—

“বিশ্বকার্য্য সমুদয় সাক্ষী সেই বিশ্বময়,

সকল কামনা পূর্ণকারী;

আমাদের প্রবচনে, বাসনা করেন মনে

বরিবারে তোমার কুমারী ॥ ৭৮ ॥

“গিরিশে গিরিজা-দান, উচিত হে মতিমান !

বাক্যে যথা অর্ণের অবয়ব,

যেহেতু উত্তমবরে কতাসমর্পণ পরে,

ক্ষোভশূন্য পিতার সদয় ॥ ৭৯ ॥

“ওহে গিরি পূণ্যবান ! হয়ে করি কত দান,

চরাচরে দানকর মাতা,

যে হেতু সে পুরহর, জগৎস্থ চরাচর

সকল জীবের আনদাতা ॥ ৮০ ॥

“বন্দ্যকবুল তরে, প্রণাম করিয়া পরে

উপদেশ করুন বন্দন,

অবনী লুপ্ত-কালে চূড়ামণি চুটাজালে

রঞ্জন করুন শ্রীচরণ ॥ ৮১ ॥

“ এ বিবাহ শোভাকর, উষা বধু, শিব বর,
দান কর্তা তুমি ত্রিমানস,
আমরা যাচক তায়, তব কুশ প্রতিভায়
উচ্ছ্রাবিত হইবে নিশ্চয় ॥ ৮২ ॥

“ স্তবনীয় নাহি যার সূর্য্যমান সবার্কাণ,
পূজাহীন কিন্তু পূজাবদ,
তীরে দিয়ে জনসংঘের, বিশ্বগুরু বলে যারে
তীর গুরু হও হে ভূপয় ” ॥ ৮৩ ॥

দেবঋষিগণ মুখে এই কণ শুনি অগ্রে,
পিতাপার্শ্বে অধোমুখে সখী,
লীলাশতদল-দল পলায়, কুতূহল
সংগোপন করেন পার্শ্বতী ॥ ৮৪ ॥

যদিও সম্পূর্ণকাম, তবু গিরি গুহবাস
মেনকার মুখ-পানে চান,—
কতাকার্য্য-প্রয়োজনে প্রায় দেখি গৃহিগণে
গৃহিণীর বিধান প্রদান ॥ ৮৫ ॥

মহীধর মনোগত অভিমতে মেন মত
যেনকা মহিষী চাক্ষুসি,—
পতি-মতে অল্পমতা সদাকাল পতিব্রতা
অল্পমতা নন যত সত্যী ॥ ৮৬ ॥

মুনিবার্কা-অনন্তর এই যোগ্য তত্ত্বের,
গিরিবর মনে অনুমানি,
কহিছেন মহামতি, মঙ্গল-মণ্ডন বতী
নন্দিনীর ধরি ছুটি পাণি ॥ ৮৭ ॥

“ তুমি মা কল্যাণি কহো । বিশ্ববীজ বিভূজ্যে
তব কর ভিক্ষার উদ্দেশে
সমাগত মুনিগণ, তাহে মম উপার্জন
গৃহমেধি-কল-সতিশেষে ” ॥ ৮৮ ॥

তনয়ারে এইমত শ্রুতিমিথে হিমবত
ঋষিগণে কহেন তখন,
“ ত্রিলোচন সীমন্তিনী, তোমাদের পদ ইনি
বন্দিছেন করুন ঈক্ষণ ” ॥ ৮৯ ॥

ইষ্টকাব্যে নিষ্ঠমতি অগ্নি অধিপতি-প্রতি
সংস্কার দিগ্বে মুনিগণ,
সাক্ষ্যে অক্ষয়যুক্ত, পার্শ্বতীরে প্রতি উক্ত
কহিছেন আশিষ-বচন ॥ ৯০ ॥

প্রণতি করিতে ভ্রংশ দলো-হেম অবতংস
নগেন্দ্র-নন্দিনী প্রতিমূলে,
নব্রমণী লজ্জাভরে, পার্শ্বতীরে সমাদরে
অক্লান্তী কোলে লন তুলে ॥ ৯১ ॥

গিরীজ-গেহিনী তবে, হ্রিতা-বিবহ হবে
ভাবি ভীতা, স্নেহে অশ্রুময়ী ;
সতিনীর নাহি ভয়, বর তাহে মৃত্যুঞ্জয় ;
শুণচয় ভাবি পুনঃ সখী ॥ ৯২ ॥

হরবন্ধ সেইকণে চীরবাস ঋষিগণে
জিজ্ঞাসেন হবে কার্য্য হবে,
পরিণতে দিনত্রয় হইবেক পরিণত,
এত বলি চলিলেন সবে ॥ ৯৩ ॥

মুনিগণ হিমালয়ে এইরূপ বলে কয়ে
উপনীত মহেশের পাশ,
“ সিদ্ধ তব প্রয়োজন,” করি এই নিবেদন
শিবে, তাজি উল্লাস আকাশে ॥ ৯৪ ॥

উমাসমাগম ভাবেতে বিষম চঞ্চল হইল মতি,
সেই তিন দল, অতি ক্রেশাধীন,

যাপিলেন পতপতি,
অর পরবশ অবশমানস, কিনা হয় অস্ত্র নরে ?
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কুশল বিগ্রহ এভাবে

পরশে হয়ে ॥ ৯৫ ॥

ইতি উমা-প্রদান নাম বর্ষসর্গ)

সপ্তম সর্গ ।

অনন্তর সিতপক্ষে, অচল ঈশ্বর,
সুভাগ্য যামিত্র-লগ্নে শিখি স্তম্ভকর,
সহিত কুটুম্বগণ-সুতার বিবাহ,
দীক্ষাবিধি, যথাবিধি করেন নির্বাহ ॥ ১ ॥

বিবাহ বিহিত যত আনন্দ মঙ্গলে,
গৃহে গৃহে ব্যস্ত পুর-পুরকু মঙ্গলে,—
হিমালয়-অন্তরাণে হেন ব্যবহার,
অন্তঃপুং সহ যেন এক পরিবার ॥ ২ ॥

মন্দারকুসুমের রাজপথ বিখচিত,
চীনের শাটিনে যত নিশান রচিত,
কাঞ্চন ভোরণগণ বিশেষে বিভাস,
বর্গসম গিরিপুরী পাইল প্রকাশ ॥ ৩ ॥

থাকিতে অনেক পুত্র আর কন্যাগণ,
এক উমা, পূর্জাত যেন হারাণন,
নির্কটে বিবাহ তার, যাবে পর ঘরে,
মাতাপিতা-প্রাণসম হলো তার ঘরে ॥ ৪ ॥

জনাভাত, অশীর্ষাদ করিয়া উমার,
কোলে লয়ে সাজাইয়ে দিল অলঙ্কারে;
গোত্রের গোত্রজগণে, থাকিতে সন্তান,
উমাত্র লইলেন ঘেহের নিধান ॥ ৫ ॥

তৃতীয় মুহূর্তে তার করিলে প্রবেশ,
উত্তর ফাল্গুনীগ্রহে ঘাইলে বিশেষ,
কুটুম্বকামিনী যত কুটুম্বনিগণ
করিতে লাগিল উমাদেহ-পদাধন ॥ ৬ ॥

* পরিত ।

+ পতি পুত্রবতী স্ত্রী । বিবাহাদি কর্ত্তে বিধবা এবং
ব্যাগণের সংসর্গতা এইকালেও দুঃখগণ ।

দুর্দাদল সহ রাজী-রাজী নিরাজিত,
হেন চেণী উমাদেহে করিল সজ্জিত,
সকল শরীরে সজ্জা শেষ হলে পর,
শৈলাসুতা করাব্দে বসিলেন শর ॥ ৭ ॥

বিবাহ বিহিত সেই সুশোভন শরে,
হইল অপূর্ব শোভা পার্শ্বতীর করে,—
যেরূপ অমিত পক্ষ হইল অজর,
দিনকর-করে সন্দীপিত-সুধাকর ॥ ৮ ॥

লে প্রচণ্ডে তেল উঠাইয়া কলেবরে,
ঈশ্বর নীলস কাশ্যগুরু দিও পরে;
অভিনেক উপায়ক বাস পরাইয়া,
চতুর্দশে দেবতারে বসাইল নিমা ॥ ৯ ॥

মরকত-শিখায় সেট মান-যশে,
শিখারে মুক্তা-রত্নাকার-শোভা করে,
কনক কলসী তুলে মাইয়া শিরে,
শুভ বাজনারে নাহাইল পার্শ্বতীরে ॥ ১০ ॥

সুমঙ্গলমানে সুপবিত্র কলেবরা,
বিতর-বিহিত চাক্র শুভদাসধরা,
নিরাদিত নীলধর-নীল-গাহ-কাশে,
বিনদ বিভায় যথা বহুশা বিকাশে ॥ ১১ ॥

মণিময় স্তম্ভচারি, তাহার উপরে,
চিকণিয়া চন্দ্রাঙ্গ চক্ মক্ করে,
এ হেন মণ্ডপমধ্যে বিচিহ্ন আসনে,
উমা কোলে করি নিল পত্রিতাগণে ॥ ১২ ॥

পূর্ণমুখী করি তারে বসাইয়ে পরে,
পূর্ণভাগে উপনিষ্ট পূর্ণানিবরে,
আভাবিক শোভা হেরি অঞ্চল নয়ন,
প্রসাদনে বিলস করিল চিত্তকণ ॥ ১৩ ॥

পূণ্যযোগে আদ্যার উপায়ে বিশেষে,
কুসুম কলিত তাঁর কমলায় কেশে,
দুর্দাদল যুক মধু পুষ্প-মালিকায়,
অপরূপ সাজাইল গিরি-বাণিকায় ॥ ১৪ ॥

গৌরী-গৌর দেহ মাজি অশুরুচন্দন,
গৌরচনা পত্রাবলী করিল দিখন,—
শোভায় হারায় যত সুরত-রঙ্গিণী,
রথাজ পুদিনযুক্তা সুর-ভরঙ্গিণী ॥ ১৫ ॥

কি আর উপমা দিব, নাহিক উপমা,
মেঘলেখা সহ যথা চমকে চন্দ্রমা,
কিবা কমলেতে লগ্ন মত্ত মধুলোভা,
জিনিয়া অলকাযুক্তা উমানুখ-শোভা ॥ ১৬ ॥

লোভে সুরঞ্জিত চাকু কপাল-ফলক,
তাহে গৌরচনা-চিত্র দিতেছে ঝলক,
তাহে কাচে শ্রুতিপুটে যবের অঙ্কুর,
আধি-আবরণে শোভা বিশেষ চতুর ॥ ১৭ ॥

সিক্ত সিক্তে নিরমল অধরোষ্ঠ রাঙে,
বিলেখিত রেখা চাকু তাহাদের মাজে,
কি আর বর্ণিব শোভা, বাস বাস ক্ষুরে,
হবে বলি সেলাবণ্য সকল অদূরে ॥ ১৮ ॥

অলক্ত-রঞ্জন করি আরক্ত চরণে,
আশীর্বাদ করে সখী রহসাবসনে,—
“ইথে প্রহারিও পতি-শির-শশিকলা,”
তনি তার ফুল-হারে প্রহারে বিমলা ॥ ১৯ ॥

স্বজাত উৎপলদল স্নানর-নয়নে
নিরখি নিরখি সখী শোভে কালাঞ্জন,—
সে কেবল স্নমঙ্গল কার্যের আচারে,
নেত্রনিভা কজ্জলে কি বাড়াইতে পাবে ? ॥ ২০ ॥

আভরণ প্রসাধন সমাপন পরে
তল্লরাজী প্রভাপুঞ্জ পরকাশ করিবে,
কুসুমিত লতা, কিবা জ্যোতির্ময়ী নিশা,
অথবা বিহঙ্গযুক্ত তটিনী সদৃশা ॥ ২১ ॥

মুকুরেতে চাকুবেশে করি বিলোকন,
চকিত হৃগিত হলো উমার নয়ন,
চঞ্চল হইল চিত্ত হেরিতে মহেশ,—
পতি নিরখিলে, পিতৃ স্বামিনার বেশ ॥ ২২ ॥

মঙ্গলার মঙ্গলে যেনকা যথা হয়ে,
অঙ্গুলে হিঙ্গুল আর হরিতাল দিয়ে,
উন্নত করিয়ে কর্ণ ফুলযুক্ত মুখে,
বিবাহ-তিলক চাকু লিখিতেছে সুখে ॥ ২৩ ॥

উমান্তনোভেন* সহ বরু মনোরথ,
অত সেই মনোরথ প্রাপ্ত-শিক্তিপথ,
বিলোকিত নহে কিছু পলকাক্ষতরে—
কোন মতে ললাটে তিলক লিপি করে ॥ ২৪ ॥

আনন্দের অশ্রুধারা নয়নেতে ক্ষরে,
উর্ণাময় সূত্র রাগি বাঁধে স্থানান্তরে—
আনিয়া উমার ধাত্রী কোতুক অন্তরে
যথাস্থানে কোতুক* বান্ধিল তার পরে ॥ ২৫ ॥

যথা কেন্দুপুঞ্জ স্বীরোদের তীরে ভাতি,
শরৎ সময়ে যথা পূর্ণিমার রাতি,
সেইরূপ উমাদেহে নবপট্টবাস,
মুকুর-ফলকে প্রভা করিল প্রকাশ ॥ ২৬ ॥

উপদেশে স্ননিপণ মেনা পুণ্যবতী,
অনুমতি লয়ে তাঁর কল্যাণী পার্শ্বতী,
কুলদেবগণে পূজি, করিয়া প্রণতি,
ক্রমে ক্রমে বন্দিলেন যত সব সতী ॥ ২৭ ॥

প্রণতা পার্শ্বতী-প্রতি কহে সতীচয়,
“প্রাপ্ত হও অখণ্ডিত পতির প্রণয়”—
ত্রিগুণ আশীর্বাদ অতিক্রম করি,
পতি-অঙ্ক অঙ্গ উমা পরে লন হরি ॥ ২৮ ॥

আপন বিভব আর ইচ্ছা অনুসার
যথাবিধি কার্য্য সব করি হৃহিতার,
কৃতি আর সভা গিরি, বৃথগণে লয়ে,
বহিলেন বৃষধবজ-উদয় আশয়ে ॥ ২৯ ॥

* এতদ্বারা পূর্বকালে বরু হইবার পরে কস্তা-
দানের স্ননিয়ম ছিল, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে ।

বিবাহ-সূত্র :

সেইকালে অল্পরূপ, কৈলাস-সমাজ,
তইভেছে বিবাহ বিহিত-বর-নাথ,
সমাদরে মাতৃগণ* নানা আভরণ,
পূরশান্তা-পূরোভাগে করেন স্থাপন ॥ ৩০ ॥

মাতৃগণ গৌরবার্ষ কৈলাস-ঈশ্বর,
পুত্রিলা মাত্র সেই ভূষণিকর,
আঞ্জবেশে রহিলেন, অথচ সে বেশ,
অঙ্কভাবে লোক প্রীতি দেখান মহেশ ॥ ৩১ ॥

ভয়—ভাগবত—হলো সিত অঙ্গরাগ,
কপাল ক্রীট রূপে শোভে শিবোভাগ,
বোচনা অঙ্কিত পট্টিবৃত্ত পট্টবাস,
গজাঙ্কন সেই শোভা করিলে প্রকাশ ॥ ৩২ ॥

ললাটের মধ্যভাগে লোল বিলোচন,
বিমল পিঙ্গল তারা তাহাতে শোভন—
যথাস্থানে হরিতালে যেন সুরঞ্জিত—
হইয়াছে বিবাহের তিলক-লাঞ্জিত ॥ ৩৩ ॥

অঙ্গে অঙ্গে বলয়িত ভূঙ্গন-নিচয়,
মণিময় আভরণ-শোভা প্রকাশয়—
কেবল করিল নিজ বপু ভিন্নাকার,
স্বভাবতঃ কণাচয় মণির আধার ॥ ৩৪ ॥

হরিশিরে বালশশি-শোভা চমৎকার,
বল হেতু দৃষ্ট নহে কলঙ্ক তাহার,
দ্বিবসেও হয় যাহে দীপ্তি নিঃসরণ,
হেন চূড়ামণি সম্বন্ধে, অণ্ডে প্রয়োজন ? ॥ ৩৫ ॥

যিনি মাত্র সমুদয় অদ্ভুত-প্রভব,
যাহার প্রভাবে শ্রেষ্ঠ বেশের উদ্ভব,
অসী আরি ধরিলেক অল্পচরণ,
তাহে তিনি নিজ রূপ করেন ঈক্ষণ ৩৬ ॥

* ব্রাহ্মীচ বৈকুণ্ঠী চৈত্ৰী রৌদ্রী বারাহিকী তথা
কৌম্বিকীচৈব কৌমারি মাতুর সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥

মতান্তরে ইহাদিগের সংখ্যা অষ্ট-বিধ, যথা, ব্রাহ্মী,
মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈকুণ্ঠী, কৌমারি, কৌম্বিকী
অথবা চারুদ্রী এবং চর্তুকী ॥

ভক্তিভরে করে রূপ সংকুচিত কায়—
পরিসর পৃষ্ঠ ব্যাঘ্র-চর্ণাবৃত তায়—
নন্দীকরে ভর রাশি বনভবান্ন,
কৈলাস আরোহি যেন করেন গমন ॥ ৩৭ ॥

বাহনের গতি-ভঙ্গে কম্পি কুণ্ডলে,
শিবের পশ্চাতে যান মাতৃকা সকলে,—
লোহিত পরাগ মুখ ময়ূখমণ্ডল,
আকাশে ফুটিল কিবা অমল কমল ॥ ৩৮ ॥

পূরোভাগে মাতৃগণ-বহুক-বরণ,
যেন আগে আগে শোভে ক্ষণপ্রভাগ—
বলাকা-বলিত নব নীল কাদম্বিনী,
তাহাদের পাছে যান কালী কপালিনী ॥ ৩৯ ॥

মহেশের আগেভাগে চলে ভূতগণ,
বাজাইয়ে স্তম্ভল বিবিধ বাজন,—
রথোপরে উঠি বাণ দেবদলে কথ
সদাশিব-সেবনের এই ত সময় ॥ ৪০ ॥

বিষকারু-বিরচিত নব আতপত,
স্থধ্য আশি শিব-শিরে ধরে সেই ছত,
ঝুলিছে ঝালর তায় ঝল মল ছবী,
হর-উত্তমাস্ত্রে যথা পহিত জাহ্নবী ॥ ৪১ ॥

মূর্ত্তিমতী জাহ্নবা যমুনা হুইজনে
আগতোষে ভূবিচ্ছেন চাণুর বাজনে,
যদিও নাহিক আর রূপ ভলময়
মরাল আবলী দেয় যথা পরিচয় ॥ ৪২ ॥

দ্বাফাৎ বিবিধ আর শ্রীবৎস-লাঞ্জন
আশি তথা করিলেন বিজয় বাচন,—
হুতাশনে তেজ যথা বৃদ্ধি করে হবি,
মহিমা বাড়ান তাঁর ঈক্ষণ আর কবি ॥ ৪৩ ॥

তিনভাগে বিভাজিত একই আকার,
শুঙ্কলঘু ইথে কিবা সম্বন্ধ বিচার ?
কতু হর, কতু হরি, কতু কমলজ,
পবনপর তিনজন অল্পক আগেক ৪৪ ॥

আড়ম্বর পরিহারি, ইল্লে আগে লয়ে,
ধরিয়ে বিনীত বেশ লোকপালচয়ে,
নকীরে ইঙ্গিতে কহে স্ব স্ব অভিমত,
প্রদর্শিত পরে সবে প্রাজ্ঞলি প্রণত ॥ ৪৫ ॥

বিধি সম্ভাবিলা শিব শির-সঞ্চালনে,
বাক্য-যোগে সম্ভাষণ সরোজাক্ষ-সনে,
মূহহাস্য-যোগে শচীনাত্বে সম্ভাষণ,
অপর দেবতা প্রতি করি বিলোকন ॥ ৪৬ ॥

পুরোভাগে সপ্তঋষি-আদি তার পরে,
জয়শব্দে আশীর্বাদ করিলেন হরে,
মুহু হাসি কন শিব "এ বিবাহঘাণে,
তোমাদের বরণ করেছি আমি আগে" ॥ ৪৭ ॥

অগ্রে লয়ে বিবাহবহু—প্রবীণ বীণায়,
ত্রিপুর-বিজয় গীত গন্ধর্বেরা গায়,
স্বাস্ত বীর ভাস্ত নয় তমোগুণতরে,
চলিলেন চল্লচূড় নগেন্দ্র-নগরে ॥ ৪৮ ॥

চারুগতি রমবর অম্বর-উপরে,
কণক কিকিণী রিণি রিণি রব বরে,
ঘন ঘন নাড়ে শব্দ উত্থোত ঘনে,
যেন পঙ্ক লাগিয়াছে আড়লী-খননে ॥ ৪৯ ॥

পর্কভেদ-প্রপালিত, প্রাপা নহে পরে,
হেন পুরী যুগল পাইল ফণপরে,
কিবা হেমসুত্র হর-কটাক্ষ-পতন,
তাহাতে পড়িল গাঁথা গিরিনিরুতন ॥ ৫০ ॥

তার উপকণ্ঠে, ঘন নীলকণ্ঠদরে,
পুরবাসিগণ দেখে উপমুখ অন্তরে,
স্বশর চিহ্নিত শূন্তপথ পরিহারি,
নামিলেন ভবদেব ভূমির উপরি ॥ ৫১ ॥

হর আগমনে মনে হরষিত হয়ে,
অগ্রসর গিরিবর বন্ধুগণ লয়ে—
করিষ্বে আরোহিত সবে ঋক্মান,
কুম্মিত তরুময় কটক * সমান ॥ ৫২ ॥

দেবদল, আর যত গিরীজ বাঙ্কব,
পুর * প্রবেশিছে দূরে প্রচারিয়ে বব,
উল্লাসিত হইল ছইদলের মিলন—
সেতু-ভঞ্জে ছই পয়ঃ প্রবাহ যেমন ॥ ৫৩ ॥

ত্রিলোকের পূজ্য শিব করেন প্রণাম,
লজ্জিত হইল তাহে গিরি গুণগ্রাম ;
না জানিল তার পূর্বে স্বীয় শিরোদেশ
মহেশ-মহিমা অগ্রে প্রণত বিশেষ ॥ ৫৪ ॥

প্রীতি-ভরে প্রকুল্লিত বদনমণ্ডল,
জামাতার আগে আগে, চলে হিমাচল,
পণে-বাণীকার পথে আশুল ফ-প্রমাণ,
পুষ্প বরবিষে পুরে প্রবেশে ধামান ॥ ৫৫ ॥

সেইক্ষণে পুরাসনা যত মদালসা—
হর-দরশনে মনে ললিত লালসা,
পরিহারি অত কাঁচা-চেষ্টা সমুদয়,
প্রাসাদে প্রাসাদে গিয়ে হইল উদয় ॥ ৫৬ ॥

জালনায়া ক্রতপদে গমনে চঞ্চলা,
বিমুক্ত বন্ধন মালা, বিমুক্ত কুন্তলা—
বাধিতে বিনোদ বেণী নাহি অবকাশ,—
কোন ধনী দায় করে ধরি কেশশাশ ॥ ৫৭ ॥

* এই শ্লোক হইতে ৭০ শ্লোক পর্যন্ত পুরী অর্থাৎ নগর এবং তৎপরে অট্টালিকা বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের স্থানে যে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা আধুনিক নিয়মে নগর এবং প্রাসাদাদি নির্মাণ করিতে শিক্ষা করেন নাই এতদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। কেহ কেহ কহেন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে বাটী বিভক্ত করিতে জানিতেন না, মুসলমানদিগের নিকটে ইহা শিক্ষা করেন, একথা অমূলক।

+ জাল শব্দে জান্নাকে বুঝায়, অন্তপুরের জান্না পূর্বকালে কি ইয়ুরোপে কি আসিয়াথওয়ার সমস্ত জাতিদিগের মধ্যে ধাতু, কাষ্ঠ, প্রস্তর, অথবা ইষ্টকে বিরচিত জালদ্বারা আরত হইত এই জালই জালশব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। জান্না শব্দ বোধ হয় জাল-শব্দের অপভ্রংশ।

প্রসাধিকা কারো পদে আলতা পরায়,
রঞ্জন না হতে শেষ টেনে নিষ্ক্রে তায়,
মঙ্গলতি তাক্ষি, বেগে বাতায়নে চলে,
ভূপদ্রব-বাগে দাগে গৃহতলে ॥ ৫৮ ॥

অপরা দক্ষিণেন্ত্রে-রঞ্জিয়ে অঞ্জল,
সে বাগে বঞ্চিত করি বাম বিলোচন,
রঞ্জনের তুলী করে ক্রিয়া ধারণ,
বাতায়ন সন্নিধানে করিল গমন ॥ ৫৯ ॥

জালাত্তরে অগ্না করে কটাক্ষ-চালনা,
চঞ্চল গমন ভরে চলিতে চলনা,
নৌষি-স্থানে করে ধরি রাখিতেছে বাস,
নাভি মধ্যে কঙ্কণের প্রতিভা-প্রকাশ ॥ ৬০ ॥

অরু গাঁথা না হইতে রতন-রসনা,
উঠিয়ে ধাইল ছুটে ফোন বরাননা—
দায় পায় মলিনমুক্তা যেতেছে পড়িয়ে—
বহিল গাঁধন-সুতা অঙ্গুষ্ঠে জড়িয়ে ॥ ৬১ ॥

সীমুগর-স্বরভিত সে মুখনিবর,
ধন কোমলযুক্ত নগ্নন-দ্রবর,
বাতায়ন-অধিতনে স্থান নাহি আর,
হইল সহস্রদল-কমল-আধার ॥ ৬২ ॥

হেনকালে রাজপথ-প্রাপ্ত ত্রিলোচন,
পুঞ্জ পুঞ্জ পতাকায ভূষিতে তোরণ,
দিবাদীপ চূড়াচয়, প্রাসাদ-উপরে,
আরো দীপ্ত হলো হরশির-শাশিকরে ॥ ৬৩ ॥

অন্ত বস্ত্র জ্ঞান-বিরহিত বামাগণে
সেই মাত্র রূপ পান করিছে নয়নে,
সকল ইন্দ্রিয় যেন একত্র হইয়ে,
প্রবেশিল তাহাদের নয়নেতে গিয়ে ॥ ৬৪ ॥

কহে “ধন্ত ধন্ত কোমলাঙ্গী অপর্ণাবে,
স্থান বুঝি রত ঘোর তপস্যা আচারে,—
যে হরের দাসী হলে সার্থক জীবন,
সে হরের অঙ্কে তবে ইষ্টাব শমন ॥ ৬৫ ॥

“স্পৃহণীয় এই ছই রূপের আকর,
সদি না করিত বিবিধরূপ পরস্পর,
তবে এ উভয় রূপ বিধান কারণ
কিঙ্গ ইহিত সব বিনিয় যতন ॥ ৬৬ ॥

কে বলে হরের কোণে দহিল মদন ?
এ আকর কোপোদয় না হয় কখন,—
রূপ নিরপিয়ে সজ্জাবশে কলশর,
আপনা আপনি তাজিয়াছে কলেবর ॥ ৬৭ ॥

শুনিলো সজনি আকি একি ভাগ্যোদয়,
মহীধর-মনোরথ সিদ্ধ সমুদয়,
কতই উন্নতি, শিরে ধরনী ধরিয়া,
উন্নতির শেষ, হরে জামাই করিয়া ॥ ৬৮ ॥

এইরূপ গিতি-পুরাঙ্গণাগণ-যুগে,
শ্রুতি-স্মরণীয় কথা শুনি, শিব স্নেহে,
কেয়ূরচূর্ণিত লাজে সমাকীর্ণ দেশে,
হিমালয় নিলয়েতে করিলা প্রবেশ ॥ ৬৯ ॥

শারদ-নীরদগুপ্ত ঘৃণ পরিহারি,
হরি-কর ধরি অবতীর্ণ যেন হরি*
অগ্রে প্রবেশিলে পরে সরোজ-আসন,
প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যান দেব ত্রিলোচন ॥ ৭০ ॥

পরে ইল্ডে আগে লয়ে দেবতাসকল,
সপ্ত ধাবিপূরী যান মহামুনিদল,
তার পরে শিঃগণ গুরি-গৃহে গত,
শুভকর্ম-পরে পরমার্থ-পুঞ্জ-মত ॥ ৭১ ॥

যথা বিধি মহেশ করিলে অধিষ্ঠান,
বস্ত্রযুক্ত অর্ঘ্য গিরি কবেন প্রদান,
মুগুপক আর নব হকুল বসন
মন্ত্রপুত পরে হর করেন গ্রহণ ॥ ৭২ ॥

চেলী পরাইয়ে, পুরচারী সুবিনিত,
বধু-সন্নিধানে বরে করিল বিনীত,—
ক্ষুট ফেনবাণিজ্যক সমুদ্র সমান
নব শশি-করে গত বেলা সন্নিধান ॥ ৭৩ ॥

সমুজ্জ্বল কাঙ্ক্ষিত উমাচন্দ্রানন,
প্রফুল্ল করিল তর-কুমুদনয়ন,—
নিরমল জলপ্রায় প্রসন্ন হৃদয়
উমা-আবির্ভাবে যেন শরদ উদয় ॥ ৭৪ ॥

পরস্পর দরশনে স্নেহাতর চিত,
বাসনা প্রবল কিন্তু চপল চকিত,
ক্ষণে স্থির হয় ক্ষণে বহিতে না পারি,
লজ্জাভরে অমনি মুদিত চক্ষু চারি ॥ ৭৫ ॥

হর-ডরে স্মর আর প্রকাশিতে নায়ে,
উমার শরীরে রহে প্রচ্ছন্ন আকারে,
আরক্ত অঙ্গুলে তাঁর কঙ্কর সঞ্চরে
গিরিদন্ত কর হর ধরেন স্বকরে ॥ ৭৬ ॥

উমাধেহে রোমাবলী শীহরিল রসে,
শিবের অঙ্গুলী পির সে সুখপরশে,—
অতনুর আবির্ভাব সমান বিভাগে
বধু আর বরে বিভাজিত অহুরাগে ॥ ৭৭ ॥

অন্ত বরবধুগণ-বিবাহ-সময়
যাহাদের উদয়েতে শোভার উদয়,
সেই শিব শিবা, বর বধু বেশধারী.
হেন শোভা মনোলোভা বর্ণিতে কি পারি ? ॥ ৭৮ ॥

প্রজ্জ্বলিত হতাশন সমুত্ত জালে
কিবা বিভা, বরবধু-প্রদক্ষিণকালে,—
দিবা বিভাবরী ঘেন সংমিলিত কাষ
স্বমেক বেটন করি ঘুরে ঘুরে যায় ॥ ৭৯ ॥

নিম্নলিত আখি, পরশন সুখভরে,
তিনবার পতিপত্নী প্রদক্ষিণ-পরে,
পুরোহিত-হিত উমা, জলিত জ্বলনে
লাজাঞ্জলি বিমোচন করেন সেক্ষণে ॥ ৮০ ॥

গুরু-উপদেশে গোবরী, গন্ধে বিমোহন
লাজাঞ্জলি-ধূম, মুখে করেন গ্রহণ,—
শিখা বিসর্পিয়ে তাঁর কপোলফলকে
কর্ণ-ইন্দ্রীবর-শোভা অর্পিল পলকে ॥ ৮১ ॥

বিবাহ-বিহিত সেই সমাকুলে
যবাকুর কপূর্ণর ম্লান ঋতিমূলে,
আঁখি হতে বিগলিত দলিত অঞ্জলি
অরুণ আশ্রিত গত্ত করিল রঞ্জন ॥ ৮২ ॥

পুরোহিত কন, “কহে করগো শ্রবণ,
তব বিবাহের সাক্ষী এই হতাশন,
অতএব তর্জাসহ, না করি বিচার,
করিবে গো যথাবৎ ধর্মের আচার” ॥ ৮৩ ॥

অপাঙ্গ-সমীপবর্তী শ্রবণে ভবানী
গ্রহণ করেন সেই পুরোধার বাণী—
নিদাঘের তাপে তপ্ত যথা বহুধরা
প্রথম পয়োদ-জলে স্নিগ্ধ কলেবরা ॥ ৮৪ ॥

নিত্য পতি নীলকণ্ঠ, প্রিয়দরশন,
কহিলেন “ক্রবতারা কর বিলোকন—
মুখতুলে লজ্জাভরে ক্ষীণকরে তারা
কোনমতে কহিলেন “দেখিলাম তারা” ॥ ৮৫ ॥

বিধি-বিজ্ঞ পুরোহিত বিধি সমাশ্রিয়া
সমাপ্ত করিলে পবে পরিণয়-ক্রিয়া,
প্রজাপুরুষ-মাতাপিতা, উমা, উমাপতি
পদ্মান-স্থিত পিতামহে করে নতি ॥ ৮৬ ॥

বধুশ্রুতি আশীর্বাদ করেন বিধাতা,
হওমা কল্যাণি, বীর সন্তানের মাতা
যদিও বিধাতা হন বাক্যের ঈশ্বর
হয়-আশীর্বাদে তাঁর না সরিল স্বর ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর বধু বর বাসি সিংহাসনে—
ইচ্ছনীয় লোকাচার-পালন-কারণে—
কুসুম খচিত চতুঃপদ বেদী-পরে
রোপণ করেন দ্রব বর লয়ে করে ॥ ৮৮ ॥

আয়ত মৃণাল দণ্ড, দল-অন্তরালে
সুশোভিত নিকর শীকর মুক্তামালে,
হেন শতপত্র-আতপত্র বরে করি
কমলা ধরিলা বর বধু শিরোপারি ॥ ৮৯ ॥

সংস্কৃত পুত্ৰ বরে, সংস্কৃত বাণী :
বিধিমতে বিনাইছা তুছিছেন বাণী,
বধুব মধুর ভাবে মধু রসাপ্রিত
প্রকৃতি-জলন্ত কথা কছেন প্রাকৃত ॥ ১০ ॥

বিকলিত প্রতিময় চারু অঙ্গ-ভঙ্গে,
রসাত্তরে রাগান্তর বাধিয়ে হরঙ্গে,
অঙ্গরে দেখায় আত্ম লীলার চটক,
দেখেন দম্পতি দিব্য নাটিকা নাটক ॥ ১১ ॥

তার পরে, পরিণীত-শিব পদতলে,
কিরীটে বাধিয়ে বস্ত্র পড়ে দেবদলে,
কহে “ প্রভো ! পুন তহু ভিলা মদন
নাগ-অবসান, সেবা করুন গ্রহণ ” ॥ ১২ ॥

রোষান্তে প্রশান্ত স্বাস্থ্য হইলেন ভব,
যনোভব-পরিক্রিয়া কৃত-অনুভব,—
যে জন যথার্থ হয় কারোতে কুশল •
কাল বুঝে প্রভুরে জানায়ে লভে ফল ॥ ১৩ ॥

বাবশ্ব বিবুদগণ
পরিহারি, ত্রিলোচন
লেন করে আর গিরিতলুজারে,
কনক কলস চিত,
ফুলগারে বিগচিত,
ক্ষতি বিরচিত শয্যা কোতুক-স্বাগারে ॥ ১৪ ॥

নব পরিবেষ্ট অঙ্গনা
ভূষণে সূন্দর সজ্জা
হর আকর্ষণে মুগ ফিঙ্গান পাক্তী ।
শয়ন-সখীরে তথা
কথাকিৎ কন কথা,
প্রমথের মুগ-ভঙ্গে গুঢ় হাসবতী ॥ ১৫ ॥

ইতি উল্লাপরিণয় নাম সপ্তম সর্গ ।

পরিশিষ্ট ।

— * —

সম্ভাবনাম ।

মগধ-শেখরে কভু বিহার করেন প্রভু,
যেখানেতে চন্দ্রেন্দ্র বন-
লবঙ্গ কেশর সহ কাঁপাইয়ে গন্ধবহ
বৃত্তিখোদ করয়ে-হরণ ॥ ৩৫ ॥

কনক কমল ঘাঘ পাড়িত পার্শ্বতী-কাষ,
কবুজলে বিধিত লোচন,
নামিলেন নদীর জলে, কটি ধেরি মীনদলে
করে পুন মেখলাপচর ॥ ৩৬ ॥

সুববধ স্পৃহাযুক্ত সমীক্ষণ পরিভ্রুত,
নন্দনকাননে পঞ্চানন,
শচীর অলকোচিত পারিজাতে বিখচিত,
উমায়ে করেন অনুক্ষণ ॥ ৩৭ ॥

স্বর্গ আর ধরাভূত দুই স্থখ অমুভূত,
করি শিব প্রেমসীর সনে,
দিনকর খব কর আলোহিত হলে পর,
যান গন্ধমাদন-কাননে ॥ ৩৮ ॥

পার্কীতীর সবাকর বাম করে ধরি হর,
বসি হেঁগময় শিলাতলে,
খদোষেতে স্নিগ্ধত্ব নিরখিয়ে প্রভাকর,
বনিতারে কন সেই স্থলে ॥ ৩৯ ॥

“আরক্ত অপাঙ্গবর তব নেজে দিনকর,
পদ্মকান্তি করিয়ে স্থাপন,
দিবসে সংহার করে, পাতি যথা যুগান্তরে,
অপ্তরে করেন হরণ ॥ ৩০ ॥

“অস্তমিত দিনকর করে শোভে মনোহর,
তব পিতৃ-পূর্বত-নিষ্পন্ন,
ইন্দ্রধনু শোভাচয় করিয়াছে পরাজয়,
অই দেব শীকরনিকর ॥ ৩১ ॥

“চক্রবাক চক্রবাকী, মুখেতে যুগল-বাকী,
প্রাণভঙ্গ প্রিয়-অভিমুখে,
সত্তোবরে দীরে দীরে, ক্রমে গেল দূর নীচে,
বিকতে বিলাপ করি ছাখে ॥ ৩২ ॥

“শল্লকীতকর ক্ষীর গন্ধে সুবাসিত নীর,
তাহে অগৌরব সযোদ্ধ,
সারা দিবসের পক্ষে, সেই নীরপান তরে,
চলিয়াছে মাতঙ্গ সমূহ ॥ ৩৩ ॥

“অই দেখে প্রাণ প্রিয়ে, পশ্চিম দিগন্তে গিয়ে,
অন্তগত ভান্ন মহোদধ,
দীর্ঘ প্রতিবিশ্বকূলে কেমন সরসীজলে,
রচিতেছে সেতু স্বর্ণময় ॥ ৩৪ ॥

“দীঘল দশমধর অবিদ্যা বরাহবর,
দন্তে ভাঙ্গি বিস বিসময়,
প্রগাঢ় পঙ্কতে যত তাপ করি অপগত,
উঠিতেছে ত্যজি হৃদচয় ॥ ৩৫ ॥

হের অই তরুণর স্বর্ণ বর্ণ পুচ্ছপর বসিয়াছে,

শিগি রূপরাশি,

দিবা অবসানকালে দিনকর-করজালে,

সেই কি ফেলিল সব গ্রাসি ? ॥ ৩৬ ॥

“ভামুর কিরণ জল পবিগতে নভোহল,

কিছু শুক সরসীর প্রায়,

পূর্কদিগে তমোরাশি ক্রমে সঞ্চারিল আসি,

যেন পক্ষ সম দেগা যায় ॥ ৩৭ ॥

“উটজ-অঙ্গনে চলি যেতেছে কুরঙ্গাবলী,

তরুপুঞ্জ-মূল সিক্ত জলে,

আসে যজ্ঞধেমুগণ, প্রোজ্জ্বলিত হতাশন,

কিবা শোভা আগ্রমসকলে ! ॥ ৩৮ ॥

“বিহারেছে সরসাজ, বন্ধকরি কোব নিজ,

ক্ষণদার আগমন-ক্ষণে,

তথাপিও কিছু স্থান, ভ্রমরে করিতে দান,

রাখিতেছে প্রীতিকুল মনে ॥ ৩৯ ॥

“ক্রমে হয় ক্ষণহবি, আলোহিত তাহে রবি,

প্রতীচির কি শোভা সে কালে,

যেন কোন নববালা, চাক্র বাজুলীয় মালা,

সকেশর পরিয়াছে ভালে ॥ ৪০ ॥

“ছবয়-সকল তাহে মিলাইয়ে সামগানে,

সহস্রেক বন্দনার সনে,

কিরণোঞ্চ-পায়িকগণ করিছেন সংস্তবন,

অগ্নি-গতাভামুর কিরণে ॥ ৪১ ॥

“আনত কন্ধরধর, যুগে নমিত কেশর,

চামরেতে বিস্ত্রিত নখন,

হেন হয় চয় সহ সমুদ্রে ডুবায়ে অহ,

অস্তমিত হইল তপন ॥ ৪২ ॥

“তীর তেজ হলে লুপ্ত আকাশ যেমন হুপ্ত,

মহৎ তেজের এই গতি—

যবে থাকে দীপ্তিমান করে তবে দীপ্তিদান,

কবে করে ক্ষয়ের সঙ্গতি ॥ ৪৩ ॥

“দিবসপতির গতি অনুগতা সন্ধ্যাসতী,

অস্তাচলে সমর্পিয়ে অঙ্গ,

পূর্বে পূর্বাচলে তাঁর স্থানে প্রাপ্ত পূরকার

আপদেও না ছাড়িল সজ ॥ ৪৪ ॥

“রক্ত পীত কৃষ্ণ রাগে, অই দেখ পুরোভাগে,

কত শত নীরদনিকর,

তাহে যেন সন্ধ্যাসতী নানাবিধ বর্ণবতী,

তুলিকায চিত্রকলেবর ॥ ৪৫ ॥

“দেখ প্রিয়ে ! সন্ধ্যাতেজে অল সমান সেকে,

ভাতি ভাতি কি শোভা সে পায়,—

কোথা সিংহজ্ঞা সম, কোথা বাতু-শৈলোপম,

মঞ্জরিত বিটপী কোথায় ॥ ৪৬ ॥

“পদ অগ্রে রাখি ভর, পাবনাধুনান-পর,

বিধিবিজ্ঞ তপোধনগণ,

লোকালয় অভ্যন্তরে, জাপছেন ভক্তিভরে,

ব্রহ্মমন্ত্র সিদ্ধির কারণ ॥ ৪৭ ॥

“এই হেতু মম প্রতি, দেহ প্রিয়ে অহমতি,

মুহূর্ত্তেক প্রস্তুত কারণে,

বিনোদিনী সখিসব বিনোদচতুরা তন,

বিনোদবে তোমারে সেক্ষণে” ॥ ৪৮ ॥

তা শুনি শৈলেন্দ্রশ্রুতা পতি-প্রতি কোপযুতা,

বন্ধি করিয়া বিশ্বাধর,

সনিহিত সহচরী বিজয়াবে লক্ষ্য করি,

বুধালাপে হইয়া তৎপর ॥ ৪৯ ॥

সায়াজের সমুচিত মন্ত্রজপ সুবিহিত,

সমাপন করি ত্রিলোচন,

মানে মৌনী গিরিজার কাছে আসি পুনর্বার,

মুহূর্ত্তাসি, কহেন বচন ॥ ৫০ ॥

* বাণিথিনা প্রভৃতি মহর্ষিগণ ।

† অগ্নিহোতৃত্যঃ সাং প্রবিশতীতি প্রত্যঃ । সূর্য্য

অন্তগত হইলে আপন তেজ অগ্নি-র গর্ভা যান,

সেক্ষণ অগ্নিতেই সাং সন্ধ্যাবন্দনাদি করা যায়

“অকারণ মানময়ি ! পরিহৃত মান ময়ি,
সন্ধ্যায় বসিহু অত্রে নয়;
জাননা কি মধুম্নন সহধর্ম-
চক্রবাক-সমবৃত্তি হয় ॥

পূর্বের ধাতা মহাশয়, গমিয়া পিতৃচয়,
তাঁহিলেন যেই কং বর,
ছুই সন্ধ্যা সেই তহু পূজনীয় হে হুত্ব !
তাঁই যম ইহাতে আদর ॥ ৫২ ॥

“দেখ অই সন্ধ্যাসতী তিমিরে কাতরা অতি,
ভূমিলগ্ন-সম দেখা যায়,
কিয়া তমাসের বন, একতটে হুশোভন,
ধাতু-দ্রব তটিনীর-প্রায় ॥ ৫৩ ॥

* তাহাই ভবিষ্যপূরণে “পিতামহঃ পিতৃন্ সৃষ্টা
মুষ্টিং তামৃৎসসজ্জহ। সা প্রাতঃ সায়নগতা
সন্ধ্যাক্রপেণ পূজ্যতে” “অপিচ ব্রহ্মা, ভিন্ন ভিন্ন মুষ্টি
ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। অমর-
দিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়া যে তমুত্যাগ করিয়াছিলেন,
তাঁহাই রাত্রি; যেহেতু সেই তমু অন্ধকারের মূলপত্র।
দেবগণের সৃষ্টি পরে যে মুষ্টিত্যাগ করেন তাহাই
দিবা। অপর পিতৃদিগকে সৃষ্টি করিয়া যে শরীর
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা সায়নসন্ধ্যা, এবং মীনব
সৃষ্টির পরে যে কলোবর ত্যাগিয়াছিলেন তাহাই প্রাতঃ-
সন্ধ্যা। বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাধ্যায়। অপরন্তু ভাগবত
পুরাণের তৃতীয়াধ্যায়ে সায়নসন্ধ্যার এইরূপ মনোহর
মুষ্টি বর্ণিত আছে।

“তাঃ কণকরণাভোজাঃ মদবিহ্বললোচনাম্।
কাঞ্চী কলাপ বিলসদ্ কুলচ্ছন্ন রোধনম্ ॥
অভোক্তালেবরোজজ্জ নিরন্তর পয়োধরাম্।
হুনাশাঃ সুজিহাঃ বিন্ধ্যহাস লীলাবলোবনাম্।
গৃহজীং ব্রীড়রাজানাং নীলালক বক্রখিবীম্”
অন্তর্গ। চরণরাজীবরাজে, মধুর মঞ্জীর বাজে,
মদতরে বিহ্বল লোচনা।
হৃদিকণ চীন শাচী, কটকটতে পরিপাচী,
বর্গচন্দ্রহারে হুশোভনা ॥
আলিঙ্গিত পরম্পর, কিবা ছুই পরোম্পর,
নয়নত বিহীন-অনন্তর।

“প্রহোষের অকৃত্রিম শেন বেজে আলোহিত
প্রতীচিব শোভা চমৎকর—

যেন রণভূমিভাগে টেড়াভাবে তাগ তাগে,
ব্রিক্তমাথা গর ভরবার ॥ ৫৪ ॥

“দিবা আশ্বা মিনিমীর সন্ধিভাত যে মিহির
নিওড়িলে স্তমেকশিখরে,
দেখ হে বিশালনেত্রে ! অকৃত্রিমঃ কণ্ঠক্ষেত্রে
অনর্গল বিজ্জ্বল করে ॥ ৫৫ ॥

“কোলাহল না দুই চলে কি উর্জ কি অধোস্থলে,
কিবা পার্শ্বে কিবা আগে, পাছে,
যেন গন্তবাস-দুশা তিমিরে আচ্ছন্ন নিশা
একবাসে বিন বেড়িয়াছে ॥ ৫৬ ॥

“কি বিমল, কি গানল, কি অদল, কি সচল,
কি সন্ধিম, কি সন্ধ্যা প্রতী,

হতাত্তর অন্ধকার পরে ভাব একাকার—
ধিক, দিক্ হুটের উত্ততি ! ॥ ৫৭ ॥

“শিত-সরোরুহাননি ! প্রকাশিল নিশামণি
হরিবারে নিশায় তিমিত,
দিগঙ্গনা মুখে ভায় আবৃত্তি-প্রতিভায়
কেতকী-পর্যাপ্ত হুকচিৎ ॥ ৫৮ ॥

মন্দরের অন্তরালে থাকি শশী তারাজালে
বিভূষিতা নিশায় নেহায়ে,
তোমাতে সঙ্গিনী যেদি বহিলে ঘেরুণ হেতি,
পাছে থেকে কথা শুনিবারে ॥ ৫৯ ॥

“পূর্ব দিগঙ্গনী প্রিয়ে ! প্রথমেতে সূচ্যংয়ে,
মুখচন্দ্রিকায় হাসি হাসি,
সারী দিন রুদ্ধগতি চন্দ্রমারে এবে সঙ্কট,
নিশাদেশে দ্রুতহে প্রকাশি ॥ ৬০ ॥

চাকনাস! হৃদশনা, সুহৃদান্তে বরাননা,
উরসিত কটাক-হৃদয়।
কি শোভা ললিতপাশে, চাঁচর চিকুপাশে,
হৃনিবিড় নীল নিভাধর।
অবদনা লজ্জাভরে, ঐকল লইয়া করে,
এপিভেছে মুখস্থধাকর

পক পিয়ঙ্গুর প্রায়, প্রকাশিত প্রতিভায়,
নভোহুগ আর সরোবরে,

বিশ্বযোগ সুধাকর, দূর তেতু সুকাতর
বখাঙ্গদম্পতি ভাবধরে ॥ ৬০ ॥

“ নধরাগ্রে নিশাকর কাটিয়া আপন কর,
যেন সুকুমার যবাকর

অই দেখ নবোদয়ে, তোমার অবগদয়ে,
বচিয়া দিতেছে কর্ণপূব ॥ ৬১ ॥

“তিমির চিকুরে শশা কবুজলে পরি বসি,
চুপিতেছে ভিষ্মবরীষে,

মুগ্ধ হয়ে সেই পদে পদিক্রমে তাম্রমে,
যামিনী মুদিত্তে মনোহরে ॥ ৬২ ॥

“ নিবিড় তিমির নব ইন্দুকরে ভগ্নসর,
তাহে কিবা শোভে নভস্তর—

মানস-সরসী জলে নামি যেন হৃদিদলে,
স্বচ্ছ বারি করিল সমল ॥ ৬৩ ॥

“ অই দেখ কুশোদরি ! কুশাব পরিহরি,
চন্দ্র ধরে বিস্তর মণ্ডল,—

বয়সের বোঝাধীন বিকার কি চিরদিন,
থাকে যার স্বভাব নির্মল ॥ ৬৪ ॥

উপরেতে শশিকর অবস্থিত হলে পর,
নিয়গামী হলো নিশাকর,

বেধসের সন্নিধানে শুণ দোষ যথাহানে,
গত হয় নিজ আত্মাসম ॥ ৬৫ ॥

“ চন্দ্রকান্ত মগিচয় চন্দ্রকরে দ্রব হয়,
অসময়ে গিরি সেই জলে,

শিখিগণে জাগাইল, যাহারা পুমায়ে ছিল,
সালুস্থিত বিটপীর দলে ॥ ৬৬ ॥

নিরুপম, হে সুন্দরি ! দেখ করুণাক্ষণি,
প্রক্ষুব্ধ হয়ে সুধাকর,

যেন কর-দ্বারা তার গণনা করিতে হার,
কুতূহলে হইল তৎপর ॥ ৬৭ ॥

“ সুবন্ধুর কলেবর ধরে এই গিরিবর,
দিতেছে তাহাতে কত রঙ্গ—

সমিতির চন্দ্রকর যেরূপ বিভূতিধর
শিচিহ্নিত মাতাল মাতঙ্গ ॥ ৬৮ ॥

“ ঘোরতর ভয়াভরে কুমুদিনী পান করে
চন্দ্রপ্রভা রস অতিশয়,

সহিতে না পারিবার, ফাটিল উদর তার,
শুভ্রে তাতে ভ্রমরনিচয় ॥ ৬৯ ॥

দেখ দেখ মানময়ি, বজ্রতরুপরে অই,
চন্দ্রিয়ার কি রূপ সংশয় ?

যেন সমীক্ষণ বয় তাহাতে চঞ্চল হয়,
অতিকণ বসননিচয় ॥ ৭০ ॥

“ পতিত কুম্ভাকার শশিকর সুকুমার
শুভ্রে ভেদি দিতেছে বলক,

অঙ্গুলি উঠায়ে প্রিয়ে তরু যেন বিনাইয়ে
দিতেছে হে তোমায় অলক ॥ ৭১ ॥

“ দেখ প্রিয়ে অই তারা, নবধু-সম ধারক,
নব সঙ্গমেতে ভীতা অতি,

প্রকম্পিত কলেবরা, চঞ্চল মণ্ডলধরা,
যায় যথা বর দ্বিজপতি ॥ ৭২ ॥

“ ধরি জ্যোৎস্না প্রতিমুখি তব গণ্ড পায় কুর্জি,
পাকা শর-আভা-আকর্ষণে,

দেখ দেখ তরুণর আরোহিল চন্দ্রকর,
অহে চন্দ্র-নিহিত-নয়নে ॥ ৭৩ ॥

“ রক্ত সুর্য্যকান্ত-মণি পাণ্ড্রে দেখ সুবদনি,
কল্পতরু-মধু পরকাশে,

গন্ধমাদনের বন বাসিনী দেবভাগণ
আসিয়াছে তোমার সক্তাশে ॥ ৭৪ ॥

“ কেশর কুম্ভম দ্রব সুরভিত মুখ তব,
স্বভাবঃ আকৃত নয়ন,

তাহাতে পাইয়ে স্থান, কত শুণ বুদ্ধমান
করিবে হে মদিরা এখন ? ॥ ৭৫ ॥

* * * * *



আখ্যান বিশেষ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ

বিবিধ চন্দ্রোবক্ষে নিরচিত ।



ভূমিকা।



রাজকল্যাণ অত্রোদয় বচনঃ পরঃ হইল
আমি উৎকলদেশে এসে পৌঁছিয়া। আমি
প্রথমে আশিয়া এই দেশে যে অবস্থা
দেখিয়াছিলাম, শত্রুরা দখল করিয়া লইয়া
হইয়া আসিয়াছে। যুদ্ধে রথাসংলগ্ন
পরিবর্তে ইষ্টকবচ রাজপুরুষের প্রবৃত্তি হই-
য়াছে। সুবিমল যৌক্তিকনিষ্ঠ মনিকপূর্ণ
প্রাণলিপ্ত দেশময় পরিভ্রমণ করিয়া রমিও
গতি বিবিধ উন্নতি সাধন করিতেছে; সম্রাট
সম্রাট বাসী পোষক রাজধানী কলি-
কাতা হইতে বিবিধ বণিজ্যদ্রব্য উৎকলের
উপকূলে রাখিয়া যাইতেছে; এবং এদেশ
হইতে নানাপ্রকার শত্রু বিধ্বংস করিয়া যাই-
তেছে; পথের দুঃখতা সংকীর্ণ করিয়া
ক্রান্তির উৎসাহিত করিতেছে, সমস্ত সমস্ত
উৎকলীয় লোকদিগকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া
অদৃষ্টদর্শন ও মনোপাভিন প্রভৃতি বিষয়
চরিতার্থ করিতেছে। বিজ্ঞাধ্যাপনা প্রচুর-
রূপে বদ্ধিত হইয়াছে। সুগভীর স্নানিভি-
তমিরময় গিরিগর্ভের স্বর্গারাম্য প্রবেশবৎ
উৎকলে জ্ঞানালোক সঞ্চারিত হইয়াছে।
মুদ্রাশিল্প সঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে; বহু-
উৎকলীয় গ্রন্থ তালপত্ররূপে তাৎপর্ষ্যসহিত বঙ্গ-
বেশ পরিহারপূর্বক মুদ্রাকরের প্রসাদাৎ
রমণীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গৃহে গৃহে বরণ-
প্রাপ্ত হইতেছে; ইংলণ্ডীয় এবং বঙ্গীয়
উৎকৃষ্ট গ্রন্থকল অমুদ্রিত হইতেছে;
সংবাদপত্র সকল প্রচারিত হইয়া কথঞ্চিৎ
রাজনীতির শিক্ষা দিতেছে। এই সকল

উদ্যোগযোগে উৎকলীয় ভাষা এবং সাহিত্য
দৈনন্দিন পরিচরিত এবং সংশোধিত হইয়া
আসিতেছে। পরমেশ্বর করুণাহইতে অনুভব
করিতে; চিত্তাক্রম দারুণ দত্ত প্রেরণ-
পূর্বক রাজপুরুষদিগের চক্ষুক্ষয়জন করিয়া
দিলেন; চিরস্মৃতি উৎকল দেশের প্রতি
উৎসাহিতের রূপাদৃষ্টি পতিত হইল, তাহাতে
এত শীঘ্র অশেষবিধ শুভাশুভানের উদ্যোগ
হইল। বস্তুতঃ উৎকলদেশ যুগাই দেশ মহে।
অত্রত্য লোকের পূর্ববীর্ভিকলাপ দর্শনে সহস্র
মাত্রেরই আশঙ্কিত হইতেছে, যে উৎকলীয়
লোকের মানসে অনেকগুলি গৌরবভাজন
শক্তিদীক্ষা নিহিত আছে, এবং তাহারা এক-
সময়ে বীর্য এবং বীর্য ভূষণে ভূমিত্তিক
বঙ্গদেশের সমস্ত এলাহেশের প্রতিবেশিতা
সম্পদ দশতঃ বহুকালপূর্বে সুপরিচয় আছে।
বঙ্গদেশের শেষ অধিপতি মুসলমান-অত্যা-
চার হইতে বঙ্গা পাইবার জন্ত এই দেশেই
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদিক-বিশ্ব-
কুলতিলক বিশ্বস্তরমিশ্র যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নামে পশ্চাৎ পরিব্রাজকাবস্থায় বিখ্যাত হন,
তিনি এই উৎকল দেশেই আপনায় মত
প্রকটরূপে প্রচার করিয়া বৌদ্ধধর্মকে এককালে
এদেশ হইতে নিষ্কাশিত করেন। বলিতে কি,
এইক্ষেণে উৎকলের ভূমিমাংশ লোক তাহারই
মতাবলম্বী; তাহাকে জৈনব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য
করিয়া থাকে। অপর মোগলদিগের সময়ে
মহারাজ টোডরমল বহুতর বঙ্গীয় কায়স্থকে
এইদেশে আশ্রয় করিয়া ভূমির পরিমাণ এবং

রাজধনির্দিরাণাদি রাজকাৰ্য্য সকল শৃঙ্গাবদ্ধ
করেন, তাহাতে এদেশীয় লোকের সহিত
আমাদের দেশীয় লোকের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা
জন্মে। ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকাৰেও বঙ্গীয়
কৃত-বিদগ্ধগণ শাস্ত্রিকতা, রাজস্ব-আদায়, এবং
বিজ্ঞাপনা প্রভৃতি রাজকাৰ্য্য সকল নিৰ্বাহ
করিয়া এদেশীয় লোকদিগকে ক্রমশঃ সভ্যতার
সোপানে অধিষ্ঠিত করিতেছেন। কিন্তু উভয়
দেশীয় লোকের মধ্যে এই সৌহার্দ্যবৃত্তি
বৰ্দ্ধিত হয়, ততই ক্ষতের বিষয়। সেই
সৌহার্দ্য-ক্ষুর খণ্ডে ক্ষীণপদ বা তৃণবৎ
আমি এই ঐতিহাসিক কাব্যগানি বঙ্গীয় এবং
উৎকলীয় বঙ্গবংশের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

এই কাব্য প্রণয়নের অন্ততর কারণ, কতিপয়
উৎকলীয় বন্ধুর উত্তেজনা। তাঁহারা কহেন,
যেখানে আমি বহুকাল পর্যন্ত এইদেশে
প্রবাস্তি করিলাম, সেখানে এদেশ-সদৃশ
লেখনী সংকলন করা আমার পক্ষে কষ্টব্য।
এই উত্তেজনা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না।
কিন্তু সুন্দরবোধ রক্ষা করা সমাজের একটা
সুনীতি। বর্ণিত আখ্যানটির বিষয়ে বিধি-
বক্তব্য আছে। প্রায় ৩৫ বৎসর গত হইল
মেজর কলনেট আমার জ্যেষ্ঠমাতুল মহাশয়কে
কতকগুলি পুস্তক প্রদান করেন। ঐ সকল
পুস্তকমধ্যে ইলিং লিখিত উড়িয়ায় বিবরণ
নামক গ্রন্থ ছিল। আমার তখন ১৫ বৎসর
বয়ঃক্রম। আমি গ্রন্থখানি সমস্ত পাঠ করি,
এবং তদবধি এইদেশের প্রতি আমার আন্তরিক
অনুরাগ জন্মে। পরমেশ্বর সেই অনুরাগ-
বন্ধমূল-করণ-কারণ পশ্চাৎ কতকগুলি উপযোগ
সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ মধ্যে
একস্থানে এইরূপ লিখিত আছে।

"In the country of Dakshin Kanouj
Karnat Sasan, there lived a powerful

Raja who had a vast fortress and pa-
lace built of a fine black stone, called
Kanchinagar (Conjeveram) and a
daughter so beauteous and accom-
plished, that she was-surnamed Padma-
vati or Padmini. The fame of her
charms having reached to the ears of
Maharaja Purushottam Deo, he be-
came anxious to espouse her, and sent
a messenger accordingly to the chief
of Conjeveram to solicit the hand of
his fair daughter. That Raja was well
pleased with the prospect of having

for his son-in-law so great and powerful
a prince as the Gajapati of Orissa, but
considered it advisable to make some
inquiries regarding the customs and
manners of that court, before consen-
ting to the alliance. He soon found
that the Maharajas were in the habit
of performing the duties of a sweeper
(Chandala) before the image of Jagan-
natha, on its being brought forth from
the temple annually at the Rathjatra.

Now the Kanchinagar Raja was a
devoted and exclusive worshipper of
Sri Ganesha (Ganesa), and had very
little respect for Sri Jeo, the divinity
of Orissa ; and conceiving the above
humiliation to be quite unworthy of,
and indeed utterly disgraceful to, a
Kshatriya of such high rank, he de-
clined the alliance in consequence. The
Gajapati monarch became very wroth
at the refusal, and swore, that to re-
venge the slight cast on him, he would

obtain the damsel by force and marry her to a real sweeper. He accordingly marched with a large army to attack Conjeveram, but was defeated and obliged to retire. Overwhelmed with shame and confusion, he now threw himself at the feet of Sri Jeo, and earnestly supplicated his interference to avenge the insult offered to the deity himself in the person of his faithful worshipper. The God promised assistance, says the author of the poem, directed him to assemble another army, and assured him that he would this time take the command of the expedition against Conjeveram in person. When the Raja had arrived, during the progress of his march, at the site of the village now called Manikpatam, he began to grow anxious for some visible indications of the presence of the deity. In the midst of

cogitations on the subject, a gowalin named Manika, came up and displayed a ring which, she said, had been entrusted to her, to present to the monarch of Orissa by two handsome cavaliers, mounted, the one on a black, and the other on a white horse, who had just passed on to the southward. She also related some particulars of a conversation with them which satisfied the Raja that the promise of assistance would be fulfilled, and that these horsemen were no other than the two

hers Sri Jeo (Krishna) and Balde (Baladeva). Full of joy and gratitude,

he directed that village in future to be called, after his fair informant, Manikpatam, and marched onwards to the Deccan, secure of success. On the other hand the Chief of Conjeveram, alarmed at the second advance of the Gajapati in great force, appealed for aid to his protecting deity Ganesa, who candidly told him, that he had little chance against Jagannatha, but would do his best. The siege was now opened, and many obstinate and bloody battles were fought under the walls of the fort. The gods Sri Jeo and Ganesa espousing warmly the cause of their respective votaries, perform many miracles and mix personally in the engagements, much in the style of the Homeric dieties before the walls of Troy; but the latter is always worsted. In reality after a long struggle, Conjeveram fell before the armies of Orissa. The Raja escaped, but his beautiful daughter was captured and conducted in triumph to Puri. A famous image of Gopala, called the Satyabadi Thakur, that is, the "truth-speaking god," was brought off at the same time and set up in a temple ten miles north of Purushottam, where it may still be seen, a monument of the Conjeveram expedition."

"Conformably with his oath, Raja Purushotham Deva made over the
his Padmavati or Padmini to his chief

minister, desiring him to wed her to a sweeper. Both the minister, however, and all the people of Puri commiserated her misfortunes, and at the next Ratha-Jatra, when the Maharaja began to perform his office of chandala (sweeper), the individual entrusted with the charge of the lady brought her forth and presented her to him, saying, "you ordered me to give the Princess to a sweeper; you are the sweeper upon whom I bestow her." Moved by the intercession of his subjects, the Raja at last consented to marry Padmavati, and carried her to the palace at Cuttack. The end of this lady's history is as romantic as the preceding portion of it. She is said to have conceived and brought forth a son by Mahadeva, shortly after which she disappeared. All the circumstances were explained to the husband in a dream, who acknowledged gratefully the honor conferred on him, and declared the child thus mysteriously born his successor in the Raj."

আমি পশ্চাৎ আখ্যানিকাটি বিস্তৃত হইয়াছিলাম। এদেশে আসিবার পর জর্গোৎসবের বন্ধ-উপলক্ষে একদা শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া মন্দিরের একদেশে গেলিলাম, যেত এবং কৃষ্ণ ভূরবারোহী সৈনিক পুরুষদের আকার প্রোদিত, পাশে এক তরুণী ক্ষীরসর লইয়া তাঁহাধিককে প্রানোদগ্ধী। দেখিবা মাত্র পূর্বপণ্ডিত আখ্যানটি ক্ষণ পড়িয়া গেল, তৎপরে কাঞ্চী-কাবেরী ব্যাঘ্র অনুসন্ধান

করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রাপ্ত হই নাই। গল্পটী যে সত্য ইতিহাস ও বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই, মাদলা-পাজী * নামক উৎকলদেশের রাধ-পুরাবৃত্তে ইহা বর্ণিত আছে। অত্যানি জগন্নাথ-মন্দিরে কাঞ্চীহইতে আনীত গণেশ-মূর্তি এবং মুগুনী-প্রস্তরে রচিত বিবিধ বিচিত্র জালাদি অবলোকিত হয়। অপর গৃহভিত্তিতে মণিকা-গোপিনী এবং সিতাসিত তুরঙ্গিণীর আকৃতি চিত্রকরা উৎকলীদিগের এক সাধারনী রীতি। শ্রীমত বৌমস সাহেব সুবর্ণ-বেরোর তাহবন্তী তরলারূত এক প্রাচীর দুর্গমধ্যেও এই প্রকার অস্বারোহী পুরুষদের পাষণ-প্রতিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সে বাহা হউক, গত জর্গোৎসবের বন্ধের পূর্বে ভালপক্ষে বিপিত ছন্দোভঙ্গ, পাদভঙ্গ প্রভৃতি নানাদোষ-দুষিত একখানি কাঞ্চীকাবেরী পুথী পাইয়া তাহাই সমাদর পূর্বক পাঠ করি, এবং পাঠ সমাপন পরে এই কাব্য রচনা প্রবর্ত হইয়া কতিপয় দিবসে সমাপ্ত করিলাম। ফলতঃ আমার এরচনা উক্ত উৎকলকাব্যের অনুবাদ নহে; আখ্যানটা মাত্র গৃহীত-হইয়াছে, তাহাও সমগ্র নহে। শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার দেশবর্ণন, উৎকলদেশের পৌরাণিক ঘটনা প্রভৃতি কোন বিশেষেই আমি উক্ত মূলকাব্যের নিকট গগী নহি। ছই এক স্থলে সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু এপ্রকার সাদৃশ্য অপরিহার্য।

• আখ্যানমধ্যে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা আছে, তাহা কাব্য-শরীরের প্রধান উপাদান; সাহিত্য হিন্দুধর্মেরই তত্ত্ববৎ বিশ্বাস-ভাজন, কিন্তু ইয়রোপীয় বিজ্ঞানোজ্জল-বুদ্ধি আধুনিক

* এই গ্রন্থ চোরগঙ্গ বা চুড়ঙ্গ-নামে রাজার সময় হইতে লিখিত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং ইহার বয়সক্রম প্রায় ৫০০ বৎসর হইল ॥

রুবকগণের প্রকল্প না হইতে পারে। তাঁহারা
কহিতে পারেন, জগন্নাথ বলরামের অধাপ্রোহী
সৈনিক বেশ ধারণ করিয়া উৎকলাদিপতির
সহায়তা করা বাণ্ণবিক প্রকৃত ঘটনা নহে;
যাআ স্বীয় সৈন্যগণের সমগোবসাহ বুদ্ধিকরণ-
মানসে ভিন্নদেশ হইতে অমৌত অন্তঃস্বয় দ্বারা
এই বড়বড়-করিয়া স্বকার্য সাধন করিয়া থাকি-
বেন; মাণিকা গোয়ালিনী এবং দাশরথি স্ব-
কার তাঁহার মন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া ধৃত্ততার সহায়তা
করিয়া থাকিবে ইত্যাদি। ফলতঃ এই উভয়বিধ
বিবাসের প্রতি আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, সাহিত্যিক
হিন্দুমাতেই এই কাব্যকে জগন্নাথের মহা-

প্রসাদ বলিয়া অশ্রু সাদরে গ্রহণ করিবেন।
নব্য সম্প্রদায়ের প্রতি নিবেদ্য এই, আপনারা
এই মহাপ্রসাদের মধ্যে আপনাদিগের কচির
উপযুক্ত বোন কোন প্রদার্থ পাইতেও পারেন।

“ A theme ; a theme for Milton's
mighty hand—

“ How much unmeet for us, a
faint degenerate band ! ”

Scott.

কটক।

২০ কার্তিক,

১৭৯৯ শকাব্দা।



কাকীকাবেরী

প্রথম সর্গ ।

সূচনা ।

দক্ষিণ জলধি তীরে, নীলগিরি নীল নীরে,
শোভিত কলিঙ্গ* নাম দেশ ।
কন্দর কেদার বন, অগণন সুশেভন,
প্রবাহিত তটিনী অশেষ ॥

* উৎকলদেশের পৌরাণিক নাম ; এহা-
ভারতের তীর্থধায়ায় পূর্বে কলিঙ্গদেশে ধৈতর্যগী
নদীর ও তৎকালবর্তী দেশাচার বর্ণন আছে,
সুভদ্রা মহাভারত বচনার সময়ে উৎকল
শব্দের স্থল হইয়া নাই ; মহাকবি কালিদাস
রঘুবংশে উৎকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,
ইহাতে উৎকল শব্দের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা
প্রতিপন্ন হইতেছে । বাস্তবিক বঙ্গ-অখাতের
প্রায় সমস্ত পশ্চিম তীর, অর্থাৎ সুবর্ণরেখা
হইতে বংগাট দেশের উত্তরসীমা পর্যন্ত পূর্ব-
কালে কলিঙ্গ নামে বিখ্যাত ছিল ; এই দেশ
তিন ভাগে বিভক্ত বিদ্যায় ত্রিকলিঙ্গ বলিয়া
উল্লেখিত হইত, উত্তর বা উৎকলিঙ্গ উক্ত
দেশের উত্তর ভাগের নাম ছিল । উৎকলশব্দ
এই 'উৎকলিঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ এমত সম্ভব ।
অপর তৈলঙ্গ বা তেলিঙ্গা শব্দও ত্রিকলিঙ্গ
শব্দের অপভ্রংশ এমত প্রতীতি হয় ।

বিক্রাপাদে সমুদ্ভূত, অমৃত-উদক-পূতা,
বহু রেণু-গ্রী* মহানদী ।
মেঘাসনা সমাধিপ্রা, ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার প্রিয়া,
মাননীয়া; সখা বিষ্ণুপদী ॥
স্বর্ণরেখা, চক্রোপমা, স্বরস্রোতা সুবিশলা,
অ-পুণ্ড্রের বৈতরণী ।
দেবী, দয়্যা, শ্রী* সত্যী, কুশভদ্রা, গন্ধবতী,
ভুবনেশ-গমন-শরণী ॥
প্রগাঢ় ভক্তির স্রোত, কলহবতারী কুল,
ভারতে প্রসঙ্গ পঞ্চপুর ।
নিরগি বুড়ায় নে, বিরজার চারুক্ষেত্র
যাকপুর চীর্ণের ঠাকুর ॥
গম্ভীর নান্দকুমা, পিণ্ড দিয়ে দিত্তবৃত্তে,
কৃতকৃত্যে হয় জনগণ ।

* মহানদীর কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ
সম্বলপুরের নিকটে তৎগর্ভে হীরকাদি প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । সাধারণতঃ নানা বর্ণের উপল-
পুঞ্জ বালুকাতে পাওয়া যায় । নীলমণি হাল-
দার কটকে অদ্বৈতকালে এই সকল চিত্রোপল
সংগ্রহ করিতেন ।

† যে পর্বতে ব্রাহ্মণী নদীর জন্ম, তাহার
নাম মেঘাসনা, মেঘমালা তচ্ছূড়াবলীতে
সর্বদা আসীন ।

দ্রুপদ-নন্দিনী সঙ্গে, পঞ্চ পাণ্ডু-পুত্র সঙ্গে,
করিলেন যথাবিগাহন * ॥

হব-ক্ষেত্র তুব্বনে, ধরি গোপালিনী † বেশ,
গেঁচ'রণ করেন অভয়া ।

একাত্ত-কাননে লীল', মহামায়া প্রকাশিলা,
সঙ্গেতে বিজয়া আর জয়া ॥

গোপালের বেণে হব, তাঁর শ্রেম-ভিক্ষাপর
গোপালিনী তুষার কাতরা ।

শূলাঘাতে স্মরহব, নামে শ্রীবিন্দু-লাগব,
সরোবর রচিলেন জয়া ॥

ভোগবতী কুঁড়ি জল, প্রবাহিত অনর্গল,
যথা গৌরীকৃষ্ণ প্রহরণ ।

আয় মন পুন ঘাই, নিরখিয়া আসি ভাই,
কীটিকলা পাষাণে লিখন ॥

বুদ্ধ ‡ বা বিষ্ণুর স্থান, ধরা বাপী যশস্থান,
পুরার প্রধান যেই পুণী ।

ধোয়ানে প্রেমের ক্ষুর্তি, চৈতন্য কনক মূর্তি,
প্রকাশিলা ভক্তির মাধুরী ॥

তাজি জাতি-অভিমান, যেখানেতে অন্ন পান,
একচ্ছত্রে জাতি মাঝে খায় ।

খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছয়ে হাত,
শৌচশৌচ কিছুই না চায় ॥ .

* মহাভারতীয় বনপর্কাস্তগত তীর্থাধ্যায়
পর্কে আত্মপূর্বিক বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য ।

† একাত্ত পুরাণে সবিস্তর বর্ণন আছে ।
রামপ্রসাদ সেনের কাণীকীর্তনের ঐ উপ-
পুরাণই ভিত্তিমূল ।

‡ জগন্নাথ দেবই বুদ্ধাধতার বলিয়া প্রসিদ্ধ;
বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম উৎকল দেশের এক সময়ে
প্রধান ধর্ম ছিল । চীনদেশীয় হুবিখ্যাত বৌদ্ধ
পরিব্রাজক হুএন্থং থু: সপ্তম শতাব্দীতে
শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া বৌদ্ধ ধর্মের সবিশেষ উন্নতি
বোঝিয়া গিয়াছিলেন, বুদ্ধমূর্তির বখাদি পর্কাহ
ছিল । বাস্তবিক বথ পর্কাহ বৈদিক বা হিন্দু
প্রাচীন পর্কাহ মধ্যে পূর্বে পরিগণিত ছিল না ।

সৌরভীর্ধ কোণারক, ॥ মহারোগ সংহারক,
আছে মাত্র ভগ্ন-অবশেষ ।

দেখিয়া ভাস্কর-কার্য্য, মনে মনে হয় ধার্য্য,
দেবকারু-শিল্পের উন্মেষ ॥

জিনি উগ্রশ্রবা হয়, তুরঙ্গ পাষণবয়
দিগ্গজ জিনিয়া মাতঙ্গ ।

পাষাণে রচিত নানী, কিবা ভক্তি মনোহারী,
অনঙ্গেরে দান করে অঙ্গ ॥

সরোবরে নিরখিয়া, নখা যত নিভৃপ্রিয়া,
বাধিগ্রস্ত সজ্জাপিত মনে ।

হেথা শাখ কৃষ্ণমূত, মহা মাতৃ-ভক্তিযুত,
রোগমুক্ত ভাহু-আরাধনে ॥

জগন্নাথমূর্তিও বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে কথঞ্চিৎ সমজ্ঞানী-
ভূত । প্রায় ৩৭০ বৎসর অতীত হইল, যখন
চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে স্বীয় মত প্রচার করেন,
সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের ভয়াবশেষ দেখিয়া-
ছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্রদেবও প্রথমে তন্মতা-
বলম্বী ছিলেন । এই সকল কারণ বশতঃ বোধ
হয়, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ এবং শ্রীচৈতন্য
প্রভৃতি, বৌদ্ধ-ধর্ম-প্রসক্ত উৎকলীয়দিগকে
হিন্দু-ধর্ম পুনরানয়নকল্পে এক বিশেষ কোশল-
পরায়ণ হইয়াছিলেন,—তাঁহারা বদ্ধমূল বৌদ্ধ-
মত বোধিধর্মকে সমলে উৎপাটন না করিয়া
তাঁহার অতিরিক্ত শাখা পল্লবাদি ছেদন করিয়া
সনাতন ধর্ম তরুর আকারে তাহাকে পরিণত
করিয়া থাকিবেন । বেদপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবধর্মের
হিংসা অর্থাৎ পশুচ্ছেদন পূর্বক বলির বিধান
আছে, রামানন্দ, রামানুজ, বা চৈতন্য মতে
তাঁহার নিষেধ,—পক্ষান্তরে অহিংসাই বৌদ্ধ-
ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য বা উপদেশ,—ইহাতেও
উল্লেখিত কোশলের নিদর্শন পাওয়া যাই-
তেছে ।

॥ সবিশেষ বিবরণ বঙ্গবর পুর্বাধিপ্রবর
মহা-মহোপাধ্যায় রায় রত্নজ্যোতাল মিত্র মহা-

আয় পুন যাই মন, কবিবাহে দশন,
 দর্পণ-অচলে গজাননে ।
 যেখানে মুকুতাভাষা, বহিঃস্থে জলধারা,
 মহাবিনায়ক প্রসবণে ॥
 পূর্বে এই চাকু দেশ, অরণ্যেতে সমাবেশ,
 বহুকাল আবৃত তমসে ।
 নদী প্রবাহিত পলী, পক্ষে পূর্ণ বর্ষাঙ্গী,
 নরের অসাধ্য তথা পশে ॥
 ঘোর হিংস্র পশুগণ, বিরাজিত অগণন,
 আশীবিধ কত অঙ্গগণ * ।
 নির্ভয়ে কুরঙ্গপাল, ভ্রমিত পুণিন পাল,
 বিনোদ বিচিত্র কলেবর ॥
 যুগে যুগে বন-হন্তী, মন্তকে সাক্ষিও মন্তি,
 মহানন্দে কিরিত কাননে ।
 বন-বরাহের দলে, খেলিত বর্দ্ধম জলে,
 করাল দশন যুক্তাননে ॥
 শিরে খড়া স্নশোভন, ভ্রমিত গণ্ডারগণ,
 দৃঢ় দেহ পাষণ সমান ।
 ঘোড়াশিক্রাবন্ত-হয়, গদ্যাল গবয় চয়,
 শিরে শোভে ভয়াল বিঘণ ॥
 কিবা কালাস্তের কাল, ভ্রমিত ব্যাঘ্রের পাল,
 দীর্ঘ দেহ বৃষভ সোসর ।
 বিকট প্রকটতর, দন্তচয় ভয়ঙ্কর,
 অগ্নি ছুটি দেউটি প্রথর ॥
 কি ভয়াল অরণ্যানী, ভাবিলে শীহরে প্রাণী,
 হয় ধ্বনি আকাশ ভেদিনী ।
 তর্জুন গর্জন রব, করে হিংস্র পশু সব,
 লক্ষ্যে ব্যপ্তে কম্পিত যেদিনী ॥
 ভগ্ন-হস্ত উচ্চ-হস্ত, শীর্ণতনু ক্লান্ত তনু,
 কত জাতি বানর বিহরে ।
 কুস্তুর হাঙ্গ-চয়, সুখে চরে জলাশয়,
 নদী কিবা হ্রদ-পরিসরে ॥

শেষের উড়িষ্যার পুরাতন-কাঁঠি খেয় গ্রন্থে
 উল্লেখ ।

* উৎকলীয় *ক ; অর্থ, নদীগর্ভস্থ জমি ।

বিশাল বিশাল শাল, সরল অর্জুন তাল,
 বোধিস্কম বট তরুর ।
 হরীতকী বিভীতকী, পিণ্ডীতকী আমলকী,
 শিমুলী জয়ন্তী কেশর ॥
 মগুপূর্ণ উদ্ভব, কোবিদার নাগেশ্বর,
 মধুক্রম পৌল কন্দরাল ।
 নীপ লোফ্র অরুণ্ডর, পিঘাল পিগায়াহর,
 পারিতন্ত্র প্রক্ষ কুতমাল ॥
 পলাশ পুরাণ চাকু, ব্রহ্মদাক দেবদাক,
 তিনিশ শিরীষ সুকুমার ।
 শমী শ্রাবণী কুরাক, অশোক চম্পক বক,
 সিন্দুক তিন্দুক বহবার ॥
 বিবিধ বিহঙ্গ চয়, গান করে মধুময়,
 নানা রঙ্গে সুরজিত কায় ।
 স্বেচ্ছামতে খায় ফল, পিয়ে নিষারের জল,
 বিলসিত তরু লতিকায় ॥
 শূভ্রে উড়ে ভরদ্বাজ, নানা স্বরে ভীমরাজ,
 থেকে থেকে জাগাইত বনে ।
 ডাকে বন-পাণ্ডবত, স্বরে গম্ভীরতা কত,
 চাতক ডাকিত ঘন ঘনে ॥
 বন শ্রিয় সেই বনে, পবন আনন্দ মনে
 করিত স্বর্ণগণে সুখে বাস ।
 কন্দরেতে সারি সারি, আলাপ করিত শারী,
 অহা মরি কি মধুর ভাষ ॥
 না ছিল বন্ধন ত্রাস, সুখে বিহরিত চায়,
 দিবানিশি ডাকিত দাতুহ ।
 লইয়া স্বদল সঙ্গে, ময়ূর নাচিত রঙ্গে,
 প্রসঙ্গিয়া কলাপ সমূহ ॥
 কুকুভ চকোর লাব, খল্লনের কিবা ভাব,
 হমণীর-নেত্র অহুকারী ।
 তাম্রচূড় স্বর্ণচূড়, জিবজীব শুভ্রশুভ্র,
 বিষ্ণু-ভক্ত শুক বনচারী ॥
 কিবা নদী গর্ভময়, চরিত কাদম্বয়,
 ক্ষেত্রবাক সাহস শরাল ।

মৃণাল লইয়া মুখে, সত্তরিত মহানুভবে,
 দল বল বাঁধিয়ে মরাল ॥
 রজনীতে শিল্পীরবে, মিদ্রায় নিতক্ৰ সবে,
 কেবল জাগিত ব্যাঘ্রগণ ।
 নয়নে মশাল জ্বলে, আহার অন্ত্রিচি চলে,
 মাঝে মাঝে ভীষণ গর্জন ॥
 কোটি কোটি হীরাচুর, তিমির করিত দূর,
 বনে জ্যোতির্বিদ্রন নিকর ।
 যার গুণে চলদল, অপূর্ণেও অবিরল,
 অগ্নিময় পুষ্পের আকর ॥
 এইরূপে কত কাল, ছিল বস্ত্র-পঙ্ক-শাল
 মহারণা-ময় এইদেশ ।
 প্রকৃতির আদিমূর্তি, কাননে পাইত স্মৃতি
 মনুষ্য করিত প্রবেশ ।
 পরাক্রান্ত আর্ধ্যজাতি, করে লয়ে বেদবাতা,
 এল পঞ্চমদ পার হয়ে ॥
 ব্যাপ্ত আর্ধ্যাবর্তময়, অনায়াস অভ্যাসে,
 কাননে পলায় প্রাণ লয়ে ।
 উত্তরেতে হিমালয় *, দক্ষিণেতে শিলোচ্চর,
 বিক্য নামে সীমার নির্দেশ ॥
 পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্বসীমা নিরূপণ,
 পূণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ ।
 এ সীমা লঙ্ঘন করি, পণ্যভূমি পরিহার,
 যে যাইত তার জাতি নাশ ॥

* আর্ধ্যেরা প্রথমে আসিয়া সরস্বতী এবং
 দৃষদ্বতী নদী মধ্যস্থিত ব্রহ্মাবর্ত অর্থাৎ দিল্লীর
 উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস করিয়াছেন ; যথা
 মনুঃ—

“সরস্বতী দৃষদ্বত্যো দেব নদ্যোর্বদত্তরম্ ।
 তং দেব নির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥”

পরে আর্ধ্যপরিবার ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে
 ব্রহ্মবিক্ষেপ অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র, মৎস্ত অর্থাৎ
 আধুনিক মাছেরী, পঞ্চাল অর্থাৎ কাণ্ডকুজ এবং
 পুরসেন অর্থাৎ মথুরা দেশ, তাঁহাদিগের বাস
 স্থান হইয়াছিল ; যথা মনুঃ—

দক্ষিণাপথ বা অঙ্গে, কিবা ত্রিকলিঙ্গ বঙ্গে,
 ছিল মাত্র শ্বেচ্ছের নিবাস ।
 কিন্তু মধুমক্ষিকার যত বাড়ে পরিবার,
 ততই চক্রেয় সীমা বাড়ে ।
 সেইরূপ আর্ধ্যবংশ, অনার্য্যে করিয়া ধ্বংস,
 ব্যাপ্ত ভারতের চক্রবাড়ে ॥
 এই সে অরণ্য-দেশে, প্রথমেতে ছিল এসে,
 আর্ধ্য-ভয়ে পড় ভিল্ল কুলী ।
 দ্বাপরের শেষ-ভাগে*, রণস্রয় অহুরাগে,
 সমাগত আর্ধ্য কতগুলি ॥
 ক্রমে যত অনাচার, স্বেচ্ছ করে পরিহার,
 আর্ধ্য-ভূমি হ'ল শ্বেচ্ছ-দেশ ।
 কত তীর্থ প্রকটন, করিলেন মুনীগণ,
 দেব দেবীগণের প্রবেশ ॥

* কুরুক্ষেত্রক মৎস্তক পঞ্চালাঃ শুরসেনকাঃ ।

এব ব্রহ্মবিক্ষেপো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদিনস্তরঃ ॥”

সুতরাং ব্রহ্মাবর্ত হইতে ব্রহ্মবিদেশ যে
 তাঁহাদিগের নিকটে নানকল্প ছিল, তাহা এই
 শ্লোকেই প্রমাণ দিতেছে । কিন্তু বংশ বৃদ্ধির
 অনুরোধে তাঁহারা আরো অগ্রসর হইয়া মধ্য-
 দেশ অর্থাৎ উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে বিক্যচল,
 পূর্বে প্রয়াগ এবং পশ্চিমে বিনশন অর্থাৎ যে
 প্রদেশে সরস্বতী অন্তর্ধান হইয়াছেন, এই
 চতুঃসীমাবদ্ধ সুপরিষর ভারত-খণ্ডে অধিবসতি
 করিয়াছিলেন । পরিশেষে পঞ্চাবনবৎ বৃদ্ধিযুক্ত
 আর্ধ্যবংশের ইহাতেও স্থান সংকুলান না
 হওয়াতে পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রের এবং হিমা-
 লয় বিস্তার মধ্যবর্তী সমুদায় দেশকে তাঁহারা
 আর্ধ্যাবর্ত নামে খ্যাত করিয়াছিলেন, যথা
 মনুঃ—

আসমুদ্রাক্ত বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাতু পশ্চিমাৎ ।

তন্মো রেবাস্তরং গির্য্যো বার্য্যাবর্তং বিদ্বর্ধুধাঃ ॥”

* মহাভারতীয় সভাপর্বে এবং অশ্বমেধপর্বে
 পাণ্ডব-বিধিভাবে দ্রষ্টব্য ।

ক্রমে যত খর রবি, ধরা ধরে অস্ত্র ছবি,
সেই রূপ সমাজের গতি ।
যাগে হিংসা অপকর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম,
প্রকাশিলা গৌতম স্মৃতি ॥
হ'ল কত কাল গত, এই দেশে সমাগত,
তথাগত* মত নিরমল ।
হিংসাধর্মের ঘোর বৈর, হেথাই ভূপতি ঐরা,
রাজ্য করে বল দশবল ॥
হেথা সেই ধর্মশোক, নিস্তার করিল লোক,
ধর্ম-উপদেশ করি দান !
অতাপি ধবলাচলে, ॥ স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপলে,
পরিচয় দিতেছে পাষণ ॥
পিতা মাতা প্রতি ভক্তি, বনিতায় প্রেমাসক্তি,
স্বতে স্নেহ, কুটুম্ব আদর ।
ভাতৃভাব সর্ব নরে; সমভাব ঘরে পরে,
বর্ষায়ানে শ্রদ্ধা নিরন্তর ॥
দয়া সর্ব জীব প্রতি, শান্তিরসে মুগ্ধ মতি,
অবিরত জ্ঞানের সন্ধান ।
শাক শত্রু অন্ন সূতা, নিবারণ করে ক্ষুধা,
বিমল সলিল মাত্র পান ॥

* বুদ্ধ

† খণ্ড-গিরিতে এই রাজার নাম খোদিত আছে । ২২০০ বৎসরাদিক হইল সম্ভবতঃ ইনি উৎকলের এড়াংশের রাণা ছিলেন ।

‡ বুদ্ধ ।

॥ মৃত মহাত্মা জেম্শ প্রিন্সেপ ভূতন-
বরের অনুরবর্তী খোলী অর্থাৎ ধবলাপর্বতে
আশোক সন্ধ্যাটের নীতিগর্ভ এই সকল আদেশ-
লিপি সন্ধ্যাট্রে পাঠ করেন । আদেশগুলি
পালিভাষায় বিরচিত, ভারতবর্ষের নানা
প্রদেশে এবং সিদ্ধনদের পরপারে যুদ্ধক্ষেত্র
দেশহিত কপূরাগ্নিতে উক্ত আদেশাবলী
আবিস্কৃত হইয়াছে । বাহলাভয়ে তদাৎ
এস্থলে উক্ত হইল না ।

বিহিত প্রশাস্ত মনে, বসিয়া বিজন বনে,
ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন প্রাণ ।
ভাবভরে নিমীলিত, নেত্র-অশ্রু বিগলিত,
স্বপ্নের নাইক পরিমাণ ॥
কিন্তু এই সার মত, যুগান্তে হইল গত,
মানুষের মন স্থির নয় ।
যথা নব নব যুগে, ভ্রমরা ভ্রমেতে ভুলে,
ভ্রমণেতে সংবরে সঘর ॥
পুনর্বার ফুলদলে চন্দন তুলস ফলে,
পরমেশে পূজার বিধান ।
পরোহিতে দিবে বস্তু, পাপে পরিভ্রাণ অস্তু,
পশু ছেদি পুন বলিদান ॥
মৃত্তিকা পাষণ দারু, বিরচিত বিশ্বকারু,
পুন প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে ।
বাজাইয়া ঢাক ঢোল, করি মতা গুণ গোল,
ছেলে-খেলা দেব দেবী লয়ে ॥
বর্ষ পঞ্চদশ শত, অধুনা হইল গত,
মগধ ঈশ্বর ভবগুপ্ত ।
বার বার আক্রমণে তাড়াইল বৌদ্ধগণে,
বিশ্বজিত* মত তাহে লুপ্ত ॥
যশাতি-বংশরী নাম, সৈন্যপতি গুণধার,
সন্ধি-বিগ্রহের-অধিকারী ।
বৌদ্ধের গৌরবর্তী, প্রথম শাসনকর্তা,
কটকের স্বত্বপাতকারী ॥
অবেদিয়া জগন্নাথে, বলভদ্র ভদ্রা সাথে,
দেউলেতে বসাইলা পুন ॥
বলি যাগ যজ্ঞ হোম, পঞ্চ-দেব পূজান্তোম,
কলিঙ্গতে রুদ্ধি বহুগুণ ॥
অব্রাহ্মণ এই দেশ, নিয়মি অন্তরে ক্রেশ,
কনৌজীয় অযুত ব্রাহ্মণ † ।

* বুদ্ধ ।

† এই সকল ব্রাহ্মণদিগের অতাপি প্রকৃত
ব্রাহ্মণবৎ অনেক সদাচার আছে ; ১ জপের
অতাপি ৮ ঘর অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আছেন, বিষ্ণু

নিমন্ত্রিয়া আনি রায, ভূমি দিয়া কোশল্য*,
বসাইলা ব্রাহ্মণ-শাসন ॥

তাত্রপটে এসকল, কীৰ্ত্তিকলা অবিকল,
পরিচয় দেয় অতাবধি ।

দ্বিতীয় ঘট্যতি সম, অনুপম পতাক্রম,
সীমাহীন যশের জগধি ॥

এই সেকেশরীবংশ, কত নৃপ-অবতংস,
উৎকলের মহিমা আকর ।

দেখহ ভুবনেশ্বরে, কি কীৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে,
ললটেন্দুকেশরী প্রবর ॥

শ্রীমান্দর শৈলসম, কারুণ্য অনুপম,
বারো শত বৎসর অতীত ।

তথাপিও বোধ হয়, যেন দেবালয়চয়,
এই মাত্র হয়েছে নির্মিত ॥

স্বপতি-কেশরী নাম, স্থাপিতা কটক-বাম,
ছই ধারা মহানদী-মুখে ।

পাঠান করিল ক্ষয়, তাঁর কীৰ্ত্তি-কলাচয়,
স্মরণে হৃদয় দহে হৃৎথে ॥

ধর শ্রোতে ভাঙ্গে ভীর, মকর-কেশরী বীর,
পাণ্ডাণের বন্ধে বন্ধ করে ।

অতাপি দেখহ আসি, কি অক্ষয় কীৰ্ত্তি রাশি,
আছে এই কটক-নগরে ॥

কালে সব হয় ধ্বংস, কালে এ কেশরী-বংশ
উড়িয়ায় পাইল বিবাস ।

তেজি গোদাবরী-তীর, এ'ল এক মহাবীর,
গঙ্গাবংশী চৌরগঙ্গ নাম ॥

তাঁর পুত্র গজেশ্বর, মহা কীৰ্ত্তি-কলাধর,
পঞ্চ কটকের অধীশ্বর ।

কাল পূর্বে ইহাদিগের সংখ্যা অধিক ছিল,—
কালপ্রভাৎ, ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে ।

* বৈভরণী ও মহানদী প্রবাহিত প্রদেশের
নাম,—সম্প্রতি যে সকল তাত্রপট আবিষ্কৃত
হইয়াছে, তত্তাবতের লিখনানুসারে ইহাই
প্রতিপন্ন হয় ।

উত্তরেতে বিষ্ণুপদী, দক্ষিণেতে কৃষ্ণানদী,
শাসনের সীমা সুবিস্তর ॥

সেবংশে মহিমাসীম, ভূপাল অনঙ্গ-ভীম *,
বড় দেউলের প্রতিষ্ঠাতা ।

কটকেতে পরিপাটী, কিবা ছুর্গ বারোবাটী,
এবে শুধু মনস্তাপদাতা ॥

হায়রে ইংরাজ রাজ, করিলি গর্হিত কাজ,
তোরা নাকি কীৰ্ত্তির প্রহরী ?

ওবে কেন করি চুর, সেই বারোবাটী পুর*,
হিন্দুর গরিমা নিলে হরি ?

* যাজপুরে ইহার প্রথম রাজধানী ছিল ।

ইহার সময়ে বহুসংখ্যক দেবালয়, সেতু, সর্বো-
বয়, কূপ এবং ঘাট প্রভৃতি নির্মিত হয় । ইনি
৪৬০ শাসন অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ষ ৫ স্থাপন করেন ।
ইহার আদেশেই জগন্নাথের মন্দির ৪০ লক্ষ-
টাকা ব্যয়ে পরমহংসবাজপেয়ী কর্তৃক নির্মিত
হয়, উক্ত মন্দিরব্যয় দেবালয় এই ক্ষণকালকালে
নির্মাণ করিতে হইলে ২৩ কোটি টাকাতেও
সংকুলান হয় না । খৃঃ ১১২৬ শকে এই মন্দির
নির্মাণ কার্য শেষ হয় । ইহার আদেশে দামো-
দর পণ্ডিত এবং জৈন পট্টনায়ক কর্তৃক উত্তরে
জগলী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত এবং
পশ্চিমে শোণপুর হইতে পূর্ব সমুদ্রের বেলা-
কূল পর্যন্ত সমুদয় অধিকারস্থ ভূমির পরিমাণ
হয় । সমুদয় ভূমির সমষ্টি ৪৭,৪৮,০০০ বাটী ।
২৪,৩০,০০০ বাটির উৎপন্ন রাজ্যের স্বকীয়
ব্যয়ে, এবং ২৩,১৮,০০০ বাটির উৎপন্ন প্রধান
রাজপুরুষ সৈন্ত সামন্ত প্রভৃতির ব্যয়ে, পর্য্য-
বশেষিত হইত । বাকী ১৪,৮০,০০০ বাটী নদী
পর্যন্ত জঙ্গল প্রভৃতি পতিত ভূমিতে পরি-
ণত ।

* বারোবাটীছুর্গের আকার পরিধাদির প্রস্তর-
লইয়া অধুনা কটক নগরের রাজপথ এবং
প্রণালীপুত্র তথা লস পাইন্টের আলোকগৃহ

তার পৌত্র গুণাকর, নবসিংহ নরপতি,
কোণার্ক তাঁরই প্রতিষ্ঠা ।
শিবাই সাদ্ধার কাজ, বিশ্বকর্মে দেব কাজ,
এবে সব নষ্ট, তা বিধাতা ।
নেত্র বাহুদেব নাম, ছিল রাজা গুণগ্রাম,
চারিশ পঁচিশ বর্ষগত ॥
অপুত্রক নরপতি, সব রূপ বিসম মণি,
রাজকাণ্ডে ঐন্দ্রমহ-বিহত ।
একদিন ত্রীমন্দিরে, দেব-দর্শনাগ্রে, ফিলে,
যাইবার সময় রাজন ॥
দেখিলেন মতিমান, অতিশয় রূপবান,
যুবা এক করিলে শ্রমণ ।
হৃদ্যবংশী * বাণপুত্র, সর্ব সুশ্রবণপুত্র,
বিভূষিত বহু গুণ জ্ঞানে ॥
মিঠালাপে তুই হয়ে, রাজা তাঁরে দৃষ্টি লয়ে,
রাখিলেন নিজ সন্নিবানে ॥
স্বপনেতে প্রত্যাদেশ, পাইলেন ঐন্দ্রমহেশ,
পুত্ররূপে করিতে গ্রহণ ।

নিশ্চিত হইয়াছে । পুরাতন কটক অর্থাৎ
চৌদ্বারের 'অন্তর্গত' কপালেশ্বর নামক ভূর্গের
প্রস্তর লইয়া বিরূপার অনীকট অর্থাৎ প্রবাহ-
রোধক বাধ প্রস্তুত হইয়াছে । বগিকে অন্তঃ-
করণে লজ্জা এবং পরিতাপ আদিয়া উদ্ভিত
হয়, এই ভূর্গ ভাঙ্গিয়া প্রস্তর প্রদানার্থে আমার
প্রতি ভার্য্যপিত হইয়াছিল ।

* মাদলা পাঞ্জী নামক প্রসিদ্ধ পুরাতন
গ্রন্থ-মতে কপিলেশ্বরদেব গোপজাতীয় ছিলেন ।
একদা গোচারণ সময়ে গোষ্ঠে নিজা সাইতে-
ছিলেন, এমন সময় এক সপ্ত আদিয়া তাঁহার
মন্তকোপরি ফণা বিস্তার পূর্বক স্বেদাশ্রয় করিতে
তাহাকে রক্ষা করিতেছিল, নেত্রবাহুদেব এই
আলৌকিক গুণ শরুন দেখিয়া ঐক
গোপনন্দনকে যৌবরাজ্যে বরণ করেন ।

কপিলেশ্বর দেব নাম, অসীম যশের ধাম,
যৌবরাজ্যে পাইল বরণ ॥

ইতি গ্রন্থ-স্বচনা নামক প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

নেত্র বাহুদেব অস্ত্রে কপিলেশ্বররাজ্য
উৎকলের সিংহাসনে করিলা বিরাজ ॥
সংগ্রহ সমর-জয়ী বিক্রমে কেশরী ।
বিস্তারিত নিজ রাজ্য বহুরাজ্য হরি ॥
শাসনের সীমা সেতু-বন্ধ রামেশ্বর ।
রাজধানী ছিল রাজ-মাহেন্দ্রী নগর ॥
বিশ পুত্র নৃপতির বড় বলীয়ান ।
হামীর বলিয়া তারা পাইল আখ্যান ॥
অগ্রজ বলহামীর বলরামপ্রায় ।
গদাযুদ্ধে কালপাত করে মহাকায় ॥
দ্বিতীয় কালহামীর ছদ্ম স্বকোত্তম ।
সবাসাচী প্রায় শর-সন্ধানে নিপুণ ॥
যযাতি-হামীর নামে তৃতীয় কুমার ।
অসি-চালনায় তার তুণ্য নাহি আর ॥
এইরূপ অস্ত্রে শস্ত্রে পটু বিশ স্তম্ভ ।
কিন্তু কেহ নহে বিজ্ঞা-বিজ্ঞান-বিদ্যুত ॥
বাসনে সময় হলে, বিরথি রাজন ।
বিজনে বলিয়া সব ব্যাকুলিত মন ॥
পশুস্পর্ষ জীবাভাব, বিবাদ প্রবল ।
হায় রে দৈহিক বল ! অনর্থ কেবল ॥
রাজা ভাবে মম অস্ত্রে এই পুত্রগণ ।
লাঠালাঠি করিবেক রাজ্যের কারণ ॥
অনুদিন এই চিন্তা কি হইবে শেষ ।
নির্ভর ইহাতে মাত্র প্রভুর আদেশ ॥

এক দিন স্বপ্নে দেব দেন প্রত্যাশেশ ।
 “মম অভিল্যষ যাহা শুনহ নরেশী ।
 “কালি সন্ধ্যা আরাতির সময় যখন ।
 “দর্শনার্থে মন্দিরে করিবে আগমন ।
 “বাইশ সোপান আয়োহণের সময় ।
 “পশ্চাতে থাকিয়া যেই তোমার তনয় ।
 “অন্তরে অধোভাগ কহিয়া ধারণ ।
 “ধীরে করিবেক তব পদাহসরণ ।
 “তাহারেই যৌবরাজ্য করিবে বরণ ।
 “তব অন্তে উড়িয়া রাজা সেই জন ॥”
 প্রত্যাশে পেয়ে নৃপ হরষিত মন ।
 পর দিন প্রদোষেতে সহিত স্বগণ ।
 দেব-দর্শনে যান সহ সব হত ।
 দেখ দেখি ! ঈশ্বরের খেলা কি অদ্ভুত ॥
 ভাবি প্রত্যাশে কথা অস্থির নরেশ ।
 বাইশ সোপানোপরে করিয়া প্রবেশ ॥
 সপ্ত পীঠ উপরেতে উঠিবার কালে ।

অন্তকের সীমা গয় চরণান্তরালে ॥
 পশ্চাতে থাকিয়া এক ছবক সুন্দর ।
 সীমা উঠাইয়া ধরে বৈষ্ণব ফিরণ ॥
 মুখ ফিরাইয়া রাজা করেন দর্শন ।
 নিজ উপজায়া-জাত পুত্র সেইজন ॥
 নামেতে পুরুষোত্তম রূপের নিধান ।
 ভূপতির প্রতিকৃতি, পরম দীমান ॥
 কিবা জয়-ক্রুটি তার খণ্ড তপোফলে ।
 কলঙ্কী শশাক প্রায় উদিত ভূতলে ॥
 পুনরায় হেরে রায় সে বিশ নন্দন ।
 সোপানে নিশ্চিন্ত মনে করিছে গমন ॥
 তাহার উদ্দেশে মাত্র উৎকণ্ঠিত নয় ।
 পাখণ্ড কি যত ত্যজা তনয় ত নয় ॥
 পুরুষোত্তমের প্রতি রাজা সেইক্ষণ ।
 অভিশয় স্নেহভরে করেন ঈক্ষণ ॥
 মনে মনে চিন্তা এই, “একি কুশটন ?
 সন্তানের হেতু সাত সজাত নন্দন !

বিজ্ঞাতেই রাজ্য দিতে প্রভুর আদেশ ।
 হায় হায় ! মম ভাগ্যে এই ছিল শেষ ॥”
 সাধাবি সে স্মৃত গহে কহেন রাজন ।
 “রাজপুরে থাক তুমি, আমার সদন ॥”
 রজা দেখিয়া ভাব, তুমি সেই কথা ।
 অমাত্যসমূহ করে ঠাৱাঠাৱী তথা ॥
 সেই দিনাবদি রাজকুমার সে-সব ।
 রাজপুরে বাড়িল তাহার সমাদর ॥
 যত পরিচার আর পাণ্ডিত্য গণ ।
 যুবরাজ বলি তারে করে সম্বোধন ॥
 কুণ্ঠিত হামীরগণ, অলুতপ মন ।
 দেখা মাত্র দহে গাজ ঈর্ষা ছতশন ॥
 সংগোপনে বসি সদা করয়ে মন্ত্রণা ।
 কেনে বিগত হবে প্রাণের যন্ত্রণা ॥
 তবে বলে মা : হুটে বিহিত সন্ধান ।
 নির্জনে যখন পাবে সংহারিবে প্রাণে ॥
 একদা বলহামীর অগ্রজ-কুমার ।

চরণ চারণ করে যথা সিংহদ্বার ॥
 প্রদোষ সময়, সঙ্গে নাতি আত কেহ ।
 দ্বিগুণ আকৃত নেত্র, প্রকম্পিত দেহ ॥
 করেতে তোমার এক ভয়াল বিশাণ ।
 ভ্রমিছে তথায় যেন কালাস্তের কাল ॥
 সন্ধ্যাপূর্ণ অহরে পুরুষোত্তম রায় ।
 সিংহদ্বারে হামীরের দেখিবারে পায় ॥
 কুমারের ভাব দেখি হ্রস্ব হ্রস্ব হিয়া ।
 হামীর কহিছে “শুন, শুনরে পুরিয়া ॥
 “সিংহের বিবরে রাজা বঞ্চক শৃগাল ।
 “তুই নাকি উড়িয়ায় হইবি ভূপাল ?
 “কলিকাল হ’ল ঘোর, কিবা আর বাকী ?
 “যৌবরাজ্যে ঢাকা তুই পেয়েছিস্ নাকি ?
 “ভাল, ভাল, তাই ভাল ! নাহি কিছু ক্ষতি ।
 “কিন্তু আমি অস্ত্র এক ছাড়ি তোর প্রতি ॥
 “রে বর্কর যদি সামালিতে পার তায় ।
 “নিশ্চয় জানিব তোরে ঠাকুর সহায় ॥”

এত বলি গরজিয়া ছাড়িল তোমর ।
অব্যর্থ সন্ধান তার জানে সর্ব নর ॥
দেখহ মৈবের কর্ম, বিষম হুর্গম ।
অহেলে সামালিল শ্রীপুরুষোত্তম ॥
লক্ষ্য হ'ল ব্যর্থ, ব্যর্থ তোমর বিশাল ।
কর প্রসারিয়া ধরে যেমন মৃণাল ॥
লজ্জাতরে অধোমুখ হইল হামীর ।
চকিত হইল স্থির, লুপ্ত অস্থির ॥
ভাবী ভাবি আরো মনে বাড়ে মহাক্রেশ ।
পলায় দক্ষিণাপথে পরিভরি দেশ ॥
অনন্তর বিতু পদে ভক্ত-নম্র কায় ।
শ্রীপুরুষোত্তম রায় প্রগল্ভ তথায় ॥
ইষ্টদেবে স্মরি মনোহুঃখ গেল দূরে ।
ধীরে ধী প্রবেশ করিল রাজপুরে ॥

কত দনান্তরে ঋতু নিদাঘ প্রবেশ ।
ধ্বস্তর কর শব বরিষে দিনেশ ॥
প্রতপ্ত পৃথিবী, পয়ঃ, প্রতপ্ত পবন ।
উপবনে যায় লোক, ভাঙ্গিয়া ভবন ॥
কিবা বনে, উপবনে, কিবা গিরিবনে ।
দ্রানবর্ণ, শীর্ণপর্ণ, ক্রম লতা গণে ॥
তাশে গুপ্ত সৌন্দর্যত বিহঙ্গমগণ ॥
পল্লবের আড়ে করে দেহ সংগোপন ॥
আরক্তিম তালু কণ্ঠ বিতুঙ্গ রসন ।
মুক্তমুখে করে পবনের উপাসনা ॥
কোথায় রয়েছে বায়ু, না হয় সন্ধান ।
স্বপ্ত অগণ, কিবা শাসগত প্রাণ ॥
ধ্বাসের সঞ্চার নাই শুভিত সকল ।
চিহ্ন-লিখিতের প্রায় অচল সচল ॥
না নড়ে তরুর পাতা, মৃত-প্রায় লতা ।
বায়ুভোগ-বিহবে বিহত মহীলতা ॥
অগণ্যজীবন যেই, অভাবে তাহার ।
অগতে কি থাকে আর, শোভার সঞ্চার ?
একে অন্তর্হিত বায়ু, তাহাতে তপন ।
বরিষে কিরণ যেন হোম হতাশন ॥

যেন জ্বরে দগ্ধ-তনু বহুঘটি ।
অকালে কি সৃষ্টিনাশ করিছেন ধাতা ?
ফেন-লালারূত মুখে রসনা চলিত ।
হেব ! হিংস্র বনচর কিবা বিকলিত ॥
বিক্রম-বিহত বাঘ, লুকার গহবরে ।
বারি অবহিয়ে কিরে মহিষনিকরে ॥
বন বরাহের দল পঙ্কিল পুরুবে ।
গড়াগড়ী যায়, তাপ নিবারণ তরে ॥
ভয়ঙ্কর ভাব একি নিরবি কাননে ।
অবতীর্ণ হতাশন সহস্র আননে ॥
বিকচ কুসুম কিবা সিন্ধুর বরণ ।
অমনি প্রবল বেগে উঠিল পবন ॥
পবনে পাবকে মিলে ঘন স্তম্ভালঙ্কর ॥
ভস্ম-সার করিতেছে তরু লতা গণে ।
পলায় বিহঙ্গকুল তেজিয়া বিটপী ॥
তরু পরিঃরি ধায় দলে দলে কপি ॥
ওকু দ্বিহ নিরাশ্রয় প্রচণ্ড অনল ।
বনভূমে তৃণদলে পড়ে অনর্গল ॥

বেগুনে অতি বেগে দীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে ।
চটপট ঘোর শব্দ গহনে কাননে ॥
কিবা চাক্র কষিত কাক্ষন কলেবরে ।
শিমুলের বনে জলে কোটরে কোটরে ॥
পলায় কুৎসদল হইয়া বিকল ।
ভয়ঙ্কর ভাব একি ধবে দাবানল !
কি শোভা রজনীকালে শেখরে শেখরে !
প্রকটিত দাবানল দ্বিতীয় প্রহরে ॥
নীলবর্ণ নগশ্রেণী দীর্ঘ কলেবর ।
ধাকে ধাকে দাঁড়াইয়া যেন নিশাচর ॥
অনলের শিখারাজী শোভে শিবোপর ।
দ্রব স্বর্ণময় কিবা মুকুট স্তম্বর !
কতু লুপ্ত, কতু দীপ্ত, হয় প্রতিকণ্ঠে ।
অভিনব আশা যথা প্রেমিকের মনে ॥
শেখরে নিভিলে অগ্নি প্রভাত-সময় ।
ধুমময় দেখা যায় ঝাকু চূড়ায় ॥

প্রভাত-ভাংকর ছটা লাগিয়াছে তায় ।
 ধীর সমীরণে চলে অচলৈয় কার ॥
 কভু আসি পড়িতেছে চরণে তাহার ।
 স্রোতার চরণে কিবা জবাগুপ্প হার !
 সাগরের গর্ভে ভেজি সংযত অগণে ।
 ভাঙকরে বাঙ্গরাশি উঠিয়া গগণে ॥
 • নানারূপ মেঘাকাশে হয়ে পরিণত ।
 আকাশেতে চলিতেছে গজযুগ মত ॥
 প্রভাতে প্রভাহ আসি হয় দৃশ্যমান ।
 কিন্তু কভু বিন্দু বারি নাহি করে দান ॥
 কখন কখন ভর্জ গর্জে ঘোরভর ।
 চমকে চপলা বালা হাঁসারে অশ্রুত ॥
 বোধ হয় এইক্ষেণে চাইবে বতরা ।
 অগ্নির সমান সেই বিকল ভরসা ॥
 দিন দিম ক্ষীণ-বারি যঃ ক্ষীণ হয় ।
 বিষম নিপদাপন্ন জলচর চর ॥
 তুমিইছ সর্বোবরে সর্বোচ্চের বন ।
 কেনমতে স্বল্প জলে বাঁচায় জীবন ॥
 হায় যেই ভাঙকরে ফুটে শতদল ।
 সেই ভাঙ করে তারাজীবন বিকল !
 সর্বোবরে স্থান অগ্নি নাহি হয় স্থখে ।
 পক্ষময় পয়ঃ তন্তু যথাক্ষ-স্থখে ॥
 মঙ্গলা কবির যত প্রাকার কুমার ।
 চল সবে শিখুজলে করিব বিহার ॥
 পুত্রিয়ায়ে সঙ্গে লয়ে স্বকার্য্য সাধিব ।
 সন্তান দিতে দিতে বুড়ায়ৈ মাধিব ॥
 চলিল কুমারগণ জলধি তীরে ।
 নানা জল-কেলি আরভিল নীল নীরে ॥
 তরল তরঙ্গমালা, ধায় উত্তরঙ্গে ।
 বেলাকূলে আসি তূর্ণ, চূর্ণ হয়ে পড়ে ॥
 নিরমল কেন স্থানি নাচে শূন্তোপরে ॥
 নানা রঙ্গ কলে তাহে দিনকর করে ॥
 হরিণ, লোভিত, পীত, পাটল আকার ।
 কত লক্ষ ফাটিকের জলে দীপাধার ॥

টল টল, টল টল, পবন হিলোলে ।
 যেন মদে মত্ত হই পড়িতেছে টলে ॥
 সরজ, সরজ, শিকু ! সরজ গভীর ।
 কোন কালে কির নচে তোমার শরীর ॥
 চিরকাল একভাব, স্থাব একতান ।
 তুমি মাত্র অনন্ত শক্তির অভিজ্ঞান ॥
 তুমি মাত্র অনন্তকালের অবচ্ছাদ্য ।
 সর্বদেশে বিস্তারিত আছে তব কায়া ॥
 সর্বজাতি প্রতি তুমি সাধারণ ধন ।
 পক্ষপাত নাহি তব সকলো স্বজন ॥
 ধরাতলে আছে যত তরঙ্গিণীগণ ।
 তব মেহে সকলের বেগ প্রশমন ॥
 কলিক কি বঙ্গ দেশে খেলে যেই নীর ।
 সেই নীরে ধৌ পুন ইংলণ্ডের তীর ।
 তোমার উদারভাব হেরি পুন পুন !
 ধায় কেন নরজাতি এ শিশি এ গুণ ॥
 তোমার সচিব তুমি দেয় যে কল্যাণ ।
 অর্থহীন কল্যাণ দে, বাকস কল্যাণ ॥
 গুণের সাগর এই, রূপ-রত্নাকর ॥
 যশের জলধি এট, রসের সাগর ॥
 ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ যাত্রা তব বিস্মাকার ॥
 হায় ! তারা কেন করে এত অহঙ্কার ?
 এই দেখ, এই ছার রাজপুত্রগণ ।
 জীবনলে অমুক্ষণ সন্তাপিত মন ॥
 কিন্তু যথার্থদীপে পতঙ্গ ভ্রম হয় ।
 অচিরাৎ সে অনলে পাইবে অন্তর্য ॥
 মুখেতে অমুক্ষণে, গগল হৃদয়ে ।
 মারিছে শাণের বৈবি, আত্মী তনয়ে ॥
 ভাইগণ সখেদিগে কহে একজন ।
 'ভূবিয়া থাকিতে কেবা পার কতক্ষণ ॥
 হইবনে হইবনে, পরীক্ষা হইবে ।
 যে চারিবে, জগজনে স্তম্ভেতে লইবে' ॥
 এইমত খেলা হইতেছে কতক্ষণ ।
 দেখহ বৈবের বেলা কুটনির্ভঙ্কন ॥

শ্রামলহামীর নামে কনিষ্ঠ নন্দন ।
 পুরিষ'র প্রতিদ্বন্দী হ'ল শ্রেষ্ঠতম ॥
 ছুটতেনে নিমজ্জিত হ'ল সিদ্ধ-নীচে ।
 বাকি সব রাজপুত্র দাঁড়াইয়া তীব্র ॥
 কিছুক্ষণ পরে তারা, পড়ে বাঁপ দিয়ে ।
 পুরিষারে অঘেঘিচে জল-মধ্যে গিয়ে ॥
 তার পরিসর্ত্তে ত রা শ্রামলে ধরিয়া ।
 কঠ-আকর্ষণে ক্ষণে ফেলিল মাঝিয়া ॥
 তরঙ্গে ভাসিয়া গেল তার কলবর ।
 তীরে উঠে ভাইগণ আনন্দ অন্তর ॥
 উঠিয়া নিরখে তাহা চক্রতর্থা * মূলে ।
 দাঁড়ায়ে পুরুষেত্তম আছে ঝেলাকুণে ॥
 দেখা-মাত্র সকলের গুণাংশ মুগ্ধ ।
 শুভিতের মত চায়, শোকে দগে বুক ॥
 ইতিকর্তব্যতা-হত বৃত্ত চৌর প্রায় ।
 মনে ভয় কেহ যদি জানায় রাজ্যায় ॥
 নিস্তার কোথায় তার দোষী যেই জন ?
 অনুতাপ হতাশনে দগ্ধ হয় মন ॥
 হৃদয়স্থ আত্মদেব দেন শাস্তি ঘোর ।
 কিবা দিবা বিভাবরী ভীষ্ম যেন চোর ॥
 অনুক্ষণ ভাবে হাঁট কি বহিরু আমি ।
 ভুলেছিহু হৃদয়ে রাজিত অন্তর্যামী ॥
 অগণিত বৃথা ভয়ে তহু হয় ক্ষণ ।
 পাণ্ডুর বধন ভাগ—যেন প্রাণহীন ॥
 লোকনে অক্ষম সেই প্রভাতের শোভা ।
 পূর্বভাগে স্থিত যবে উষা মনোমোহা ॥
 প্রকৃতি বিকৃত রূপ তাহার নিকটে ।
 তার তরে বৃথা ভাঙ্ক দিবস প্রকটে ॥
 সরোবরে বৃথা ফুটে কমল কল্হাৱ ।
 উপবনে বৃথা ছুটে স্বরভি-সন্টার ॥
 তার তরে বিফলে বিহঙ্গ গান করে ।
 বিফলে শাব্দ শশী অমৃত বিতরে ॥

* পুরীর বেশাকুলবন্দী । মধুর । সালিষুক্ত
 কৃপা বশেষের নাম ।

সদা যেন তিমিরে আচ্ছন্ন দৃষ্টি দশ ।
 হস্ত'হস্ত সম যোগ হয় সুখ বস ॥
 লোকালোপ ভুলিবারে পান্ডবের চেন ।
 দিনে জনপূর্ণ স্থানে ধায় সেই জন ॥
 বিফল সে সব চেষ্টা, বিতর্ক অন্তরে ।
 নয়ন-ভঙ্গীতে লোক ইঙ্গিত কি করে ?
 দিবসে একুপ আত্মদেবের যাতন ।
 রজনীতে আরো বাড়ে মনের যাতন ॥
 এইরূপ অনুহন্ত রাজ পুত্রগণ ।
 কি হইবে কোথা যাবে চিন্তা অনুক্ষণ ॥
 নির্জনেতে বৃত্তি স্থির করি পরিশেষে ।
 সংগোপনে পলাইল পশ্চিম-প্রদেশে ॥
 কপিলেন্দ্রদেব স্থান এই সমাচার ।
 মোহ মুগ্ধ হয়ে পড়ে তার হাহাকার ॥
 দশরথ-প্রায় রাজা পেয়ে পুত্র-শোক ।
 কিছুদিন অন্তরেতে প্রাপ্ত পরলোক * ॥
 শ্রীপুরুষোত্তমদেবে তবে মজ্জিগণে ।
 অভিযুক্ত কবে গজপতি-সিংহাসনে ॥
 রামরাজ্য-প্রায় রায় স্বরাজ্য-শাসনে ।
 ছুটের মলনে আর শিষ্টের পালনে ॥
 প্রথর প্রতাপ অতি ধার্মান্, শ্রীমান্ ।
 কর্ণের সমান দানে, যশের নিধান ॥
 শুরবীর পণ্ডিত-মাণ্ডিত মহারাজ ।
 বক্রম-অদিত্য সম শোভিত সমাজ ॥
 জঙ্গলীয় রাজগণ বিহব সমান ।
 কেহ পরে পাণদান, কেহ পিকদান ॥

* কপিলেন্দ্রদেবের শেষাবস্থায় মুসলমানেরা
 দক্ষিণ হইতে প্রথমে উৎকল দেশাক্রমণ করণে
 অগ্রসর হয় ! মুসলমানদিগের সহিত শেষ সমরে
 পুরুষোত্তমদেব পিতা কপিলেন্দ্রদেবের সমভিব্য-
 চারে গমন করিয়া সবিশেষ বীর্য-প্রকাশ করেন
 কিন্তু এই শেষ সমরে কপিলেন্দ্রদেব কুঞ্চানদী-
 তীরে পরলোক প্রাপ্ত হন । সেই স্থানেই মজ্জি-
 বর্গ পুরুষোত্তমদেবকে রাজপদাভিষেক করেন ।

কেহ শিরে ধরে ছত্র, কেহ মৌরচল ।
কেহ মুখঅঙ্গে ধরে দর্পণ বিমল ॥
তার প্রতি যেই দেশ করিল দর্পণ ।
অতাপি বিখ্যাত নাম আঁচিয়ে দর্পণ ॥
অতাপি পুরুষোত্তমপুর বর্তমান ।
কিন্তু সিংহকুল পরে হ'ল মুসলমান ॥
সেইরূপ গড়পদা* ভূঞার কুমার ।
অৰ্ধ-লোভে করে ব্রহ্ম ধর্ম-পরিহার ॥

* রাজা পুরুষোত্তমদেব, পোতেশ্বর নামক
এক ব্রাহ্মণকে ১৪০৮ বাটা অর্থাৎ ২৮১৬.
উৎকলদেশে প্রচলিত বিধা ভূমি স্বর্ধ্য-গ্রহণ-
কালে গঙ্গাগর্ভে দান করেন । তাব্রপটে খোদিত
উক্ত দানপত্র অতাপি বর্তমান আছে । উক্ত
প্রোতি স্বত্বের বাশ্বর সর্কেশ্বর ভট্টকে ময়ূর
ভঞ্জের রাজা দ্বীভূত করিয়া দিয়া সেই
ব্রাহ্মণ-শাসন স্বরাজ্যের সাক্ষি রাখিয়া লন ।
সর্কেশ্বর মুন্সীদাবাদের নবাবের নিকট আর্জিনাদ
করাতে নবাব ময়ূরভঞ্জের রাজ্যকে যুদ্ধে পরাস্ত
করেন,—কিন্তু সর্কেশ্বরের প্রতি যুদ্ধের ব্যয়
পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দেন, সর্কেশ্বর বিষয়-
চার্ট বিধায় সেই ব্যয়দানে অক্ষম হইলেও নবাব
তাহার আদ্যে প্রতিপাত করিলেন না । অগত্যা
দ্বিজ ব্রাহ্মণ আগ্রায় গমন করিয়া দিল্লীশ্বরের
উপাদনা করিতে লাগিলেন । দিল্লীশ্বর তেরে-
বে অত্যন্ত হিন্দুধর্ম-দ্রোহী ছিলেন; তিনি
একদা সর্কেশ্বরকে কৌতুকচ্ছলে কহিলেন, যদি
তুমি হিন্দুধর্ম-ত্যাগ করিয়া মুসলমান হও, তবে
তোমার বিষয় তোমাকে দিতে পারি, সর্কেশ্বর
বারবার ইহাতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু পরি-
শেষে নিরুপায় হইয়া মহম্মদীয় ধর্মগ্রহণ করিয়া
প্রত্যর্পণের আদেশ আনিয়া ভূমিসম্পত্তিতে
পুনরধিকার প্রাপ্ত হইলেন । অতাপি পোতে-
শ্বর ভট্টের বংশীয়েরা গড়পদার ভূঞা নামে
বিখ্যাত আছেন, মুসলমানদিগের সহিত করণ

হেন মতে কত শত কাঞ্চির আধান ।
কেবল কুলেতে কানী কলঙ্কী সমান ॥
কিন্তু রাজ-স্বামী যারে করেন বরণ ।
কি-ছার পদার্থ তার কুলের গঞ্জন ?
রাজ-রাজ-চক্রবর্তী কুণ্ড গোলকানি ।
পাণ্ডু আর যুধিষ্ঠিরে কেবা প্রতিবাদী ?
ভোজরাজ, মদরাজ, দ্রুপদ নৃপতি ।
পাণ্ডবে কুটুম্ব করি চরিতার্থ অতি ॥
সেইরূপ উৎকলের অধিপতি প্রতি ।
কতাদানে অগ্রসর কতমহীপতি ॥

ইতি কথারম্ভ নাম দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ ।

পদ্মাবতী ।

কিবা অপকরণ, পদ্মাবতী রূপ,
অলপ বয়সী বালা ।
কেতকী কুলুম, দেশের কুর্কুম,
লাগে ফুলের ডালা ॥
নয়ন জলধর, নীল নিভাধর,
কাজলে উজল ভাতি ।
যেন ইন্দীবর, তলি শোভা করে,
বহনীন হৃদে মাতি ॥
পলকে পলকে, দামিনী দলকে,
চমকে যুবক প্রাণ ।
আকর্ণ সন্ধান, কামের কামান,
যুগল ভুরুর টান ॥

কারণ সঙ্ঘকে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু
অতাপি তাহাদিগের বাটীতে দেবালয় সকল
এবং হোমকুণ্ড প্রভৃতি বর্তমান আছে । গড়প-
দার আদি নাম পুরুষোত্তমপুর-শাসন, দর্পণ
গড়েও এই রূপ এক পুরুষোত্তমপুর আছে ।

অধোর্ত কিবা, প্রবালের ডিবা, নাটক নাটিকা, শকশাক্ত টীকা,
 দশন মুকুতাধার । কাব্য আর অলঙ্কার ।
 যুহ যুহ হাঙ্গে, দর পরকাশে, ছন্দো ব্যাকরণ, মর্শনে দর্শন,
 কি শোভা করে সকার । প্রতি প্রতি-অলঙ্কার ॥
 নাসিকার কোলে, গজমোতী দোলে, সর্ব কল্যাতী, যথা ভাহুযতী,
 তিলফুলে হিমকণা । ত্রিজে চিত্রলেখা বালা ।
 প্রলম্বিত বেণী, নাগিনীর শ্রেণী, অপূর্ব রমণী, নারী-শিরোমণি,
 উভে কি বিস্তার কণা কিবা বৈজয়ন্তী মালা ॥
 প্রতিভার খনি, চন্দ্রসূর্য্য মণি, * দিন দিন তার, পদ্মবনাকার,
 সীমন্ত স্রীমন্ত করে । প্রকটিত হেরি রূপ ।
 বহু কর্ণকুল, শোভে কর্ণমূল, সমযোগ্যবর, না হয় গোচর,
 দোলে কি আনন্দ ভরে ? চিন্তিত হইলা ভূপ ॥
 পাটলী কি রসে, কপোলে বিকসে, সচিবের সহ, বসি অহরহ,
 কপাল কি আধ ইন্দু ? কতরূপ যুক্তি করে ।
 যুগাকের প্রায়, শো ভিছে কি তায়, বিভবে বিপুল, রূপেতে অভুল,
 যুগমদ লেখা বিন্দু ? কে আছে ভব-ভিতরে ?
 রাভা কোকনদ, শ্রীকর শ্রীপদ, দ্বির অবশেষ, উড়িয়া নবেল,
 অঙ্গুলী চাঁপার কলী । শ্রীপুরুষোত্তম রায় ।
 বন-প্রবেশণ, প্রথম যৌবন, কল্প সমান, রূপের নিধান,
 কিবা ভাব টল-টলী ॥ বিক্রমে বিক্রম প্রায় ॥
 নানা শুণবতী, স্থলীলা স্মৃতি, তনি সমাচার, উড়িয়া রাজার,
 দেবের অচলা রতি । হৃদয়ে উদয় প্রীতি ।
 মধুর গভীর, জুধা সম গির, কাকীশ সদন, চারণ প্রেরণ,
 মোহিত করয়ে মতি ॥ করিলেন যথা নীতি ॥
 কিবা নতশিরে, গতি অতি ধীরে, কহে মদ্রিবর, যুড়ি হই কর,
 সলজ্জ মধুর ভাব । " অবধান মহীপতি ।
 জলক্ষণযুতা, কিবা সিন্ধুভতা, রূপে অভুলনা, কমলা কলনা,
 কাকীপুরে আবির্ভাব ॥ ললনায় সার সতী ॥
 বীণা-বেণু আদি, স্তম্বর সমাধা, ভুবন-ভিতর, তাঁর যোগ্য বর,
 যন্ত্রভঞ্জে মৃতিমতী । করিবামে নিরূপণ ।
 সাবনা সমান, নৃত্যগীত নান, এই যোগ্য হয়, উচিত প্রত্যয়,
 শিবিয়াছে চাক্ষুযতি ॥ " স্বচক্ষে কবি জ্ঞান ॥
 তনি কাকীরায়, দিল ভাহে সায়,
 " সাজহ স্বরায় বাস ।

* শিরোভূষণ বিশেষ, ইহা কর্ণাট দেশে প্রলিখ ।

কিঙ্গপ আকার, আচার ব্যভাষ, সাধে মনোরথ, দেখি তিন রথ,
প্রত্যেকে দেখিতে পার । মণ্ডলিত, সিংহদ্বারে ।
কজা পদ্মাবতী, বাইবে সংহতি, বাজে ঢাক ঢোল, করতাল খোল,
নিরখিবে ভারী পতি । ক্রতিরোধ একেবারে ॥
সাগরের প্রতি, ধায় স্রোতস্বতী, ভাল-ধ্বজোপর, কিবা মনোহর,
কুপণে না করে গতি ॥" রেবতী-রমণ শোভা ॥
বিচারি ভূপতি, দেন অল্পমতি, নন্দী-ঘোষ নাম, রথে ঘনস্ত্রীম,
সাজিল কিঙ্করগণ । ভক্তজন-মনোলোভা ॥
সচিব সহিত, গুরু পুরোহিত, বেদি-রথোপরি, বিবাজে স্তম্ভরী
সৈয়দী পুরন্দী জন ॥ ভদ্রা সহ স্তম্ভর্শন ।
নিবিকারোহণে, সহিত অগণে, এক-দৃষ্টে বয়, যত যাজ্ঞিচয়,
চলি লাম্পুনন্দিনী । চরিতার্থ মনে মন ॥
বুধ-বেশ ধরি, চলে অখোপরি, প্রায়-সময়, সিদ্ধ উৎসব,
বেড়িয়া শত বন্দিনী । হেন কোলাহল রোল ।
সঙ্গে লয়ে ঠাট, আগে যায় ভাট, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ,
উত্তরিল ক্ষেত্ররাজে ॥ হরিবোল হরিবোল ॥
ধর্মী কুলাচার, পতি রাববার, হইল লগণ, যথা শুভক্ষণ,
কহিছে নৃপ-সমাজে ॥ উদয় উৎকলরায় ॥
"কাঞ্চী নম্বর, কলেবরেশ্বর, করে পরিপাটী, স্বর্ণের বাটী,
সমাগত সতিমান । অগুরু চন্দন তায় ॥
তনি গজপতি, হরষিত মতি, স্বর্ণ মাজনী, ধরি নৃপমণি,
ভেটিতে লয়ে যান ॥ আপন দক্ষিণ করে ।
যথা সমাদরে, কর্ণাট-ঈশ্বরে, ঠাকুর সমুখে, ছড়া দিয়ে স্থখে,
আনিলা পুরুষোত্তমে । ষাট দিয়ে পাটী করে ॥
যোগ্য ব্যবহার, আতিথ্য সংকার, দেখিয়া রাজার, রীতি এপ্রকার,
সদাচার যথাক্রমে ॥ হানিল কাঞ্চীর পতি ।
কিছু দিনান্তরে, মহা আড়ম্বরে, যথা সহকার, দিয়ে টিঙ্কার,
শ্রীশক্তিগা-যাত্রা হয় । কহিছে মন্ত্রী প্রতি ॥
দেখিবারে রথ, হাট দূর পথ, "একি হে হুগতি, হয়ে নরপতি,
লক্ষ লক্ষ যাজ্ঞিচয় ॥ চণ্ডালের আচরণ ।
"এরে হুহিতায়, দিব আমি হার ?
ধিক্ ধিক্ অভাজন !
"সমুদ্রের জলে, শিলা বাঁধ'গলে
বিসর্জিব পদ্মিনীয়ে ।

কু উৎকলাধিপতিদিগের প্রসিদ্ধ প্রাচীন
খ্যাতি ।

† জগন্নাথের রথ-যাত্রা ।

“বিন্দুক হুমতি, পাইবে দ্বর্গতি,
সারোদ্ধার-মাত্র এই ॥
“কে আছে সংসারে ? পারে চিনিবারে,
অনন্তের চারু পদ ।
“সে পদে-আমার, রাজত্ব কি ছার ;
চণ্ডালত্ব ব্রহ্ম-পদ ॥
“কাল বিষধর, গরল প্রথর,
কাঞ্চীরাজ নিন্দাবাদ ।
“সহিত অন্তর, তরু জর জর,
হায় হায় কি প্রেমা দ !
“অর্পিতে আমায়, নিজ হুহিতায়,
এনেছিলে সঙ্গে লয়ে ।
“আমারে না দিল, চণ্ডাল বলিল,
মানমদে মত্ত হয়ে ॥
“আমার এ পণ, শুন সভাজন,
সত্য যদি জগৎপতি ।
“সত্য যদি তাঁর, চরণে আমার
ধাকে ভক্তি রতি মতি ॥
“নত্যা যদি তাঁর, কৃপায় আমার,
উড়িয়ায় এই পদ ।
“তবে এই মোর, প্রতিজ্ঞা কঠোর,
দধৌচি-আস্থি-আম্পদ ॥
সংবৎসর তিন, ত্রিমাস ত্রিদিন,
ভিতরে সে ছরাচারে ।
“সময়ে জিনিয়া, চণ্ডালে আনিয়া,
দিব তার তনয়ারে ॥”
বলি এ ভারতী, কাস্ত নরপতি,
প্রশান্ত হইল চিত ।
কার্য্যে নানা মত, কতদিন গত,
জ্যৈষ্ঠ মাস সমুদিত ॥
দেবদান-পর্বে, মাতিলেক সর্বে,
মণ্ডপেতে জগন্নাথ ।
“রি করি-রূপ, শোভা অপরূপ,
বলভদ্র ভদ্রা সাধ ।

নীল কদম্বর, নীল গিরীশ্বর,
ধবল মাতঙ্গ বল ।
কনক করিণী, সুভদ্রা অগিনী,
শোভিছেন মধ্যস্থল ॥
ভোগের সময়, হইল ব্যত্যয়,
শুনি রাজা কোপভরে ।
দাস্ত স্থপকারে, ঘোর কারাগারে,
বাঁধি লয়ে বন্ধ করে ॥
দিন দুই পরে, নিশীথ প্রহরে,
স্বপন দেখেন রায় ।
কহিছে কে যেন, “এত দর্প কেন ?
ভুলিয়াছ আপনায় ॥
“পুরী নাম-ধেয়, কালি ছিলে হেয়,
আজ তুমি জগৎপতি ।
“বাহার কৃপায়, রাজা উড়িয়ায়,
তাঁরে হেলা ছরমতি !
“এত অহঙ্কার, মম স্থপকার,
দাস্তরে দিয়াছ কারা ।
“সে ভক্ত আমার, কি দোষ তাহার ?
চক্ষে তার শতধারা ॥
“আমিও ভক্ত, যদবধি মুক্ত,
দাশরথি না হইবে ।
“সত্বরে যাইয়া, দেহ ছাড়াইয়া,
তবে সে ক্ষমা পাইবে ॥
“সদা মন্ত-মন, ভুলিয়াছ পণ,
কাঞ্চী-কাবেরীর জয় ।
“রাজ-যোগ্য রীতি, নহে এই নীতি
প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া রয় ।
“কহ স্থপকারে, দিষ্টক আমারে,
পর্য্যবিত অন্নভোগ ।
“লয়ে তার মাত্রা, কর যুদ্ধযাত্রা,
নিশাশেষে শুভ-যোগ ॥”
স্বপন ভাগিল, নৃপতি ভাগিল,
চলে দ্রুত কারাগারে ।

সুপকার-পায়, দণ্ডবৎ কায়,
নিপতিত বারে বারে ॥
করি নমস্কার, মাগে পরিহার,
“ক্ষম মোরে অভিযোষ ।
তুমি পুণ্যবান, ভকত প্রধান,
না জানি করেছি দোষ ॥
পর্যুষিত অন্ন, * ভোগেতে প্রসন্ন,
করহ ঠাকুরে মোর ।
সেবা প্রয়োজন, যেনা আয়োজন,
করহ থাকিতে ঘোর ॥”
যথা সংমোপন, ভোগ সমর্পণ,
শিরেতে লইয়ে যায় ।
যাত্রা করে বীর, দক্ষিণ প্রাচীর,
পরিক্রম করি যায় ॥
হুড়ি হুই হাত, শত প্রণিপাত,
শীর্ষগত কসেবরে ।
যথা তত্ত্বিতবে, যুদ্ধ মন্দ স্বরে,

অনাথের স্তন করে ॥
“প্রসাদ দেব মাধব ।
“হমচর্যস্তি সাধবঃ !
“গজেন্দ্র-মোক্ষ-কারকং !
“খগেন্দ্র-দর্প-হারকং !
“অনন্ত শক্তি-ধারকং !
“কৃতান্ত-ভীতি-হারকং !
“নিরাস্ত শান্তি-দায়কং !
“নিশাস্ত-কারি-নায়কং !
“জীবন-গীত গৌরবং !
“নমামি ধৃত রোরবং !
“বপুঃ সুরারি ভৈরবং !
“প্রশান্ত ভূম্ব কৈরবং !

* কথিত আছে এই সময় হইতে ভগবান
দেবের পর্যুষিত অঙ্গে একটা ভোগদিবার
প্রথা প্রচলিত হয় ।

“নমঃ কৃতান্ত বারিণে !
“ভবান্ধি কর্ণধারিণে !
“সুরারি গর্বগজ্ঞনং !
“পুরারি নেত্রগজ্ঞনং !
“নদী পদাঙ্ক-নির্গতা ।
“সুরাপগা পদংগতা !
“নমামি দেবমীশ্বরং !
“অসংখ্য ভানু ভাষরং !
“অশেষ পাপ নাশনং ।
“সুধারসাবতারণং ।
“স্বমামি নাম তারণং ।
“অয়ে নিদান কর্মণাম্ ।
“কৃপানিধান পাকি মাম্ ॥
“অসংখ্য রেণুবান্ধিতঃ ॥
“অসংখ্য জীবপুত্রিতঃ ॥
“অসংখ্য লোক শুদ্ধিতোঃ ।
“অবো ভবন্তমাস্রিতঃ ।
“নমামি বিশ্বকারকে ।
“তব স্তমোভব গর্বে ।
“প্রবোধ সৌধ-সিদ্ধকে ।
“সুদান হীন বন্ধকে !
“নমামি নীল দেহিনে ।
“সুনীল শৈল গেহিনে ।
“ত্রিলোকচিত্র মোহিনে ।
“দ্রবস্ত সংঘ জ্যোহিণে ।
“দয়াময়ভয়াকরঃ !
“অবোধমান্ত সংহর !”

“যেথো যেথো অীচরণে, জীবনে মরণে যণে,
চরণ স্রগণে মন রয় ।
“তা যদি কায়ন্ত মোর, কি আছে সুরের গুর,
তুচ্ছ বোধ করি জয়াজয় ॥
“যখন চিন্তাই মনে, তব দয়া অকিঞ্চনে,
তখন তত্ত্বিত হয় ঐশ্বর্য ।

পূর্বে আমি কি ছিলাম, এবে বা কি হইলাম,
 ভাবি কিছু না পাই সন্ধান ॥
 “তোমাতেই অচ্যুত, গ্রীষ্মে পদার্থগণ,
 হুত্রে যথা গীর্থা মণিচয় ।
 “বিশ্বকর্ষক বিশ্বধার, বিশ্বযোনি বিশ্বদার,
 বিশ্বেশ্বর ব্যাপ্ত বিশ্বসর ॥
 “অনিয়াছি তব আরা, মহাবিজ্ঞা মহামায়া,
 কাজ তাঁর নাট্যার মত ।
 “অন্তরীণ এসংসারে, ভাসেন গড়েন কারে,
 কত বল এ খেলায় গত ?
 “মার্গ পাশে হয়ে বন্ধি, কে পাবে তাহার সন্ধি,
 চিস্তনীয় নহে সেই খেলা ।
 “এইমাত্র নিরূপণ, শ্রীপদে বাহার মন,
 ভবাক্রিতে সেই লভে ভেলা ॥”
 ইতি পদ্মাবতী নাম উত্তীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ ।

নাগিক-গোপালিনী ।
 পুরীর দক্ষিণ দ্বারে জলধির তীর ।
 হিলোল কল্লোলে হয় শ্রবণ বধির ॥
 বেগুন্নয় পথে কষ্টে পথিকের গতি ।
 স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্য-বসতি ॥
 পঞ্চকোশ অন্তরেতে আছে এক গ্রাম ।
 নামেতে আনন্দপুর গোয়ালার ধাম ॥
 পাঁচ সাত ঘর গোপ করে তথা বাস ।
 নারি জানে কোন শিল্প, নাহি করে চাষ ॥
 বিভবের মধ্যে আছে গো মেঘ বহিষ ।
 ভাই লয়ে সমস্ত সম্বরে অহনিশ ॥
 চরে চরে পশুপাল, খায় ঘাস জল ।
 স্বধারপ হৃদয়ান করে অনর্গল ॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত ছানা সর ।
 সেই তত্ত্ব গোপীগণ ব্যস্ত নিরন্তর ॥
 অদূরে তে দক্ষিণের গমনীয় পথ ।
 সিদ্ধ করে তাহাদের ধন মনোরথ ॥
 নানা গব্যে গোপীগণ সাজায়ে পসরা ।
 পঞ্চপাশে বসিয়াছে, বচনে প্রথরা ।
 ছই চারি, পাঁচ সাত, গোয়ালিনী মেলি ।
 গান রূপে শ্রীবল্লভবনের রস-কেলি ॥
 তার মধ্যে মাণিকী নামেতে এক বালী
 রূপের ছটায় পঞ্চ করয়ে উজ্জ্বলি ॥
 অঙ্গের প্রতিভা ঘেন কথিত কনক ।
 বুঝত বেহারী নামে তাহার জনক ॥
 কি স্বন্দর সুকুমার সুচক্ষুবতী ।
 শ্রীচন্দ্র বেহারী নামে হয় তার পতি ॥
 প্রতি দিন প্রভাতে সে সাজায়ে পসরা ।
 বড় নেউলের ধবল দেখি মনোহরা ॥
 যথা ভক্তি নত হয় যুড়ি পদ্মপাণি ।
 রাজপথ-পাশে পরে পণ্য রাখে আনি ॥

৭৮। কিছু পদার্থ আনে বিক্রয় কারণে ।

জগন্নাথে নিবেদন করে মনে মনে ॥
 তার পরে পথিকেরে করে বিনিময় ।

অহুনি জগন্নাথ হৃদয়ে উদয় ॥
 অন্তর্ভূমি ভগবান জানেন সকল ॥
 একদা হইল তার জনম সকল ॥
 সেই দিন পাঁচ ঘড়ি বেলায় সময় ॥
 পসরা লইয়া শিরে হইল উদয় ॥
 যেমন করিল ব্যাড়া ভাবিনী রমণী ॥
 বাম নেত্র বাম জাহ্নু ক্ষুণ্ণিল অমনি ॥
 মীনমুখে শংখচিল আগে উড়ি যায় ॥
 ধবল নকুল এক আগে আগে ধায় ॥
 ডাঙিনে বামাতে শিবা করয়ে প্রস্থান ।
 চারি বিগে স্নান করয় দৃষ্টমান ॥
 ক্রমে ক্রমে উল্লসিত গোয়ালার মেয়ে ।
 সে দিন বাড়িল রূপ আর দিন চেয়ে ॥

রঙ্গলাল-প্রবালী ।

একেত রূপের খনি, বয়সে তরুণী ।
 অরুদ্রতী আইল কি তেজি সপ্তমনি ?
 শীতল অনল প্রায় লাগ্যেব ছটা ॥
 ধূমাকারে শোভে নীল চিকুরের ঘটা ॥
 খঞ্জন গঞ্জন নেত্রে অঞ্জন রঞ্জন ।
 ইন্দীবর নৌগিমার গৌরব-ভঞ্জন ॥
 দর হাসি মুখে যেন অফুল্ল বাঁধুণী ।
 কপোলের আভা কিবা লোহিত গোবুণি ॥
 নাসিকায় ফুলগুণা * কর্ণে মল্লি-কলি † ।
 ভালে টিটা ‡ যেন ফুলকমলেতে অলী ॥
 করেছে কনক চূড়ী, কণ্ঠে কণ্ঠমালা ।
 অঙ্গুলে অঙ্গুরী, ঝার, পদে গোড়মালা ॥ ॥
 কালমেঘী সাড়ী পরা, পবনে চঞ্চল ।
 বামকাঁধে প্রলম্বিত বিচিত্র অঞ্চল ॥
 রক্ত পাটফুলে § কিবা বেণী বিজড়িত ।
 তাহে এক টাপা যেন জগদে তড়িত ॥
 আলতায় রাজা পদে অধিক জমক্ ।
 মস্ত মাতঙ্গের মত গতির ধমক্ ॥
 দাড়িষের বীজ দন্ত, হৃদ মন্দ হাস ।
 আরক্ত অধরে পর্ণরসের উজ্জ্বল ॥
 কি মধুর বাণী যেন কোকিল-কুহরে ।
 অমৃতের বৃষ্টি হয় শ্রবণ-কুহরে ॥
 পসরা লইয়া পথে করিয়া প্রবেশ ।
 দেখে ছই অশারোহী রাজপুং বেশ ॥
 নীরদ আমল এক, বিতীয় ধবল ।
 কৃষ্ণবর্ণ শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গ যুগল ॥
 দিব্য ছই মূর্ত্তি হেরি ভাবে মনে মনে ।
 লঙ্গীমস্ত পাখক মিলিল শুভক্ষণে ॥
 মুখেন্দু রঞ্জিত মুহু মন্দ মন্দ হাসে ।
 পসরা লইয়া গোপী চলিলেক পাশে ॥

* উৎকলীয় নাসা-ভূষণ বিশেষ ॥

† কর্ণ-ভূষণ বিশেষ । উল্কা ॥

‡ দ-ভূষণ § উর্ণানির্মিত কুন্ডল-কলিত সূত্র,

ইহার দ্বারা কবরী বন্ধন হয় ।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল যুযুতী ।
 বক্ষি অপাঙ্গ-সদী অধোদিকে গতি ॥
 মস্তক হইত তরা নামায়ে পসরা ।
 ললাটে অঙ্কল টানি দিল মনোহরা ॥
 মাণিক্যর রূপ হেরি রাজপুং দয় ।
 মনে করে দ্বাপরেব ভাব রসময় ॥
 এই কি সে যুযুতী-নন্দিনী রাধিকা ?
 শ্রেমণ্ডক মাধবের প্রণয়-সাধিকা ॥
 কৃষ্ণ রাজপুতে দেখি, মাণিকা মোহিত ।
 অপকূপ রূপে হ'ল চকিত রহিত ॥
 নবীন কিশোর কৃষ্ণ কন্দর্পমুরতি ।
 গোলোক-পুলক দাতা কমলার পতি ॥
 মনে ভাবে "এ পুরুষ অতি সুকুমার ।
 নাজানি হইবে কেন রাজার কুমার ॥
 এ নব বয়সে কেন প্রবাসেতে ফেরে ?
 কেমনে ইহার মাতা ছেড়ে দিল এয়ে ?
 দেখিয়াছি আশোবার অনেক অনেক ।
 হেন অশারোহী কভু দেখিনি জনেক ।
 কালা ধলা ঘোড়া, কালা ধলা আশোবার ।
 মর্ত্যে কি আইলা ছই অশ্বিনীকুমার ?
 গৌর গৌরবের চোর এ কৃষ্ণধরণ ।
 পুরুষ জাতির এই শ্রেষ্ঠ আভরণ ॥
 আকারেতে বোধ হয় বড় ধনধান ।
 সমরে সমর্থ অতি, বীর বলীয়ান ॥
 যুদ্ধ করিবারে যেন এই বীরবেশে ।
 ছইজনে দ্বন্দ্বাঙ্গরি যান কোন দেশে ॥
 নিরখিবা মাত্র কেন এত উচাটন ।
 কারল কি মম মন কটাক্ষে হরণ ?
 তুরঙ্গ দিপাহিগণ, কভু শাস্ত নয় ।
 সভ্য কি ইহারা দধি করিবেক ক্রয় ?
 কড়া নাহি দেয় পাছে ভোজন করিয়ে ।
 যে হোক হেরিব রূপ নয়ন ভরিয়ে ॥"
 বীরযুগ মুখচাহি বৃড়ি ছইপাণি ।
 দরহাসে বিনাইয়ে কহিতেছে বাণী ॥

“হয়েছে অনেক বেলা, খরতর খরা ।
 “তরুতলে গাভী বৎস ষাইতেছে ভরা ॥
 “হেথা আছে ছায়া জল ঘোরস প্লাচুর ।
 “ঘোড়া রাখি হুজনে রকুন শ্রান্তিদুর ॥”
 বসন্ত-কোকিল প্রায় স্বর গভীর ।
 স্তম্ভ চমকিত চিত্ত, হ’ল দুইবীর ॥
 চতুর নগরীর রুদ্ধ রাজপুত ।
 বক্ষি নয়নে খরতর শরযুত ॥
 নবীন নীরদ যথা নিনাদিত ধীরে ।
 কিবা প্রতিধ্বনি যথা মহেশ-মন্দিরে ॥
 সেইরূপ শ্রীমুখেতে বচন প্রকাশ ।
 “বিষাধরে সুরঞ্জিত মৃত মন্দ হাস ॥
 “তোমার গো-বস খাতি, কিসা নীর-ভরা ।
 অপকৃপ নানারূপ সাজান পসরা ॥
 “হুলু কি হুলু ভি মূলোতে বিনময় ।
 না জানিলে সমুদ্র কেমনে বর্গ হয়” ?
 বচনে চাতুরী বৃষ্টি আভীরের বধু ।
 উত্তর প্রদান করে বরবিয়া মধু ॥
 কহে কিছু বদনের বসন তুলিয়া ।
 “আমার যে কিছু আছে লওহে মূলিয়া ।
 গ্রাহক যেমন; মিলে পদার্থ তেমন ।
 গুণের পরীক্ষা মাত্র, গুণীর সদন ॥”
 রসিক পাইলা রস, কথার উত্তরে ।
 কহেন “বিলম্ব নাই ষাইব সত্তরে ॥
 কহ গো গোয়ালিনি, কিবা তব নাম ?
 কোথায় জনক, আর শ্বশুরের ধাম ।
 শ্বশুরের ঘরে কিবা, থাক বাপ-ঘরে ?
 কতকাল বেচা কেনা, এই পথোপরে ?
 তরু এত তরু বেচি, বচনেতে ছন্দ ।
 নহে’ত নন্দ শত্রু তাহে নিরানন্দ ?
 জন্মি ভাল স্বজাতির ব্যবসা কোশল ।
 পোষাভে কবহ সের টেলেদিয়ে জল ॥”
 হাসিয়া মাণিকা করে আরো বাক্ হুল ।
 “স্বজাতির বৃত্তি শ্রুত ! কেবা ছাড়ে বল ?

এই গ্রামে ঘর মম, এই দেখা যায় ।
 মাণিক বলিয়া মোরে ডাকে বাপ মায় ।
 গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে ষাইনাকো কর্তৃ ॥
 পতি-আর পিতৃগৃহ একগ্রামে শ্রুত ॥
 পিতা মোর বৃষভানু, মাতা কলাবতী ।
 নাম নাহি লর, পতি কুমুদিনী-পতি ॥
 মোর প্রতি আছে স্বপ্ন নন্দীর প্রতি ।
 এই পথে দধিহুগ্ন বেচি নিতি নিতি ॥
 ছন্দ না শিপিলে শ্রুত ! নাহি হয় কড়ী ।
 আচাভ্রা লোক পথে যায় গড়াগড়ী ॥
 অধীনীর কত মত জিজ্ঞাসিছ বাণী ।
 আপনার নাম গোত্র কিছুই না জানি ॥
 জন্ম তব কোন্ বংশে, কিবা গ্রাম নাম ?
 কেবা পিতা মাতা তব ? কহ গুণগ্রাম ॥
 এক মার পুত্র বৃষ্টি নহ দুইজন ।

তুমি হে শ্রামল, ইনি ধবল বরণ ॥
 তুমি ছোট, ইনি বড়, এই মনে হয় ।
 বহুকথা জিজ্ঞাসিতে মনে লাগে ভয় ॥
 ছোট মুখে বড় কথা, পাছে কোপ কর ।
 এত বলি মাণিকা হইল নিরুত্তর ॥
 অসিত পুরুষ কন সুরঞ্জিত আননে ।
 “আমাদের পরিচয় শুন বরাননে ॥
 শুরসেন দেশে ঘর, জন্ম যহকুলে ।
 কিশোর বয়স গেল যমুনার কুলে ॥
 আমরা জনমাবধি মাতুলের ডরে ।
 লুকায়েছিলাম গয়ে তব জাতি-ঘরে ॥
 অনেক উৎপাতে তথা পাইল উদ্ধার ।
 গোচারণে বনে বনে করিছ বিহার ॥
 সবল তোমার জাতি, সবল দ্রব্য ।
 বিশেষ সরলা ব্রজ-গোপবালাচয় ॥
 বেঁধেছিল প্রেমডোরে তহু আর মন ।
 আর কি তেমন প্রেম হইবে ঘটন ?
 মাতুল মরিল রণে, ঘুচিল জগল ।
 তারপরে সিদ্ধুতটে গত, কত কাল ॥

জগন্নাথ সিংহ রায় হয় মম নাম ।
 ইনি মোর বড় ভাই, রূপগুণধাম ॥
 অজ্ঞায় না সন ইনি দয়ার নিধান ।
 গদাযুদ্ধে কেহ নাই—ইহার সমান ॥
 তোমার নিকটে গোপি ! কি আর বড়াই ॥
 ঠেকিয়া শিখিছি কত দেখেছি লড়াই ॥
 এবে আমি ক্ষেত্রবাসী, প্রসাদে নির্ভর ।
 আত্মীয় আমার সব, কেহ নহে পর ॥
 ভারত ভরিয়া আছে সেবক আমার ।
 এক স্থানে নাহি থাকি, ভ্রমি এসংসার ॥
 আমার হইয়া সবে, আমারে না চিনে ।
 কখনে থাকিতে নায়ে কিন্তু আমা বিনে ॥
 চতুর্দশ গড় মম, দুর্গম বিশেষ ।
 আজ্ঞা বিনা কার সাধ্য করিবে প্রবেশ ?
 সম্প্রতি যেতেছি কাঞ্চী-অধিপতি-জয়ে ।
 বড় তার গর্ব, খর্ব করণ-আশয়ে ॥
 পশ্চাতে আসিছে বহুতর সৈন্যদল ।
 হাতী ঘোড়া বধ পদাতক মহাবল ॥
 যাইতেছি ছই ভাই সকলের আগে ।
 এখানে বিলম্ব তথ নব অ রাগে ॥”

তাহা শুনি গোপী কহে, কৃতকৃত্য হ
 “নাহিক ভাজন হেথা, কিসে দিব লয়ে ?
 কাহাকে বা আগে দিব, বল হে গোপাই ।
 অধীনীর ঘরে চল, হেথা স্থান নাই ॥”
 অগ্রহ বলেন, “চিন্তা কিসের কারণ ?
 যাতে দিবে, তাহাতেই করিব গ্রহণ ॥
 আমাদের অনাচার সদাচার নাই ।
 বেষ্মানেতে যাহা পাই, তাহা খেয়ে যাই ॥
 আন, আন, দধি দুগ্ধ আৰ উপহার ।
 ভাত খেয়ে ছই ভেয়ে করিব আহার ॥
 পশ্চাতে থাইব আমি, অজ্ঞা না কর ।
 ছোট ভেয়ে দে হ নবনীত ক্ষীর সর ।”
 কৃষ্ণ রাজপুং কন, ইহা যে অনিষ্ট ।
 স্মৃষ্টে বাণি কেমনেতে খাইবে কনিষ্ঠ ?

আপনি খাউন আগে, আমি খাব পরে ।”
 কতকণ কথার কলনা পরস্পরে ॥
 মধ্য ভাগে দাঁড়াইয়া গোপের কামিনী ।
 সিতাসিঁর্ত মেঘ-মাঝে যেন সৌদামিনী ॥
 কালিয় পুরুষ প্রতি মন মজেছিল ।
 “তুমি আগে খাও,” বলি বাড়াইয়া দিল ॥
 অগ্রজের বাক্য পুন না করি লভন ।
 অগ্রে কৃষ্ণ অধারোহী কয়েন ভোজন ॥
 পরশিছে গোপবালা আনন্দে বিভোলা ।
 কর-উত্তোলনে উভ স্তম্ভের চোলা ॥
 ত্রীমুখের প্রতি এক দৃষ্টে চেষ্ট-রয় ।
 ধ্যান, জ্ঞান, মন, এণ করিল বিক্রয় ॥
 সামালিতে না পারিল, লজ্জা গেল দূরে ॥

পুলকিল তমুকহ-প্রণয় অকুরে ॥
 করে কর পরশে, হববে মুগ্ধ মন ।
 মহীতলে পড়ে ক্ষীর তেজিয়া ভাজন ॥
 নিঃশব্দে স্থিতানন কালিয় তুরঙ্গী ।
 ভাবপ্রাহী ভাবে বশ, হেরি ভাব ভঙ্গী ॥
 কহিছেন, “কৃষ্ণা তৃষা হইয়াছে দূর ।
 অগ্রজেরে দধি দুগ্ধ দেহ গো প্রচুর ॥”
 তাহা শুনি আত্মবিরী সানন্দ অন্তরে ।
 খেত রাতিভের করে, গব্য দান করে ॥
 উদ্ধব, অজুর, নাম সহীস ছজন ।
 জল দিল মুখ হস্ত শোধন কারণ ॥
 অনন্তর ছই ভাই প্রকুল অন্তর ।
 অধ-চালনায় হইলেন অগ্রসর ॥
 গোপালিনী ভুলে গেল স্বপনে ভবনে ।
 ইহাঁদের সঙ্গে যাব, ভাবে মনে মনে ॥
 কহে, “ববে ববে আর কিবা প্রয়োজন ?
 নবীন কিশোর কৃষ্ণে অর্পিয়াছি মন ॥”
 চল কবি ছই ভেয়ে কহে বসমতী ।
 “দই খেয়ে চল যাও, কড়ী দিলে কই ॥”
 কৃষ্ণ কন, “আমাদের সঙ্গে কড়ী নাই ।
 ধন জন পিছে রেখে, এসছি ছুতাই ॥

গোপী কহে, “তবে আমি সঙ্গ সঙ্গে যাব ।
সংযোগ হইলে পরে কড়ী বুঝে পাব ॥”
উত্তরে কহেন কৃষ্ণ, “কত দূরে যাবে তু
দৌড়িয়া ঘোড়ার সঙ্গে মহা কষ্ট পাবে” ॥
মাণিকা কহিছে “দেব ! এত বড় রত্ন ।
কড়ীও দিবে না, আন, নাহি লবে সঙ্গ ॥
কি করিব বল প্রভু ! ঘরে কিরে গিয়ে ।
বিনি মূলে যাও দৌড়ে ছুই দই পিয়ে ॥”
কালিয় কহেন, “শুন, শুন গো মাণিকি ?
খেলো কড়ী দিতে হয়, এ কথা জানি কি !
কি করিব এখন, লাগিল বড় ধাধা ।
যাহা কহ তোর কাছে রেখে যাব বাঁধা ॥”
সেকথা শুনিয়া ভূঁই ছুয়ে গোপালনা
ছি ! ছি ! কহে বার বার কাটিয়ে রসনা ॥
কহে “প্রভু ! মোর চেয়ে অধম কে আছে ?
দ্রব্য দিয়া বাঁধা লব তোমাদের কাছে ?
যায় যাক্ ঘর ছায় যায় যাক্ ধন ।
সঙ্গে লহ তিরকাষ সেবিব চরণ ॥”
পুনরায় কহিতেছে, হাসিয়ে হাসিয়ে ।
“কেমন তোমার বাগ্মা, কড়ী নাহি দিবে ?
সাধু হয়ে কেমনেতে ঘরে কিরে যাব ।
কে দিবে আশায় কড়ী, কেমনেতে পাব ?”
কহিছেন বড় ভাই, “কেন কর ক্রোধ ।
বাঁধা দিয়া ঋণ তব করি পরিশোধ ॥
বন্ধক রাখক এই রতন অঙ্গুরী ।
পশ্চাতে সামন্ত সৈন্ত আনিতোছে ভূরি ॥
সেনার নায়ক-হস্তে এ অঙ্গুরী দিও ।
বত ইচ্ছা হয়, দখি ছুই মূল্য নিও ॥”
সায় দিল গোপবালী সে কথা শ্রবণে ।
প্রসঙ্গিল পদাশি মুক্তিকা-গ্রহণে ॥
অপূর্ণ অঙ্গুরী, অষ্ট বস্ত্রে বিজড়িত ।
অমাযিকা-হাতে বীর খুলিয়া স্বরিত ॥
ব্রহ্মজাতি হীরক অলিছে মধ্যভাগে ।
গোপিকায়ে অর্পণ করেন অঙ্গুরাণে ॥

কথায় কথায় তথা দুই বীরবর ॥
মুহূর্ত্তেকে হইলেন সৈন্য-অগোচর ।
অঙ্গুরী লইয়া গোপী রহে দাঁড়াইয়া ।
স্বপন সমান, মনে, ভাবে, সব ক্রিয়া ॥
হেথা শুন সমাচার, তার অনন্তর ।
সমর-যাত্রায় বাহগত নৃপবর ॥
কর্ণাটের রাজধানী কাঞ্চী-পরাঙ্গমে ।
সমবেত অগণিত নানা সৈন্যচয়ে ॥
পাটজোষী * যোগ লয় দেখিয়া আকুল ।
দক্ষিণ-যাত্রায় গ্রহ নহে অঙ্গুল ॥
রাজা কন “যোগ লয় কিছুই না মানি ।
যোগ যোগেই মম প্রভু চক্রাণি ॥
উত্তর আজ্ঞা মানি, যিনি গ্রহগণ-স্বামি ।
এখনি বিজয়-যাত্রা করিব হে আমি ॥”
নানা বল সৈন্য দল অগ্রমেয় লাঞ্জে ।
অস্ত্রের ছটায় দিনমণি ম্লান লাঞ্জে ॥
বলদ, তুরঙ্গ, উট, হাতি সারি সারি ।
শকটে সম্ভার কত যার ভারী ভারী ॥
অনেক অশ্বাশ্রয় জন্ত নল-গোলা গুলী ।
পদাতিগণের অঙ্গে মাখা রক্ত-ধূলি ॥
শিরদ্বাগ বর্ষা চমে সজ্জিত সকলে ।
রণমদে মাতোয়াল, টেঁচা ভাঙে চলে ॥
শত্রুনাশনারী চলে হাজারে হাজার ।
দোকানী পসারী চলে লইয়া বাজার ॥
চলে অশ্বারোহী কিবা গতির অমক্ ।
শূলফী বলম করে, করে চক্ মক্ ॥
চলে অগণিত চাল-তরবার-দারী ।
চলে মল থেকে থেকে উল্লসন মারি ॥

* পটু জ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ,—
যদিও এই উপাধি হিন্দু রাজাদিগের সময়ে
রাজকীয় জ্যোতিষীর সম্পত্তি ছিল,—কিন্তু
এটুকুণে উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ তত্ত্বপাধি
এবং ব্রাহ্ম-গুরু প্রভৃতি মহা মহোপাধি সকল
ধারণ করে ।

চলে এদ ঘুরাইয়া কত দল বল।
 চলিল বিস্তর হস্তে সর্বল কেবল॥
 রাজ অগ্রভাগে, রাজ-হস্তির প্রয়াণ।
 বিষ্ণুচক্রে বিচক্রিত লইয়া নিশান॥
 উটের উপরে বাজে রামামা টিকার।
 ঘোড়ার উপরে বাজে যুগল নাকার।
 হস্তির গলায় ঘটা বাক্রে ঠন ঠন।
 পদাতির জঘবনি, নিদ্রা গজ্জব॥
 জগন্নাথ দর্শনের নাহিক সময়।
 দক্ষিণ প্রাচীর ভেজি অগ্রসব হয়॥
 মনে মনে ইষ্টদেবে নমো নুড়ি হাত।
 ত্রীহুগা মাধব * পদে করে স্নানিপাত॥
 নীলচক্রে † প্রতি চাহি করে নরপতি।
 “কর্ণাটের জয়ে, দীর্ঘে দেহ অহুমতি॥
 প্রথমে সে বুদ্ধে যাহা হস্তগত হবে।
 তোমার মণ্ডনে, চক্র! ব্যয় তাহা হবে।”
 কটকের পদভরে কাঁপিতেছে ক্ষিতি।
 চলিলেন গজপতি নাই মাত্র ভীতি॥
 অতি বেগে যায় রথ, শূত্রপথে চায়।
 মাংস মুখে গৃধ্র এক দেখে উড়ে যায়॥
 তাহা দেখি অনেকের প্রিস অন্তর।
 মনে ভাবে এ শকুন অন্তত আকর॥
 রাজা কন, “প্রভু আদেশ মাত্র সার।
 এশকুন অশকুন, মানি সব ছার।”

শ্রামল ধবল অখারোহী দুই জন।
 দুই ক্রোশ অগ্রে অগ্রে করেন গমন॥
 মাণিক গোপিনী হস্তে অঙ্গুরী লইয়া।
 চঞ্চলা হইয়া আছে পথে দাঁড়াইয়া॥
 কৃষ্ণ রাজপুতে স্মরি, অস্থির অন্তর।
 যুগল নয়নে অশ্রু ঝরে নিরন্তর॥

* পুরীর দক্ষিণ প্রাচীরান্তে এই দুই
 প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি আছে।

† জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া স্থিত বিষ্ণুচক্রে।

কহে, “তোথা গেল মোর নবীন কিশোর ?
 আশা মোর সুখনিশি প্রদোষেতে ভোর।
 আর কি পাইব দেখা শ্রামল ত্রিভঙ্গে ?
 এই ছার পামরীকে না নিলেন সঙ্গে॥
 অধম গোয়াল, কুলে আমার জনম।
 ছার বুঁদ, কি বুঝিব সহৎ মরম ?
 দধি ভাঙ বিকাইয়া চাহিলাম দাম।
 তাই কি করিয়া কোপ গেল গুণধাম ?
 শ্রীহস্ত অঙ্গুরী থুলি দিয়ে গেল বঁধা।
 আশা যেন সে চরণে গেছে বাঁধা।”
 এইরূপে মাণিকা করিছে কাল-পাত।
 অপকূপ ভাব-ভাব প্রভাতে প্রভাত॥
 যদবধি হেথিল সে পুরুষ রতনে।
 সকলেই তুচ্ছ বোধ হয় তার মনে॥
 ভানুরে খতোত ভাবে, সাগরে গোপদ।
 মেরু মুৎসিঙ, তৃণ কুবের-সম্পদ॥
 অমূল্য পদার্থ প্রেম, মূল্য কিবা তার ?
 যে জেনেছে এসংসার তার কাছে ছার॥
 প্রেম ধর্ম, সার ধর্ম, প্রেম সুখ সার।
 প্রেমময় এজগৎ সন্দেহ কি আর ?
 ভাবিনী এভাবে আছে, এমন সময়।
 সসৈন্তেতে নরনাথ হইলা উদয়॥
 রাউত * মাহত দূত আরো সৈন্তগণ।
 মাণিকারে নিরবিধে বিমোহিত মন॥

* রাজপুং শব্দের অপভ্রংশ, যদিও উক্ত
 পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুতরাই এই উপাধি ধারণ
 করেন,—কিন্তু উৎপত্তি কচুৎপদক এক জাতি
 শূত্র যেমন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া হুগিয়া
 ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ চায়া-
 খণ্ডায়িতেরা ক্ষত্রিয়ভিমান-সুখ বলাৎকার
 করিয়া রাউত নামে পরিচয় দেয়, ইহাদিগের
 মধ্যেও কোন কোন শ্রেণী গলদেশে যজ্ঞ ধারণ
 করে, অনার্য্য দেশ অধিদ্বিগের সভ্যতা
 প্রচারিত হইলে এইরূপ কৃত্রিম বিভ্রান্ত ধারণ

যে মেখে, তাহার আর চরণ না চলে ।
চিহ্ন পুতুলের শ্রায় হইল সকলে ॥
ভাড় দেখি ভিজ্জালা করেন নবপতি ।
• স্থগিত হইল কেন কটকের গতি ॥
অমুচব কহে, “অবধান মহীপাল !
অপূর্ণ নারীর রূপে রাজপথ আলি ॥
গোয়ালিনী হবে হেন আকার প্রকার ।
মৃতক উপরে আছে গোরস-সস্তার ॥
বস্তা তিলোত্তমা কিবা মেনকা উর্ধ্বশী ।
“রাউং” “রাউং” বলি ককবে রূপসী ॥
তুমিয়া স্থগিত তথা হইলা ভূপতি ।
“কোথায়, কোথায় ?” বলি যান শীত্ৰগতি ॥
দেখেন সুন্দরী এক, মুনি-মনোলোভা ।
লাবণ্য-লহরী, কিবা অবতীর্ণ শোভা ॥
নববরে হেরি কহে গোয়ালার মেয়ে ।
“হেথা আমি আছি স্মৃধু তব পথ চেয়ে ॥”
রাজা কন, “কি বলিবে বলত আর্ঘ্য” ।
মাণিকা কহিছে “তবে শুন মহাকায ॥

কর, একটি পুরাতনী প্রথা,— ভারতবর্ষের
বহুতর প্রদেশে ইহা দ্রষ্টব্য,—উড়িয়ায়
যাহারা রাজাদিগের দ্বারা খণ্ডা বহনে অর্থাৎ
যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইত, তাহারাষ্ট খণ্ডাধিত
ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিমান করে,—যাহারা কৃষি-
কার্যে নিযুক্ত রহিল, তাহারা অজ্ঞাপি আপনা-
দিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়, ফলতঃ
উভয়েই আদিম শূদ্র অর্থাৎ অনাথ্য জাতির
অবশিষ্ট সত্ত্বি, খণ্ডায়িতের ক্ষত্রিয়ত্বের অভি-
মান করুক, কিন্তু চর্য অর্থাৎ শূদ্রদিগের
সহিত তাহা দুগের বিতর্কাদি অবাধে চলি-
তেছে,—এমন কি উৎকলে করণাভমানী
কোন কোন মহাজিগীও তাহাঙ্গির সহিত
করণ কাষণ করে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং
বঙ্গ প্রদেশের কারণদিগের ত্রায় তাহারা গভীর
মধ্যে আবদ্ধ নহে ।

শ্রামল ধবল সর্গ বীর দুইজন ।
শ্রামল ধবল দুই অশ্ব আরোহণ ॥
আমার পসরা হ’তে দধি দুগ্ধ খেয়ে ।
কড়ী নাহি দিখে চলি খেল দুই ভেয়ে ॥
কড়ী পাইবারে কত কহিহু আখুটি ।
শেষে বঁধা দিখে গেল একটা আঁঙুটি ॥
কহিল, ‘সামন্ত পৈত্র আসিতেছে পিছে ।
সেই সঙ্গে এইজন রাউং আসিছে ॥
তাহার নিকটে অঙ্গুরীটা দেখাইও ।
যে কিছু তোমার মূল্য সব বুঝে নিও ॥
আর এক কথা শুন সাবধান হয়ে ।
কহিবে, দুভাই গেল সর্গাট-বিজয়ে ॥”
এত বলি গোপাঙ্গনা বস্ত্র-গ্রস্থি খোলে ।
নামিলেন রাজা তথা তাজি চতুর্দলে ॥
মুদ্রিকা অঞ্চল হ’তে করিতে বাহির ।
জলিতে লাগিল যেন দ্বিতীয় মিহির ॥
নিরগিয়ে নৃপতির তিত চর্মকিত ।
ছটায় ছাইল আঁখি, চকিত স্থগিত ॥

অষ্টরত্নে বিভাড়া, বস্ত্র স্থলক্ষণে ।
ভাবে হেন অঙ্গুরায় দেখিনি নয়নে ॥
অঙ্গুরী লইয়ে করে, কন নৃপমণি ।
“তোব চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছে রমণী ?
যাহাদের স্রীচরণ সেবনে কমলা ।
চঞ্চলা প্রকৃতি তেজি হ’লেন অল্লা ॥
যাহাদের ইচ্ছাক্রমে দেবতার তরে ।
লুবণ সাগরোদরে অমৃত সঞ্চারে ॥
যাহাদের অধিবাস অসীম উদবি ।
সেই দুই ভাই শের ভুঞ্জিলেন দধি ॥”
তাহা শুনি উত্তরোল হ’ল সৈন্তগণ ।
মাণিকাও চরণে প্রণাম সর্কজ্ঞন ॥
নৃপ কন, “আবার পুণ্যেও নাহি ওর ।
বহুভাগ্যে পাইলাম দরশন তোব ॥
লক্ষী, সরস্বতী কিবা হবে রাধা-রাণী ?
কলিকালে অবতীর্ণ ভূমি উপেক্ষণী ॥”

কি ঠেকা তোমার দেবি । কর অসুখতি ?
 কিসে বা প্রসন্ন তুমি হবে মম পতি ?
 এক্ষণে করেন রাজা বিচিত্র সম্মান ।
 কনক সন্নিধি শিরে করাইলা স্মান ॥
 মাণিকা কহিছে, “দেব মাণিক কি আর ?
 কৃষ্ণ বাউত্তের পদে মানস অমার ॥
 অস্ত্র ধনে আমার বাসনা কিছু নাই ।
 এই কর অন্তে ঘেন সে চরণ পাঠ ॥
 আর সেই কৃষ্ণ বাউত্তের প্রতিকাম !
 এই স্থানে বসাইয়ে দেহ এক গ্রাম ॥
 রাজা কন, “যে ঠেকা তোমার ভাগ্যবতি !
 সীমা নির্দ্ধাণ করে কর তুমি পতি ॥
 বস্ত্র দূর বেড়ি তুমি করিবে গমন ।
 তন্তুদ্বয় ভূমি আমি করিব অর্পণ ॥
 মাণিকপত্তন বলি হবে তার নাম ।
 অজ্ঞানিন তব বংশে যবে এই গ্রাম ॥
 রাজস্ব-বিবহে তুমি কর অধিকার ।”
 এত বলি, করিলেন-বহু পুরস্কার ॥
 অজ্ঞাপিত সেই গ্রাম আছে বিজ্ঞমান ।
 মাণিকপত্তন-নাম যশের নিধান ॥

ইতি মাণিক গোপালিনী নাম
 চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চম সর্গ ।

যুদ্ধ-যাত্রা ।

চলিলেন নৃপ স্তম্বে, বিবলিত ভাট-স্তম্বে,
 নদ নদী শেখর নগর ;
 চিল্কা হইলা পার, মাঝে মাঝে অবতার,
 নীলমণি আভাত সাগর ॥
 দেখা যায় কতদূর, ব্রহ্মপুর ইচ্ছাপুর,
 ঋষিকুল্যা, নদী বংশীধারা ।

শ্রীকঙ্কালী * ত্রিনিধান, সতীর কঙ্কালী স্থান,
 যথা জয়দুর্গারূপ তারা ॥
 “দেখ, দেখ, মগাকার ! আগে অই দেখা যায়,
 কলিঙ্গ-পত্তন হে নরেশ ।
 পূর্বে নরপাণিগণ, হেথা থাকি স্থানাসন,
 করিতেন এ কলিঙ্গ দেশ ॥
 হেথা হ’তে বৈশ্রগণ, করি তরী আয়োজন,
 যবদীপে † করিয়া গমন ।
 বসতি স্থাপন করে, হিন্দু যশোরত্নকরে,
 এত এক উজ্জল রতন ॥
 অই দেখ হে ঠাকুর, বিমল-পত্তনপুর,
 আর নিশাখা-পত্তন ধাম ।
 নানা স্থান অভিগাম, কত আর লবনাম,
 দুই দিকে শত শত গ্রাম ॥
 হইলে গো অবতরী, গোদাবরী ‡ নাম ধরি,
 দক্ষিণ দেশেতে স্রবধূনী ।
 মধুর সলিলযুতা, ব্রহ্মাচলে সমুদ্ভূতা,
 পিতা তব শতানন্দ হুনি ॥

* শীকাকোল ;—তালে কালে স্থানাদির
 নাম কি রূপান্তর হইয়া যায় ! এই স্থলে
 দাক্ষায়ণীর কঙ্কালী পতিত হইয়াছিল, এমত
 প্রবাদ ।

† জাবা,—হিন্দুজাতিতে কুপমণ্ডুক বলিয়া
 ভিন্ন দেশীয় লোকেরা মানি করেন, কিন্তু
 অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, জাবা প্রভৃতি
 দ্বীপে হিন্দুরাই উপনিবাস স্থাপন করিয়া-
 ছিলেন ।

‡ দক্ষিণ দেশে গোদাবরীকে গঙ্গা নামে
 প্রসিদ্ধ । তাঁহাকে “সান গঙ্গা” অর্থাৎ ছোট
 গঙ্গা কহে । গো শব্দে জল, বা শব্দে দায়িনী
 বরী শব্দে প্রধানা, অর্থাৎ জলদায়িনীর মতো
 প্রেতা ।

পশ্চিম পরোধি-ভীবে, জনমি পৰ্জ্বত-শিবে,
করিয়াছ পূৰ্ণাৰ্গবে গতি ।
বেধানেতে জন্ম তব, কি তার মহিমা কব,
যহ যত দেবের বসতি ॥
এত উচ্চ গিরিকূট, জলদেব দন্তক্ষুট,
সেইখানে কদাচ না হয় ।
বিমল তুষার-ধার, দ্রব হয়ে অনিবার,
তব চাকু তমু নিরময় ।
কি কব তোমার বল, শুভিয়া মহেজ্ঞাচল,
আলিঙ্গন দেহ রত্নাকর !
বেণ-গঙ্গী ইন্দ্রবতী, আদি কত স্রোতবতী,
সংমিলিত তব কলেবরে ।
হুই তটে সুশোভন,* নিবিড় অরণ্যগণ
শাকদ্রুমে অপক্লপ শোভা ।
পুষ্পভূমি কটিতটে, গোত্ররূপে কি প্রকটে,
মরকতময়ী মনোলোভা !
তব তটে গুণধাম, বন বিহরিলা রাম,
পঞ্চবটী প্রসিদ্ধ কাননে ।
সঙ্গে সতী পতিব্রতা, জানকী কানকীলতা,
নিরুপমা এতিন ভুবনে ॥
স্বর্ণগন্ধা নিশাচরী, এসেছিল মায়া ধরি,
লগ্ন করিলা অপমান ।
ভগিনীর অপমানে, দশানন এইখানে,
সীতা হরি করিল প্রহান ॥
তব তীরে রঘুগীৰ, শোকে অবনত-শির,
রিচেন বনিতা-বিচ্ছেদে ।
তোমার প্রবাহে কত, অশ্রুধারা অবিরত,
বিসৰ্জ্য করিলেন গেদে ।
তবোৎপত্তি-সরিধান, পবিত্র স্নগন্ধাহীন
কবিখ্যাত নাসিক নগর † ।

* শাণ্ডয়ান বা শেণ্ডন বৃক্ষ ।

† কেহ কেহ কহেন স্বর্ণগন্ধার নাসাজেদ
হওয়াতে এই স্থানের নাম নাসিক চইয়াছে,

সতীনাশা সেই ধামে, অচ্ছিতা সুনন্দা নামে,
ভৈরব জ্যাক মহেশ্বর ॥
আর বিষ্ণুচক্রধাতে, দাক্ষায়ণী-গণ্ড-পাতে
তব তীরে দেবী বিশ্বমাতা ।
বিশেষ ভৈরব তাঁর, অস্ত্র গণ্ড অবতার,
রাকিনী দেবতা অভিজাতা ॥
কমলার নিবসতি, কতপুত্রী ধনবতী,
তব হুই তটে শোভাকরী ।
ধনে যশে গরীয়ান, নরসিংহপুরস্থান
আর রাজ-মাহেন্দ্রী নগরী ।
এই নরসিংহপুর, অধিপ বিজয় পুত্র,
সিংহ মদো সিংহ ঘারে বলে ॥
রাবণ রাজার ধাম, দৌপদ্র লঙ্কানাম,
বিজয় বিজয় করে বলে ॥
কিবা বীৰ্য্য অল্পম, দ্বিতীয় রাঘব সম,
কলিতে কলিত গুণধাম ।
রাক্ষসের নৃপচূর, লঙ্কা নাম করি দূর,
সিংহল থুইলা তার নাম ॥
তব গর্ভে নাকি ধাতা, চোরগঙ্গ * জন্মদাতা,
গঙ্গাবংশ তাহাতে উদয় ?
তুমি রাজকুলেশ্বরী ! চরণে প্রণাম করি,
হয় যেন রাজার বিজয় ।

কেহ বা কহেন সতীর নাসা এই স্থানে পতিত
হওয়াতে নাসিক নামের উৎপত্তি ।

* প্রধান প্রধান রাজকুলের আদিপুরুষগণ
স্বয়ং অথবা তাঁ কনিগের দ্বারা আপনানিগের
স্বর্গীয় অভিজাত্য করনয় ক্রটি রাখেন নাই ।
যোম প্রতিষ্ঠাতা বোম্বুল কুমারীগর্ভে দেব
প্রশেষের ঔরসে জাত, জগজ্জয়ী আলেক্সন্দর
দেবরাজের পুত্র, লঙ্কাবিজয়ী রঘুকুলভিলক
রাম দেবোদ্দেশে প্রদত্ত চক্রতে সজুত, বজ্র-
মেশের এক প্রসিদ্ধ রাজা ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র,
সেইরূপ উৎকল দেশীয় গঙ্গা বংশীয় নৃপতি-
দিগের আদি পুরুষ চোর-গঙ্গ অথবা চুড়ঙ্গ

এই যেখ শোভাধার, বিবিড় নীরদাকার,
 শ্রেণীবদ্ধ মহেন্দ্র-অচল ।
 কুলগির বলি গণ্য, মহাকবি * গীতে ধন্ত,
 নগকুলে কিবা আশুগল ॥
 তোমার কুটুম্বদল, সহ'এল বিক্যাটল,
 চন্দনের আলায় মলয় ।
 ক্রমেতে অলঙ্কার, কিবা হীরকের হার,
 গোদাবরী নিয়ত খেলয় ॥
 সত্য কি হে গুণগ্রাম, রাজ্য হেমসদ নাম,
 ছিলেন তোমার অধীশ্বর ?
 সত্য কি শে নৃপবর, রঘুরে নিশেন কর,
 নত হয়ে বড়ি দুই কর ?
 তাঁর নাকি সৈন্তগণ পথ-শ্রান্তি-বিবারণ,
 করণার্থে তোমাতে ভূধর ?
 আপান কর' কবি, পর্ণ পর্ণে মন ভাি,
 পান করি লসিত অন্তর ?
 তোমার কন্দমেঘ, দেব-পুষ্প † গন্ধ বয়,
 তাহাতে মোহিত হয় চিত ।
 স্বীপাশ্বরে ফুটে কুল, সমীরণ অমূল্য,
 দুঃখি অধীরে প্রবাহিত ॥
 কিবা চাক্র চিত্রপট, তব তট সিন্ধুতট,
 পরস্পর মিলিত যথায়

ব্রহ্মার ওবেসে গোদাবরী নদীর গর্ভজাত ।
 আলৌকিক পুরুষ হইলে একটা আলৌকিক
 পিতা আবশ্যক হয়, তাহাতে মাতার পাতিব্রত
 থাকুক বা না থাকুক । মনুষ্য জাতির কি
 অভিমান বিশেষতঃ পুরুষজাতির কি আত্ম-
 জ্ঞিয়তা, পবন দেবতা মাতাকে অসতী করিয়াও
 আপনাদিগের দৈববীর্যের সংস্থান করিতে
 হইবে ।

* কালিধাস ।

† লবঙ্গ ।

কি বিচিত্র তালবন, সুশোভন ঘন ঘন,
 কিবা ঘন মেঘেছে ভাষয় ॥
 সুরঙ্গ কুরঙ্গ * পুরী, যেখানে বাণিজ্য ভূরি,
 তথা মীন-পত্তন নগর ।
 নিবসে বণিকগণ, ধনবান মহাজন,
 পোতপুঞ্জ পূর্ণিত বন্দর ।
 যত্র তন্ত্ৰধামগণ, হুচিকণ সুরসুন †
 বয়নেতে বিখ্যাত বিশেষে ।
 নানারঙ্গে সুরজিত, ইন্দ্রধনু বিগজিত,
 ছিট নামে খ্যাত সর্বদেশে ॥
 দলিত কজ্জল ভাতি, কিবা মরকত পাতি,
 কল্লোলিনী কুম্ভা গুণবতী ॥
 গুণের কে দিবে সীমা, তোমার নন্দিনী ভীমা
 ঘাট-পরী ভূঙ্গভদ্রা সতী ॥
 তব তটে নানা স্থলে, হীরকের খনি অলে
 কলুর কঙ্কণ ‡ কুণ্ডবীরে ।
 কত তরু পরিপাটী, রচিত কি বৃক্ষবাটী,
 অপকূপ শোভা তব তীরে ॥
 সঙ্গিনী বরুণা নামা, § তিনিও বিচিত্র শ্রামা,
 প্রেমভরে আলিঙ্গিত দৌহে ।
 অপূর্ণ-সাত্বিক ভাব, অহরহ আবির্ভাব,
 নহে কি বিষ্ণুর মন মোহে ?

* বর্তমান ইংরাজী অপভ্রংশ নাম করিয়া ।

† মহলীপাটম বা মহলীবন্দরে ছিট
 বস্ত্রের প্রথম সৃষ্টি, এমন প্রবাদ আছে । তাহার
 বৃক্‌মগুলিনেরও এই নগরে প্রথম সৃষ্টি ।

‡ ইংরাজী অপভ্রংশ গলকণ্ঠী ।

§ কুম্ভা বরুণা এবং কাবেরী বিষ্ণুর
 প্রেমসীক্ৰপে দক্ষিণে মাননীয়, ইহাদিগের
 পরিণয় উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে বর্ষা সময়ে এক
 মহোৎসব হইয়া থাকে ।

জনমিয়া সহ-কেশে, প্রবেশি বিহর দেশে,
 ক্রতগতি ভাগীরথী প্রায় ॥
 তরল তরঙ্গে রঙ্গে, প্রবল প্রকুল অঙ্গে,
 প্রবেশিছ পয়োদিগ কাষ ॥
 কৃষ্ণ-অস্ত্রে কত দেশ, কি বর্ণিব সবিশেষ,
 গোণ্ডলোক অঙ্গুগোল আদি ॥
 তৈলঙ্গ তামল লাটী, কেহ কহে মারহাটী,
 একদেশে নানা ভাষাবাদী ॥
 অই প্রবাহিতা সতী, তৈলপর্ণী * স্রোতস্বতী,
 পাণ্ডুদেশ করিছ পাবন ।
 কত চন্দনের বন, তব তটে সুশোভন,
 অঙ্কুর কালীয় কুচন্দন ।
 নৌরভের খনি এলা, উপবনে করে খেলা,
 দাক্ষিণী তরুর সহিত ।
 প্রদোষে ভোমার তীরে, মলয় সমীরে ধীরে,
 সুরভিতে মানস মোহিত ।
 বহুমূল্য মুক্তাময়, বিলসিত গুজ্জরায়,
 তরঙ্গিণী ! তোমার সম্মুখে ।
 বিলস স্নেহের সার; তব দেহে অশঙ্কার,
 বিধিকি ভূষিলা যথাক্রমে ।
 চোলমণ্ডলের পাট, অই হ্রদ পুলিকাট,
 নেলুর প্রভৃতি কত পুষ ।
 কর্ণাটের অধিকার, চারিদিকে সুবিস্তার,
 কাঞ্চীপুর নহে বড় দূর ।
 শ্রীনাথের পদ-সেবি, শ্রীকৃষ্ণী তুমি দেবি !
 বরনদী কর্ণাটে কাবেরী ।
 প্রাবৃট প্রারম্ভে সব, পিণব মহোৎসব,
 বহু তত্ত্ব বাজে তুণী ভেরী ॥
 শ্রীহর পত্তন নাম, শ্রীহরনাথের ধাম,
 তবকূলে শোভা নিরুপম ।
 দেবের দ্বন্দ্ব স্বানে, দেবাকোট সন্নিধানে,
 কাঞ্চীকাবেরী সাগর-সঙ্গম ॥

কেবলে উদ্ভব তব, সে দেশের স্বাতি সব,
 স্নিয়ছি বিচিত্র বিচল ।
 বৈরিণী নাএর নারী, যেন নিম্নগার বাতি,
 পরিণয়-বন্ধন বিফল ॥
 কেবলীর কেশপাশ, * নাকি অতনুর বাস,
 চমরা-চমুর গর্জি হয়ে ।

* ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় অঙ্গনা-
 গণ যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপ প্রতিভায়
 প্রতিভাত, তাহা নিরূপিত কাবিতায় পরিচয়
 দিতেছে।—

“বাচি শ্রীমাধুরীনাং জনক-জনপদ-স্বাধি-
 নীনাং কটাক্ষে। দন্তে গোড়াকনানাং
 স্থললিত-জঘনে চোৎকল-প্রায়সীনাং ॥
 তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজল-ঘনকটো কেবলী-
 কেশপাশে। কাঞ্চীনাং কটোচ রতিপতি-
 গুজ্জরীনাং স্তনেনু।”

বোধ হয় নানাকুসুম কেলিপরায়ণ এই
 কবিমধুপ কাঞ্চীর, অযে ধ্যা, মালব এবং
 সিংহলে ভ্রমণ করেন নাই, তাহা হইলে
 ভারতবর্ষীয় ভাবিনীদিগের প্রকৃত রূপমতিয়ার
 পরাকাষ্ঠা দর্শন করিতে পারিতেন। আমি
 পূর্বে কোন মৃত মিত্রবন্ধিকে উক্ত কবিতার
 অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা স্মরণ
 নাই, অতএব দ্বিতীয় বার অনুবাদ করিলাম,
 যথা—

মধুপুর বধুকুল মধুর বচনে
 বিদেহ বাসিনী বাশা-চঞ্চল নয়নে ।
 বঙ্গীয় অঙ্গনাগণ-সুচরু দশনে ।
 উৎকলীয় বামাদেব ললিত জঘনে ॥
 তৈলঙ্গী চঞ্চলীচয়-নিতম্বে শোভনে ।
 কেবলীর কেশপাশ ঘন নবঘনে ॥
 কাঞ্চীচর কটি আর গুজ্জরীর স্তনে ।
 রতিপতি বারদেন সদা স্থখি মনে ॥

লাবণ্য-প্রস্থন-ডালা, নাকি সব দ্বিজবালা,
কমলার রূপশুণ ধরে ?
গরিহিত চিত্রবাস, রবি-ছবি পরকাশ,
তম্বুরচি চন্দনে চর্চিত ।
সেই দেশ ধন্ত হয়, যেই দেশে নারীচর,
সদাকাল আদরে আচ্চিত ॥
দেখ ! দেবকোটপুর, শিবজর দর্পচর,
যেখানে করিল ঝিফুছর ।
এই সেই উষাবন, বাণরাজ নিকেতন,
পুণ্যথ্যাত কোটী নগর ॥
যজ্ঞ ভাবিনীর ভূষা, রূপ প্রভাতের উষা,
ভূষার বিমলা উষা সতী ।
স্বপনে * বামিনী ভাগে, গেরলেন অমুগানে,
চিত্তচোর অনিরুদ্ধ পতি ।

* এইরূপ স্বপ্নযোগে সম্প্রতিদিগের প্রথম
সম্বন্ধ নানা দেশীয় কবিগণের এক বিচিত্র
কল্পনা । আরব্য, পারস্য, চীন এবং ভারত-
বর্ষীয় বহুতর কবি এই মনোজ্ঞ মানসিক
উদ্ভাবনা বা বিভাবনা বর্ণনে ক্রটি রাখেন
নাই । ইংলণ্ডীয় কবিকুলাতিলক লর্ড বায়রণ
স্বপ্নাভিষেক কবিতায় প্রেমাভিনয়ের প্রথমাক্ষ
বর্ণনে কি প্রগাঢ় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন,
আমি তরুণাবস্থায় এই উষাহরণ আধ্যাত্মিক
সঙ্গীতজ্বলে রচনা করিয়াছিলাম, তাহার একটা
সংসীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।

স্বপ্নান্তে উষার উক্তি ।

রাগিণী বিভাস । তাল ঠুংগী ।
স্বপনে হিঙ্গু বাহারে ; আরে, আরে সখি
মেবে তাহে !
চিত্তচোর বামিনী শেষকালে প্রবেশিল
জন্ম-মাকারে !

সরস পরশমণি পুরুষ রতন, অনঙ্গ কি অঙ্গ
ধরি দিল দদশন, তুলনা নাহিক তার এতিন

অনিরুদ্ধ সেইকর্ণ, যথৈ করে নিরীক্ষণ,
সংমিলন বাণমুতা সহ ।
নিদ্রান্তে তরুতর, উৎকলিত অতিশয়,
চিত্তায় চঞ্চল অহরহ ॥
চিত্রলেখা একে একে, সুপুরুষ চিত্র লেখে,
নিজনাথে তাহে উষা চিনে ।
মন্ত্রিমুতা অনন্তরে, শূন্য-পথে মইভরে,
অনিরুদ্ধে আনে কত দিনে ॥
চরিতার্থ বিধুমুখী, অন্তরে অনন্ত সুখী,
বাণরাজা পাইল সন্ধান ।
কৃষ্ণের প্রণোক্ত শুনে, দগ্ধদেহ ক্রোধান্তরে,
কারাগারে দিল তাহে বাণ ॥

সংসারে । আম তাহে আঁখি ঠারি হেরেবার
আশে, যেমন নয়ন মেলি নিরবিচ্ছিন্ন পাশে,
অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল একবারে ।

গৌরাঙ্গিক আত্মায়িকাসকলের ঘটনাঙ্কল
লইয়া অধুনা মহা বিবাদ উপস্থিত, বিশেষতঃ
আর্যাবর্তের সীমার বহির্ভূত অনার্য দেশে এই
বিবাদের আতিশয্য দেখা যায় । বখা দীনাঙ্গ-
পুং অঞ্চলীয় লোকেরা আপনাদিগের দেশকে
মহাভারতীয় বিরাট দেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করে ।
বাস্তবিক বিরাটদেশ যে আধুনিক বিরাড়
প্রদেশ তদ্বিশেষে অণুমান সন্দেহ নাই ।
জাবাঙ্গীপের লোকেরা কহে, মহাভারতে এবং
রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাসকল তাহাদিগের ক্ষুদ্র
উপদ্বীপে সংঘটিত হইয়াছিল ! সেইরূপ বালেশ্বর
বাসিন্দা কহে, তাহাদিগের নগরের আত্ম
নাম বাণেশ্বর, বালেশ্বর ভাষায় স্পন্দংশ মাজ ।
বাণেশ্বর বাণরাজার স্থাপিত শিবলিঙ্গ,
তন্মায়ণে শিবলিঙ্গ অতাপি বর্তমান আছে ন ।
বাণেশ্বরের অস্ত্র নাম শোণিতপুর, লখনু তনু
নামক বালেশ্বরের পত্নী বিশেষ সেই শোণিত-
পুরের রূপান্তর । অপর বালেশ্বরে উষাহরণ

হায়রে ভবের খেলা ! সাগরের রক্তার ভেলা,
দেশিতে দেখিতে মগ্ন হয় ।

অহির ঐহিক প্রীতি, স্বপ্নের সম রীতি,
মিথ্যাময় কিছু সত্যনয় ॥”

চলিলেন গজপতি, মানমুদে মত্তমতি,
কাঞ্চীপুর করিতে বিজয় ।

অগ্নিভিত্ত সৈন্তভটা, ঘেন জলধর ঘটা,
বহুদূর ব্যাপী পরজয় ॥

সামন্ত-সিদ্ধার নাম, সেনাপতি গুণধাম,
প্রতাপে মিহির বীরবর ।

পথে নরপতি কত, - বিনা রণে অহুগত,
লালবন্দী রূপে দিল কর ॥

যেক্টরিল প্রতিশোধ, পাইল উচিত শোধ,
অচিরে পাইল সংহার ।

পরাভূত সৈন্তদল, সংযোগেতে বাড়ে বল,
সেনাসিদ্ধ হইল অপার ॥

এবং উষার প্রিয় সহচরী চিত্রলেখার পিতা
বাণরাজ্যের মন্ত্রী বামদেব পাত্রপাড়া প্রভৃতি
স্থান প্রদর্শিত হয় । পক্ষান্তরে কণীটের
অন্তঃপাতী দেবীকোট নিবাসিতা কছেন,
দেবীকোটই বাণরাজ্যের পূর্বা, সেইখানেই উষা-
হরণ হয় । দেবীকোটের সংস্কৃত নাম দেবী-
কোট, দেবীকোটের অপরনাম কোটবীপুর,
কোটবী বাণাসুরের মাতার নাম ইত্যাদি ।
পঞ্চ উষাহরণ আখ্যানিকা বেদেবর্ণিত প্রাত্য-
হিক প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণনায় একটা রূপক
হইলেও ইহাতে পারে—অহুবেরা তমঃ হইলে
উৎপন্ন, অতএব বাণাসুর সেই আর্য অন্ধ-
কারের কর্ত্তা, সেই অন্ধকারেই উষা অর্থাৎ
প্রজা বা দীপ্তির জন্ম, এবং অন্ধকার কর্ত্তক
উষা কারাবদ্ধ থাকেন,—পশ্চাৎ কৃত্ত অর্থাৎ
সূর্য্যোদয় অনিবার্য অর্থাৎ অবিরত অব্যাহত
কিন্নরজাল আনিয়া উষার কারাবোধ মোচন
করিয়া তাঁহার সহিত বিহার করেন ।

যথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রনদী, সংমিলনে বিহুপদী,
বরষায় বিধম বিস্তার ।

সাগর-সঙ্গমস্থলে, হিমোলিত কোলাহলে,
অগণিত তরঙ্গের হার ॥

কাবেরী-উত্তরপারে, বৃহৎ রচি হুর্গাকারে,
গজপতি স্থাপিতা শিখরি ।

বজ্রময় ঘরঘাট, যবনিকা শোভাঘাট,
বজ্রময় বিচিত্র প্রাচীর ।

স্থাপিত কোন স্থলে, মনোংকট হস্তিনলে,
পতিয়া বেষ্টিত সেই স্থান ।

কোন স্থলে রাজী রাজী, সহস্র সহস্র বাণী,
মনোজব অতি বেগবান ॥

কত নীল সিতাসিত, বিচিত্র লোহিত পীত,
সুদর্শন শ্রীপঙ্কজলাগ ।

সৈন্য কাছোজ আর, চমৎকার চমৎকার,
আরবীয় ভরঙ্গ প্রধান ॥

সারি সারি ধনুর্ধর, অগ্রে অগ্রে অগ্রসর,
বরণময় গর্বে মত্তমতি ॥

কোনস্থানে শত্রুভার, সজ্জিত পূর্বতাকার,
যুত আর তৈল সরোবর ।

উড়িয়ার প্রিয় ভক্ষ, চিপীটক ঢের লক্ষ,
খণ্ড খণ্ডগিরির সোসর ॥

পলাত লুণ্ঠন আদা, পড়িয়াছে গালা গালা,
চিলকার শুষ্কমীন রাশি ।

হৃৎকার শত্রু শত, ভোজ্য বাক্যে নানামত,
দলে দলে ভুঞ্জ সৈন্ত আসি ॥

শ্রুত হয় কোন স্থানে, বাজে বাণ একতানে,
আনন্দ, অশ্রু, তত, ঘন ।

বাণা বংশী ভেরী বাঁক, বাজিতেছে অটাক,
যেন গরজিছে নগধন ॥

হেন বাণ সন্মোহন, মাতায় মূনির মন,
বীর বস হয় মূর্ত্তিমান ।

অসিহেতি বণসাজে, খর ভরবারি ভাজে,
চক্ মক্ চপলা সমান ॥

কোথায় বিবিধ যান, সুসজ্জিত শোভমান,
 দৈপ আর প্রবইণচয় ।
 " কহলে মণ্ডিত কত, শবট সহস্র শত,
 নিশান উড়িছে শূভময় ।
 পরিহিত বীরধটী, সারসনে বন্ধকটী,
 বাব্বাণে আবৃত শরীর ।
 পলদেশে প্রতিমুক্ত, উরু কঙ্কটকমুক্ত,
 শিরদ্বাণে সুশোভিত শিখা ॥
 পত্তিগণ পদচারণ, করিতেছে অনিবার,
 কভু দ্রুত কভু মন্দগতি ।
 শিরে বিধুষ্ট পরি, সমাগত বিতাবরী,
 শান্তি সহচরীর সহিত ।
 সেনাগণ শয্যোপরে, শ্রান্তি ক্রান্তি পরিহরে,
 কলরব হইল রহিত ।

ইতি যুদ্ধযাত্রা নাম পঞ্চম সর্গ ।

ষষ্ঠ সর্গ ॥

সংগ্রাম ।

নিশানাথ অন্তাচলে সুপ্রভাত নিশী
 নাথে পুন পেয়ে হস্তময়ী মশদিশী ॥
 ভান্ধবের অকুমারী কুমদী মলিনী ।
 মুচুকি মুচুকি হাসে নবোন্মাদা মলিনী ॥
 শৈত্য মান্য সুবভিভিত্তি সমীরণ ।
 কাবেরীর তীরে তীরে করিছে ভ্রমণ ॥
 অশীলা তরুণী যথা মুতামুখে ধায় ।
 ভান্ধব কিরণে হিম-কণিকা শুধায় ॥
 মগীচ-কেদারে সুখে ডাকিছে হারীত ।
 সরসীর তীরে শ্রুত সারসের গীত ।
 চক্রবাক চক্রবাকী শৈবলিনী তীরে ।
 সংমিলন স্থানীয়ে অভিবিক্ত কিরে ॥

বনধিয় কেশরের কাননে কুহরে ।
 অমৃত বরিষে কিবা শ্রবণ-কুহরে ॥
 বৈঠালিক যথাকালে ঘটানাদ করে ।
 উঠিলেন গজপতি প্রভাত-প্রহরে ॥
 যথাবিধি উপদেশ করিয়া প্রদান ।
 দূতে পাঠাইলা রাজা শত্রু-সন্নিধান ॥
 পুরী প্রবেশিয়া শোভা নিরখিতে দূত ।
 দেবতার ক্রিয়া প্রায় সকলি অদূত ॥
 কেনা জানে কাঞ্চাপুর পুরীর প্রধান ।
 ভারতে ছিলনা হেন পুরী বিদ্যমান ॥
 বহুদূর ব্যাপিয়া পরিধা পরিমর ।
 প্রবলা অপগা প্রায় দৃষ্ট ভয়ঙ্কর ॥
 পবন-প্রবাহে তাহে প্রবাহ উদয় ॥
 স্থানে স্থানে ঘোরচক্র আবর্ত-নিচয় ॥
 চারি সেতু চাতিধারে নির্মিত পাষাণে ।
 প্রহরী পুরুষপুঞ্জ স্থিত স্থানে স্থানে ॥
 কৃতান্তের দ্বা-সম চারি পুরীদ্বার ।
 * স্তম্ভনখে * হুশোভিত চার দুইদ্বার ॥
 ঝুন্ডিছে কবাট-বাট লৌহের নিগড়ে ।
 কারদাঘ্য সংসা প্রবেশে সেই গড়ে ॥
 পরিধা অন্তরে বস্ত্র পরিত আকার ।
 তার পরে প্রস্তরেতে বঁচিত প্রাকার ॥
 নানারম্য হস্তা আর প্রাসাদ প্রচুর ।
 পরিপাটী সৌধ অন্তে চক্র অঙ্কপূর ॥
 মনোজ্ঞ মণ্ডপ মঠে কপোত-পালিকা ।
 বাজীশালা, হস্তিশালা, পানীয়-শালিকা ॥
 মহাধনী-গৃহগণ অতি শোভমান ।
 স্বস্তিক সর্বতোভঙ্গ তথা সন্নিধান ॥
 প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তথা অলঙ্কার-লিকর ।
 কত উপবন পুষ্পবন মনোহর ॥
 বাগ-পথ পান্থে প্রণীত তরুচয় ।
 স্থানে স্থানে তড়াগেতে পরিপূর্ণ পয় ॥

কুটে ফুল কমল বহ্নিঃ বৈ ইক্ষীতঃ ।
 যাকে যাকে উড়ে বসে ভ্রমরী ভ্রমর ॥
 সন্তরে বিহরে কঁত সখাল মরাণ ।
 থেকে থেকে ডাকিছে ডাহু পালে পাল ॥
 সরসীর হৃদধারে শোভে সারি সারি ।
 নানারূপ মণিহারী দোকানী পসারী ॥
 অগিকার-মণ্ডপে রমণী-মনাহর ।
 অসজ্জিত বহুমুখ্য বস্ত্র স্তরে স্তর ॥
 মরকত পদ্মরাগ বিক্রম বৈদূর্য্য ॥
 রত্নরাজ হীরা, যথা গ্রহপতি সূর্য্য ॥
 মণিময়, মুক্তময়, প্রকার প্রকার ।
 গোস্তুন নক্ষত্রমালা, অদি নানা হার ॥
 অঙ্গুরীয়, সর্পিকার, কেশু, কটক ।
 কিকিণী, কঙ্কণ, কাঞ্চী, মঞ্জীর, হংসক ॥
 চুড়ামণি, চন্দ্রহর্ষা, কিরী, তবলা ।
 কলাটিকা, সৌন্দর্য্য, বস্ত্র বলমল ॥
 বসিমাছে সাজাইয়া তন্তুবায়গণ ।
 কোষের রাঙ্গব ফোম কর্ণাস বদন ॥
 হুকুল, নিবীত, চোলা চেলনা, কাঁচুলী ।
 সজ্জিত জরীর কাজে জুলিছে বিজলী ॥
 বসিমাছে গন্ধবোনে লয়ে নানা গন্ধ ।
 উড়িছে ভ্রমরচয়, সৌরভেতে অন্ধ ॥
 কেশর, কুঙ্কুম, কালাগুরু, কালীয়ক ।
 সজ্জরস, যুগনাভি, কপূর, কোলক ॥
 জাতি-ফল, জয়ন্তী, লবঙ্গ, দারুচিনি ।
 মোরটা, মঙ্গলা, সুরভির তালিণী ॥
 সোতোজন, রসাজন, প্রভৃতি অঞ্জন ।
 শিলাজতু, মনঃশিলা, সিদ্ধুর শোভন ॥
 তুলসায় নানাবস্ত্র করিছে সৌবন ।
 চিত্রকর চারুচিত্র করিছে লিখন ॥
 শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণকার আর কাম্বকার ।
 কাংশ্যকার, অঁকার, তথা চম্বকার ॥
 রথকার, জায়াকাঁব, রজক, চারণ ।
 ঘায়াকার, মালিকার, আর নটগণ ॥

দেখিতে দেখিতে দূর করিছে গমন ।
 মনে ভাবে গতা এই পুরী সুশোভন ॥
 ধাত ধাত প্রভাগণ, ধাত নরপতি ।
 হায় কেন যুদ্ধাশল উঠিল সম্প্রতি ॥
 সমঃ সংহার হুত ! সর্ব্বশেষ্যভাহারী !
 সর্ব্বগ্রন্থ সংহারক সর্ব্বলোপকারী ।
 কোথা যবে এই শোভা কিছুদিন পরে ।
 হায় রে ভ্রান্তির লীলা, এভব ভিত্তরে !
 ভাবিতে ভাবিতে উপনীত সিংহধারে ।
 দৌবারিক সমাচার জানায় রাজারে ॥
 আদেশ পাইয়ে, লয়ে গেল সন্ধিধান ।
 অপকূপ রাজসভা, শোভার নিধান ॥
 চারিদিকে রক্ষিণ, সন্নদ্ধ শরীর ।
 করে যুক্ত অসী, স্নেহে লবিত তুণীর ।
 অবিরত উপায় : পড়ে পদতলে ।
 কর : বাড়ে দাঁড়াইয়া সামন্ত সকলে ॥
 অতি উচ্চ সিংহাসনে বসি কাঞ্চীপতি ।
 মধ্যাহ্নের বিতাম্ব সম তেজ অতি ॥
 বামপাশে সৌম মুক্তি মহামাত্য বসি ।
 গ্রহপতি অন্তে যথা সমুদিত শশী ॥
 পত্রদিল তাঁর করে উৎকলের দূত ।
 পাঠমাত্র মহারোষ হৃদয়ে সঞ্চিত ॥

পত্র ।

“শুনহে ছত্রপতি ছষ্ট পাপিষ্ঠ প্রকট ।

শৃগালের সম ষ্ট কণ্ঠ নিপট ॥
 একবড়ম্পর্কা তোর, এত অভিমান ।
 মানিয়াছ আপনার ক্ষত্রিয় প্রধান ॥
 ছহিতা লইয়ে ছষ্ট, উড়িয়ায় গেলি ।
 বিবাহ না দিয়ে কেন দেশে ফিরে এলি ॥
 আমারে চণ্ডাল বল, এত অহঙ্কার ।
 এই আমি আনিয়াছি দিতে প্রতীকার ॥
 ছার খারে দিব আমি এপাট কর্ণাট ।
 ভাসাইব সিদ্ধজলে, দেখাইব নাট ॥

নিভার পাইবি যদি মম কোশানলে ।
 নন্দিনী পদ্মিনী আনি দেহ পদতলে ॥
 আমি তারে চণ্ডালে কবি সমর্পণ ।
 তবে সে হইবে মম ক্রোধের তর্পণ ॥”
 অলস্ত অনলে কিবা হবির পতন ।
 কিবা কালসর্প শিরে চরণ ঘটন ॥
 পরজিয়া উঠে রাজা তনিতে ভীষণ ।
 বিনয়নে জলে কিবা হোম হত্যাশন ॥
 কিকিং হইলে শাস্ত কণেক অন্তরে ।
 আত্মমত প্রত্যুত্তর লিখে লিপিকরে ॥

প্রত্যুত্তর ।

“অরে মূর্থ উড়ে মেটা ! কি সাহস তোর ।
 আসন্ন তোমার কণ্ঠে মরণের ডোর ।
 জোরে কিরে অগ্ন্যাখ করে নাই মানা ।
 ছুন্দর হয়ে বেটা, সিংহপুরে হানা ॥
 তোরে কত দিব দুই ! বিজাত বর্ষর !
 ভেক চাহে ধরিবারে অপসার কর ॥
 অসম্ভব এবাসনা, অরে দুরাশয় ।
 যজ্ঞ-হবি, কুকুরের কতু ভোগ্য নয় ॥
 ভাসাইব সিদ্ধনীয়ে, বরং পদ্মিনীয়ে ।
 তবু তোয়ে কতু নাহি দিব নন্দিনীয়ে ॥
 তুই কি জানিস্ বণ ? দূর বেটা দূর ।
 বশুবন-ভূমে রাজা এরূপ ঠাকুর ॥
 দেখা যাবে অগ্ন্যাখে কি দেবত্ব আছে ।
 বসাইব আমি তাতে গণেশের পাছে ॥
 সে আবার দেবতা, তাহারে কিবা ভয় ?
 করুক আমার ক্ষতি, যত সাধ্য হয় ॥”

পত্র প্রাপ্ত হয়ে দূত হইল বিদায় ।
 অতি বেগে আপন শিবিরে ফিরে যায় ॥
 পত্রপড়ি উৎকলেশ জলিল দিগুণ ।
 নিশ্বাস প্রবাস বহে ঘন দাবাণ্ডণ ॥
 নিশাশেষে ঘন ঘন বাজিছে পটহ ।
 সমরের উপক্রম সমাগতে অহ ॥

কাবে বীর পরপারে দৃশ্য ভঙ্কর ।
 পত্রপাল মত সৈন্ত ব্যাপ্ত দিগন্তর ॥
 হানি, রথী, পদাতি, তুরঙ্গী, অগণন ।
 নান্য বক্ষে চতুরঙ্গে বাজিছে বাজন ॥
 উড়িষ্যার সেনাদল নদীপার হেতু ।
 শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তরণীর সেতু ॥
 শত্রু সেনা সন্নিকট হ’ল যে সময় ।
 তরঙ্গিনী তটে ঘোরতর যুদ্ধ হয় ॥
 দুই দলে বণবৃষ্টি ছাইয়ে গগণ ।
 প্রাবণের ধারা কিবা করকা-বর্ষণ ॥
 কোন্‌রূপে হীনবল নহে দুই দল ।
 ক্রমেতে প্রবল হ’ল সমর-অনল ॥

মহা ঘোরতর যুদ্ধ, কির্ণিবি আর ।
 শোণিত-প্রবাহ বহে নির্ঝর আকাশ ॥
 কিবা দুই মেঘদল করিছে গর্জন ।
 বিজলীর শোভা ধরে যত প্রহরণ ॥
 কাবেবীর শ্রোত্র রক্তে হইল লোহিত ।
 ক্রমে উড়িষ্যার সৈন্ত ভীরে আরোহিত ॥
 পদাতি পদাতি সঙ্গে যুগ্মে অহরহ ।
 তুরঙ্গী তুরঙ্গী সঙ্গে, রথী রথী সহ ॥
 মাতঙ্গে মাতঙ্গে শুণ্ড করি জড়াঙ্কড়ি ।
 শৈলাকারে ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি ॥
 সমস্ত দিবস যুদ্ধ, নাহি অবসান ।
 হাজার হাজার লোক হারাইল প্রাণ ॥
 ত হু যায় শয্যাগারে সন্ধ্যা-করে ঘরি ।
 চক্ষুচূড়া হয়ে সমাগত বিভাবরী ॥
 সময় হইল ক্ষান্ত, নিশীথ সময় ।
 আহব শ্রমশান সম, দেখি লাগে ভয় ॥
 মৃত, নরদেল, আর তুরঙ্গ দ্বিরদ ।
 অগণিত কাটামুণ্ড, কাটা হস্ত পদ ॥
 বিকট প্রকট দম্ভ, গলে রক্তধারা ।
 হয়-নেত্র সম উজ্জগত অক্ষিতারা ॥
 ডাকিতেছে ফেরপাল, ফেউ ফেউ রবে ।
 শবগন্ধে সমাগত সারমেয় সবে ॥

শব নিয়ে টানাটানী কলহ ভীষণ ।
 কেরুপালে গুপ্তপালে বেধে গেল রণ ॥
 কোথারে মনুষ্য তোব, বীৰ্য্য অহংকার ?
 মরণান্তে হও তুমি, পশুর আহার ॥
 দিবাভাগে-রণমন্ডে মেতেছিলে রাগে ।
 শিবা কুকুরের খাণ্ড হলে নিশাভাগে ॥
 কাঞ্চীপতি-হৃদয়েতে সঞ্চারিত ভয় ।
 জানিলেন গজপতি হীনবল নয় ॥
 নগরের প্রান্তে রণভূমি পরিসর ।
 পরিধা প্রাকৃত্য তাহে বচে বহুতর ॥
 ধারে ধারে সাজাইল সৈন্য সারি সারি ।
 নিবিড় কানুন সম শূল ভল্লধারী ॥
 ভাংবার পশ্চাতে সেনা দেখিতে ভয়াল ।
 হৃদয়ে প্রকাত ভাল, করে করবাল ॥
 ঘন ঘন ইহুদ্বারে পুরিল গগন ।
 স্থানে স্থানে প্রোজলিত হয় হতাশন ॥
 বজ্রনী হইল শেষ, গায়ে উবাসতী ।
 পুন পূর্বদিগে প্রভাবিত দিনপতি ॥
 স্নায়োহিণ করি দিয়া রণ মনোহর ।
 রথ-যাত্রা করছেন কাঞ্চীর জৈথর ॥
 আই তন চক্রের নির্ঘোব ভয়ঙ্কর ।
 বজ্রনাথে পরিপূর্ণ যেমন অম্বর ॥
 লৌহময় কবাট বিমুক্ত সিংহদ্বারে ।
 শৃঙ্গে উঠিছে অগ্নি ইন্দ্রনাথকারে ॥
 কুমার-ধবল কান্দি হয় চতুর্দয় ।
 চাক্র কলেবর স্বর্ণ-অলঙ্কারময় ॥
 বিদ্রোহের বেগে সিংহদ্বার পরিহরে ।
 আই দেখ আসিতেছে সেতুর উপরে ॥
 নির্মিত চন্দন-কাষ্ঠ অপূর্ণ স্তম্ভন ।
 হস্তিগণ্ডে বিরচিত তাহে সিংহাসন ॥
 বিধচিত স্বর্ণ মণি মুক্তা মনোলোভা ।
 নক্ষত্র ভূষিতা কিংবা তমসিনী-শোভা ॥
 স্বর্ণময় নেমি, স্বর্ণময় যুগন্ধর ।
 স্বর্ণময় ধুরা, স্বর্ণময় অপঙ্কর ॥

মহামূল্য চীনাংশুকে পতাকা রচিত ।
 স্বর্ণসূত্রে গগনপতি মূর্তি বিনিধিত ॥
 উপনীত হ'ল রথ ভয়াল আহবে ।
 "জয় গণেশের জয়" ডাকে সেনাসবে ।
 নুপে বেড়ি বীরমন্ডে মত্ত সবে স্নুখে ।
 নাচিতে নাচিতে যায় শত্রু-অভিমুখে ॥
 আর কি বর্ণিব রণ বর্ণনে না যায় ।
 অবতীর্ণ রুদ্র কিবা হইলা তথায় ॥
 কাঞ্চীসেনা তীক্ষ্ণশরে ছাইল গগণ ।
 শত্রুদলে হয় যেন বিষ-বদ্রিষণ ॥
 উঠে ছুটে বাণ যেন কুহারার ধারা ॥
 শূন্য হ'তে নামে যথা খসি পড়ে তারা ॥
 উড়িয়ায় সেন্য তাহে হইল অস্থির ।
 ঘেহ বহি পড়ে রক্ত, শরে বিদ্ধ শির ॥
 বিভাবরী সমাগত ভানু-ভাতি নাশি ।
 কাঞ্চীর বিজয় ভানু শুমুদিত আসি ॥
 পলায় উৎকল সৈন্য চক্রভঙ্গ হয়ে ।
 পশ্চাতে ধাবিত শত্রু অসী হস্তে লয়ে ॥
 সময় হইল ভঙ্গ সেদিনের তরে ।
 জয়নাথে কাঞ্চীনাথ প্রবেশে নগরে ॥
 হেন মতে দিন দিন কত যুদ্ধ হয় ।
 ক্রমে উৎকলের বল হ'ল বহু ক্ষয় ॥
 কিছুই নির্ণয় নহে জয় পরাজয় ।
 ছই পক্ষে শুভাশুভ উদয় বিলয় ॥
 বাহিরের গড় কত হ'ল হস্তগত ।
 আত্মার-অভাবে কত বাহিনী নিহত ॥
 আজি উৎকলের জয় তানন্দ শিবিরে ।
 কালি নিরানন্দ সবে বসি নতঃশিরে ॥
 ত্রীপুরযোত্তম দেব কৃষ্ণ অতিশয় ।
 মর্দ্যাস্তিক মহাহুঃখে ব্যাধিত হৃদয় ॥
 একদা শর্মসী শেষে অমৃতপু মনে ।
 করিতেছে আর্তি-নাদ ত্রীকোব-চরণে ॥
 বলে, "কেন করুণা ছাড়িলে প্রভু মোরে ?
 কেন বা প্রবৃত্তি দিলে এ সময় ঘোরে ?

তোমায়ে কহিল কটু, পাষণ্ড পামর ।
 কেমনে সহিবে তাহা তোমার কিঙ্কর ?
 কর্ণটি-সংহারে সেই হেতু মম পণ ।
 তুমি নিলে প্রত্যাশে করিতে এ রণ ॥
 তব আত্মা শিরে ধরি, নির্ভয় হনয় ।
 না মানিল অশকুন যাত্রার সময় ॥
 দিগে যে দয়ার চিহ্ন গোপবালা-করে ।
 এখনো সে অঙ্গুরীয় আছে শিরোপরে ॥
 তবে কেন পরাভব পাইলাম রণে ?
 না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে ॥
 বুঝি তব দয়াদিক্তায় দম্যাময় ।
 অহঙ্কার-মদে মত্ত আমার হৃদয় ॥
 দর্শহারী ভগবান সেই সে কারণে ।
 হৃদিলে দাসের গর্জ এই ঘোর রণে ॥
 প্রণতে উন্নত কর, উন্নতে প্রণত ।
 কার সাধ্য এই বিধি করে অস্ত্র মত ॥
 হীনেরে উঠায়ে খোচ পর্কত উপরে ।
 পাধারে ভাসাও এবে বাঁধি ছই বরে ॥
 দোহাই, দোহাই, প্রভু বরুণানিধান !
 মান রাণ, প্রাণ ঘাট, কর পরিত্রাণ ॥
 এক্ষণে যোদ্ধাযমান রাজা গজাতি ।
 স্বপ্নানেশে পুন প্রত্যাশে তার প্রতি
 “ভয় নাই, ভয় নাই, ওরে বরহুত ।
 তোরে অনুকূল সদা কৃষ্ণ রাজপুত ।
 কালি নিশী কাঞ্চীগড় কর আক্রমণ ।
 সেনাগণে চারি দিগ্ করহ বেষ্টন ॥
 দক্ষিণ দ্বারেতে তুমি সহ রথিগণ ।
 করিবে যুগলধারে বাণ বরিষণ ॥
 উত্তরের দ্বারে রবে সামন্ত-শিকার ।
 অগণিত পদাতিক যোগান তাহার ॥
 রবেন পশ্চিমদ্বারে খেত রাজপুত ।
 তাহার সহিত রবে মাতঙ্গ অমর ॥
 আমি রব পূর্ব দ্বারে সহ অখটাট ।
 শিখাইব কর্ণাটেরে, দেখাইব নাট ॥”

নিদ্রাভঙ্গে গজপতি, হতবিক্রম মতি ।
 পুনরায় রণোৎসাহে সমুৎসুক অতি ॥
 না হইতে প্রভাত, বাধিল ঘোররণ ।
 অন্তরীক্ষে শ্রুত মাত্র শব্দ শব্দ শব্দ ॥
 কত মল্ল, বরে ভল্ল, সাজে থাকে থাকে ।
 মারে লক্ষ, দিয়ে বাক্ষ, ধায় থাকে থাকে ॥
 হুইনেত্র, মদক্ষেত্র, জবাপুষ্প ভাতি ।
 বৃত বর্ষা, স্বত চর্ম্ম-আবরিত ছাতি ॥
 ফুলে অঙ্গ, তরুভঙ্গ, দশন-কবাটা ।
 খজো খজো, অবিবর্ণে ফেলিতেছে কাটি ॥
 পড়ে রক্ত কি অলক্ত, ধরা-অঙ্গে সাজে ।
 শুধু হেঁচ, শব্দেচর, জয়ভেদী বাজে ॥
 ওকি মূর্তি, পায়ুক্ষুতি, রণ-মাতৃকার !
 গলদ্রক্ত, সদাসক্ত, চিবুকে তাহার ॥
 দন্তগুল্লা, যেনমূলা, অতিশীঘ্র দাঁড় ।
 কড় মড়, মড় মড়, চিবাইছে হাড় ॥
 কত পড়ি, গড়াগড়ি, দেয় ভূমি পরে ।
 কত উঠে, যায় ছুট, প্রসারিত করে ॥
 তাত্র সটা, জিনি কটা, শিরে জটাচয় ।
 ফণীচক্র, সমবক্র, উঠি উর্দ্ধে রয় ॥
 ভয়ঙ্কর, ঘোরতর, ঘোরে ছই আশি ।
 নরনাড়ী, আছে মাড়ি, বক্ষেদেশ ঢাকি ॥
 ভয়ঙ্করী, নিশাচরী, নাচিতেছে আসি ।
 সমাকুল, সেনাকুল, উঠে ধূলিরাশি ॥
 শিবাপুঞ্জ, বস ভুঞ্জ, গৃধিনীর সঙ্গে ।
 থাকে থাকে, প্রোণকাক, পিয়ে রক্ত রঙ্গে ॥
 কাটামুণ্ড, হীনশুণ্ড, কতহস্তী পড়ে ।
 কত হয়, ক্ষেত্রময়, ধায় উভরড়ে ॥
 ফুটে চম্পা, কিবা শম্পা, অধিবাণ মুখে ।
 দলেদল, কত হল, না সিতেছে রুখে ॥
 ধরধার, তরবার, যমধার নাম ।
 কি করাল, ভিন্দিপাল, কৃতান্তের ধাম ॥

একে ডন, * ঘন ঘন, জাষণ † কুঠার ।
করে বধ, পরবধ, ‡ বিবম প্রহার ॥
এইরূপে সমস্ত হইল ঘোরতর ।
দিবালয়ে চুইদল হইল কাতর ॥
প্রভাতে, প্রভাত তানু সম বাগোদয় ।
প্রদোষের অন্ততাহু সহ তেজোজ্বল ॥
বেলা অবসান সহ বল অবসান ।
প্রকৃতির রীতি এই নিত্য বিজ্ঞান ॥
বিশেষে কাঞ্চীর সেনা হইল কাঞ্চর ।
চারিদিকে উড়িয়ার বাহিনী বিস্তর ॥
স্থানে স্থানে ভঙ্গ দিবে করে পলায়ন ।
ক্রমে বীৰ্য্য প্রশমন, প্রাপ্ত প্রমথন ॥
নিরুপায়ে অপায়ন বুঝি কাঞ্চীপতি ।
নতঃ শিরে নিজছর্গে করিলেন গতি ॥
প্রচুর প্রহরীচয় দাখে আঁচি ঘটি ।
চারি সিংহদ্বারে পুন পড়িল কবাটি ॥
ভয়ানকী ভয়ানকী ছাইলে গন ।
দক্ষিণে দ্বারে যান উড়িয়ার জন ॥
কাবেরীতে অগ্নিগণ জলপান করে ।
সমস্তদিনের আশ্রিত কান্তি, পরিহরে ॥
পূর্ণ বৃত্তে প্রয়োজিত, সজ্জিত সকলে ।
বর্ণমণ্ডে হেবা উঠে গগনমণ্ডলে ॥
চলিলেন বধিগণ রাজারে লইয়া ।
শত্রু-গর্ক বর্ক হেতু উল্লসিত হিয়া ॥
উত্তরেতে চলিলেন সামন্ত-শিবার ।
চলিত পদাতি যথা তরঙ্গের হার ॥
“জয় জগন্নাথ, জয় !” হয় জয়ধ্বনি ।
কটকের পদভরে শীঘ্রে ধবণী ॥
অগণিত অগ্নিবাণ উঠিয়া অদরে ।
বজ্রের আকারে পড়ে নগর-ভিতরে ॥

* মরাচ অর্থাৎ দৌহময় বাণ ।

† মুদার ।

‡ পরন্তবৎ অত্র বিশেষ ।

কত গৃহে হাহাকার শব্দ উঠে তায় ।
প্রোজলিত গৃহ চয় যথায় তথায় ॥
ভিত্তি সে দুর্গম দুর্গ অভের্য্য অজ্ঞেয় ।
ভিতরেতে অন্ধ আর সৈন্য অপ্রমেয় ॥
প্রথমেতে পক্ষকোশ নিবিড় জঙ্গল ।
তার পর নদী প্রায় পরিখা প্রবল ॥
তটে গিরি বনে পুন অতি গুঢ় স্থান ।
মুগনৌ প্রান্তরে যত প্রাকার নির্মাণ ॥
পূর্বক প্রমাণ চূড়া অতি উচ্চতর ।
যেন সূর্য্যপথ রোধে, পশ্চিম অঁঘর ॥
চুইদ্বারে বহুক্ষণ হইল সমর ।
উড়িয়ার চমু তাহে নিহত বিস্তর ॥
নীচে থেকে উঠে উঠে অগণিত বাণ ।
গহনে গহনে পড়ি বিহত সন্ধান ॥
উপর হইতে যত বর্ষে প্রহারণ ।
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সৈন্য মরে অগণন ॥
প্রথম প্রহরে রাজ্য অস্থির জগয় ।
ভাবিছেন, ভুলিলেন বুঝি দয়াময় ॥
অবিরত তর লয়ে কিরিতেছে দূত ।
পূর্বদ্বারে আগত কি কৃষ্ণ রাজপুত ॥
দ্বিতীয় প্রহর-ববে অটীত বজ্রনৌ ।
অকস্মাৎ পুন পুন হয় জয়ধ্বনি ॥
পূর্বদ্বারে কৃষ্ণ রাজপুত সমাগত ।
সঙ্গে সংমিলিত তাঁর অখারোহী যত ॥
পশ্চিমের দ্বারে খেত রাউত উদয় ।
মেঘদল সম দায় মাউজনিচয় ॥
নবরূপ অগ্নি অস্ত্র * অতি ভয়ঙ্কর ।
বজ্রের নিষেধবৎ শব্দ ঘোরতর ॥
মুখেতে বিদ্যায় অলে কিবা কালানল ।
আঘাতে কাঞ্চীর সৈন্য মরে দলেদল ॥
চুই সিংহদ্বারে দেওড়ের বড় আঁক ।
কর্ণাটের লক্ষ্যে গোলা পড়ে আঁকে আঁক ॥

* বলা বাহুল্য এই সময়ে ভারতবর্ষের

উৎকলের সৈন্ত বর্ষে আবৃত শরীর ।
 তোরণের নীচে কাটে স্তম্ভ গভীর ॥
 ভরিল বাক্য তাহে আকারেতে গোলা ।
 অয় জগন্নাথ অয় নামে সবে ভোলা ।
 তবে কৃষ্ণ বাউতের আদেশ প্রমাণ ।
 সেই স্তম্ভক্ষেতে অগ্নি করিল প্রদান ॥
 হইল বিষম শব্দ সেই সিংহ দ্বারে ।
 লক্ষ লক্ষ বহু কি পড়িল একবারে ॥
 ভাঙ্গিল লৌহের দ্বার হয়ে চূর্ণ মার ॥
 উৎকলের সেনা ঢুকে কবে মার মার ॥
 আসে আগে বীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অখোপবে ।
 মৃতিধান মহাকাল কর্ণাট নগরে ॥
 পলায় কাঞ্চী লোক পুর পরিচর ।
 কি করিবে, কোথা যাবে, চারিদিকে অরি ॥
 আবাল বনিতা বৃদ্ধ বিশেষে কাঁতর ।
 অন্নাদ সহিত মিশ্রিত আর্তিস্বর ॥
 বিমূর্ছিত নারীগণ মহা ভয় ক্রমে ।
 নগর আচ্ছন্ন যেন, ভেলকীর ভ্রমে ॥
 অসী সৈন্ত খুলে দিল আর তিন দ্বার ।
 প্রবেশে উৎকল বল, সংখ্যা নাহি তার ॥
 মহানন্দে গজপতি ব্যস্ত জ্যস্ত হয়ে ।
 অবেষিয়া ভ্রমিছেন রাজপুত হয়ে ॥
 কিন্তু দুই ভাই অস্তর্হিত সেই ক্ষণ ॥
 পাতি পাতি করি খুঁজে, না পান দর্শন ॥
 হরিষ বিবাদের রাজ্য শিখরেতে যান ।
 সামন্ত-শিলায় রহে দুর্গ-সম্মিধান ॥
 প্রহরেক লুট-তরে দিলা অহুমতি ।
 হরিশ্চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখি মহামতি ॥
 কি আর বর্ণিব তবে যে দশা হইল ।
 -হামূল্য দ্রব্য সব লুটিয়া লইল ॥
 বলাৎকারে লয়ে যায় তরুণী নিকরে ।
 সুজাকারা অশ্রুধারা হনমনে ঝরে ॥

নান্য প্রদেশে কামানের প্রথম ব্যবহার হয় ।

হায়বে পুরুষ তোর একিরে পৌরুষ !
 অবলা জাতির-প্রতি কেনরে পুরুষ ?
 যারা হয় সংসার-সাগরে সার মিথি ।
 মুহু উপদানচয়ে গঠিলেন বিধি ॥
 তাহীদের প্রতি কেন নৃশংস ব্যাভার ?
 যতনের ধন তারা, মেহের আধার ॥
 মাতিয়া সমর-মদে নাহি থাকে জ্ঞান ।
 সরলা মহিলাগণে কর অপমান ॥
 যুগ যুগান্তরে তোর এ দারুণ রীতি ।
 কিণের বড়াই নব্য সভ্যতার নীতি ?
 সভ্য শিরোমণি ক্রমশ বিখ্যাত ভূতন ।
 প্রজাতন্ত্রে তিরস্কৃত প্রমদামণ্ডল ॥
 পশু করে পশুবৎ ক্ষুধার জালায় ।
 পশু-চেয়ে পশু তুই সমর-খেলায় ॥
 বিজয়-মাদকে মাতি ধরি নারীগণে ।
 দেহ জুই করি, নষ্ট করহ জীবনে ॥
 মহা হাহাকার উঠে কাঞ্চীরাজ-পুরে ।
 রুদিত রমণীকুল ডুকরে ডুকরে ॥
 অন্তঃপুর-মাজ বন্ধা পাইল লুণ্ঠনে ।
 নিভূতে বসিয়া নৃপ সহ স্বীয়গণে ॥
 অপমানে স্ত্রিময়ণ অস্থির পরাণ ।
 অমলে হৃদয় যেন হয় দহমান ॥
 অবসাদে হতচিন্ত অবশ শরীরে ।
 ধীরে ধীরে যায় যার, গণেশ-মন্দিরে ॥
 ইষ্টদেব-সম্মুখতে দণ্ডবৎ পড়ি ।
 কর যোড়ে স্তব করে, যায় গড়াগড়ি ॥
 “নমো নমো গণপতি, নমো লম্বোদর !
 নমো দেব ষেযাতুর, নমো বিষহর !
 নমো প্রভো বিনায়ক, গজেন্দ্রবদন ।
 নমো পার্শ্বভীর প্রিয়, হৃদয়-নন্দন !
 প্রসাদ পরমপাণি, প্রভো নিরঞ্জন !
 একদন্ত, বক্রভূত, মুষিকবাহন ।
 হে হেবষ বামদেব, জটাজুটধর !
 নমো সিদ্ধমাতা খর্যে স্থল কলেবর ;

চতুর্ভুজ, ধৃত-পাশাঙ্কুশ-বরাভয় !
 স্রবণে তোমার নাম সর্বসিদ্ধি হয় ॥
 ভূমি ব্রহ্মজ্ঞানদাতা, বিদ্যার বিধাতা !
 নান্দ্রকবীজরূপ, সর্ব তত্ত্বজ্ঞাতা !
 বিদ্যাহর ! বিদ্য হর, হয়েছি কাতর ।
 দোহাই, দোহাই, প্রভো দেব গণেশ্বর ।
 ভূমি যম কুলদেব, প্রসিদ্ধ জগতে ।
 লজ্জানিবারণ মম কর কোনমতে ॥
 না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে ।
 নহে কেন পরাভব পাইলাম রণে ?
 সমরে সর্বত্র অয় পুরুষাত্মকমে ।
 কত রাজ্য দিলে দেব এদাস অধমে ॥
 এখন এদীনে কেন কর পরিহার ?
 চরণে পড়িয়ে প্রভো ! মাগি পরিহার ॥
 বরদ ! বরদ হও, করুণ নয়নে ।
 কোনছার গজপতি আমার সদনে ?
 এইরূপে কাঞ্চীনাথ কাতর হৃদয়ে ।
 সুদীর্ঘবে ডাকিতেছে, ভক্তিনদ্র হয়ে ॥
 ভাবিতে ভাবিতে, নেড়ে নিজার আবেশ ।
 ঘোর বিভাবরী-রূপে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ ॥
 গুন, গুন, গুনরে কণাট-অধিপতি ।
 কপাল কাটিল তোর, ওরে ছিন্নমতি !
 রে ছবাত্মা ! কি কারণে দেব নারায়ণে ।
 নিদিলে ত্রীকৈতবে গিয়ে গর্ষিত বচনে ?
 না জান, না জান, ছুই, ভেদজ্ঞানী খল ।
 সকল দেবতা মাঝি কর্ণনার কল ॥
 যিনি হরি, তিনি হর, তিনি প্রজ্ঞাশক্তি ।
 তিনি লক্ষ্মী সত্যস্বতী তিনিই পার্বতী ॥
 গুনঃ পুনঃ উপদেশ দেয় চতুর্বেদ ।
 পায় পায়গুণ করে সব ভেদ ॥
 যতদি ভালাই চাই, উপদেশ লহ ।
 করহ প্রশ্ন-সন্ধি গজপতি সহ ॥
 তোমার এদেশে আমি রহিব না আর ।
 ভক্তপূর আশ্রিত্য উৎকলে আমার ॥

চণ্ডাল বসিয়া যাবে নিদ্রিলে দুর্দৃষ্টি ।
 সে চণ্ডাল হবে, তব পদ্ম-বতী পতি ॥”
 স্বপ্নন হইল ভঙ্গ, তপন উদয় ।
 ভক্তিত হইল বায়, কম্পিত হৃদয় ॥
 সজিবে ডাকিয়ে কহে স্বপ্ন-বিবরণ ।
 “আর এ বিফল রণে কিবা প্রয়োজন ?
 এইরূপে গজপতি-সঙ্গিনানে যাও ॥”
 পদ্মাবতী দিখে, সন্ধি-নিবন্ধন চাপ ॥
 অন্তঃপুরে মহামন্ত্রী পাঠাইল বাণী ।
 মুচ্ছিতা মহিলা শিবে পদ্মপাণি হানি ॥
 গজপতি-কবে যথা কোকনদমালা ।
 গজপতি-ডরে তথা পদ্মাবতী বালা ॥
 শুণাইল মুখ যেন হেমন্ত-কমল ।
 কর বিস-কিসলয় হইল নিশ্চল ॥
 বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে নয়নযুগলে ।
 শিশিরনিকরে “— কুশেশ্বর-দলে ॥
 তহিতার দশা মহিষী কাতরা ।
 শোকেরে অধরা হয়ে পড়িলেন ধরা ॥
 রোদনের কোলাহল উঠে অন্তঃপুরে ।
 আহা ! আহা ! হাণ্ণকার রব মাতৃ ক্ষুরে ॥
 যথা শেফালিকানুল প্রভাত-প্রহরে ।
 অধীর সমীরে ভূমে বর বর ঝরে ॥
 ধরাসনে পড়ে তথা বরাননাচয় ।
 মহামন্ত্রী অন্তঃপুরে হইলা উদয় ॥
 করযোড়ে কহিতেছে সজল নহনে ।
 কি কল, বলগো আর্ঘ্যে, বিফল রোদনে ?
 ভগ্নিতব্য আছে যাহা ঘটবে তাহাই ।
 বিধির নির্বন্ধ ছেদে কার সাধ্য নাই ॥
 কেনগো কাতরা এত বিষাদ অন্তরে ?
 কলিকের রাজলক্ষ্মী হবে অন্তঃপুরে ॥”
 এত বলি কুমারীরে সঙ্গে লয়ে যায় ।
 খনি হতে মহামণি হইল বিদায় ॥
 মহানবমীর নিশা-প্রভাত-সময় ।
 দেবীর বিদায়-কালে যেভাবে উদয় ॥

সেই ভাব আবির্ভাব হ'ল কক্ষীপুরে ।
 এক ভাবে সকলের অধিগুণ বুঝে !
 সচিব কল্পারে লয়ে অতি অস্বাদিত ।
 গজপতি-শিবিরে হইলা উপনীত ॥
 বরুণিংহাসনোপরে প্রতাপে মিহির ।
 বায় দিগ্ধ বসিয়াছে গজপতিবীর ॥
 খেতচ্ছত্রে জলে কত মণিময় তারা ।
 ঝুলিছে ঝালর তাহে গজযোতি-ঝারা ॥
 হীরার কলস উজ্জ্বল দিতেছে চমক ।
 দণ্ডে হীরা মণি পাণ্ডা করে বকুমক ॥
 চুলাইছে চামি তিতে ধবল চামর ।
 শারদ নীরদ বেড়া যেন দিনকর ॥
 প্রস্থিত গজপতির মূর্তি সচিবমণ্ডল ।
 দেবগণে সমবেত যেন আখণ্ডল ॥
 কাঞ্চীয়া সচিব সঙ্কপত্র দিয়ে করে ।
 যথাবিধি সজ্জাব সজ্জার উজ্জ্বল করে ॥
 কহিছেন গজপতি, আরম্ভ নয়ন ।
 “প্রতিজ্ঞা লভ্যন মম, না হবে কপন ॥
 চণ্ডাণ্ডে পদ্মিনীয়ে করিব অর্পণ ।
 ক্ষত্র-অভিমান কোথা রহিবে তখন ॥
 কাঞ্চীকুলদেব গজাননে লয়ে যাব ।
 মম ইষ্টদেব পাছে তাঁহারে বসাব ॥
 মন্ত্রিগণে তবে আজ্ঞা দিলা গজপতি ।
 পদ্মাবতী-রক্ষাভার তোমাদের প্রতি ॥”
 পরদিন শিবিরেতে হইল ঘোষণা ।
 স্বদেশ-গমনে পুন সাজ সর্বজন ॥
 স্বাতন্ত্র্যে যেন অন্তোনিমি উৎখল ॥
 বন্দীভাবে গণেশের লইয়া চলিল ॥
 হারপরে হরিণী যেরূপ করে গতি ।
 সেরূপ হরিণনেত্রা পদ্মাবতী সতী ॥
 সহিত সহস্র দাসী আর সহচরী ।
 ঘেরিয়া লইয়া যায় অসংখ্য প্রহরী ॥
 চলে চতুরঙ্গ সেনা জয়মদে মাতি ।
 প্রবলগতি কিবা গতি, ফুলাইয়া ছাতি ॥

ভূতয়ক্ষর সিংহনাদ, মহা কোলাহল ।
 “জয় জগন্নাথ জয় !” বিস্তৃতি কেবল ॥
 গগণে উটিল বেগ, আচ্ছন্ন তপন ।
 ধূসর বরণ ধরে দিগন্তনাগণ ॥
 আগ্রহিত গজপতি গজেন্দ্র-উপরে ।
 মাগধ চারুগণ স্তুতিপাঠ করে ॥
 আগে আগে বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িছে ।
 মহানন্দে হাসি কিবা ঢুলিয়া পড়িছে ।
 স্বর্ণ পূর্ণ কুন্ত বৃগ, গজ-কুন্তোপরে ।
 মণিময় আস্তরণ রবি-ছবি ধরে ॥
 লুপ্তিত অশেন, ধন, অসংখ্য শকটে ।
 মৃত্যুমতী জয়লক্ষী প্রতিভা প্রকটে ॥
 কত দিনে অতিক্রমি গোদাবরী তীর ।
 নিজদেশে উপনীত গজপতি বীর ॥

ইতি সংগ্রাম নাম ষষ্ঠ সর্গ ।

সপ্তম সর্গ ।

মিলন ।

আইল নন্দাঘ কাল, ফুলি নিয়ালী * জাল,
 যথুমাংসে মধুর উৎসবে ।
 আনন্দের নাহি যাত্রা, মাধবে চন্দন-যাত্রা†
 মাতিলেক ক্ষেত্রবাসী সবে ॥

* নবমল্লিকা ॥

† এই পর্কীহের অপরূপ পর্কীহ দেশান্তরে
 উদ্ভব্য নহে, কথিত—আছে এই পর্কীহের
 সময়ে জগন্নাথের মন্দিরদ্বার চন্দনকাঠময়
 কীলকে বন্ধ হয়, তাহাতেই চন্দন যাত্রা শব্দের
 উৎপত্তি । ফলতঃ এই পর্কীহে নিদাঘ
 কালোচিত চন্দনাদি উপহার দ্বারা দেবতা-
 দিগের অর্চনা হয় ।

কি শোভা নরেন্দ্র-হৃদে, প্রাপ্তি আনন্দমদে,
তরলিত তরলীকর ।
রত্নসিংহাসনোপরি, কিবা বিহরিত হরি,
বিতরিত চন্দনশাকর ॥
শিখিপুচ্ছে বিরচিত, নানা রত্নে বিখচিত,
বাজনৌ বাজন করে দ্বিজ ।
ঐচর্য্যে অবিরত, কুসুমের বৃষ্টি কত,
মল্লিকা মালতী সরসীজ ।
কীরনিধি-সমুদগত, স্তবীর লহরীমত,
চুশাখিত ধবল চামর ॥
কি শোভা তরাস ভোগে, *সুবর্ণ হজত-যোগে,
দীপ্ত দিনকর নিশাকর ॥
জিনিষিবা শতপত্র, সুশোভিত আতপত্র,
রূপে তাহে মোতীৰ ঝালর ।
সুবর্ণ মধুরী ভূরি, কাহালৌ বকুরী তুরী,
বিবিধ বাজের আড়ম্বর ॥
শোভাশীল দরশনে, সচকিত ব্যক্তিগণে,
নরেন্দ্রের কূলে নাহি স্থান ।
যনে কৃত কৃত্য গণি, মুখে হরি হরি ধ্বনি,
পুলকিত তুহু মন প্রাণ ॥
হুই তরী ধীরে ধীরে, ভ্রমে নরেন্দ্রের নীরে,
বেড়িয়া মণ্ডপ সুশোভন ।
গীত-গোবিন্দের গীত, গুর্জরীতে হয় গীত,
সুধার সুধার বরিষণ ॥
পরিহারি পিচকারী, ছুটিতে চন্দন-বারি,
মুগমদ কস্তুরী কপূর ।
নাচে কত বরুণসী, তিলোত্তমা কি উর্ধ্বসী,
আইল তেজিয়া স্বর্গপুর ॥

* উৎকলদেশে ছত্র দণ্ড চামরাদি
রাজাভিজানমূলক সজ্জা মধ্যে তরাস এক
সজ্জা, ইহা তরাস শব্দের অপভ্রংশ কিনা
সন্দেহ

† বলা বাহুল্য উৎকল দেশীয় অনাথ্য

প্রদোষেতে নৃপবর, সহ অতি আড়ম্বর,
কুরঙ্গ কবিয়া আরোহণ ।
পর্য্যাহেতে প্রমুদিত, রাজপথে সমুদিত,
করিছেন নরেন্দ্রে গমন ॥
হেথা শুন সমাচার, সশস্ত্র-শিঙ্গার আর,
রাজার প্রধান যত মন্ত্রী ।
পদ্মিনীর টাংখে অতি, সব সজ্জাপিত মতি,
সংগোপনে হ'ল যড়যন্ত্রী ॥
কিসে কুমারীর প্রতি, নৃপতি প্রসন্নমতি,
হইবেন, সতত মন্ত্রণা ।
কিসে প্রতিকূলভাব, প্রাপ্ত হবে তিরোভাব,
কিসে দূর হইবে যন্ত্রণা ॥
ভুবন-বন্দিনী হয়ে, বন্দিনী স্বরূপ হয়ে,
তহু তনু তদী পদ্মাবতী ।
শিশিরেতে কমলিনী, দিনন্দিন বিমলিনী,
কুহেলিকাচ্ছন্ন ক্লিনপতি ॥
দিনন্দিন পদ্মিনীরে, হেরি হবে আধিনিরে,
অভিষিক্ত বিষয় অন্তরে ।
সেই দিন যুক্তি কারি, রাখিলেন ছাদোপরি,
নৃপনন্দে পড়িবার তরে ॥
হইল মাছেজ্ঞ শূন, রাজা করে নিরীক্ষণ,
সহসা সে ছাদেয় উপরে ।
অমসে চুষক প্রায়, চঞ্চল কটক ছায়,
চকোর কি প্রাপ্ত চক্রকরে ?
পুন পূর্ণনিভামনে, নিরখিতে ব্যগ্রমনে,
অখণ্ডিত করিল মন্ত্র ।
অমনি রমণীমণী, যথা অন্ত দিনমণি,
নয়নের হল অগোচর, ॥

ইতরজাতিদিগের শরীরে আদিম রক্তের
কতাপি বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য আছে, সুতরাং
দ্রষ্টলে নরকীর্ণিগের রূপ-গরিমার ব্যাখ্যা কবি-
কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে ।

নৃপতি পড়িল কারে, হৃদয়ে ভাবিছে কারে,
 জিজ্ঞাসিব ইহার সংবাদ ।
 "কে এনারী মনোহারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
 অকস্মাৎ একি বিসংবাদ ?
 কলেবর শিহরিত, শ্রেমবীজ অকুরিত,
 পলক পলকে পরিচয় ।
 এত দিনে মনোভর, করিল কি পরাভর,
 বীর-বৃত্তি আমার হৃদয় ?"
 পরদিন নরবর, অন্তর অস্থিরতর,
 নমস্টিবেকের সংগোপনে ।
 ধীরে ধীরে কন কথা, প্রকাশি মনের বাধা,
 পরামর্শ বিহিত নির্জনে ॥
 মন্ত্রী আচাড়া হেন, কিছুই না জানে যেন,
 বিবাহ হইল ক'র ভাণ ।
 আসি কিছু কাল পরে, নিবেদিল বোড় করে,
 "কিছুই না হইল সন্ধান ॥
 সেই ভব সুখদাত্রী, হবে বিদেশীয় ঘাত্রী,
 দেশে গেল কিবা গৃহাধরে ।
 লগ্নে বহুতর চর, অন্বেষণ নিবস্তর,
 কখিলাম কত শত ঘরে ॥"
 শুনি মুকুট নরপতি, দিন দিন যান অতি,
 চিত্তপটে চিত্র চারু রূপ ।
 তার-নীবে ভাবিনীর, মজ্জিত-মানস বীর,
 ভাবনায় কাল হয়ে ভূপ ॥
 পদ্মাবতী যথাক্রমে, নিবধি পুরুষোত্তমে,
 বিরহে বিধুরা অতিশয় ।
 কিম্বদন্ত ! ভাব্য নয়, মানুষের ভাবচয়,
 বিষে হয় অমৃত উদয় ॥
 অনুত অথবা ভুল, প্রতিকূল অনুকূল,
 কেবা কিবা কিছু স্থির নহে ।
 এই শীত সমোরণ, কাঁপাইছে অপঘন,
 এই মন্দ গন্ধবহ বহে ॥
 যে ছিল পিতার অরি, সে নিল মানস হরি,
 তার ভাবে মুগ্ধ অহরহ ।

দাবনদ্ধ মৃগীপ্রায়, সদা সস্তাপিত কার,
 হৃদে জলে বিশিষ্ট বিরহ ॥
 দক্ষদৈব শিব প্রক্তি, সতীর অচলা রক্তি,
 শচী পিতৃদৈবী অনুরতা ।
 যে বিষ্ণুর ছলে বলে, সিদ্ধযথে দেবদলে,
 শিদ্ধ-হতা সে বিষ্ণু-সংগতা ॥
 ভাবিনী ভীষ্মকসুতা, প্রেম অম্লবাসুতা,
 সহোদর-হৃদন কেশবে ।
 দুর্ধ্যোধন-সুতা সতী, মুগ্ধমতি শাশ্বপ্রক্তি,
 এইমত কত শত ভবে ॥
 কাঁদে সতী পদ্মাবতী, লোটাইয়া বহুমতী,
 অনিবার হাহাকার মুখে ।
 কহে "হায় ! হা বিধাতা, কোথা মম পিতামাতা,
 অহনিশ মরি মনোহুখে ॥
 হারে বিধি অরুণ ! দুখিনীরে নিদারুণ,
 এত কেন, কিসের কারণ ?
 দুখাভূত সন্নিধান, সুখ আনি কবি দান,
 পানকালে কর নিবারণ !
 কি কারণ গজপতি, বিমুগ্ধ আমার প্রতি,
 না জানি কি দোষ ত্রীচরণে ?
 সে চরণে প্রাণ মন, করিয়াছি সমর্পণ,
 সমভাবে জীবনে মরণে ॥
 পিতা সহ জাতি-দ্বন্দ্ব, আমার কপাল মন্দ,
 অপরাধ-বিহনে বন্দিনী ।
 দশানন দোষ হেতু, সাগরেতে বদ্ধ সেতু,
 বিবাসিত জনক-নন্দিনী ॥"
 এইরূপে ক্রোধদরী, কাঁদে দিবা বিভাবরী,
 ভগ্ন আশা, বিভগ্ন ভবসা ।
 বিগত নিদাঘ কাল, মজ্জরি তমাল শাল,
 বরষা সরসা করে বন্য ॥
 নাশিতে বিবাহ-শান্তি, যে কি কজ্জল কান্তি,
 শাদ্রল গরজে অধিরত ।
 বলাকাদশনাবলী, দামিনী রসনা জলি,
 ক্ষণে ক্ষণে হয় বহির্গত ॥

দশদিক অন্ধকার, হেরি ধাক্ক একাকিনী,
পরিপূর্ণ অলাশঙ্কল ॥
কুল-পদ্মিনীর প্রায় পুরুষেরী শোভা পায়,
কুলটা তটিনী ভাঙ্গে কুল ॥
দম্পতি বাঁধিয়া রসে, মানসে সুখমানসে,
মরালমণ্ডলী ধায় ।
বিজুলার ধ্বংসকী, মণ্ডকের মক্‌মকী,
ঘড়ী ঘড়ী ঘড় ঘড় শ্রুত ॥
ফুটে কুল নানা জাতি, কদম্ব কেতকী জাতি,
যুথী চম্পা কুটজ মাণ্ডলী ।
সরোবরে সুখভরে, জলচরে কেলী করে,
ঝাঁক ঝাঁক ইতস্ততো গতি ॥
অবশ্রাব্য ধারা বরিষণে ।
নবতরঙ্গাঙ্গল ক্ষেত্রে, হরষ-চঞ্চল নেয়ে,
চুরিয়া বেড়ায় মৃগগণে ॥
কমল বুড়িল অঙ্গে, কেবল সমুদ্র দলে,
বহুবংশ নিধনের মত ।
কোকিলা হইল কুলা, চাতকীর গেল তুষা,
ঘনরস ঘনরসে রত ॥
নীরদ অমৃত বর্ষে, কৃষিকুল মহাহর্ষে,
গীত গায় কেদারে কেদারে ।
কেহ রোপে কেহ বুনেন, কেহ লাঙ্গলের শুণে,
স্বকঠিন ধরণী বিদারে ॥
বিস্তারি কলাপচক্র, কতু ঋতু কতু বক্র,
মেঘনাদে নাচে মেঘনাদ ।
ফুটিল কুহুম-কাশ, বহুধা-বদনে হাস,
ববষ্মর্ষ বিগত বিষাদ ॥
নিদাঘের তাপ গত, বিটপী ব্রতভী যত,
জীবনেতে পাইল জীবন ।
এমনি ঋতু-শুণ, বসন্ত-শোভায় পুন,
সুশোভিত বন উপবন ॥

ধরা হ'ল স্বর্ণপুর, প্রয়োহিত বোঝাকুর
ঘনশ্রাম রুচি অভিধাম ।
বৃষ্টি নহে অধা স্রষ্ট, বিভূর ককণা বৃষ্টি,
বাহু-ক্ষেত্র কমলা ধাম ॥
ঋতুরসে বিনোদিত, ক্রমে আসি সখা
আষাঢ়ের পূর্ণ শশধর ।
উল্লসিত ক্ষেত্রবাসী, পুন সমাগত আসি,
দেহবান-যাত্রা আড়ম্বর ॥
গোসংস্রী অধা গত, সিদ্ধুবানে লোকবত,
দ্বিতীয়া হইল প্রবেশ ।
পুন সুসজ্জিত হয়, মনোহর বথজয়,
ত্রিমুর্ত্তির বিনোদিয়া বেশ ॥
পুন স্বর্ণ সম্মার্জ্জনী, করে লয়ে নৃপমাণ,
অর্ণাধারে লইয়া চন্দন ।
সরায়ে রণের দড়া, দেব অগ্রে দেন ছড়া,
শ্লা মাঝি করেন মার্জ্জন ॥
হেনকালে ময়ীবর, ধরি পদ্মিনীর ক
নৃপ-করে দিগে শীতগতি ।
কহে "ভো ধরণীপতি, চণ্ডালে পদ্মাবতী"
কড়াদানে দিলা অমৃত ॥
ভারমুক্ত অস্ত্র আমি, লহ হে চণ্ডালস্বামি,
প্রমদার সাহ পদ্মাবতী ।
দেখি তাঁহা লোকারণ্য, সবে করে ধস্ত ধস্ত
"ধস্ত হে সচিব মহামতি ।"
নিবধি পদ্মিনী-মুখ, বিগত বিরহ হুখ,
সুখনীতে মগ্ন মহীপতি ।
স্বপনের হারা নিধি, জাগ্রতে মিলালে বিধি,
অতনু কি প্রাপ্ত পুন রতি ?
পতি-পদে চারুশীলা, দণ্ডবৎ প্রণমিণী,
প্রেম-অশ্রু-প্রাণিত নয়নে ।
নবনাথ অনন্তর, ধরি কাঞ্চিনীর ক
ধীরে ধীরে যান ক্ষেত্রেতে ॥

যত সব বট-বধু, নিরখিয়া বর বধু,
 শঙ্খ-ধ্বনি পূরিল গগন ।
 এদিকে রথের চটা, ওদিকে বিবাহ-ঘটা,
 মহোৎসবে মত্ত জনগণ ॥

পদ্মিনীয়ে লয়ে রায়, করে স্বর্গস্থ পায়,
 বহুকীৰ্ত্তি করিল-স্থাপন ।
 অত্যাঁপ মাণিকা-মূর্তি, দেউলেতে পায় কুৰ্ত্তি,
 কীর খান ভাই হুইজন ॥

ভক্তিরে মহীপাল, সভাবাদী শ্রীগোপাল,
 প্রতিষ্ঠিত পুরীর তদুরে ।
 কাঞ্চী-জয়-অভিজ্ঞান, গণেশেরে দিলা স্থান,
 প্রভুর পশ্চাতে তাঁর পুরে ॥

আর দেব দেবী কত, কাঞ্চী হ'তে সমাগত,
 শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পুন ।
 অত্যাঁপি মুগনীচর, দান করে পরিচর,
 কর্ণাটের শিল্পীগণ-গুণ ॥

কালে পদ্মাবতী * সতী, বীরবংশধর-বতী,
 মার্ত্তমতী প্রতাপসহরী ।

* পদ্মাবতীর জীবন আত্মোপাস্ত হুজুর
 ঘটনাবলীপূর্ণ। কথিত আছে যে, প্রতাপ-
 রুদ্রের জন্ম পরে পদ্মাবতী মনুয্যলোক হইতে
 অন্তর্হিত হন,—কলতঃ পূর্বেই উল্লিখিত
 হইয়াছে, এ প্রকার দৈবী বল্লভা বাহিরেকে
 রাজবংশ সমূহের মহৎপ্রতিপন্ন হয় না। খ্রী:

রূপে গুণে একশেষ, শাসিল উৎকল দেশ,
 শ্রীপ্রতাপরুদ্র নাম ধরি ।
 ইতি মিলন নাম সপ্তম সর্গ ।
 সমাপ্ত ।

১৫০১ অব্দে প্রতাপরুদ্র উৎকলের সিংহাসনে
 আরোহণ করেন। তিনি বিধান, তজ্জিমান,
 বলীয়ান, এবং যুদ্ধবিগ্রহে প্রভুতি রাজকীয়
 বিবিধ গুণ-ভূষণে বিভূষিত ছিলেন। রাজা
 প্রথম বয়সে বৌদ্ধধর্মের সবিশেষ প্রতিপোষক
 ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাণী দেব দ্বিজৈ তজ্জি-
 পরায়ণা ছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের
 শক্তি পরীক্ষার নিমিত্ত রাজা একদা এক কুস্ত
 মধ্যে একটি সর্প বদ্ধ করিয়া উভয়পক্ষকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন, তন্মধ্যে কি আছে, ব্রাহ্ম-
 ণেরা কহিলেন মৃত্তিকা আছে, কুস্তের মুখো-
 দ্যাটন করিয়া দেখা গেল, তন্মধ্যে বর্ষাধি
 মৃত্তিকা রাহুগ্রাহ্য। তদর্শনে রাজার এককালে
 সম্পূর্ণরূপে মত পরিবর্তন হইল, তিনি তদবধি
 বৌদ্ধদিগের প্রতি ঘোরতর বৈরাট্যবর্ণ বরিতে
 লাগিলেন, এবং অমরকোষ ও বীরসিংহ
 ব্যতীত বৌদ্ধদিগের বাবতীয় গ্রন্থ ভস্মসাৎ
 করিলেন। এই সময়ে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বল-
 বলে আসিয়া কিছুকাল মধ্যে প্রতাপ রুদ্রকে
 স্বমতাবলম্বী অর্থাৎ পরম বৈষ্ণব করিয়া
 তুলিলেন।

নীতি-কুসুমাজলি ।

—:***:—

(এই শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুল রচিত কবিতাকলাপ অমূল্য-বানিত হইবে। কোন গ্রন্থ বিশেষ পর্যায়ানুক্রমে অমূল্যবানিত হইবে না—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতিহাস, কাব্য প্রভৃতিতে যখন যে মনোজ্ঞ-হিতকথা নয়নপথে পতিত হইবে, তখন তাহারই মৰ্ম্মানুবাদ সকলন করা অভিপ্রায় মাত্র)

—*—

প্রথম অঞ্জলি ।

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিষময় ।
কিন্তু আছে আছে সুখাসম ফলদয় ।
তার এক কাব্যামৃত-রস-আনন্দন ।
অকৃত্রিম সদালাপ সহিত সজ্জন ॥

ক্রমালয়, ভক্ষ্য ফল দল, পেয় জল ।
তৃণনিচয়েতে শূয়া, বসন বকল ॥
বনে বাজ্র-গজ-সেবা বরং মঙ্গল ।
এ ভবে বিভবহীন জীবন বিফল ॥

মাণিক কুগ্রহফলে, লুঠায় চরণ তলে,
কাঁচ যদি উঠে বা মাথায় ।
মাণিক মাণিক রবে, কাঁচে লোক কাঁচ কবে,
ধাক্ তারা যথায় তথায় ॥

কাক কুম্ভবর্ণধর, কুম্ভবর্ণ শিকবর,
উভয়েই এক বর্ণ ধরত ।
হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পরিচয়,
কেবা কাক কেবা পরভূত ॥

ইতর পাপের ফলভোগের কারণ ।
যেইরূপ ইচ্ছা তব কর নিয়োজন ॥
কিন্তু অরসিকে যেন কবিরে ভজনা ।
লিখনা ললাটে খাতা লিখনা লিখনা ॥

ভয়ানক ভাবধর, কবিবাজ কুম্ভবর,
ভেদকারী কথা সুনিশ্চয় ।
বাঘ চেয়ে বেগপতি, গিриগৃহা গৃহপতি,
তবু সিংহ পশুই নয় ॥

বায়দোর যদি হয়, চকুটা স্বর্ণবর্ম,
মাণিকে মণ্ডিত পদবর্ম ।
প্রতিপক্ষে গজমতি, প্রকাশে বিমলজ্যোতি,
তবু কাক রাজহংস নয় ॥

কোকিল গর্জিত নহে চূতব্রল পিয়ে ।
ভেক মক্ মক্ করে কন্দম থাইয়ে ॥

রোহিত বোহিত-দৰ্প সতীর পুরুষে
একাকুল জলে পুঁঠী ছটকট করে

১০
যেধাগমে শুদ্ধ যত পরভূষণ।
ভেক ভায়া যথা বস্ত্রা, মৌনই শোভন ॥

১১
শিখরেতে থাকে শিখী, গগনে মীন
লক্ষান্তরে দিনকর জলে তেজ ১২
কুমুদবান্ধব কত লক্ষ ১৩
যে বাহার বস্ত্র ১৪
হৃদয় ভূ দুয় নয় ॥

১২
পিতা নিন্দাপরায়ণ, পিতা শ্রিয়বাদী নন,
সৌন্দর্য না করে সন্তাষণ ॥
ভৃত্য রাগে কহে কত, পুত্র নহে অমুগত,
কান্তা নাহি দেন আলিঙ্গন ॥
পাছে কিছু চাহে ধন, এই ভয়ে বন্ধুগণ,
কিছুমাত্র কথা নাহি কয় ॥
ওরে ভাই একারণ, কর ধন উপার্জন,
ধনেতেই সব বশ হয় ॥

১৩
ধনেতেই অকুলীন, কুলীন কুমার।
ধনেতেই পায় লোকে আপদে নিস্তার ॥
ধন চেয়ে এসংসারে বন্ধু কেহ নয় ॥
ভাই ভাই কর কর ধনের সন্ধান ॥

১৪
ব্রহ্মহত্যা করি লোকে, পুণ্যপাপ হয় লোকে
যদি তার প্রচুরাধ থাকে ॥
শিশিভূলা শুকুলীন, যদি হন ধনহীন,
কেবা বল গ্রাহ করে তাকে ॥

১৫
অতিশয় চলচিত্ত, চল যে কিছু বিত্ত,
লক্ষপল জীবন যৌবন ॥
সকলেই চলচিত্ত, যার আছে কীৰ্ত্তিবল,
তার মাত্র অচল জীবন ॥

সেই জন্ম ১৬
জীবন, সেই জন যশোধন
সজীব যে জন কীৰ্ত্তিমান ॥
অযশ অকীৰ্ত্তি যার জীবন কোথায় তার,
বেঁচে থাকে মৃতের সমান ॥
১৭
কখন সন্তুষ্ট, কখন বা কষ্ট,
ভূট কষ্ট কণে কণে ॥
হেন মতিচ্ছন্ন, হলো ও প্রসন্ন
ভয়কর মানি মনে ॥

১৮
গ্রন্থগত বিত্তা, পরহস্তগত ধন।
নহে বিত্তা, নহে ধন, হলো প্রয়োজন ॥

১৯
উজোগী গুরুবসিংহে লক্ষীর আশন।
কাপুকবে কহে দৈব ধনদাতা হন ॥
দৈব দূষ করে, আত্ম-শক্তি কর সার।
যত্নে সিদ্ধ না হইলে দোষ বল কার ॥

২০
সম্মদে কর্কণ, ধনের মানস,
আপদেই সুকোমল ॥
ঈশীতল পয়, স্বকঠিন হয়,
কিন্তু মুহু তপ্ত জল ॥

২১
ওগার যে গুণ তাহা জানে গুণধর।
অন্তে কিছু নাহি জানে সে গুণনিকর ॥
মালতী মলিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন।
নাসিকাই জানে কিছু না জানে লোচন ॥

২২
ফোভের যাতনা সহে সাধুশীল নয়।
সহিতে না পারে কত ইতর পায়ব ॥
সহ্য শাণ ঘর্ষণেতে হীরাই সক্ষম ॥
চড়াইলে চূর্ণ হয় চামড়া অক্ষম ॥

ককর প্রভৃতি ।

২৩

স্বজাতীয় বিনা বৈরি পরাভূত নয় ।
হীরাতেই ছিত্র করে মণি মুক্তা চয় ॥

২৪

অতিশয় ক্ষুজ্ঞ নহে, যে হিত সাধনা করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে ।
পানকরি কৃপণ্য, প্রায় ত্বা শাস্ত হয়,
বারিধি কি পিপাসা নিবাবে ?

২

এক ভূমি জাত, ত্রৈক্য কাণ্ড আর দলে ।
কেবা শালি, কেবা শ্রামা, পরিচয় ফলে ॥

২৬

মুণ্ডরি অন্ন দিলে কে না বশ হন ।
মুদ্রকে মধুব ধনি অর্পিলে ক্ষীরণ ॥

২৭

বস্ত্রাকরে আছে রত্ন তাহে কিবা হয় ।
তাহে বা কি বিদ্যাচলে আছে করিচয় ॥
কি ফল মলয়াচলে চন্দন কানন ।
পরের হিতেই শুদ্ধ সাধুজন-ধন ॥

২৮

বিকসিত বকুল মুকুলে যেই জন ॥
ভূষাতেও না করিত চরণ চারণ ॥
আহা আহা হা বিধাতা সেই মধুকরী ।
বিপদে পড়িয়া সার করিল রবরী ॥

২৯

পিপাসায় গিয়ে আমি লিঙ্গু সরিধান ।
শুদ্ধ এক গণ্ডুষ করিহু জল পান ॥
জলদির দোষমাত্র তাহে কিছু নাই ।
আমার কন্ঠের ফল ফলিয়াছে তাই ॥

৩০

কি ফল নির্দোষ দীপে তৈল দান করা ॥
চোর পড়ে সাবধান কিলে যায় ধরা ॥

কি ফল কারিনী-কেশি সমাগতে জরা ।
কি ফল প্রবাহ-পূতে আলী বন্ধ করা ॥

৩১

বরং অসিধারে কিবা তরুতলে বাস ।
বরং ভিক্ষাকরা ভাল, কিবা উপবাস ॥
বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন ।
তথাপি লয়েনা গবর্ণী জ্ঞাতির শরণ ॥

৩২

কুজনের সেবা আর কুগ্রামে নিবাস ।
কুতোজন, ক্রোধমুখী ভার্য্যা সহবাস ॥
বিধবা তনয়া আর বিদ্বাহীন স্ত্রুত ।
অনল বিরহে তহু করে ভস্মীভূত ॥

৩৩

পশ্চিমে উদ্ভিত যদি হন দিনকর ।
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমল নিকর ॥
অচল সচল হয় অনল শীতল ।
তবু সজ্জনের বাক্য না হয় ফিল ॥

৩৪

যথা নারিকেল ফল, গর্ত্তে সঞ্চয়য়ে জল,
সেকুণ লক্ষ্মীর আগমন ॥
গজভুক্ত কথাবেল, সেকুণ লক্ষ্মীর খেল,
পলায়ন করেন যখন ॥

৩৫

অতি রমণীয় কার্য্যে পিণ্ডন গেজন ।
সবিশেষ যত্নে করে দোষ অব্বেষণ ॥
যথা অতি রমণীয় চাকু কলেবরে ।
এণ অব্বেষণ করে মক্ষিকা নিকরে ॥

৩৬

লক্ষ্মীর যত উৎসব, বর্ণনায় হুনিপূর্ণ
দিন হন শাশু সদাশয় ॥
নব চুতুগুরবল, পান করি হয়ে বশ
কোকিল ললিত কুহর ॥

৩৭

সন্তের সঙ্গুণ, হৃর্জন পিত্তন,
 ক্ষণেকে দূষিত করে ।
 বধা ধুম বাশি, বিমলতা নাপি,
 মলিন করে অধরে ॥

৩৮

যজ্ঞ দোষচর, প্রকটিত হয়,
 বিভাত না হয় গুণ ।
 চন্দ্রে সুর্য্যরেখা, স্পষ্ট যায় দেখা,
 প্রসন্নতা তাহে নূন ॥

৩৯

কাম জ্যোৎস্নাত মোঘ বিবেক বিলয় ।
 ভাস্কর্য্য কিরণে মাছ নিশাতমঃ ক্ষয় ॥

৪০

উপদেশ উপযুক্ত পাত্র বুদ্ধিমান ।
 বিকল নিরোধ জড়ে উপদেশ দান ।
 কুহর সুরভি তিল করে আকর্ষণ ॥
 বক ভাংছে ক্ষমবান্ নহে কদাচন ॥

৪১

স্বরণেই সঙ্গুণীর গুণের প্রচার ।
 পুড়িলে চন্দন কাঠ সৌরভ বিস্তার ॥

৪২

হৃষ্টের দৌর্জন্ত চর, কখন কি গুণ হয়,
 কি করে বা উত্তম আকরে ।
 জনমিত্রা রত্নাকরে, প্রাপিগণ প্রাণ হয়ে,
 কালকূট বিষ ভয়করে ॥

৪৩

উজ্জ্বল বিহনে ধন না হয় অর্জুন ।
 কীরোদ মথিয়া সুধা গিয়ে সুরগণ ॥

৪৪

আমদেও অধিকৃত স্বভাব সাধুর ।
 পাবকে পড়িয়া গজ হিতরে কপূর ॥

৪৫

আপং সময়ে সাধু আরো শোভাকর ।
 রাহুগ্রস্ত সুধাকর দ্বিগুণ স্নানর ॥

৪৬

যদি এজগৎ কভু পদ্বশুস্ত হয় ।
 আবর্জনা পরিপূর্ণ হয় বিশ্বময় ॥
 তবে কি মৃগাল ভোজী রাজহংসগণ ।
 কুকুটের প্রায় করে মল অন্বেষণ ॥

৪৭

মদ যুক্ত মাতঙ্গের মন্তক উপরে ।
 সিংহ শিশু পড়ে গিয়া মহা বোর স্বরে ॥
 প্রকৃতিতে জাত এই স্বভব মহাধন ।
 বয়সের পূর্ণ ইহা নহে ত কখন ॥

৪৮

সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি ।
 দশবাহু, সন্তুসিংহ, তিন হস্তীসনে ।
 অবহেলে পরাভূত করিয়াছি রণে ॥
 তোমাতে আমাতে অন্ত হইবে সমর ।
 দেখুন দেখুন আসি যতেক অমর ॥
 শূকরের প্রতি সিংহের উক্তি ।
 যা রে যা বিহিত দূরে শূকর নন্দন ।
 সিংহজয়ী বজ্র বৃথা কর আফালন ॥
 সিংহ শূকরের বলে ভেদ কত দূর ।
 ভালমতে জাত বস্ত পণ্ডিত ঠাকুর ॥

৪৯

বিশেষ যত্নের সহ, নিদ্রাভিলে অহরহ,
 । বাসুকায় তৈল পেতে পার ।
 পান করি মৃগতৃকা, সলিল পানের তৃষ্ণা,
 বুঝি কভু হইবে সংহার ॥
 কদাচিত্ পর্ধ্যটন, করিয়া মানবগণ,
 শশশব্দ পাইতেও পারে ॥
 কিন্তু ভাই নিরস্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
 কিছু ফল নাই এ সংসারে ॥

৫০ .
মকবের ভয়বৃত্ত, দন্ত থেকে করি মুক্ত,
সত্ত মণি উদ্ধারিয়া লও ।

ভয়ভেতে অনিবার, ভয়গিত পাণ্ডাবার
সত্তরিয়া পায় হবে হৃৎ ॥

বোম্ববৃত্ত বিষধর, ফণা ঘোর ভয়ঙ্কর,
ধর গিয়া কুসুম আকারে ।

কিন্তু ভাই নিরস্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কোন ফল নাই এ সংসারে ॥

৫১

যদবধি তব, ছিলহে শৈশব,
তদবধি ক্রীড়াসক্ত ।

বোবন রসাল, ছিল যতকাল
ভরুণীতে অমৃতক ॥

এলো বুদ্ধকাল, সহ চিত্তাজাল,
সতত রহিলে মগ ।

পরম-ঈশ্বরে, আপন অন্তরে,
কত না করিলে লগ ॥

৫২

দিবস যামিনী আর প্রদোষ প্রভাত ।
শিশির বন্য মদা করে গতরাতে ॥

কালক্রীড়া রত, গত হইতেছে আয়ু ।
তথাপি না পরিত্যাগ করে আশা বায়ু ॥

৫৩

শরীর পলিত, কেশ হইল পলিত ।
মুখ থেকে দন্তগুলি হইল খলিত ॥

করেতে ধরিয়া দণ্ড কাপিতেছে কায় ।
তথাপিও তত্ত আশা না ছাড়ে আশায় ॥

৫৪

যদবধি ধন, কর উপার্জন,
নিজ পরিজন করয়ে স্নেহ ।

যখন জরায়, জর্জর করায়,
তখন ধরায় নাহিক কেহ ॥

৫৫
অই কুলাচল আর সাগরী সাগর ।
রুদ্র দিনকর আর ব্রহ্মা পুংসর ॥
আমি তুমি, তারা কেহই না রবে ।
কেন বল মিছামিছি শোক কর তবে ॥

৫৬

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার ।
কেবল সন্মম কর আত্মা আপনার ॥

আত্মজ্ঞান হীন যেই, সেইজন মূঢ় ।
তাহারেই পচাইবে নরক-নিগূঢ় ॥

৫৭

দেবতামন্দির কিবা তরুমূলে বায় ।
ভূমিডল শয্যা, আর যুগচর্ম বাস ॥

সকল প্রকার কর্মভোগ পরিহার ।
বৈরাগ্য স্থখ বল না হয় কাহার ॥

৫৮

অনর্থের মূল চিত্ত, মনেতে থিয়াও নিভ্য,
নাহিক তাহাতে স্থখলেশ ।

ধনভাগে পুত্রগণ, নানা জোহ পবায়ণ,
নাতি শাস্ত্র বর্ণিত বিশেষ ॥

৫৯

কে ভব ললনা, কে পুত্র বলনা ।
কি আশ্চর্য্য এসংসারে ।

ভুলি কার ছেলো, কোথা থেকে এলো,
মনে ভাব ভাই আয়ে ॥

৬০

ধন জন কি ঘোবন, মদে মত্ত হয়ে মন,
কর না কর না অহকার ।

এসব বিভবজাল, দোষিতে দেখিতে কাল,
নিমিষেতে করয়ে সংহার ॥

মায়ায় এসংসার, ওরে মন অনিবার,
ভাবনা করিয়া এই সার ।

ব্রহ্মপদে আশ্রয়, ভক্ত ভক্তিতাবে ভক্ত,
ভোরে বল কি বলিব আরি ॥

৬১

কমলের দলে জল, সন্ধ্যা করে টল টল,
তার চেয়ে জীবন তরল ।
ব্যাধি ঘোর বিষধর, গ্রাসে গ্রস্ত হতনর,
শোকানলে প্রাপ্ত সকল ॥

৬২

তব চিন্তা কর ভাই শবিরক্ত চিত্তে ।
পরিহার কর চিন্তা বিনশ্বর বিত্তে ॥
কণেক সজ্জন সঙ্গ কর যত্ন করি ।
সেইমাত্র ভবসিক্ত তরিবার তরী

৬৩

মদে অন্ধবুদ্ধি করি, করণ অবঘাত করি,
তাড়াইয়া দেয় মধুকরে ।
তারি গুণ শোভা হত, ভুজগিয়ে মনোমত,
বিকট কমল বনে চরে ॥

৬৪

মৃগাল কমলদল সাহার আহার ।
মত্ত মাতঙ্গিনী সহ যে করে বিহার ॥
অচ্ছন্দে ভ্রমে সেই কন্দর নিকরে ।
সাহার পানীয় পয় শরীরে নিখরে ॥
সেই বস্ত্র করী নিপাতিত নরকরে ।
তৃণরাশি চিবাইয়া দেহ রক্ষা করে ॥

৬৫

এহ পীড়া প্রাপ্ত নিশাণর দিনকর ।
অবরুদ্ধ বিষধর আর করিবর ।
মতি মানে ধনহীন করি বিলোকন ।
বিধাতাই বলবান জানিহু এখন ॥

৬৬

আকাশ একান্তে চরে, বিহঙ্গম পরিকরে,
তারাত আপদ ছাড়া নয় ।

সাগরেতে মৌনচর, অগাধ সলিলে রয়,
চতুর চাতুরে নষ্ট হয় ।

কি লাভ উত্তম স্থানে, কিবা কর্ম অমুঠানে
বিধি-বিধি কে করে রক্ষন ।

বিপদ প্রসন্ন করে, যদি কাল হৃৎকান্তরে,
সকলের করে আকর্ষণ ॥

৬৭

সিংহ নখে বিদারিত, করিকুন্ত বিগলিত,
রুধিরাক্ত চাক্র মুক্তা কলে ॥

বনে ভিল্লী দেখি ধায়, বদনী ভাবিনা তায়,
উঠাইয়ে নিল করতলে ।

দেপি তার তত্ত্বতর, স্মৃষ্টিন কলেবর,
দূর ফেল করিল গমন ॥

কৃষ্ণনে পড়িলে পর, মনস্বী মনুষ্যবর,
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হন ॥

৬৮

হে অশোক তরুবর, কিবা কার্যা নশ্বর
শাখা আর উন্নত মস্তক ।

কি কাজ কোমল দল, লীলারসে ঢল ঢল,
কমনীয় কুসুম স্তবক ॥

যেহেতু তোমার তলে, নিষর পথিকদলে,
খিন্ন হয়ে করি ত স্তব ।

মূঢ় মধুমুক্ত ফল, না পাইয়ে সুবিকল,
অন্তরেতে প্রাপ্ত পরিভব ॥

৬৯

সারহীন হে শিশুল, অতি দূবে তব মূল,
কটিকে আবৃত পুন কাষ ।

ছায়াশূন্য তব দল, যে আচ্ছাদিত তোমার ফল
বানরেও নাহি খায় তায় ॥

সুস্মেতে নাহি গন্ধ, নাহি মাত্র অকল,
কোন গুণ নাহিক তোমার ।

থাক, থাক, আমি যাই, কিছুমাত্র ফল নাই,
তব প্রিয়ে ধ কাতে আমার ॥

৭০

পদ্মবন মনে ভাবি ধায় হংসদল ।

সুগভির লালসায় ভ্রমর ঢকল ॥

স্বাচ্ছন্দ্যে ফল ভাবি ব্যস্ত পথিক সকল ।

মাংস ভাবি গিধিনী শকুনী সুবিকল ॥

দূরে থেকে দেখি সমুদ্রত পুষ্পচয় ।
সারহীন মিথ্যা সে উন্নতি স্থানিচয় ॥
ওরে রে শিমুল গাছ বল কি কারণ ।
চিরকাল জগতেই করিছ বধন ॥

৭১

কুপক্ষীর উক্তি ।

কাকন পিঞ্জরে, খাঁক নিরন্তরে,
নৃপতির করে, মাজিত কোমল কায় ।
ই স্থরসাল, দাড়িষ রসাল,
পান করি ভাল, পয়ঃসুধা পিপাসায় ॥
সমাজেতে হাম, পড়ি অবিশ্রাম,
রাম রাম নাম, তব কেন হায় হায় ।
কানন ভিতরে, কোন তরুপক্ষে,
জনম কোটরে, সদা, মম মন বায় ॥

৭২

মিত্রে কর বশীভূত বিমল ব্যাভারে ।
বিপুজ্য কর মুক্তি বল সহকারে ॥
লোভিজন ধনদানে, কার্যোতে ঈশ্বরে ।
স্ববতীয়ে প্রোমে, বিজগণে সমাদরে ॥
সমভাবে বশকর কুটুম্বনিকরে ।
বাগীপ্রতি স্তুতি আর ভক্তি গুরুবরে ॥
মূর্থ নানা কথা বলে, রসিকেবে রস ।
শীলতা গুণেতে কর সকলেবে বশ ॥

৭৩

নৃপতির নীতি আর গুণীর বিনতি ।
স্ববতীয়ে লজ্জা, দম্পতির স্থির রতি ॥
গৃহের শোভন শিল্প, বুদ্ধির কবিতা ।
তত্ত্বের লাবণ্য, যতি স্তুতি সমন্বিতা ॥
বিজয়ের প্রশান্তি কমা কোধাসক্ত জনে ।
সত্যের সুহতা, গৃহাশ্রম শোভা ধনে ॥

৭৪

ছিন্ন হইলেও তরু উঠে পুনরায় ।
কর শেষে পূর্ণ হয় শশাঙ্কের কাষ ॥

এইরূপ চিন্তা করি সদাশয়গণ ।
বিষম বিপদে তত্ত্ব কদাচ না হন ॥

৭৫

কমল আকরে, কমলনিকরে,
দিনকর মুগ্ধকরে ।
কিবা চক্রবাল, কুমুদিনী জাল,
বিক্রাশে বিধুর করে ॥
প্রার্থনা বিহনে, জলধরগণে,
কহয়ে মূলিল দান !
বিনা আবাহন, পরার্থে স্রজন,
করেন হিত বিধান ॥

৭৬

ফলভরে নত হয় বিটপী নিকর ।
নবজলে ভূমে নামি পড়ে জলধর ॥
অমুক্ত স্রজনের যদি হয় ধন ।
স্বভাবত পরিতো করেন যোজন ॥

৭৭

কুপণতা হরে যশ, কোধে গুণচয় ।
সুশায় মর্যাদা, দস্তে সত্যনাথ হয় ॥
বিপদে হৈষ্যের নাশ, ব্যসনেতে ধন ।
বৈধক্রিয়া পরিহারে বিনষ্ট ব্রাহ্মণ ॥

৭৮

সুসত্য কুলনাশ, মদেতে বিনয় ।
অসাধ্য চেষ্টায় হয় পুরুষার্থ ক্ষয় ॥
দরিদ্র দশায় সমানর পরিগ্রহ ।
মমতায় আত্মার প্রভাব হয় হত ॥

৭৯

বল বল কায়ে বল, নারীর যৌবন বল,
তোষামোদ পর প্রত্যাশীর ।
প্রতাপ নৃপতিগণে, সত্য বল সাধুজ-
স্বস্বয় সাযাঙ্ক ধনীর ।
ঠেকেদের বাক্যল, পণ্ডিতের বিদা
ইঞ্জিয় নিগ্রহ - বর্ণ ।

কুলের একতা বল, যথা ব্যয়ে বিভক্ত বল,
শাস্ত্র-বল বিবেক কেবল ॥

৮০

দলানলী প্রিয়, হয়ে বিতানু জ্ঞানী ।
ধনহীন গৃহী, আর পরাধীন মানী ॥
পরবল স্থখী তথা সধন কৃপণ ।
বুদ্ধ হয়ে নাহি করে তীর্থ পর্যটন ॥
নৃপতি কুমন্ত্রীবশ, মূর্থ অকুলীন ।
পুরুষ হইয়ে হয় নারীর অধীন ॥
সৎক্রিয়া বিহীন কলঙ্কজানী পদ পেয়ে ॥
কিবা আর হান্তাস্পর্শ ইহাদের চেয়ে ॥

৮১

উৎপাটিতে যিনি পুন করেন যোগণ ।
প্রফুল্ল হইলে পুষ্প করেন চয়ন ॥
সুভরণ তরুগণে পোষেন যতনে ।
প্রোন্নতকে নত উন্নয়ন নতগণে ॥
ছাড়াইয়া দেন যথা জড়াজড়ী হয় ।
বাহির করেন ঘোর কটকী নিচয় ॥
যেখানে দেখেন তরু হইতেছে স্নান ।
সেইখানে জলমেচ করেন প্রস্থান ॥
প্রয়োগ নিপুণ হেন মালীর সমান ।
সর্বদা থাকুক স্থখে রাজা কৌর্টিমান ॥

৮২

কুহুম শুভকাকার, বিপ্রকার ব্যবহরন,
প্রাপ্ত হন জ্ঞানবান মহুষা নিকরে ।
সর্বলোক শিরোপরে, অপরূপ শোভাধরে,
অথবা বিশীর্ণ হন কানন ভিতরে ॥

৮৩

অনল শীতল হয়, সলিল সম্পাতে ।
ছজে ভাষকর, কয়ী অক্ষুণ্ণ আবাতে ॥
গো গর্ভত বনোভূত লাঠীর প্রহারে ।
লেশে লেশে ব্যাধি, মস্ত্রে পবন নিবারে ॥
সর্বত্র ভ্রমণ শাস্ত্রে সুবিহিত আছে ।
সকল ভ্রমণ বার্থ মুখদের কাছে ॥

৮৪

সজ্জন-সঙ্গমে বাঞ্ছা, পরশুণে প্রীতি ।
পরী প্রতি রতি, আর অপযশে ভীতি ॥
গুরুজন প্রতি বধা নম্র আচরণ ।
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, বিজ্ঞায় ব্যাসন ॥
ইন্দ্রিয় দমনে শক্তি, সেই শক্তি সার ।
সেই মুক্ত কপট সংসর্গ পরিহার ॥
যাহাদের আচে হেন চার গুণগ্রাম ।
তাহাদের পদে মম সহস্র প্রণাম ॥

৮৫

রাজা ধর্মহীন, শুচিবিহীন ব্রাহ্মণ ।
সত্যহীন দারী, জ্ঞানহীন বোভিগণ ॥
পতি হীন অশ্র, জ্যোতি বিহীন ভূষণ ।
ব্রতহীনতপ বীরহীন যোদ্ধাগণ ॥
ছন্দোহীন গান, মেহ হীন সহোদর ।
ঈশহীন নরে, ত্যজে শীঘ্র সুধিকর ॥

৮৬

ক্ষীণ ফল তরু ত্যজে বিহঙ্গনিকর ।
সারস ত্যজিয়া যায় শুক সন্দেশ্বর ॥
পর্য্যুষিত পুষ্প ত্যাগ করে মধুকর ।
কুবঙ্গ ছাড়িয়া যায় দম্ব বনোত্তর ॥
বার বধু ত্যজে নর হইলে নিধন ।
ত্রীভ্রষ্ট ভূপালে পরিহরে মন্ত্রিগণ ॥
কলতঃ সংসারে কেহ কারু বশ নয়ী
কার্য্যাবশে সকলেই রমণীয় হয় ॥

৮৭

দীন হ্রদে দান নাই তবে কিবা ধন ।
সেকি সেবা পরহিতে অভাব যতন ॥
কি কাজ বিবাহে যদি না হেবে নন্দনে ।
বলভা বিরহ যদি কি কাজ যৌবনে ॥

৮৮

নিত্য ধনাগম আর নিত্য অরোগিতা ।
প্রিয়তমা প্রিয়বদা সদা পরিণীতা ॥

বশীভূত পুত্র, বিজ্ঞা অর্ধকরী হয় ।

এই ছয় গৃহস্থের সুখের নিয়ম ॥

৮৯

সুত বলি ভাবে, যে জন পিতাবে,
সুখ দেয় সুচরিতে ।

সেই ত কামিনী, যে দিবা বামিনী,
চিন্তয়ে পতির হিতে ॥

বিদ্র সেই হয়, সমভাবে রয়,
সুসময় অসময় ।

বহু পুণ্যকলে, এ জগতী তলে,
এই তিন লাভ হয় ॥

৯০

ভোগেতে রোগের ভয়, কুলে ভয় ক্ষয় ।

মানৈ দৈন্ত ভয়, আর বলে বিপু ভয় ॥

ব্রি কিছু ধন থাকে সদা ভয় ভূপে ।

নিরন্তর ভয় আছে তরুণীর রূপে ॥

শাস্ত্রে বাদী ভয়, গুণে খলজনে ভয় ।

শ্রীমীর ভয় সদা বহু মহাশয় ॥

এলসারে কিছুমাত্র ভয়শূন্য নয় ।—

কেবল বৈরাগ্যে দেখি নাহি কিছু ভয় !—

৯১

শশাঙ্কে কলঙ্ক বেঁধা, কণ্টক মৃগালে ।

বুবতী ঘোবন ক্ষয়, সিঁতি কেশজালে ॥

জলধির জল স্ফাণা, পণ্ডিত নিধন ।

হা নিরোধ বিধি ধনলোভী বুদ্ধগণ ॥

৯২

দিবসেতে সুধাকর, ধূসর বরণ পর,
বিগলিত ঘোবন ললনা ।

কমল কুসুমবর, বিহিন কমলাকর,
মুখে পর নিন্দার কলনা ॥

অকুণ্ঠন পরায়ণ, দীন দশা সর্বক্ষণ,
প্রাপ্তহন বডেক সুজন ।

নৃপতির সন্নিধান, হরন্তু খলের মান,
এই সাত মনের বেদন ॥

৯৩

দীন যেইজন শতে আকুঞ্জন,
শতীর হাজারে মন ।

হাজারীর লক্ষ্য, হয় এক লক্ষ,
লক্ষেশ্বর রাজ্য পণ ॥

রাজা যেই হয়, তৃষা কৃষ্য নয়,
সম্রাট হইতে চায় ।

সম্রাট যেজন, চিন্তে অমুকণ,
ইন্দ্রপদ কিসে পায় ॥

সহস্র লোচন, তাবে মনে মন,
ব্রহ্মদ্র মিলে আঁমারে ।

বিধি গোবীধর, হরিপদ হর,
কে গিয়াছে আশাপারে ॥

৯৪

পাপ কর্মে রত দেখি করে নিবারণ ।

হিতকর কার্যে সদা করে নিয়োজন ॥

অভিশয় গুপ্তগুণ করয়ে প্রচার ।

আপদে কদাচ নাহি কবে পরিহার ॥

সময় পড়িলে করে সাহায্য প্রদান ।

সুমিত্র লক্ষণ এই কয় মতিমান ॥

৯৫

ভ্রাতৃত্ব কর্তৃক ফল কালেতে উদয় ।

শত্রুদেই অগু দাত্ত, বসন্তে না হয় ॥

৯৬

নীচের সংসর্গে ধনী প্রভা হয় দুর্বা ।

তনু দহে লভনাক্ত মাখিলে কপূর ॥

৯৭

স্বজাতি-সহায়ে সিদ্ধ কর্ম সুহৃদর ।

জল দিয়ে বর্ণজল বহিষ্কৃত কর ॥

৯৮

উপভোগে ভোগীদের ভোগেচ্ছা না যায় ।

বত মৃগ খাও তত তৃষা বৃদ্ধি পায় ॥

৯৯
স্বভাব-জ্ঞানের কিবা কার্য্য সংশোধনে।
মুক্তারে না গড়ে কেহ শাণের ঘর্ষণে ॥

১০০
ভুবন রঞ্জনকারী শীলতা সাঁহার।
অজ্ঞেতে প্রদীপ্ত আছে নিকটে তাঁহার ॥
বহু হয় অল, জলনিধি হয় কুপ।
মৃগপতি মৃগ, মেক শিগার স্বরূপ ॥
ভুজঙ্গ হইতে হয় পুষ্পমালা সৃষ্টি।
বিষরস হইতে অনৃত হয় রাষ্ট্র ॥

১০১
বিজ্ঞা বিভূষিত খলে পরিহার কর।
মণিমন্ত ভুজঙ্গ কি নহে ভগ্নকর ॥

১০২
খল জুর বটে, আর জুর বিষধর।
কিন্তু খল সর্প চেয়ে হয় জুরতর ॥
মল আর ওষধিতে সর্প বশ হয়।
কোনরূপে জুর খল নিবারণিত নয় ॥

১০৩
অতি দূর পথপ্রমোহ হইতে শীতল।
তরুর ছায়াতে বসে পথিক সকল ॥
প্রস্থান করয়ে পুন হইলে শীতল
কে কাহার ব্যাধায় ব্যথিত ভবে বল ॥
ইতি প্রথম অঞ্জলি ॥

দ্বিতীয় অঞ্জলি।

১
কার্য্যকালে জানা য'য ত্রুণ-পরিচয়।
কুটুস্থের পরিচয় ব্যসন-সময় ॥
মিত্রের পরীক্ষা হয় বিপদ উদয়ে।
ভার্য্যার পরীক্ষা হয় বিভবের ক্ষয়ে ॥

২
চক্ষুর বাহির হলো কার্য্য ক্ষয়কাবী।
সমুখেতে কথা জ্ঞান মধুমাখা ভারী ॥

গরলেতে ভরা কুন্ত মুখে যাত্রা ক্ষীর।
হেন যিত্রে পরিহার করিবে সুধীর ॥

৩
অকালে না মরে জীব, শত শরণাতে
কাল প্রাপ্তে মরে, কুশ কণ্টক আঘাতে ॥

৪
বহুগুণ সত্ত্ব এক দোষের কারণ।
নিমজ্জিত শশধর, কহেন খেজুর ॥
কভু নাহি দেখিলেন সে কবি নিশ্চয়।
দরিদ্রতা দোষ, গুণরাশি-নাশী হয় ॥

৫
কৃতকর্ম্ম পুনরায় নাহিক মরণ।
মৃত যেই তার পুন নাহিক মরণ ॥
সেইরূপ গত বিষয়ের নাহি শোক।
এই তত্ত্ব কন যত বেদবিদ লোক ॥

৬
হেমাচল কিবা রক্তচাল-সম্ভূত।
তরুগণ কখন স্বভাব নহে চ্যুত ॥
প্রথম মলয়াচলে, সাহার রূপায়
শেওড়া, কুচচী, নিম, চন্দনত্র পায় ॥
৭
সম্পদে কোমল চিত্ত, আপদে কর্কশ।
বসন্তে কোমল পাতা, নিদাঘে নীরস ॥

৮
যদি উচ্চপদলাভে হয় অভিমত।
তবৈ আগে চিন্তা করি হও তুমি নত
কেশরী প্রথমে নত করিয়া শরীর।
মহা তেজে উঠে গিয়া মন্তকে করীর ॥

৯
উদার হৃদয়, সুপ্রসন্ন হয়,
ক্রোধ যবে পরিগত।
অলদ অসার, বিভূতি আকার,
ভয়ে যবে পরিগত ॥

১০

সজ্জনের গুণবৃদ্ধি সজ্জনেই করে ।
কুমার সুরভি বায়ু দিগন্তে বিস্তারে ॥

১১

শীলতাই সদগুণের শোভার ভবন ।
যৌবনেই যৌবাদের ভূষণ শোভন ॥

১২

অড়ৈয় পোভাবে পায় ছঃষ সাধুদলে ।
চক্ষের উদরে পদ্ম সঙ্কচিত জলে ॥

১৩

কারু প্রতি কেহ হয়, বিহিত মঙ্গলময়,
কারু প্রতি ছঃষের আকর ।
দিনকর নিশ্চয়, কমলে প্রফুল্ল করে,
কুমুদের মুখ স্নানকর ॥

১৪

দেখান্নেই অবস্থিত হোন গুণবান্ ।
সর্বত্র হবেন তিনি শোভার নিধান ॥
দেখ মণি শিরে, গলে, বাহতে বিরাজে ।
পাদপীঠে থাকিলেও অপরূপ সাজে ।

১৫

উৎসব আগতে কত প্রেমোদ প্রবাহ ।
বিগত হইলে আর না থাকে উৎসাহ ॥
কিবা শোভা পায় শশী প্রদোষ সময় ।
প্রভাত আগত ক্রম প্রভাশূন্য হয় ॥

১৬

গুণ থাকিলেই লোকে করয়ে পূজন ।
কুমার বড় জাতি নহে পূজার ভাজন ॥
দুর্ভিক্ষের পাত্র যবে চুবমার হয় ।
পাচগুণা দিবে কেহ নাহি করে ক্রয় ॥

১৭

থাকিলে বিভব, না হয় গৌরব,
ছয়দৃষ্ট ভয়কর ।
দেখহ গোময়, কমলা আলয়,
কভু নহে মনোহর ॥

১৮

যাতে সমুদ্রব দোষ, তাতেই নিবাবে ।
অগ্নিতেই অগ্নিদোষ বিধোৎক মাঝে ॥

১৯

পরতুচ্ছ লয়ে যায় জীবিকা-বিধান ।
বুদ্ধিমান বলি তার কেন অভিমান ॥
অঙ্গে ধরি পতের প্রদত্ত অলঙ্কার ।
কখন কি সমুচিত হয় অকৃতকার ॥

২০

যদি ছোট সন্নিধান, বড় কভু কিছু চান,
তাহে তাঁর নাহি যায় মান ।
আরাধিয়ে জলনিধি, কোস্তাঙ্গাদি নানানিধি
প্রাপ্ত হন বিষু ভগবান্ ॥

২১

সাধুগণ স্তবে তুষ্ট, অধমের ধনে ।
যথা স্তোত্র দেবতার; বলি ছুতগণে ॥

২২

পরামে জীবন' কবিত্তে যাপন,
বিরত মনসিচয় ।
বায়স আবলী, লুটে যায় বলি,
পিক তাহে রত নয় ॥

২৩

আকস্মিক ধনে, পুরুষের মনে,
লুপ্তোষ বিলয় পায় ।
সরসীর সেতু, ভাস্কিয়ার হেতু,
অচির বর্ষার দায় ॥

২৪

এই আত্মা কভু মর্ত্যে, কভু স্বর্গে যান ।
শ্রমশান উত্তান হয়, উত্তান শ্রমশান ॥

২৫

নিজাশয় যে প্রকার, অপরের উদাকার,
জ্ঞান করে যত নয়গণ ।
প্রতিমার মুখশা, আপন ফলকে অসী,
দীর্ঘকাল করয়ে ধারণ ॥

২৬

পণ্ডিত সমাজে, কভু নাহি সাংজে,
গুণহীন লোকচয় ।
বিগতে তিমির, আগতে মিহির,
দীপপ্রভা কভু রয় ॥

২৭

হুর্গে প্রবেশিলে পদ্মাত্ম বীরবর ।
গাঢ় পঙ্কে মগ্ন অঙ্গ মাতঙ্গ ফাফর ॥

৩৮

স্বকার্য উদ্ধার তরে, অপরের প্রতি নরে,
অনিশ্চয় প্রণয় আচরে ।
প্রচুর লোমের আশে, গাড়িলে নবীন ঘাসে
গাভ্রলের দেহ পুষ্ট করে ॥

২৯

এককালে যেই গুণ হয় অতি মিষ্ট ।
সময়ান্তে নহে তাহা সে বসবিশিষ্ট ॥
শৈশবেব অভাবিক লাভব্য অন্মত ।
যৌবন সময়ে কভু নহে মনোহর ॥

৩০

জুলন্ত বস্ত্রতে কভু না থাকে আদর ।
স্বদার তেজিয়া পরদারে মজে নর ॥

৩১

সেই ধন আহরণ ধর্মের কারণ ।
কিবা পোষ্যগণের ভরণে প্রয়োজন ॥
আর যেই ধনে হয় আপদ বারণ ।
সেই সব ধন সদা হয় ধর্ম-ধন ॥

৩২

রূপ, কুল, বিত্তা, বল, যৌবন বিভব ।
আর ইষ্টলাভে হয় অবজ্ঞা উদ্ভব ॥
সেই অবজ্ঞার চর্য গর্ব অভিধান ।
উদানল যোহ মদ, মদিরা সমান ॥

৩৩

বীরত্ব-বিহীন নীতি ভীকৃত্য বিষয় ।
নীতি-হীন শৌর্য্য হয় পশুর বিক্রম ॥

৩৪

মহৎ বাড়িলে কভু অগণে না যায় ।
সমুদ্রে জোয়ার এলে নদীমুখে ধায় ॥

৩৫

তীব্র ঔষধে ধোঁয়া মুহুরূপে সাজা ।
হেন যুক্ত * দণ্ডপ্রদ হইবেন রাজা ॥

৩৬

করী জানে কেশবীর বল কতদূর ।
সে বল জানিতে ক্ষম না হয় ইন্দুর ॥

৩৭

বিজাই নরের হন সমধিক রূপ ।
বিজাই প্রহর গুপ্ত ধনের স্বরূপ ॥
বিজা অর্থভোগ প্রদা, যশোবিধানী ।
বিজাই গুরুর ঞ্জ, কল্যাণ দায়িনী ॥
বিজা হন বদ্ধজন বিদেশ গমনে ।
পূজনীয়া হন বিজা ভূপতি সদনে ॥
পরম দেবতা বিজা, সর্বজন সার ।
বিজাহীন নর হয় পশুর আকার ॥

৩৮

গুণীর যে গুণ জানে যে গুণপ্রবীণ ।
গুণিগুণ কেমনে জানিবে গুণহীন ॥
বলী যেই সেই জানে বলীর কি বল ।
হুর্কল সে বল কিসে জানিবেক বল ॥
কোঁকিল বিশেষে জানে বসন্তে কি বস ।
সেই বস অমৃতবে অসক্ত বায়স ॥

৩৯

গুণগণ গুণীস্থানে গুণগণ রয় ।
নিগুণীর স্থানে সেই গুণ দোষ হয় ॥
সুমধুর জলে জাত সরিৎ শ্রোভসী ।
সে পয় অশেষ হয় সাগর পশি ॥

৪০

কি আশ্চর্য্য সামুগ্ধে, দোষকেও গুণগণে,
হুর্জনের মুখে গুণগণ দোষ হয় ।

* যুক্তিবিশিষ্ট ॥

সাম্রাজ্যের লোণা জল, মিষ্ট করে মেঘ দল,
কীর পান করি ফণী বিষ বরিষষ ॥

৪১

বিবাদের জন্ত বিজ্ঞা, দর্প হেতু ধন ।
শক্তি প্রয়োজন পরগীড়ার কারণ ॥
ধনের এ রীতি, বিপরীত সাধুজনে ।
পরিণত জ্ঞান, দান, পর প্রয়োজনে ॥

৪২

জাতি ভাষ্য নহে, চোরে না করে করে হরণ ।
দানে ক্ষয় হোন বিজ্ঞা বর মহা ॥

৪৩

সকলেই গুণ খুঁজে, রূপ নাহি চায় ।
পুণ্যরাজ * মণি বটে গন্ধ নাহি তায় ॥

৪৪

আপনারে ভাবি মনে অজর অমর ।
বিজ্ঞা আর ধন চিন্তা করিবেক নর ॥
কেশে ধরি বসিয়াছে মৃত্যু ভয়তর ।
এই ভাবে ধর্ম সাধে যত সুধিবর ॥

৪৫

শরীরের বল চেয়ে বড় বুদ্ধিবল ।
ভদ্রভাবে হন দশা প্রাপ্ত হস্তিদল ॥
মাছতে কদাচ করী মরিবারে পারে ।
এই কথা গজঘণ্টা ঘোষে বারে বারে ॥

৪৬

শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুণ্ডলে না হয় ।
কবের ভূষণ দান, কখনেতে নয় ॥
পর প্রতি দয়া আর হিত আচরণে ।
শরীরের শোভারক্তি, নহে ত চন্দনে ॥

৪৭

কুন্দের কল্যাণে একজনে পরিহর ।
প্রাণের কল্যাণে কুল পরিভ্যাগ কর ॥

পৌখরাজ হিন্দী ।

জনপদহিতে গ্রাম করহ বর্জন ।
পৃথিবী করহ ত্যাগ আত্মার কারণ ॥

৪৮

স্বজাতির মধ্যে মামুষের বাড়ি রঙ্গ ।
শিকরে বিহঙ্গ মাঝে, না মাঝে ভূজঙ্গ ॥

৪৯

গুরু প্রয়োজন, সাধন কারণ,
পূজা আয়োজন, ভক্তির সম্পর্ক নাই ।
দুষ্কের কারণ, সাহিত যতন,
গোধন পূজন, ধর্মহেতু নহে ভাই ॥

৫০

মত্ত মাতঙ্গের কুস্ত দলনে চতুর ।
কিহা সিংহ বধে দক্ষ আছে কত দূর ॥
কিহু আমি বলি, বলী আছে যত জন ।
অশুভ্র কন্দর্প দর্প করিতে দলন ॥

৫১

যার নাম শুনা মাত্র, সন্তাপেতে দহে গাজ,
দেখা মাত্র উদ্ভাদ বাড়য় ।
পরশিয়া যার কাষ, সকলেই মোহ যার,
তাহারে দয়িতা * কেন কর ॥

৫২

ভদ্রবধি কৃতীদের জদয়কন্দরে ।
বিলস বিবেক দীপ চারু প্রভাধরে ॥
যদবধি কুরঙ্গনয়না বালা গণ ।
চঞ্চল অপাক নাহি করে সঙ্কালন ॥

৫৩

শ্রুতিতে মুখর, পণ্ডিত নিকর,
কেবল বচনে পট্ট ।
কহে ছাড় সঙ্গ, নারী রতিরঙ্গ,
কার্যকালে কিন্তু হট্ট ॥

* দয়াবতী ।

নীলাঞ্জ নয়না, জঘন শোভনা,
রমনা * যশিমণ্ডিত ।
করে পরিহার, শক্তি কাহার,
কে আছে হেন পণ্ডিত ॥

৫৪

দ্বিজাতীয় বাজা কতু শোভিত না হয় ।
বতর্কে বেদের প্রভা কখন না রয় ॥
অধরে অজ্ঞান-ব্রহ্মা কেবল দুঃখ ।
নয়নের হয় কিন্তু অপূর্ণ ভূষণ ॥

৫৫

সতের সংসর্গে প্রায় অসত তর্জন ।
পরিহার করে ছুই স্বভাব আপন ॥
দশহ প্রণয়তর দিনকর কর ।
সমুত ধারায় ক্ষরে প্রাপ্তে নিশাকর ॥

৫৬

ফালক্রমে পরিণামে সব ভাবাস্তর ।
পূর্বতন বুদ্ধি প্রতি জন্মে অনাদর ॥
পূর্বের বারিধরে যেই ছিল জলকণা ।
তত্ত্বগন্তে মুক্তা হলো, বংশেতে রোচনা ॥

৫৭

শূণ-শেষ অগ্নি শেষ, আর রোগশেষ ।
বিচক্ষণ গণ কতু না রাখেন লেশ ॥
দ্বিগুণেই পুনর্জন্ম সংবদ্ধিত হয় ।
অতএব শেষরাখা সমুচিত নয় ॥

৫৮

পর পরিবাদ, পরদ্রব্য, পরদার ।
এক স্থানে পরিহাস কর পরিহার ॥

৫৯

যার বশে থাকে দারী, স্ব, ভৃত্যবর্গ ।
সত্যের সন্তোষতার ধরাতলে স্বর্গ ॥

৬০

এক পদে রাগি ভর, অত্র পদে অগ্রসর,
করেন ঘাঁহারা বুদ্ধিমান ।

* চক্রহার ।

যদবধি পরস্থান, নাহি হয় দৃষ্টমান,
পরিভ্রম্য নহে পূর্বস্থান ॥

৬১

মানকর্তা দাতাগণ ভূতলে বিরল ।
যরে ঘরে পূর্ণ কিন্তু ভিতারীর দল ॥
চিন্তামণি আছে কি না বিবাদ বিষয় ।
পথে পথে ধূলার ত সংখ্যা নাহি হয় ।

৬২

জাতি যায় রসাতল, গুণগণ হুবিমল,
একেবারে অধোগত হয় ।
চূর্ণ শৈলতটে পড়ি, শীল যায় গড়াগড়ি,
হতাশনে দগ্ধ বন্ধুচয় ॥
শূন্য বীরত্ব যত, বৈরিকৃত সব হত,
আন্ত প্রপত্তিত বজ্রানলে ।
একা ধনাভাব জন্ম, তৃণসম হয় গণ্য,
সব গুণ বিগত বিফলে ॥

৬৩

বিষ-দন্ত ভয়-হেতু নাহি ভেজ মাত্র ।
সাপুড়ের সাপুড়ীতে স্থপীড়িত গাত্র ॥
ক্ষুধায় মগ্ন তাহে ইন্দ্রিয় নিকর ।
জীবিতে মৃতের প্রায় ছিল বিষধর ॥
হেন কালে দেখ দেখি কি দৈবের গতি ।
রজনীতে এলো ওথা ইন্দুর হুম্মতি ॥
ক্ষুধানলে প্রজ্জলিত তাহার শরীর ।
সাপুড়ীতে আছে খাত ইহা করি স্থির ॥
কাটুর কুটুর রবে গর্ভ কাটি তলে ।
একেবারে প্রবেশিল ফণীর কবলে ॥
আহার পাইল কণী প্রাপ্ত হলো পথ ।
একেবারে সিদ্ধ তার ছুই মনোরথ ।
অতএব শুন ভাই কথা সাবধানে ।
ভ্রান্তান্ত সকলই বিধির বিধানেন ॥

৬৪

কন্দকের * আছাড়ি মার ভূমির উপরে ।
তখনি লাফায়ে সেই উঠবে অধরে ॥

* বন বা চন্দ্রাদি নির্মিত গোলা (

সে রূপ জ্ঞানিবে যত মহতেব ধারা ।
বিপদে পড়ি বামাত্র সমুখিত তাঁরা ॥

৬৫

বন্দকের প্রায় সব মহৎ ধীমান ।
যেমন পতন-প্রাপ্ত অমনি উত্থান ॥
মাটিতে মিশায় মাটি, ঢেলা যদি পড়ে ।
ইতর বিপদে পড়ি নাহি নড়ে চড়ে ॥

৬৬

বিভববতে মহতেব মানস কমল ।
উৎপত্তের অনুরূপ বিহিত কোমল ॥
আপদ সময়ে কিন্তু সেই তামরস ।
মৃদাশৈল-শিলা সম বিষম কর্কশ ॥

৬৭

পূর্বে হৃদয়-কুপাধান, উদকেরা দিল স্থান,
হুই তহু এক তহু তায় !
তাপেস্তপ্ত দেখি ক্ষীরে, সহ্য নাহি হয় নীরে,
অনল প্রবেশে দ্রুত ধায় ॥
দেখি নীরে কিন্তু প্রায়, হৃদয় নাহি ছাড়ে তায়,
উত্তরেতে প্রবেশে অনলে ।
এইরূপ সদাচার, যদি হয় সুসঞ্চার,
সেই যে মিত্রতা ভূমণ্ডলে ॥

৬৮

একটুকু পচা নীড়ী বশাতে মলিন ।
কিষ্কা একখানি অস্থি মজ্জা মাংস হীন ॥
প্রাপ্ত হলে কুকুরের পরিতোষ কত ।
কলে তার ক্ষুধার স্তম্ভ নহে গত ॥
কিন্তু দেখ কেশরীর বীতি ভিন্ন মত ।
যতপি অধুক তাঁর হয় অধুগত ॥
কুজস্নেহে দেখি বামাত্র তাবের পরিহরি ।
কুস্ত বিদারিয়ে রক্তধারা পিয়ে হরি ॥
অতএব স্বীয় সম্ব অনুরূপ ফল ।
কটে-হটে অশেষিলা লয় জীবদল ॥

৬৯

যুগ যৌন আর সাধু সজ্জন নিকরে ।
তৃণ, জল, সস্তোমেতে, জীবিত নির্ভরে ॥
মিথাদ, ধীবর, আর পিশুন দুর্জনে ।
অকারণে ইহাদের বৈরাগ্য ॥

৭০

সন্তাপে বিকৃত বারি প্রথমে অনলে ।
মুক্তাকারে শোভা পায় নগিনীর দলে ॥
সাগরের স্তম্ভি মধ্যে পতনে তাহার ।
অপরূপ মুক্তারূপ ফল অবতার ॥
কেবল সংসর্গে গুণে জ্ঞানিবে নিশ্চয় ।
অধম মধ্যমোত্তম গুণজাত হয় ॥

৭১

নীরবে থাকিলে পরে বোবা কহে তায় ।
বাচাল বাতুল বলে বাক্য শটুতায় ॥
ক্ষমাশুন যদি থাকে ভীকু নাম হয় ।
সহ গুণ না থাকিলে ছোট লোক হয় ॥
ধুই গ্যাতি যতপি নিকটে সদা রয় ।
অপ্তরে থাকিলে পরে জড় অনিশ্চয় ॥
অতএব সেবা ধর্ম পথ্য দুর্গম ।
যোগীরাও না জানেন তাহার মরম ॥

৭২

লোক যদি সদয়হু গুণে কিবা হয় ।
কুন্তিত থাকিলে সেই পাতক নিশ্চয় ॥
সত্য যদি থাকে তপে কিবা প্রয়োজন ।
শুচিমনে কিবা কাজ তীর্থ পর্য্যটন ॥

৭৩

ভদ্র এক দেব বিষ্ণু, কিষ্কা পশুপতি ।
মিত্রতা ভূপতি কিষ্কা যতির সংহতি ॥
হয় বাস নগবেতে, কিষ্কা বাস বনে ।
বিবাহ অন্তরী সনে, কিষ্কা, দরী * সনে ॥

* পরিতের গৃহ ।

৭৪

তুচ্ছা তাজ, তজ্জ কমা, মদ পরিহর ।
পাপে রতি ছাড়, সত্যকথা সার কর ॥
সাধুব চরণচিহ্নে করহ পূজান ।
সেব সুপণ্ডিতগণে, মাতে দেহ মান ॥
বিদেষীকে বশীভূত কর অমুনয়ে ।
স্বমুখে করোনা ব্যক্তি নিজ গুণচয়ে ॥
হুঃখিতেরে দয়া কর কীর্তির পালন ।
এই সব সজ্জন গণের আচরণ ॥

৭৫

বুদ্ধির জড়তা হরে, সত্যে দেয় মতি ।
সম্মানে উন্নতি করে বলুবে বিমতি ॥
হৃদয় প্রসন্ন করে কীর্তির সঞ্চয় ।
সাধুসঙ্গে মানুষ্যের কি না লাভ হয় ॥

৭৬

মুকুরে বিবিত মুখ যথা ধৃত নয় ।
অনায়ত্ত সেইরূপ কুমারী হৃদয় ॥
পর্কতের স্তম্ভ পথ বেক্রপ বিষম ।
সেইরূপ হয় তার ভাব সুহর্গম ॥
চিন্তাটা তরল যেন পদ্মপত্র জল ।
যারে হেরি বিদ্বানেবো মানস বিকল ॥
কুমারী লতিকারূপ গরল-অক্ষর ।
দোষরূপ পঙ্কে তার ত্রীরক্তি প্রচুর ॥

৭৭

স্বার্থ পরিত্যাগ করি পরার্থ যোজনা ।
বাহার দ্বারায় হয়, সাধু সেই জনা ॥
আত্মলাভ প্রতিকূলে পরার্থে যোজনা ।
সচেত যে নহে, সেই সম্যাক্ত গণনা ॥
স্বার্থ হেতু পরহিত বিয়কারী যেই ।
মোহঘ বান্ধব ছুট নরাদম সেই ॥
নিরর্থক পরহিত যে জন সংহারে ।
সে যেইক পদার্থ আমি না জানি তাহারে ॥

৭৮

দোষগুণ সব কার্যো আছে বিজ্ঞমান
পরিণাম চিন্তি কার্য করেন ধীমান ॥
সম্পদে সহজে কৃতকার্য বহুতর ।
বিপদে হৃদয় দৃঢ়ে শেলের শোষণ ॥

৭৯

বনে, রণে, শত্রুমাঝে, সলিলে অনলে ।
মহার্গবে কিম্বা, গিরি-মন্তক-মণ্ডলে ॥
প্রস্তুত প্রমত্ত তথা বিষম বিপদে ।
পূর্বকৃত পুণ্য রক্ষা করে পদে পদে ॥*

৮০

পূর্ণ পুণ্য বল যার আছে যথেষ্ট ।
তার পক্ষে ভীমবন হয় পুষ্পক্ষেত ॥
হর্জন সজ্জন হয় যাহার সমনে ।
নিধি রত্ন পূর্ণ ধরা সদা সর্বাঙ্গ ॥

৮১

বরং যোয় বনে ভ্রম বনচর সহ ।
সুরেন্দ্রভবনে মুখ সংসর্গ দুঃসহ ॥

৮২

ধনের তৃতীয় গতি দান, ভোগ, নাশ ।
দান ভোগ হইন প্রাপ্ত তৃতীয় নির্ধাস ॥

৮৩

ধন যার আছে সুকুলীন সেই নয় ।
সেই বক্তা, সেই মনোহর রূপধর ॥
সেই সুপণ্ডিত প্রতীক গুণালয় ।
স্বর্ণেতেই সব গুণ করয়ে আশ্রয় ॥

৮৪

জীবী, মৃগী, অসম্বৃত্ত নিত্য ভীত, রাগী ॥
পরভাগ্য জীবী, এই ছয় হুঃখ ভাগী ॥

* এই নীতি সকলনকারীর অমুদোদনী
নহে ।

৮৫

যজ্ঞে, পরিণয়ে, রিপুক্ষয়ে, কি ব্যসনে ।
বশঙ্কর কর্ণে আর মিত্র সংগ্রহণে ॥
প্রাণ শ্রিয় নারী তথা বাক্য কারণ ।
এই অষ্টে অতিব্যয় নাহি কদাচন ॥

৮৬

সর্বস্ব নাশে তৃষ্ণা, রূপ নাশে জরা ।
খলসেবা পুরুষের অভিমান হরা ॥
ভিক্ষায় গৌরব, আত্মসম্বিতায় গুণ ।
চিন্তা জয়ে বল, অদম্য লক্ষী, নূন ॥

৮৭

অমৃতেন্দ্রগী পুরুষের যশ হয় ক্ষয় ।
মৈত্রী কোথা যেখানেতে এক ভাব নয় ॥
ধনলুপ্তে ধর্মনাশ, কুকর্মীর কুল ।
ব্যসনীর বিছা কল ব্যসনে নিম্নল ॥
কুণ্ডল বিনষ্ট যদি করে ব্যবহার ।
মাতাল-মদ্যের দোষে রাজ্য ছার খার ॥

৮৮

জলুনিধি আবরণ হন ধরণীর ।
আবাসের আবরণ হয় ত প্রাচীর ॥
রাজা ভিন্ন দেশের কি আবরণ আর ।
অচরিত-আবরণ হয় ললনার ॥

৮৮

হস্তের প্রতিষ্ঠা যদি দানধর্মের রত ।
মন্তকের প্রাণা যদি গুরুগর্ভে নত ॥
মুখের প্রশংসা সত্যবাণী স্নানচর ।
কন্ডের প্রতিষ্ঠা বীর্ষ্যবিভাত বিজয় ॥
হৃদয়ের প্রাণা ইচ্ছামত আচরণ ।
ঋতির গৌরব সদা ঋতির শ্রবণ ॥
প্রকৃতি-মহৎ বীরা, সেই সব নরে ।
ধন বিনা এসকল ভূষা শোভা করে ॥

৯০

আমাত্তে তোমাত্তে অস্ত্রে একই জৈবর ।
তবে বল যম প্রতি কেন ক্রো কর ॥

একেবারে পরিহার করি ভেদজ্ঞান ।
সকলেই দেখ ভাই আপন সমান ॥

৯১

নূতন বসন, নূতন ভবন,
নবহুজ নবনারী রতন ।
সর্বত্র নূতন হয় সুশোভন,
সেবকার পুরাতন ॥

৯২

কভু ভূমিশয়া, কভু পাগন্ধে শয়ন ।
কভু শাকাহার, কভু পরান্ন-ভোজন ॥
কভু ছেড়া কাঁধা, কভু বিনোদ বসন ।
ইথে স্বঃ-জ্ঞানী না করে গণন ॥

৯৩

তিন লোক দান করি, অর্চনা করিয়া হরি,
বলি গেল পাতাল ভবন ।
ছাতু শরা করি দান, কোন এক তপস্বান,
স্বর্গপুরে করিল গমন ॥
আবালা অবধি যার, কত কত হৈল আর,
সে কুস্তীর স্বর্গেতে বসতি ।
আহা পতিপ্রাণা, সতী, সীতার পাতালে গতি,
মরি কি ধর্মের হৃদয় গতি ॥

৯৪

কান্দীন আহনি মুনি, পুন পুরাণেতে তনি,
ভ্রতৃবধু বিধবা-রমণ ।
গোলক নন্দনগণ, তাঁর নাতি পাঁচজন,
কুণ্ডলি আছে বিধোষণ ॥
সে পাণ্ডব অব্যাহত, এক রমণীতে রত,
পুণ্যবলে নাহি কিছু ক্ষতি ।
তাহাদের গুণগ্রাম, গায় লোক অবিশ্রাম
মরি কি ধর্মের হৃদয় গতি ॥

৯৬

আহারেতে শুদ্ধাচার, বচন সূতার ধার,
গৃহাভাবে পরষরে রয় ॥

মমতা বিহীন মন, বনে রস আলাপন,
বাচালতা বসন্ত সময় ॥
এতগুলি সেই ধরে, তাজি হেন পিকবরে,
কি কারণ ভক্তি ভাবে অতি ।
ধ্বংসীট ক্রিমিভূজে, মানব মণ্ডলী পুজে,
যদি কি বশেরে স্তম্ভ গতি ॥

৯৬

কপোতিনী সকাতরে কাল্পপ্রতি কয় ।
আজ নাথ অন্তকাল হইল উদয় ॥
ধনু শর করে ব্যাধ ভ্রমে অধোভাগে ।
উপরেতে শ্রেন পক্ষী ভ্রমে তাগে তাগে ॥
হেনকালে ব্যাধেরে দংশিল বিবধর ।
শ্রেনেরে আহত করে নিষাদের শর ॥
উভয়ে তখনি গেল যমের বসতি ।
দেখ দেখি অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি ॥

৯৭

পারীন্দ্রের পরাজয়ে হ্রস্বভীর মাংস লয়ে,
বাড়াইল কুকুরের কায় ।
দিলাম শাল্যর দ্বিধা, পায়দার নিবোধি,
কুলিয়া উঠিল তনু তায় ॥
কিন্তু সিংহ রব শুনি, অতি ভয়াতুর শুনী,
গভীর গুহায় পলাইল ।

হায় একি সর্বনাশ, হত যত অভিশাপ,
লাভ মাত্র গোবধ হইল ॥

৯৮

চন্দন চম্পক বন, রসাল রসাল গণ,
কাটি কাটা করীর রক্ষণ ।
হিংসি হংস শিখাবল, কোকিল কোকিলা দল,
কাকলয়ে জীড়া আবুধন ॥
করি করি বিনিময়, গর্দভ ক্রিয়িত হয়,
কার্পাস কপূরে এক দাম ।
গুণিগক্ষে এ প্রকার, যথা হয় অবিচার,
সে দেশের পায়েতে প্রণাম ॥

৯৯

পূর্বোভাগে রেবা পার, শোভিতেছে পরে তার,
দ্বারোহ পর্বত-শিখর ।
পশ্চাতে সগর বব, ধনুশর যুক্ত কর,
ধাইতেছে অতি দ্রুতভর ॥
দক্ষিণেতে সরোবর, বামে দহে ভরুহর,
দাবাদাহ তাহে তপ্তকায় ।
পলাইয়া যেতে নারে, থাকিতেও নাহি পারে,
মৃগশি শু কাদে হায় হায় ॥
ইতি দ্বিতীয় অঞ্জলি ।

কইক ব্রহ্ম বিশেষ ।

রঙ্গলালের রচন।

—:—:—:—

কবিবর্গ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় “পদ্মিনীর উপখ্যান” প্রভৃতি লিখিয়া প্রথমে ইদানীন্তন বাংলা কবিতার স্রোত ফিরাইয়াছিলেন, যে অমৃতময়ী কবিতা আদিরস-পরিপ্লাবিত বঙ্গদেশে নূতন পথের প্রবর্তন করিয়াছে, যে সকল কাব্যে রাজপুত্রের স্বদেশাত্মাগ, রাজপুত্র রমণীর অসাধারণ পতি-ভক্তি অপূর্ণ চিত্র-বর্ণের উজ্জ্বল চিত্র বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে প্রতিভাত হইয়াছে, এখন সেটী সকল কাব্যের প্রচার নাই—ইহা কি সাধারণ পরিতাপের বিষয়? মাইকেল, হেমচন্দ্র ও নবীন চন্দ্র যখন প্রাক্তভূত হইন নাই—স্বাধীন কবি রঙ্গলাল সেই সময়ে পদ্মিনী, কমলদেবী ও শ্রবণন্দরী প্রভৃতি অপূর্ণ অলঙ্কারে মনোভার অঙ্গ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ভ্রমালতার পঙ্কিল সলিলে যে সময়ে কবিবর্গ কলুষিত হইতেছিল, দেশের রুচি স্থপাঠ্যের অভাবে যে সময়ে অপাঠ্য কবিতাদির দিক্‌প্রখ্যাপিত হইতেছিল, সেই সময়ে উন্নতজন্মের রঙ্গলাল আপনার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে, ভাবের স্রোত, ও রুচির স্রোত ফিরাইয়া গিয়াছেন পরিমার্জিত রুচি, বিপুল ভাব ও রস মাধুর্য্য-পূর্ণ কাব্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক কবিতা দেশে প্রবাদের ন্যূন চলিয়া গিয়াছে।

যোগ্য প্লাজে মিলে যোগ্য হৃদয় হরণ ভোগ্য
অহরের পরিভ্রম সাগর।

বিকশিত কামরসে অলি আসি উড়ে বসে
ভেক ভাগ্যে কেবল চাঁৎকার।”

এ সকল যেন আমাদের শ্রীণের কথা,
মনে পুতই উদ্ভিত হয়। যখন স্বদেশাত্ম-
রাগের প্রাবল্য ছিল না, বীররস বঙ্গভাষায়
অপরিচিত প্রায় ছিল, তখন রঙ্গলাল লিখিয়া
গিয়াছেন—

“স্বাধীনতা হীনস্বায় কে বাচিতে চায় কে,

কে বাচিতে চায় ?

দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পারি হে,

কে পরিবে পারি ?

কোটি কল দাস থাকি নরকের প্রায় হে,

নরকের প্রায় ?

দিনকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-হৃদয় তার হে,

স্বর্গ হৃদয় তার।

অগ্নি প্রবেশ-কালে পদ্মিনী সহচরীগণকে
যেকপ আগ্রহ সহকারে আমন্ত্রণ করিয়াছেন,
তাহা এখনও যেন কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়।

“এসো এসো সহচরীগণ,

এসো সহচরীগণ

হতাশন-শ্রাণে করি জীবন অর্পণ

যর সবে মনোহর বেশ,

বাধ বিনাড়া কেহ

চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ।

ওরে সখি আজি রে সুদিন,

যটিয়াছে ভাগ্য-ধীর।

অধিব জীবন-দানে পতি-প্রেম স্বর্ণ।

আজি অতি সুখের দিবস,

পার হৃদয় মোক্ষ বল।

বিবাহের দিন নহে একপ সন্ধ্যা।

পরিণয়-প্রমোদ-উৎসবে

ভেবে দেখ দেখি সবে।

পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে,

সবে তবে ছিলে গো বালিকা,

যথা মুদিতা মালিকা।

অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা?

সকলেতে ছেনেছ এখন,

পতি অতি প্রাণধন।

যার জন্ত যুবতীর জীবন যৌবন।

হেন ধন নিধন সন্তরে,

এই ছার কলেবরে।

রাখিবে এহার প্রাণ আর কার তরে?

কোন পতিব্রতা ভারত-ললনার হৃদয়ে এই
সঙ্গীত আঘাত না করে? পদ্মিনীর সহিত
ভীমসিংহের কথোপকথন শুনিয়া কোন সহৃদয়
ব্যক্তির বিস্তরচিত্তে বিমল আনন্দের উদ্বেক
না হয়?

যদি ওহে প্রিয়,

সামান্য ক্ষত্রিয়-

তবে হেন রণ,

যরণী হতোয়া এ দালী।

দুঃখাআ যবন,

করিত কি হেথা আসি?

পরিপূর্ণ ধনি,

কত শত মণি,

ধনি কঠোরে,

কে তার সন্ধান লয়?

নিরখি তাহারে,

চোরের লালসা হয়।

এ সকল উক্তি কেমন স্বাভাবিক, কেমন
চিত্তাকর্ষক, কেমন অহুয়াগ প্রকাশক! ইহাতে
হা-হতাশ নাই, দীর্ঘ-শ্বাস নাই, কি জানি, কেন
জানি, জানি জানি নাই, আলিঙ্গন ও চুষনের
ছড়াছড়ি নাই, তুমি আমার, আমি তোমার,
ভালবাসা, স্নেহে ভাসা কিছুই নাই। অথচ
প্রেমিক প্রেমিকার নির্জন কক্ষের পবিত্র
আলাপ বিবৃত রহিয়াছে। বঙ্গ ভাষায় কণ্ঠে
রক্ত হার, কেমন শুভ্র, কেমন নির্মল, কিরূপ
মহামূল্য, আমরা যদি তাহা না বুঝিতে পারি,
তাহা হইলে আমাদেরই হৃৎ গা, আমাদের
দেশের হৃৎগা, আর এ দেশে যে সকল
কবির জন্ম হইয়াছে তাঁহাদিগেরও পথম
হৃৎগা।

রঙ্গলালের কবিতার একটি প্রধান গুণ এই
যে, ইহাতে কষ্ট করনা নাই, অর্ধশব্দ বাক্যের
আড়ম্বর নাই, দুর্বোধ শব্দ সম্মিলনে ইহার
রসভাব-পরিগ্রহণপথও কোন রূপে কষ্টকারণ
নহে। বর্ণনা যেমন হৃদয়গ্রাহী, রচনা
তেমনই প্রোঞ্জল, কবিত্বও তেমনই পরিষ্কট।
কি মাধুর্যাগুণ, কি ওজোগুণ, সর্ববিষয়েই
কবির রঙ্গলাল আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত
করিয়া গিয়াছেন। দেশের নিত্যন্ত হৃৎগা
না হইলে এরূপ কবির রচনা এত দিবল প্রচার
হইত না।

রঙ্গলালের পদ্মিনী তদানীন্তন সকল কাব্য-
রই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশে যখন
দাক্তরাঘের পাঁচালির আদর, গুপ্ত কবির
ছড়ায় যখন উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব বিলুপ্ত হইতে-
ছিল, সেই সময়ে রঙ্গলাল অসাধারণ শক্তি-
সহকারে গোড়জনের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ
আনিয়া ধরিলেন, স্ক্রুটি-সঙ্গত, সভাব-সম্পন্ন
রচনায় সকলকে বিমোহিত করিলেন। গৌকে
দেখিল উন্নত গির্জাঙ্গ বনম্পতি দলের মধ্যে
লুকাইয়া থাকে না। কোঁতুকে ও কবিত্ব
কি প্রভেদ, ইতর রসালোপে ও কবির কাব্যে
কত অন্তর, তাহা রঙ্গলাল উদাহরণ দিয়া,
আদর্শ প্রস্তুত করিয়া, বুঝাইয়া দিলেন। নিকট
রসিকতার পরিবর্তে বিমল রস সম্মিলনের
প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন।

এখন স্বদেশোদ্ধারের স্রোত বঙ্গের প্রা-
চারিদিকেই বহিতেছে। কিন্তু অর্ধ শতাব্দী
পূর্বে রঙ্গলাল যখন দেশহিতৈষীদিগের অগ্রণী
হইয়াছিলেন, তখন দেশের প্রতি অসুস্থরূপে
বিসম্বীর্ণ কি, তাহাই অনেকের ধারণার অতীত
ছিল। রঙ্গলাল ভাবের উজ্জ্বল গাইয়াছেন—

হে ভীক, রাখিতে নার যাবীনতখন;

প্রাণতরে কলিতাজ ডল দেহ রণ

পদ্মবনে করা যথা অরি বেণু দলে,
দিকান্তম নরাধম কাপুরুষ দলে ।
কিবা রণে কি ভবনে নাহি অঘাতি,
কালের অগ্নি ভূমি লগাট নিরতি ।
অগণ্য ঐষধ, সহ তিন শত ঐক,
চেন নাহি বিমুখিলি বুঝিল নিভাক ?
• যত রাজপুতগণ—সমরে অটল,
বারম্বা আত্মপলি কত বুদ্ধ হল ।
পুরুষে পৌরষ হীন এ কথা কেমন,
এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ ?

কলতঃ কবিবর রঙ্গলালের অসাধারণ
কবিত্ব, কচির বিজ্ঞতা, ও উন্নত ভাবের
অপূর্ণ সন্নিবেশ সকলেরই মন মুগ্ধ করে ।
বর্ণনাচার্য্য সে কথা বুঝাইবার নহে, তাহা
অসম্ভব করিবারই বিষয় । কবির পনিজের
কথাতেই বলিতে হয়—

কোন মুহু চিত্রকর, পদাঘেহ চিত্র করে,
• করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?
কিহা সেই কোকনবে, মাথাইলে যুগমদে,
অতি সুখ লভে যথালোভা ?
চবিত কাকন কার, কিবা কার্য্য মোহাণার,
কিবা কার্য্য রমানের ছটা ?
হেম মুখ আছে কে হে, নিবে ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপ রঙ্গ ঘটা ?
আলিয়া যুতের বাতি, প্রথর ভাস্কর ভাতি
বুজি করা ছরাশা কেবল ।
কি কাছ সিন্দুরে মাছি, — পঙ্কজকল রাজি,
মাছিলে কি হয় সমজল ?

বঙ্গীয় কবিকুলের গৌরবস্থল রঙ্গলাল
পদ্মিনীর চিত্র কেমন সুন্দর ভাবে অঙ্কিত
করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার লোভ সংবরণ
করিতে পারিলাম না । যখন দিল্লীখবরের
কোশকে ভীমসিংহ বন্দী হইলেন তখনকার
পদ্মিনীর চিত্র একবার দেখুন—

ধারা ধর্মবতী যেই, তাহার লক্ষণ এই,
যেখা যথো বিপদ সময় ।

পদ্মিনী সুবীরা সতী, দিকপরা গুণবতী
• হইলেন সুস্থির হৃদয় ।
রাজার বিপদ শুনি, অস্তরে এমাদ গপি,
কিছু কাল গোকাচ্ছন্ন মনা ।
নীরদ বিপতে রবি, বেকল প্রথর হবি ।
সেই রূপ ভূপতি ললনা ।
বিবাদ বারিদ রাশি, হৃদয় বেরিদ আশি,
যনাক্ষয় মানস তপন ।
অশপথে হলো রুটি, হৃদয়ে সাহস স্রুটি,
আর ভাহ থাকে কি গোপন ?
কজির কুলজা বালা, মান-মণে মাতঙ্গালা,
উগ্রতর মনোবৃত্তির ।
বারেক ভাবেন মনে, "সঙ্গে লয়ে দেবাগণে,
রণ-ক্ষেত্রে হইব উদয় ॥
করি শত্রু জীবনান্ত, উদ্ধারিব প্রাণকান্ত,
কজ কুলে রাখিব মহিমা ।
যথা রযুপতি শিরা, শতকক্ষে বিনাশিয়া,
একাশিলা অসীমা গরীবা ॥
আবার ভাবেন রাণী, কিবা হয় নাহি জানি,
কপালেতে কি আছে লিখন ?
যবনে বিবাস নাই, যাহা ভাবি ঘটে তাই,
পাচে ভুল হাবান জীবন ॥
পরিহারি কুল লজ্জা, পরিব সময় সজ্জা,
ইহা শুনি শত্রু ছুরাশর ।
ক্রোধ ভরে মত্ত হয়ে, যদি প্রাণনাথে লয়ে,
বধে প্রাপ্ত নিদর হৃদয় ॥
এ সংবাদে হয়ে ক্রুর, আমি হব শক্তি শূন্য,
ভরে পলাইবে দেবাকুল ।
পড়িব যবন হাতে, দুই কুল ধাবে তাতে,
কুরব-রৌরব হবে কুল ॥
অতএব হল ক্রমে, উদ্ধারিয়ে প্রিয়তমে,
পরে বৈরী বিনাশ মন্ত্রণা ।
যেমন দেখিছে রঙ্গ, হয় শত্রু হত-ভঙ্গ,
তবে মুখে মনের যন্ত্রণা ।

এ চিত্র দেখিবার, অসম্ভব করিবার, প্রাশংসা
করিবার বিষয় । নাগক নাগিকার চিত্র পরি-
হার করিয়া, কবির একটি উক্তি উদ্ধৃত করি-
তেছি—

বল বল বলে ধরাতলে,
লোক বল বল মাত্র ফলে।
সেই বলে যেই বলো, বলবান তারে বলা,
যদি বল প্রকাশে কৌশলে ॥

ধৈর্য্য বীৰ্য্য লাস্য সযল,
কি করিবে শুদ্ধ এ সকল ?
কত ক্ষণ থাকে ধৈর্য্য, কতক্ষণ বীৰ্য্য ধৈর্য্য,
কতক্ষণ শরীরের বল ?
বলাধান প্রধান মাতঙ্গ,
তুণ দল নাথে তার অঙ্গ ॥

শ্রমের এক মতে, মন্দ্রে সাগর মথে,
রক্ত বাহে বাহু কী জ্বল ॥

এ কবিকে আমরা যেন ভুলিতে বসিয়াছি,
ইহার কাব্যসমূহ যেন আমাদের নিম্নস্থ নহে

এইরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছে, ইহা বি সামান্ত
পরিভাষার বিষয় ?

এই সকল বিষয়ের আলোচনাস্তে কলি-
কৃত্য সাহিত্য সভাগৃহে সভাপাণ্ডারের
মিজাপুরগৌ, আদর্শ চরিত্র রাজা শ্রীবিনয়ক
দেব বাহাদুর রঙ্গলাল ও মাইকেলের প্র
সম্পাদন কার্য্যে আমাকে প্রবৃত্ত করেন।
তাঁহাঃ উৎসাহেই আমি প্রথমে একাধি
হস্তক্ষেপ করি। সেজন্য এই অবসরে তাঁহার
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এক্ষণে কবির রঙ্গলালের জীবন বৃত্তান্ত
সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে লিপি বদ্ধ
করিলাম। ইহা তাঁহারই বংশধর দিগের
নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

রঙ্গলালের জীবনী ।

(:*)

পাঁচ ছয় বৎসর বয়ঃক্রমে বাকুলিয়ায় পাঠশালার কবির বিজ্ঞানভূত হয়, পরে বাকুলিয়ায় মিসনারি স্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া তিনি হুগলী কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন । কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিজ্ঞানয়ে অধিক পড়া শুনা করিতে পারেন নাই । কবি বিজ্ঞানয় পরিত্যাগের পর নিজে যত্নে যথেষ্ট উন্নতি-করিয়াছিলেন । ভারতীয় প্রায় সমস্ত ভাষা ও ইউরোপীয় তিন চারিটা ভাষার তাঁহার অধিকার ছিল । কবির চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মালিপোতার নিকট কুলিয়া গ্রামে দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় । ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বিজ্ঞানয় পরিত্যাগ করেন ও মাতৃভূমি হন । এই সময়ে কবি খিরদপুরে একটি বিজ্ঞানয় স্থাপন করেন । তাঁহাতে ভগানীপুর বেলতলা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ওরাখাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঠ করিতেন । ১২৪২ সালে কবির বড় মাতুল ওরামকমল মুখোপাধ্যায় কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বার্ষিক মাষ্টারের দেওয়ান নিযুক্ত হন । বাকুলিয়া গ্রাম হইতে কলিকাতা যাতায়াতের অসুবিধা হওয়ায় তিনি খিরদপুরে আসিয়া বাস করেন, কবি মাতুলালয়ে ছিলেন, সুতরাং তাঁহারও খিরদপুরে বাস হয় ।

কবি-মাতৃভূমি হইবার কয়েক বৎসর পরে মাতুলপুত্র পরিত্যাগ করেন ও মাতুল প্রদত্ত

একটি পুরাতন বাড়িতে বাস করেন । পরে অবস্থা উন্নতি হইলে বর্তমান গৃহনির্মাণ করেন । বালাকালারদি ইহার কবিতা রচনার বিলক্ষণ অনুবাগ ছিল । ইনি কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন কাশীধামে যাত্রা করেন, সেই সময়ে “কাশী যাত্রা” নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন । তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচয় হওয়ার পর ইহার কবিতা রচনা-প্রবৃত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায় । “সংবাদ প্রভাকরে” রঙ্গলালের বহু কবিতা প্রকাশিত হইত । এই সময়ে কলিকাতার ছাত্র ও লাইট বাবু একটি কবির দল করিয়া তাহাতে ইহাকে কবি নিযুক্ত করেন । সেই সূত্রে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সহিত বন্ধুত্ব হয় । ইহার পর কবি “রসসাগর” নামক একটি সংবাদপত্র বাহির করেন, তাহাতে ইহার কবিতাগুলি প্রকাশিত হইত । তৎপরে কবি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন । এই সময়ে “বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ” ও “শরীর সাধিনী বিজ্ঞান গুনকর্তিন” নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন । তৎপরে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন । কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিম্ন পদস্থ একজন অধ্যাপককে ইহার উপরে নিযুক্ত করায় কবি অধ্যাপনা কার্য পরিত্যাগ করেন,

এই সময়ে হাইকোর্টের জজ ও শ্রদ্ধানার্থ পণ্ডিত ও গবর্ণমেন্টের প্রধান উকিল ওরফাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহাকে ওকালতি পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করেন কিন্তু কবি

তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ অব্দে “এডুকেশন গেজেট” প্রচারিত হইলে রেভারেন্ড ডব্লিউ ওব্রায়েন ত্রিধ সম্পাদক ও কবি-বর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ৬ কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ৬ রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, ৬ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৬ রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর মহোদয়গণের ও “ভার্গবিকউলার লিটারেচার সোসাইটি” নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গের বিশেষ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কবি ১৮৫৮ অব্দে “পদ্মিনী উপাখ্যান” নামক কাব্যগ্রন্থ প্রচার করেন। ১৮৬১ সালে প্রথমে ইনি ইনকম্‌ট্যাক্সের ডেপুটী কলেक्टर নিযুক্ত হন। ১৮৬২ সালে “কর্মদেবী” নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৮৬৩ সালে পুনর্বার “এডুকেশন গেজেটের” সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৬৪ সালে কবি বালেশ্বরে প্রথম স্পেশিয়াল ডেপুটী কলেक्टर নিযুক্ত হন এবং পর বৎসরে কটকে প্রথম ডেপুটী এ্যাজিস্টেন্ট ও ডেপুটী কলেक्टर নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ অব্দে “শূরসুন্দরী” নামক কাব্য প্রচারিত হয়। এই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত “রহস্যসম্বর্ড” নামক সংবাদপত্রে কবির ৬ মনসোদেনীর গুণকীর্তন বিষয়ে কবিতাগুলির প্রচার করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি জগলিতে বদলি হন, কিন্তু ইনি বিশেষ স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, সুতরাং অন্নদিনের মধ্যেই উপরিভক্ত সাহেবদিগের বিরাগভাজন হইলেন। তাঁহার ইহাঁকে শিক্ষাদিবার জন্ত ছিদ্র অঘেরণ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে উক্ত জেলার কান ভদ্রলোকের দুইটা কস্তাকে মহানন্দ গ্রামের মিসনারিয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়; কস্তাদ্বয়ের অভিভাবকেয়া মিসনারিদের

নামে কবি রঙ্গলালের আদালতে মোকদ্দমা, আনয়ন করেন। উক্ত মোকদ্দমায় ইনি মিসনারিদের বিরুদ্ধে যে রায দেন তাহাতে এই উক্তি ছিল।—

“They took refuge in Christianity, that asylum for all black sheep of the Hindu Community.”

এই মোকদ্দমায় আশীলের সময় ঐ রাজ জেলার জজসাহেবের নিকট যাইলে তিনি তৎসম্বন্ধে এই বলিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট করেন যে, ইনি খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের নিকট কর্ম করিয়া তাঁহাদেরই ধর্মের নিন্দা করিতে ছেন। এই জন্ত কবি রাজকার্য্য হইতে অপসারিত হইতেন কিন্তু ইহার বৈবাহিক হাইকোর্টে ভূতপূর্ব জজ ৬ অম্বকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখনকার ছোটলাট বাহাদুরকে অমুরোধ করায় ইহাকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কটকে বদলী করা হয়। উড়িষ্যা দেশে অবস্থিতকালে কবি “উৎকল দর্পণ” নামক উড়িষ্যা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। মেদিনীপুরের খাল কাটাইবার সময় কবির দুই তিন খণ্ড তাম্রফলক প্রাপ্ত হন, কিন্তু উহার লিখিত ভাষা ৬ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাঠ করিতে না পারায় রঙ্গলালের নিকট ক্ষেবৃত আসে। কবি তাহা পাঠ করায় সরকার বাহাদুর তাঁহার বেতন ১০০ একশত টাকা বর্দ্ধিত করিয়া দেন ও এই সময়ে ইহার মান ও সম্মান বিশেষ বৃদ্ধি পায়। বঙ্গাব্দ ১২৮৪ সালে কবি বঙ্গদর্শনে “নীতিবুদ্ধমাজলি” নামক কবিতা প্রকাশ করেন। তৎপরে সংস্কৃত “কুমারসম্ভব” কাব্যের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পরেই মেদিনীপুর হইতে “কবিকল্পচণ্ডি” নামক পুস্তক স্নিত

প্রকাশিত করেন। ৩০০০ বাজেঞ্জলাল মিত্রের "উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব" (Antiquities of Orissa), কবিশনার বিমল সাহেবের প্রণীত "সিবিল সারভ্যান্টদিগের জন্য ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ" (Grammar of all the Indian languages for all Civil Servants) ১৩০০ বাজেঞ্জলাল মিত্রের "সখবার একাদশী" নামক পুস্তক প্রণয়নকালে কবি বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৭৫ সালে যখন যুবরাজ (একশ্রেণী সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতবর্ষে আগমন করেন সেই সময়ে কবি তাঁহার অভ্যর্থনাস্থল একটি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু এই কবিতাটি কাহারও নিকট আদৃত হয় নাই। ১৮৭২ অব্দে কবি হাবড়ায় বসন্ত হন ও এই সময়ে "কাঞ্চীকাবেরী" নামক ৬ অঙ্ক-কাব্যের মাহাত্ম্যস্বক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি কালিদাসের "অজসংহারের" অনুবাদ, উক্তর "মচরিতের" "লক্ষ্মণবিজয়" ও "চন্দ্র-

বংশ নাটক" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন, কিন্তু তৎসমুদায়ের মুদ্রাক্ষর হয় নাই। কবির "মুক্তি ও বিক্ষুব্ধ বিষয়ক গীতগ্রন্থ"খানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এই গ্রন্থ মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কল্যাণের দলে ব্যবহৃত হইয়াছিল ও উক্ত মহারাজ তাঁহার মুদ্রাক্ষর সমস্ত ব্যয় দিবেন বলিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। সেই প্রশংসাপত্রও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥

বঙ্গলাল স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি কোন একটি বস্তু দেখিলে কবিতা লিখিতেন কিন্তু হৃৎকের বিষয়, এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শেষে হাবড়ায় বদলী হইবার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ তাঁহার চুয়াব বৎসর বয়ঃক্রমকালে কবি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন ও ছয় বৎসর চারি মাস পীড়িত থাকিয়া ১২২৭ সালের ৩১শে বৈশাখ শুক্রবারে গঙ্গাতীরে নবরাজী শাস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

সমাপ্ত ।



কবির রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জীবন চরিত ।

— :: —

১২৩৪ সালের পৌষমাসে হুগলি জেলার অন্তর্গত কালনার সম্মিহিত বালুগিয়া নামক গ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম হয়। ইহার পিতা ১১ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ নবাবের ছোট দেওয়ান ছিলেন, রামেশ্বরপুরে ইহাদের আদি বাস ছিল কিন্তু কবির পিতা কৈলীচ ও তদাধুনিক তদানীন্তন বহরবাহের জন্ত ইনি মাতুলালয়ে লাগিত ও পালিত হইয়াছিলেন। ৮ আট বৎসর বয়ঃক্রমে কবির পিতার মৃত্যু ইহাও মাতুলাল বাসের দ্বিতীয় কারণ।

কবির বংশ-তালিকা ।



